ভাষাবোধ

বাঙ্গালা-ব্যাকরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার

বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ-প্রণীত।

(পরিবর্দ্ধিত)

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩০নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৫ সাল।

৯৩নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা
হেয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান লিখিত বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও বাঙ্গালা ঠিক সংস্কৃতের ছাঁচে গঠিত নয়; মাগধী ও পালির সহিত বাঙ্গালার গঠনসাদৃশ্য বরং অধিক।

সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, পারসি, আরবি, ইংরাজি প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে গৃহীত শব্দে পুষ্ট-কলেবর হইলেও বাঙ্গালা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। সুতরাং সংস্কৃত-ব্যাকরণ 'বাঙ্গালা-ব্যাকরণ' নহে। কিন্তু এখন যে সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণ চলিত আছে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য—বাঙ্গালায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দসমূহ সাধিবার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া। তদতিরিক্ত যাহা কিছু ঐ সকল ব্যাকরণে আছে, তাহাও সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক কথা বা পরিশিষ্ট মাত্র।

বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। এক অকারের উচ্চারণ অনেক প্রকার; অর্থাৎ অকার অনেকপ্রকার ধ্বনি প্রকাশ করে। ধরিতে গেলে, ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির জ্ঞাপক স্বতন্ত্র বর্ণ থাকা উচিত, অথবা সঙ্কেতভেদাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি বুঝাইবার উপায় করিতে হয়। বাঙ্গালায় ঋ ও ঌ স্বরবর্ণ মধ্যে না ধরিলেও চলে। 'ঐকার' ও 'ঔকার' ভিন্ন সংস্কৃতে অন্য যুক্তস্বর (Dipthong) নাই; বাঙ্গালায় আছে। কিন্তু ঐ সকল অন্য যুক্তস্বর প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ নাই। কোন একটি অক্ষরের (Syllable) উপর জোর দিয়া বলিবার কোন সঙ্কেতও (accent) বাঙ্গালায় নাই। পক্ষান্তরে ণ ও নকারের উচ্চারণগত প্রভেদ প্রায় দেখা যায় না। শ, ষ ও স—এই তিন বর্ণেরও উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রায় একরূপ;—তবর্গ এবং শুদ্ধ ঋ বা র সংযুক্ত হইলে, ইহাদের

উচ্চারণ প্রায় ইংরাজি S অক্ষরের ন্যায় হয় ; তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র Shর ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে এই অতিরিক্ত বর্ণগুলি উঠাইয়া দেওয়া দুরূহ।

বর্ণ-প্রকাশিত ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করিলে ক্ষ ও জ্ঞ বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র বর্ণ বলিলেও চলে। ঋ (ri) ও ঌ (li) যদি স্বতন্ত্র বর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহারাই বা হইতে পারিবে না কেন? বর্গের দ্বিতীয় বর্ণগুলি হ্‌-সংযুক্ত (aspirated) প্রথমবর্ণ মাত্র। কিন্তু বর্ণ বলিয়া ঐ গুলি বাঙ্গালায় চলিতেছে।

অনুস্বারের উচ্চারণ প্রায় ঙকারের উচ্চারণের সমান হইলেও স্বর-সংযোগের জন্য 'ঙ' বর্ণটির প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন 'রঙের' ফুল— এখানে 'ং' অনুস্বারের দ্বারা উদ্দিষ্ট উচ্চারণ হইবে না।

বিসর্গ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে হ্‌-সংযুক্ত (aspirated) করে মাত্র।

বর্ণের উচ্চারণ দুই প্রকার; ধ্বনিমূলক ও ঐতিহাসিক; ক ও ষ বর্ণের যোগে উৎপন্ন হইলেও ক্ষ'র উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ইহা ঐতিহাসিক উচ্চারণ। এই সমস্ত বিষয়ের সকল কথা এইরূপ ক্ষুদ্র ব্যাকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নয় বলিয়া, মূলগ্রন্থে আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা শব্দ ও পদগুলি 'সাধা' বাঙ্গালা ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা হইতে অনেক শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়া, বাঙ্গালা-প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে; অথবা বাঙ্গালা সমাসের নিয়মে অন্য পদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল শব্দ সাধাও বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকার ভুক্ত বলিয়া, তৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাদি মূলগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। যেখানে সমাসের শব্দগুলি দুই বা অধিক ভিন্ন ভাষা হইতে আসিয়াছে— সেখানেও বাঙ্গালা সমাসের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে।

অনেক শব্দ অন্য ভাষা হইতে একবারে প্রত্যয়ান্ত বা সমাস-নিষ্পন্ন

হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। এই সকল শব্দের মধ্যে সংস্কৃতই প্রধান। উহাদের সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়াদি শিক্ষা দেওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত নয়। কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ শব্দ-গঠনের প্রণালী শিখিতে পারিলে, প্রয়োজনমত নূতন শব্দ গঠিত করিয়া লইতে পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে, তাহাদের গঠনসম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের শেষে দিয়াছি। এইরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা হইতে গৃহীত কথাগুলির সম্বন্ধেও যতটুকু জানা আবশ্যক, তাহাও ঐরূপে দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত অনেক নূতন নূতন শব্দ এবং তন্মূলক অনেক যৌগিক শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতেছে; এইরূপে অম্লজান, জলজান প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এবং দুগ্ধভ্রাতা, দুগ্ধভগিনী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা আইনের পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আবার বৈমাত্রেয় শব্দাদির অনুকরণে বৈপিত্রেয় প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল শব্দ এখনও সাধারণভাবে প্রচলিত এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকার ভুক্ত হয় নাই।

বিভক্তিযোগে ও সমাসাদিতে শব্দ ও ধাতুর নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটে। আবার একপ্রকার শব্দেরই বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন আকার হয়। সেই সকল রূপান্তরিত পদ সাধিবার জন্য সূত্র প্রণয়ন এবং সেই সকল সূত্র বালকদিগকে শিখান—শক্তির অপব্যবহার মাত্র। কেবল উদাহরণ দ্বারা ঐরূপ পরিবর্ত্তন বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। এই কারণে যে যে সম্বন্ধে যত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, যে যে রূপে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সংযোগ হইতে পারে, তাহা উদাহরণ দ্বারা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। এবং সেই কারণেই সকল প্রকার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া পুস্তকের আকার

একটু বড় হইয়াছে। কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয় এরূপ বিষয় অধিক নাই। সুতরাং পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে ছাত্রদিগের অধিক দিন লাগিবে না।

পুস্তকপ্রণয়ন সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও ইংরাজি ব্যাকরণের সাহায্য লইয়াছি। যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। তবে এইরূপ গ্রন্থ প্রথম উদ্যমে সম্পূর্ণ বা নির্দ্দোষ হইতে পারে না। সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি শিক্ষকমহাশয়দিগের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। আশা করি—সে সাহায্যে আমি বঞ্চিত হইব না।

১৩০৫ সাল। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

* * * * *

১৩০৫ সালে ভাষাবোধের প্রথম প্রকাশের পর অবধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া বেশ আন্দোলন চলিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা, সাহিত্য প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রসমূহে এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও বাহির হইয়াছে। পরিষৎ বাঙ্গালাব্যাকরণ-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তৎসম্বন্ধে মীমাংসার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই 'ভাষাবোধ' ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই একরূপ মীমাংসা করিয়াছে।

* * * * *

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে এই পুস্তকখানিকে অপভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি বিশেষণে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও যে এই পুস্তকখানির প্রণয়নে কত অধ্যয়ন, কত শ্রম ও কত চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না, ইহাই বড় ক্ষোভের বিষয়। তবে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বরপুত্র বিশ্ববরেণ্য ডাক্তার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় মান্যবর ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, বৃহস্পতিকল্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নানাশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞপ্রবর পণ্ডিত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বিবর্গ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ভাষাবোধের উপর সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

আরও আমার সৌভাগ্য—এই পুস্তকের ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্য অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ধাতুমালা আজিও প্রস্তুত হয় নাই; সম্পূর্ণ ধাতুমালা প্রস্তুত করিবার সময়ও আসে নাই। কারণ, যে সকল ক্রিয়াপদ কেবল কবিতাতেই স্থান পাইত, তাহারা ক্রমে গদ্যেও লব্ধপ্রবেশ হইতেছে। আবার যে সকল ক্রিয়াপদ 'অপভাষা' বা গ্রাম্যভাষাতেই ব্যবহৃত হইত, তাহাদেরও কতকগুলি সাহিত্যিক সম্মান পাইতেছে। এইরূপে বাঙ্গালা ধাতুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলিতেছে, তাহাদের ধাতুসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ধাতুমালাটি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। যে সকল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলে, তাহাদেরই নাম ধাতুমালায় প্রদত্ত হইয়াছে।

কালীঘাট, কলিকাতা।
সন ১৩১২। } নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পুস্তকের প্রথম প্রকাশের পর অবধি বাঙ্গালা ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আশা ছিল,—যদি কখনো ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়, তবে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া দিব; কিন্তু এবার তাহা ঘটিল না। পুস্তকখানি বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইবার অনেক পরে আমি ঐ সংবাদ জানিতে পারি। এই অল্প সময়ের মধ্যে সংস্করণ, পরিবর্দ্ধন ও মুদ্রাঙ্কন করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ বাহির করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তবে যতদূর সম্ভব—করিয়াছি।

বাঙ্গালায় প্রচলিত শব্দ-সমূহের মূল-নির্ণয় এবং ক্রম-বিকাশে গঠন প্রণালী শিখাইবার প্রয়াস পাই নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ কার্য্য ভাষা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। বঙ্গদেশে ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অনেক আছেন। তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন এবং লিখিতেছেন। তবে ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যাকরণেরও অধিকারভুক্ত। যদি টেক্‌স্‌টবুক কমিটির মনীষী সভ্যগণ, শিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টার মহোদয় ও ইন্‌স্পেক্টার মহোদয়গণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কৃপায় এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, পুস্তকখানি যথাসাধ্য পূর্ণ করিব—এই আশা এখনও পোষণ করি।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

সূচী পত্র।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের সূচী।

কৃৎপ্রত্যয়ের সূচী।

ভাষাবোধ

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

১। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (১)

২। বাঙ্গালা ব্যাকরণের মূল বিষয় তিনটি ; বর্ণপ্রকরণ, পদপ্রকরণ ও বাক্যপ্রকরণ।

৩। বর্ণ দ্বারা পদ, পদ দ্বারা বাক্য এবং বাক্য দ্বারা ভাষার গঠন হয়। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত হয়। কোন কোন স্থলে একটি মাত্র বর্ণও পদ হয়। যথা—'এ', 'ও', 'ঐ'।

বর্ণপ্রকরণে বর্ণের সংজ্ঞা, সংযোগ, উচ্চারণাদি বর্ণিত থাকে; পদপ্রকরণে পদের সংজ্ঞা, গঠন, ব্যুৎপত্তি, সংযোগাদি বিবৃত হয় ; আর বাক্যপ্রকরণে বাক্যগঠনের নিয়মাবলী প্রদর্শিত হয়।

---

(১) ব্যাকরণ=সংস্কৃত বি+আ+কৃ+অন—যাহাতে পদের ব্যুৎপত্তি বিবৃত থাকে। ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণে বর্ণবিচার, পদবিচার ও বাক্যবিচার তিনই আছে।

বর্ণ-প্রকরণ

৪। আমরা যে সকল কথা বলি, সেইগুলি লিখিবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাদের এক একটি সঙ্কেতকে এক একটি বর্ণ বলে। 'বর্ণ'—শব্দের এক একটি অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ।

৫। বর্ণ দ্বিবিধ। স্বর ও ব্যঞ্জন।

অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে যে সকল বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাহাদের নাম স্বরবর্ণ। আর যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের নাম ব্যঞ্জনবর্ণ।

৬। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসমেত আটচল্লিশটি বর্ণ আছে: তাহাদের মধ্যে ১৩টি স্বর ও ৩৫টি ব্যঞ্জন বর্ণ।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, (১) এ, ঐ, ও, ঔ,—স্বরবর্ণ।

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় এমন কথা নাই, যাহার আদিতে ৠ বা ঌ আছে। সুতরাং এই দুই বর্ণ কেবল ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে সহায় হয়। ৠ-ফলা-যুক্ত কথাও বাঙ্গালায় নাই; তবে 'সংস্কৃত দৄ ধাতু হইতে বিদীর্ণ হইয়াছে'—এইরূপ লিখিতে হইলে ৠ-ফলার প্রয়োজন। সেইজন্য 'ৠ' বর্ণমালামধ্যে ধরা হইল। ঌফলা যুক্ত 'কৢপ্ত' কথাটি বাঙ্গালায় চলে। ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থে 'ৡকার' 'ৡভব' এইরূপ কথা আছে। আধুনিক গ্রন্থে ঐ বর্ণ দেখা যায় না; আরও পাণিনির মতে ৡকার নাই; সুতরাং বর্ণমালায় ঐ বর্ণ দেওয়া হইল না।

স্বর দুই প্রকার—হ্রস্ব ও দীর্ঘ ; অ, ই, উ, ঋ, ৯—হ্রস্ব স্বর। আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ—দীর্ঘস্বর।

হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে অল্প এবং দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগে।

হ্রস্ব স্বর লঘু ; দীর্ঘ স্বর গুরু। সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের উচ্চারণ গুরু হয়।

দূরাহ্বান, গান, উপহাস ও রোদনে স্বর দীর্ঘতর হইলে তাহাকে প্লুত স্বর বলে।

দুই স্বর একত্র উচ্চারিত হইলে যুক্তস্বর বলে। যথা—বিড়াল মিউ মিউ করে। এই স্থানে 'ইউ' একত্র উচ্চারিত হইয়াছে। এইরূপ ইউরোপ, ঢেউ, হাইকোর্ট, মেও।

ঐকার ও ঔকার যুক্ত স্বর ; ঐ=অই, ওই, ঔ=অউ, ওউ; এতদ্ভিন্ন অও, আই, আউ, ইউ, উই, এই, এউ, এও, আও—এই কয়টি যুক্ত স্বর আছে। ইহাদের স্বতন্ত্র আকার নাই।—অ-ই বা অ-উ একত্র উচ্চারণ করিলেই যুক্তস্বর হইবে। ঐকার ও ঔকার এই দুই বর্ণে 'অ-ই' ও 'অ-উ' একত্র উচ্চারিত হয়। সেই জন্য ইহারা যুক্তস্বর। 'থৈ' শব্দে ঐকার যুক্তস্বর। থ-ই লিখিলে 'থৈ' বুঝাইবে না—'থ-ই' বুঝাইবে। এইরূপ বউ লিখিলে 'বৌ' বুঝাইবে না। (১)

---

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধি-সংঘটিত হয় বলিয়া 'এ', 'ঐ', 'ও' এবং 'ঔ' সন্ধ্যক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণে সন্ধ্যক্ষরের পরিবর্ত্তে যুক্তস্বর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কারণ (১) বাঙ্গালায় একার ও ওকার যুক্তস্বর নহে ; (২) অধিকাংশ যুক্তস্বরই সন্ধি-সংঘটিত নহে, (৩) অক্ষর শব্দ এই ব্যাকরণে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১০ম সূত্র দেখ।

৭। 'অ', 'আ', 'ই', 'উ', 'এ', এবং 'ও' এই কয়টী স্বরের উচ্চারণ সহজ, প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত—এই তিন প্রকার। অকারের সহজ উচ্চারণ প্রকৃত; প্রসারিত উচ্চারণ বিকৃত—সঙ্কুচিত 'ও'কারের ন্যায়। অবশ্য, অগ্র প্রভৃতি শব্দে প্রথম 'অ'কারের উচ্চারণ সহজ বা প্রকৃত। অতি, অক্ষর প্রভৃতি শব্দে প্রসারিত বা বিকৃত। 'বড়' শব্দে বকারের পরবর্ত্তী অকার সহজ; ড়কারের পরবর্ত্তী অকার প্রসারিত—সঙ্কুচিত ওকারের ন্যায়। এইরূপ ছোট, খাঁট, মেজ, সেজ, কাল (কৃষ্ণবর্ণ), ভাল প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য অকার প্রসারিত। এখন অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক এইরূপ প্রসারিত অকার ওকারান্ত লিখেন। যথা—ছোটো, বড়ো, মতো, কোনো, কখনো ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন যেখানে কোনও অকারে জোর দিবার প্রয়োজন হয়, সেখানেও অকারান্ত শব্দ ঐরূপ ওকারান্ত লিখেন—অর্থাৎ সেই অকার প্রসারিত করেন। যথা—ধোয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য ইত্যাদি (রবীন্দ্রনাথ)।

ঘর, বন প্রভৃতি শব্দে ঘকার ও বকারের পরবর্ত্তী অকার সহজ। কোন কথা তাড়াতাড়ি বলিলে অনেক সময়ে অকার সঙ্কুচিত হয়। যথা—চট্ করিয়া আসিবে, শন্ করিয়া ছুটিল। এই দুই স্থলে চট্ ও শন্ শব্দে চকার ও শকারের পরবর্ত্তী অকার সঙ্কুচিত।

আকার, ইকার, উকার, ওকারও এইরূপে সঙ্কুচিত হয়। 'আদা', 'দাদা', 'কাল' (কল্য), আজ প্রভৃতি শব্দে আকার

গুলির উচ্চারণ সহজ। রাম, বাঁশ, কাল (সময়), 'আকার', 'আষাঢ়' প্রভৃতি শব্দে আকারগুলি প্রসারিত। 'ইনি' ও 'যত্ন' শব্দে ইকার ও উকার সহজ; ইট ও উট শব্দে প্রসারিত।

খুঁটি (= খুঁটিয়া লই)—এই পদে উকার প্রসারিত হয় নাই। খুঁটি (= কাষ্ঠময় স্তম্ভ)—এখানে উকার প্রসারিত।

ই ও উ প্রসারিত হইলে তাহাদের উচ্চারণ সঙ্কুচিত ঈকার ও ঊকারের ন্যায় হয়। এখন কোন কোন প্রধান লেখক ঐরূপ স্থলে 'ঈ' ও 'ঊ' ব্যবহার করেন। যথা—নিরানন্দকারী শিক্ষার হাত বাঙালী 'কী' করিয়া এড়াইবে। (রবীন্দ্রনাথ)।

একার, এখান, বেশ, বেহাত প্রভৃতি শব্দে একার সহজ বা প্রকৃত। যেন, কেন, যেমন, ঢেঙা, মেও প্রভৃতি শব্দে একার প্রসারিত বা বিকৃত।

কেহ কেহ এই প্রসারিত 'এ' স্বর লিখিতে য-ফলা ও আকার ব্যবহার করেন। যথা—ক্যান, ম্যাও, জ্যাঠা।

গেল (= যাইল)—এখানে একার প্রসারিত: গেল (= গিলিয়া ফেল = খাও)—এখানে একার সহজ।

'শোনা' ও 'বোনা' শব্দে ওকার সহজ; সোম ও ব্যোম শব্দে প্রসারিত।

প্রসারিত বা বিকৃত স্বর বুঝাইবার কোন চিহ্ন নাই। বর্ণের উপরে একটি রেখা (—) দিবার প্রথা হইলে ভাল

হয়। এই সকল স্বরের সহজ উচ্চারণ, প্রসারণ বা সঙ্কোচন দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। একই স্থানেও সর্ব্বদা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে ঠিক নিয়ম নির্দ্ধারিত করা যায় না; কয়েকটি স্থূল নিয়মমাত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

(ক) 'য'ফলাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার প্রসারিত হয়। যথা—(দণ্ড—) দণ্ড্য, (দন্ত—) দন্ত্য, (অন্ত—) অন্ত্য।

(খ) 'ক্ষ' পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ' প্রসারিত হয়। যথা —পক্ষ, যক্ষ, অক্ষর।

(গ) ই, উ এবং ঋবর্ণ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ'কারের প্রসারণ হয়। যথা—(অন্বয়—) অন্বিত, (অগ্র—) অগ্রিম ; (বক্তা—) বক্তৃতা।

করিয়া ও ক'রে (ক'রে—এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদে ইকারের লোপ হইলেও তদ্ধর্ম্ম আছে)—এখানে অকার প্রসারিত। 'করে'—এই সমাপিকা ক্রিয়াপদে 'ক'কারের পরবর্ত্তী অকার প্রসারিত হয় নাই। কারণ ওখানে 'ই'কার ছিল না।

(ঘ) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ' ও 'আ' সহজ। যথা—অংশ, বংশ, আংশিক।

(ঙ) বিসর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ', 'আ', 'ই', 'উ', 'এ', এবং 'ও' প্রসারিত। যথা—আঃ, ওঃ।

(চ) নিষেধার্থক 'অ' প্রায় প্রসারিত হয় না। যথা—অসম, অসীম, অক্ষয়, অনুচিত।

(ছ) উপসর্গের শেষ 'অ'কার সহজ; কিন্তু তৎসংস্পৃষ্ট শব্দগুলিতে ঐ অকার প্রায় প্রসারিত। যথা—প্র—প্রশস্ত; অব—অবগত।

(জ) 'র'ফলার পরবর্ত্তী 'অ' প্রসারিত হয়। যথা—পরিশ্রম, মন্ত্রণা, ব্রহ্ম। শব্দের শেষে 'য়' থাকিলে প্রসারিত হয় না। যথা—ক্রয়, আশ্রয়।

(ঝ) 'এ' বর্ণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার কখন কখন প্রসারিত হয়। কখনও বা হয় না। যথা—জটা—জটে। 'বটে' শব্দে প্রসারিত হয় নাই।

(ঞ) 'ঈ' বা 'উ' পরবর্ণে থাকিলে পূর্ব্ববর্ণের একার প্রসারিত হয় না। যথা—(জ্যেঠা—) জ্যেঠী, (বেটা —) বেটী, (এক—) একটু।

(ট) 'ন' কারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার প্রসারিত হয়। যথা—ফেন, কেন, যেন।

(ঠ) প্রত্যয়ের আকারান্ত ও ঈকারান্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী 'আ' ও 'এ' বর্ণের উচ্চারণ প্রায়ই সহজ। যথা—মালী, তেলী, তেলা। (ঞ) দেখ।

(ড) দেশভেদেও একারের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যথা—সেঁক (ও স্যাঁক), সেঁচ (ও স্যাঁচ। এইরূপ এক, লেজ ইত্যাদি।

বক্তার উদ্দেশ্য ও কথার ভঙ্গী অনুসারে এই সকল স্বর সহজ, প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ (১) ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড (ড়), ঢ (ঢ়), ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য (য়), র, ল, ব (২) শ, ষ, স, হ, ং, ঃ—ব্যঞ্জনবর্ণ (৩)

৮। কোন স্বরবর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে 'অকার,' 'আকার', 'ইকার'—ইত্যাদিরূপ বলা যায়। কখন কখন ব্যঞ্জনবর্ণও ঐরূপে লিখিত হইয়া থাকে।

৯। পূর্ব্বে বা পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। 'ক' বলিলেই (ক+অ) অর্থাৎ কবর্ণে অকার

(১) বিদেশীয় z বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইতে জ়। বাঙ্গালাতেও 'ভাজা' প্রভৃতি শব্দে জকারের উচ্চারণ জ় বর্ণের মত। জকারের উচ্চারণ J বর্ণের ন্যায়।

(২) বিদেশীয় w বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইতে ব়।

(৩) সংস্কৃত ব্যাকরণে অ, আ, এ, কবর্গ, হ—কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া কণ্ঠ্যবর্ণ; ই, ঈ, এ, ঐ, চবর্গ, য, শ—তালু হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া তালব্যবর্ণ; ঋ, ৠ, টবর্গ, র, ষ—মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া মূর্দ্ধন্যবর্ণ; ঌ, তবর্গ, ল, (অন্তঃস্থ) ব, স—দন্ত হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া দন্ত্যবর্ণ; উ, ঊ, ও, ঔ, পবর্গ, (অন্তঃস্থ) ব—ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ওষ্ঠ্যবর্ণ। ইহাদের মধ্যে যে সকল বর্ণ দুই স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, তাহাদের যুক্ত-সংজ্ঞাও আছে। যথা—এ—কণ্ঠতালব্য; (অন্তঃস্থ) ব—দন্তৌষ্ঠ।

সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। পূর্ব্বে স্বরবর্ণ সংযোগ যথা---সৎ, আক্। (১)

১০। শব্দের যে যে অংশ এক এক বারে উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে অক্ষর বা শব্দমাত্রা (১) বলে। 'ভাষাবোধ' শব্দে 'ভা' 'ষা' ও 'বোধ' (২)---এই তিনটি অক্ষর আছে।

১১। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গ্য 'ব'--উভয়েরই আকার একরূপ ; উচ্চারণগত কোন প্রভেদও নাই। ফলার 'ব' (অন্তঃস্থ ব) স্বতন্ত্র উচ্চারিতই হয় না ;---কেবল সংযুক্ত ব্যঞ্জন দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত করে। যথা—ত্বরা (ত্তরা), ঈশ্বর

---

(১) কোন স্বরবর্ণ পরে না থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে এক একটি বক্ররেখা (্) দিতে হয়। যথা—ক্, প্ ইত্যাদি। এইরূপ শুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণের নাম হসন্ত বর্ণ, এবং ঐ বক্র রেখার নাম হসন্ত-চিহ্ন।

(২) সংস্কৃতে অক্ষরশব্দে বর্ণ বুঝায়। তদ্ভিন্ন উক্তরূপ স্বরসংযুক্ত বর্ণ ও পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণ (Syllable) বুঝাইতেও অক্ষর-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—ওঁ (ওম্) একাক্ষর; দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি দুই-অক্ষর—এরূপ ব্যবহার সংস্কৃতে দেখা যায়। এই পুস্তকে অক্ষর-শব্দে Syllable অর্থাৎ শব্দমাত্রা বুঝাইবে।

ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, ং এবং বিসর্গ ভিন্ন অন্য বর্ণের উপর যে সকল রেখা থাকে, তাহাকে 'বর্ণমাত্রা' বা 'মাত্রা' বলে।

(২) সংস্কৃতে 'বোধ' শব্দে দুই অক্ষর আছে। (১ম) ব+ও= বো ; (২য়) ধ+অ=ধ। বাঙ্গালায় 'ধ' বর্ণের পরবর্ত্তী অকার উচ্চারিত হয় না, সুতরাং বাঙ্গালায় 'বোধ'—এক-অক্ষর।

(ঈশ্শর)। কেবল 'হ'কারে সংযুক্ত হইলে অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ হয়। যথা—আহ্বান, বিহ্বল।

ণ ও ন—এই দুই বর্ণের উচ্চারণগত প্রভেদ বাঙ্গালায় না থাকিলেও বর্ণের আকারগত প্রভেদ আছে। শ, ষ, স—এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রায় একরূপ; তবর্গ এবং ঋ ও র সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ ইংরাজী S অক্ষরের ন্যায় অর্থাৎ দন্ত্য হয়; অন্যত্র প্রায়ই Shএর ন্যায় অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য হইয়া থাকে। যথা—শ্রী, স্রোত, শৃঙ্গ, সৃষ্ট, প্রশ্ন, স্নেহ। অন্যত্র যথা—শ্যামল, সিন্ধু, সেবক, ষাঁড়।

ঙ এবং ং—এই দুইয়ের উচ্চারণ প্রায় একরূপ। ঞ—কোন স্থলে ঙ, কোন স্থলে নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিকের চিহ্ন।

বিসর্গের পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত হয়। যথা—মনঃপূত, দুঃখ। এখানে 'ন' ও 'দু' এই অক্ষরের হ্রস্ব স্বর 'অ' ও 'উ'—গুরু। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণও গুরু।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ---এই পাঁচটি বর্ণ কবর্গ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ---এই পাঁচটি বর্ণ চবর্গ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই পাঁচটি বর্ণ টবর্গ। ত, থ, দ, ধ, ন—এই পাঁচটি বর্ণ তবর্গ। প, ফ, ব, ভ, ম—এই পাঁচটি বর্ণ পবর্গ।

ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্গ্য বা বর্গীয় বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে। কারণ জিহ্বার অগ্র, মধ্য বা মূল দ্বারা কণ্ঠ, তালু,

মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া এই সকল বর্ণ (অর্থাৎ যথাক্রমে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গের বর্ণগুলি) উচ্চারণ করিতে হয়। বর্গ্যবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া য, র, ল, ব এই চারিটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ এবং উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য আছে বলিয়া শ, ষ, স ও হ এই চারিটিকে উষ্ম বর্ণ বলে।

ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম এই পাঁচটি বর্ণ আংশিকরূপে নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম অনুনাসিক। অন্য বর্ণকে সানুনাসিক করিতে হইলে তাহার উপর চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দিতে হয়।

১২। শব্দের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত 'য' সময়ে সময়ে 'য়' হয়, সময়ে সময়ে হয় না। 'য়' যথা—প্রয়োগ, বিয়োগ, নিয়োগ, আয়ত, আয়োজন। 'য' যথা—অভিযোগ, উপযোগী সুযোগ, প্রযুক্ত, বিযুক্ত, নিযুক্ত। (১) শব্দের আদিতে 'য়' হয় না। যথা—যোগ, যিনি, যুগ।

ড ও ঢ—শব্দের আদিতে 'ড' ও 'ঢ'ই থাকে; যথা—ডালিম, ঢাক। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকিলে প্রায়ই 'ড়'

---

(১) এইরূপ উচ্চারণবৈষম্য সমস্তই নিয়মাধীন। তবে ঐ সকল নিয়ম বিবৃতিব জন্য সূত্র প্রণয়ন করিতে গেলে পুস্তকের আকার অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। সেইজন্য কেবল কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ে ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ও 'ঢ়' হইয়া যায়; যথা—কড়া, বিড়াল, আষাঢ়। সংযুক্ত বর্ণে হয় না; যথা—জাড্য, আঢ্য।

১৩। দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণ না থাকিলে তাহারা যুক্ত হয়; এইরূপ যুক্তবর্ণের নাম সংযুক্ত বর্ণ। স্বর-সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে সংযুক্ত বর্ণ বলে না। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আকার কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা—ঙ+ক= ঙ্ক; ঙ+গ=ঙ্গ; ঞ+চ=ঞ্চ; ণ+ট=ণ্ট; ন+ত=ন্ত; ন+থ=ন্থ; ন+ধ=ন্ধ; ক+য=ক্য; ক+র=ক্র; ত+র=ত্র; ক+ন=ক্ন; শ+চ=শ্চ; স+ক=স্ক; স+থ=স্থ; হ+ন=হ্ন; হ+ম=হ্ম, ত+থ=ত্থ ইত্যাদি।

র+ক=র্ক; র+দ+ধ=র্দ্ধ ইত্যাদি (এইরূপ র বর্ণকে রেফ্ বলে)। রেফ্ যুক্ত হইলে চ, ছ, জ, ত, দ, ধ, ব, ম, য ও ল বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা—কর্দ্দম, কর্দম, গর্দ্দভ, গর্দভ। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে উহার পূর্ব্ব বর্ণটি যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হইয়া যায়। যথা—স্বচ্ছ, মূর্দ্ধা, উত্থান, অন্তর্দ্ধান।

নিম্নলিখিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির আকার ও উচ্চারণ উভয়ই ভিন্নরূপ হয়। যথা—জ+ঞ=জ্ঞ; ক+ষ=ক্ষ। হ+ম=হ্ম (উচ্চারণ ম+হ)

সংযুক্ত বর্ণ শব্দের পূর্ব্বে থাকিলে তাহা সহজ ভাবেই উচ্চারিত হয়। যথা—স্বচ্ছ। শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকিলে পূর্ব্বের স্বর গুরু করিয়া উচ্চারিত হয়। যথা—অস্বচ্ছ।

সংজ্ঞা

১৪। পদসিদ্ধির জন্য প্রকৃতির আদিতে, মধ্যে বা শেষে কোন বর্ণ আসিলে তাহাকে "আগম" বলে।

১৫। বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন বর্ণ উচ্চারণ করিয়া প্রকৃত কার্য্যে তাহা বাদ দিলে ঐ বর্ণকে "ইৎ" বলে।

১৬। সূত্রদ্বারা সিদ্ধ না হইলে তাহাকে "নিপাতন" বলে।

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

১৭। বাঙ্গালা ভাষায় কেবল দুই চারি স্থলে রকারের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকিলেও হয়। যথা—ঝর্ণা (১), চৌধুরাণী, ঠাকুরাণী, চাক্‌রাণী।

অন্যত্র 'ন' মূর্দ্ধন্য হয় না।

বাঙ্গালা ভাষায় দন্ত্য স মূর্দ্দন্য হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য ন ও দন্ত্য স কোন কোন স্থলে মূর্দ্ধন্য হয়। ঐরূপে পরিবর্ত্তিত অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিত আছে। সেই নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধানের মূল নিয়ম কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) একই পদে—ঋ, র অথবা ষকারের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—স্বর্ণ, তৃষ্ণা। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ, ং ব্যবধান থাকিলেও হয়। যথা—শ্রবণ, বক্ষ্যমাণ।

---

(১) ঝরনা শব্দের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় নাই।

পদের অন্তস্থিত 'ন' মূৰ্দ্ধন্য হয় না। যথা—ব্রহ্মন্। তবর্গ সংযুক্ত 'ন' মূৰ্দ্ধন্য হয় না। যথা—ভ্রান্তি। প্র, পূর্ব্ব, পর, অপর শব্দের পরবর্ত্তী অহ্নের 'ন' মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা—পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ।

পর, পার, রাম, চান্দ্র, নার ও উত্তর শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন শব্দের 'ন' মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা—পরায়ণ, রামায়ণ।

প্র, পরা, পরি, নির্ উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী নম, নী, নুদ ও অন ধাতুর 'ন' মূৰ্দ্ধন্য হয়; এবং পত ও ধা ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী 'নি' উপসর্গের 'ন' মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রণাম, নির্ণয়, প্রাণ, প্রণিপাত, প্রণিধান।

(খ) অ আ ভিন্ন স্বর, ক বা র বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা—ভবিষ্যৎ, চরণকমলেষু।

সাৎ প্রত্যয়ের 'স' মূৰ্দ্ধন্য হয় না। যথা—অগ্নিসাৎ।

ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পর স্থা, সিধ্, সদ্, সেব, সহ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর 'স' মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা—বিষাদ, অভিষেক। অন্যত্র হয় না। যথা—বিসর্গ অনুসরণ।

সু ও বি উপসর্গের পরবর্ত্তী সম শব্দের 'স' মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা - সুষম, বিষম।

পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পর স্বসৃ শব্দের প্রথম 'স' মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা—পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা।

শিষ্য, প্রোষিত (প্র+উষিত) সুষেণ প্রভৃতির 'স' সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র অনুসারে মূৰ্দ্ধন্য হইয়াছে।

পদ-প্রকরণ

প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি।

১৮। শব্দ (নাম) ও ধাতুকে প্রকৃতি বলে।

(ক) মা, বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, গতি, শক্তি, ভক্তি, হিংসা; (খ) কর, দা, যা, হ—সমস্তই প্রকৃতি।

(ক) প্রথম শ্রেণীর বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিগুলি শব্দ বা নাম।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিগুলি ধাতু।

১৯। শব্দ ও ধাতু হইতে অন্য শব্দ বা অন্য ধাতু করিয়া লইবার জন্য ঐ (মূল) শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা যায়, তাহাদের নাম প্রত্যয়।

শব্দ হইতে শব্দ যথা—জমি (শব্দ)+দার (প্রত্যয়) = জমিদার (শব্দ)।

(ক) এইরূপ প্রত্যয়ের নাম 'তদ্ধিত'।

ধাতুহইতে ধাতু যথা—পড়্ (ধাতু)+আ (প্রত্যয়) = পড়া (ধাতু)।

[উদাহরণ—পড়্—পড়িতেছে; পড়া—পড়াইতেছে।]

(খ) এই প্রত্যয়ের নাম 'আ-প্রত্যয়'। (১)

---

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে এই প্রত্যয়ের নাম ণিচ্ বা ঞি; এবং এই প্রত্যয়ান্ত ধাতুর নাম ণিজন্ত বা ঞ্যন্ত। করাইতেছে—ণিজন্ত বা ঞ্যন্ত ক্রিয়া। বাঙ্গালায় এইরূপ ক্রিয়ার নাম প্রযোজক-ক্রিয়া। ক্রিয়া-প্রকরণ দেখ।

শব্দহইতে ধাতু যথা—ঘুম (শব্দ)+কা (প্রত্যয়)= ঘুমা (ধাতু)। (১)

উদাহরণ—ঘুমাইতেছে।

(গ) এই প্রত্যয়ের নাম নামধাতু-প্রত্যয়।

ধাতু হইতে শব্দ যথা—বস্ (ধাতু)+ত=বসত (শব্দ)।

(ঘ) এইরূপ প্রত্যয়ের নাম 'কৃৎপ্রত্যয়'।

২০। সূত্র—

(ক) যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি কোন পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কার্য্য, জাতি প্রভৃতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়—তাহাদিগকে শব্দ বলে।

(খ) যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি কোন ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে ধাতু বলে।

ধাতু—ক্রিয়ার ন্যায় শব্দেরও মূল।

(গ) যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ ও ধাতুর উত্তর বসিয়া অন্য শব্দ ও ধাতু উৎপন্ন করে, তাহাদের নাম প্রত্যয়।

২১। বাক্যে প্রয়োগের সময় শব্দ ও ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা যায়, তাহাদের নাম বিভক্তি।

বিভক্তিও এক প্রকার প্রত্যয়। তবে প্রত্যয়ের পর যেমন অন্য প্রত্যয় ও বিভক্তি বসে, বিভক্তির পরে সেরূপ আর অন্য প্রত্যয় বা বিভক্তি বসে না। অন্য প্রত্যয় বসাইতে গেলে পূর্ব্ব বিভক্তির লোপ

(১) 'কা' প্রত্যয়ের 'ক্' ইৎ যায়। 'আ' থাকে। নাম (শব্দ) + ধাতু = নামধাতু।

করিতে হয়। যথা—জমিদারিতে দায়িত্বও আছে। এখানে 'দার' প্রত্যয়ান্ত জমিদার শব্দের পরে 'ই' প্রত্যয় এবং তাহার পরে 'এ' (তে) বিভক্তি বসিয়াছে। জমিদারের এই পদের 'র' বিভক্তির লোপ হইয়াছে। এইরূপ বিলাতে উৎপন্ন 'বিলাতি'; এখানে বিলাতে এই পদের 'এ' বিভক্তি লোপ হইয়া তৎপরে 'ই' এই তদ্ধিত প্রত্যয় বসিয়াছে।

২২। **বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।**

পদই বাক্যে ব্যবহৃত হয়; শব্দ ও ধাতু হয় না।

শব্দ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বসিলে উহাদিগকে প্রত্যয়ান্ত বলে। তদুত্তরও বিভক্তি-যোগ ব্যতীত তাহারা পদ হয় না এবং পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। একটি বর্ণও পদ হইতে পারে; যথা—ইহা(শব্দ)+এ (বিভক্তি) = ও।

২৩। পদ দুই প্রকার; (ক) নাম-পদ এবং (খ) ক্রিয়া পদ।

শব্দের (নামের) উত্তর বিভক্তি-যোগ করিলে নাম-পদ উৎপন্ন হয়। যথা—মানুষেরা, জমিদারেরা, পৃথিবীহইতে।

ধাতুর উত্তর বিভক্তি-যোগ করিলে ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়। যথা—করিতেছি, করিয়াছিলাম, আসিল।

২৪। শব্দ ও ধাতুর অর্থ আছে; কিন্তু বিভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন অর্থ প্রকাশ হয় না। কেবল 'মানুষ' বা 'দেখ্' বলিলে কোন অর্থ বুঝাইবে না। কিন্তু (মানুষ+এ =) মানুষে, (বা মানুষ) ; (দেখ্+ইলেন =) দেখিলেন—এই 'এ' ও 'ইলেন' বিভক্তি যথাক্রমে যোগ করিয়া মানুষ শব্দ ও দেখ্ ধাতু—উভয়েরই অর্থবোধ হইল।

প্রত্যয়েরও অর্থ আছে। কিন্তু শব্দ ও ধাতুর উত্তর যুক্ত না হইলে এবং তাহার পর বিভক্তি না বসিলে ঐ প্রত্যয় কোন অর্থই প্রকাশ করে না। সুতরাং প্রত্যয়েরও অর্থ-ব্যঞ্জকতা নাই।

শব্দ ও ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে উহাদের অর্থ প্রকাশ হয়। সুতরাং বিভক্তি অর্থব্যঞ্জক।

বিভক্তিরও অর্থ আছে। কিন্তু শব্দ ও ধাতুর উত্তর না বসিলে উহার অর্থ প্রকাশ হয় না।

২৫। বিভক্তি দুই প্রকার; (ক) শব্দ বিভক্তি ও (খ) ধাতু-বিভক্তি।

(ক) শব্দের উত্তর এ, রা, হইতে প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বসে, তাহাদের নাম শব্দ-বিভক্তি।

(খ) ধাতুর উত্তর ইয়া, ইতে, ইলাম প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বসে, তাহাদের নাম ধাতু-বিভক্তি।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—'একটি সুন্দর পদ্ম দেখিয়া ললিত কহিল—মাধব, তুই শীঘ্র যা, একটা বাঁশ আন্।'—এই বাক্যে—একটি, সুন্দর, পদ্ম, ললিত, মাধব, শীঘ্র, যা, একটা, বাঁশ, আন্—এই কয়টি পদের উত্তর বিভক্তি নাই; বিভক্তির লোপ হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের একটিও শব্দ বা ধাতুমাত্র নহে; সবগুলিই পদ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ তিন প্রকার। (ক) (রূঢ়), (খ) যোগরূঢ় ও (গ) যৌগিক।

(ক) যে সকল শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া কোন অর্থ বুঝায়, তাহারা রূঢ়। যথা—বিধু, মকর, মাংস, শিশু, কূপ।

(খ) যে সকল শব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থসংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ অর্থ বুঝায়, তাহারা যোগরূঢ়। যথা—পঙ্কজশব্দে (শম্বুক-শৈবালাদি না বুঝাইয়া) পদ্ম বুঝায়।

(গ) যে সকল শব্দ ধাতুপ্রত্যয়ঘটিত অর্থই বুঝায়, তাহারা যৌগিক। যে করে—কর্ত্তা ; যে রাঁধে—রাঁধুনি।

বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই অন্যভাষা হইতে গৃহীত। পয়লা, পয়সা, ইংরাজ, বন্দুক, কেদারা, পাইক প্রভৃতি শব্দ রূঢ়, যোগরূঢ় বা যৌগিক, ইহা নির্ণয় করা সহজ নয়। আবার 'সমুদয়' 'বাসর' 'সন্দেশ' প্রভৃতি অনেক কথা সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে ; সুতরাং সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা শব্দের ঐরূপ শ্রেণীবিভাগের প্রয়াস অনাবশ্যক।

বাক্য।

২৬। দুই বা অধিক পদ একত্র থাকিয়া পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে, ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য বলে।

বাক্যের এক একটি অংশকে বাক্যাংশ বলে। বাক্যাংশও পদসমষ্টি। যথা—বালকদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজকুমার বলিলেন—'ঐ বানরটা ধরিয়া দাও।' এই বাক্যে 'বালক-দিগকে কাঁদিতে'—বাক্যাংশ।

এক একটি মাত্র পদকে বাক্যাংশ বলে না।

২৭। পদ পাঁচ প্রকার। (১) বিশেষ্য, (২) সর্ব্বনাম, (৩) বিশেষণ, (৪) অব্যয় ও (৫) ক্রিয়া। প্রথম চারিটি নামপদ।

বিশেষ্য।

২৮। যে পদ দ্বারা কোন দ্রব্য, জাতি, সংজ্ঞা, গুণ বা কার্য্য বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে। যথা—ভূমি, জল, পর্ব্বত, হিমালয়, প্রাণী, মনুষ্য, আকবর, শক্তি, সাধুতা, খাওয়া।

বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ।

১ম—প্রাণিবাচক। ২য়—অপ্রাণিবাচক। ৩য়—ভাব-বিশেষ্য।

১ম। প্রাণিবাচক শব্দের উপ-বিভাগ।

(ক) জাতিবোধক; যথা—প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য, পশু, অশ্ব, পক্ষী, কীট।

(খ) সামান্য-সংজ্ঞাবোধক; যথা—বাঙ্গালি, কাফ্রি, ফরাসি, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পাঠান।

(গ) বিশেষ-সংজ্ঞাবোধক; যথা—ইন্দ্র, নিউটন, হুমায়ুন, নন্দিনী।

২য়। অপ্রাণিবাচক শব্দের উপ-বিভাগ।

(ক) দ্রব্যবোধক ; যথা—ভূমি, জল, বায়ু, আলোক।

(খ) জাতিবোধক ; যথা—পর্ব্বত, নদী, দেশ, গ্রহ, নক্ষত্র।

(গ) সংজ্ঞাবোধক ; যথা—হিমালয়, গঙ্গা, জাপান, পৃথিবী, সূর্য্য।

(ঘ) শক্তি ও গুণবোধক ; যথা—পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, সাধুতা, সৌন্দর্য্য।

(ঙ) সংখ্যাবাচক ; যথা—এক, দুই, দশ।

৩য়। কার্য্যবোধক বিশেষ্য বা ভাববিশেষ্য ; যথা—দর্শন, ভোজন, যাওয়া, করা।

বিশেষ সংজ্ঞাবোধক ভিন্ন অন্য প্রাণিবাচক বিশেষ্য সময়ে সময়ে বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। যথা—ইন্দ্র দেবতা ; মনুষ্য, পশু, পক্ষী—সমস্তই প্রাণী ; ব্রাহ্মণও মানুষ, শূদ্রও মানুষ ; এই সকল স্থলে দেবতা, প্রাণী ও মানুষ বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে।

জাতিবোধক অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যও সময়ে সময়ে ঐরূপ বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—হিমালয় পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত।

এগুলি বিধেয় বিশেষণ।

কতকগুলি গুণবোধক অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যও সময়ে সময়ে ঐরূপে বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়। যথা—লোহিত বসন বিশেষ্য যথা—লোহিত একটি মূল বর্ণ।

সংখ্যাবাচক শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য যথা—এক আদি সংখ্যা ; দুই আর তিনে চারি হয়। বিশেষণ যথা—এক বাঘ।

সর্ব্বনাম

২৯। যে পদ অন্য পদের পরিবর্ত্তে বসে, তাহার নাম সর্ব্বনাম। যথা—আমি, তুমি, তাহা, উনি, ইহা।

বিশেষণ

৩০। যে পদ অন্য পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝায়, তাহার নাম বিশেষণ। যথা—বুদ্ধিমান (মনুষ্য), শীতল (জল), হাত-কাটা (লোক), সতরটা (মহিষ)।

এই সকল স্থলে 'বুদ্ধিমান্' ও 'শীতল'—গুণ প্রকাশ করিতেছে। 'হাত-কাটা'—অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। 'সতরটা'—সংখ্যা প্রকাশ করিতেছে। এই পদগুলি বিশেষণ।

অব্যয়

৩১। বিভক্তি-যোগেও যে শব্দের কোন রূপ-পরিবর্ত্তন না হয়, তাহার নাম অব্যয়। যথা—এবং, কিন্তু, পুনরায়, ও, অতএব।

ক্রিয়া

৩২। ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ করিয়া যে পদ হয়,

তাহাকে ক্রিয়া বলে। যথা—করিয়া, দেখিলে, যাইলাম, দিব।

লিঙ্গ

৩৩। লিঙ্গ দুই প্রকার;—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ; স্ত্রীবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; তদ্ভিন্ন সমুদয় শব্দ পুংলিঙ্গ। (১)

সাধারণতঃ যে সকল শব্দে স্ত্রীজাতি বুঝায়, সেই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—দেবী, ব্রাহ্মণী, গাভী।

গ্রন্থকার ও অন্য লেখকেরা যে সকল শব্দে স্ত্রীত্ব আরোপ করিয়াছেন বা করেন, সেই সকল শব্দ সময়ে সময়ে স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—নদী, রাত্রি, বিদ্যুৎ, মঞ্জরী, সেনা।

স্ত্রী প্রত্যয়।

৩৪। কোনোস্থলে স্ত্রীজাতি বুঝাইতে এবং কোনোস্থলে পত্নী বুঝাইতে, কোনোস্থলে উভয়ার্থ বুঝাইতে বাঙ্গালা পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় করিয়া পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। (২) যথা—

---

(১) সংস্কৃত ভাষায় এতদ্ভিন্ন ক্লীবলিঙ্গ আছে। বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। হিন্দীপ্রভৃতি ভাষাতেও ক্লীবলিঙ্গ নাই।

(২) 'নী' ও পরসূত্রে কথিত 'ঈ' তদ্ধিত প্রত্যয়। সুবিধার জন্য এই স্থলে এই দুই প্রত্যয়ের কথা বলা হইল। ইহাদের নাম—স্ত্রী-

	পত্নী বুঝাইতে	স্ত্রীজাতি বুঝাইতে
ঠাকুর	ঠাকুরাণী	ঠাকুরাণী
চৌধুরী	চৌধুরাণী	চৌধুরাণী
চাকর		চাক্‌রাণী
বাঘ		বাঘিনী
পাগল		পাগলিনী

৩৫। ঐরূপ অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—

	পত্নী বুঝাইতে	স্ত্রীজাতি বুঝাইতে
খুড়া	খুড়ী	
কাকা	কাকী (১)	
দাদা	—	দিদী
মামা	মামী	—
পাগ্‌লা	—	পাগ্‌লী
বুড়া	বুড়ী	বুড়ী
বামন	বাম্‌নী	বাম্‌নী

প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে শব্দের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তিত শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

(১) গ্রাম্যভাষায় চাচা—চাচী। পূর্ব্বাঞ্চলে ঠাকুরকাকা—ঠাকুরকাকী বলে। এইরূপ ঠাকুরখুড়া—ঠাকুরখুড়ী ইত্যাদি। (জ্যাঠা) জেঠা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে জেঠী ও জেঠাই হয়; 'জেঠাই' অধিক প্রচলিত। গ্রাম্যভাষায় নানা—নানী, দাদা—দাদী। দিদী স্থানে দিদিও হয়।

	পত্নী বুঝাইতে	স্ত্রীজাতি বুঝাইতে
মুসলমান	মুসলমানী	মুসলমানী
ভেড়া	—	ভেড়ী
পাঁঠা	—	পাঁঠী
অমুক	—	অমুকী
রাক্ষস	রাক্ষসী	

৩৬। স্ত্রীবাচকশব্দ পূর্ব্বে বা পরে যোগ করিয়াও সময়ে সময়ে পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। যথা—মানুষ—মেয়েমানুষ। (১) গয়লা—গয়লাবউ। উড়ে—উড়েবউ। কুকুর—মাদিকুকুর।

৩৭। বাঙ্গালায় কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের অনুরূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পত্নী-বোধক; কতকগুলি স্ত্রীজাতিবাচক; কতকগুলি বা উভয়ার্থ-বাচক। নিম্নে কতকগুলি ঐরূপ শব্দ দেওয়া গেল।

	পত্নী-অর্থে	স্ত্রীজাতি-অর্থে
কর্ত্তা	কর্ত্রী (২), গৃহিণী, গিন্নী	কর্ত্রী, গৃহিণী, গিন্নী
পুত্র, ছেলে	পুত্রবধূ, বৌ	কন্যা, মেয়ে

---

(১) এইরূপ স্থলে মেয়ে মানুষ—দুটি স্বতন্ত্র পদ বলিলেও চলে; মেয়ে পদটি মানুষের বিশেষণ বলিয়া অন্বয় করিলেই হইল। অন্য শব্দের সম্বন্ধেও এইরূপ।

(২) মূলে কর্ত্রী = কর্ত্তা (কর্ত্তৃ) + ঈ। এইরূপ পিতামহ + ঈ = পিতামহী ইত্যাদি।

	পত্নী-অর্থে	স্ত্রীজাতি-অর্থে
বর	বধূ, বৌ	কন্যা, কনে
পাত্র	—	পাত্রী, কন্যা
শ্বশুর	শ্বাশুড়ী (শাশুড়ী)	শ্বাশুড়ী
স্বামী	স্ত্রী, বৌ	স্বামিনী
ভ্রাতা	ভ্রাতৃবধূ	ভগিনী, ভগ্নী
ভাই	ভাই-বৌ, ভাজ, ভাদ্দর-বৌ	ব'ন, বহিন
পুরুষ	—	স্ত্রী, মেয়ে
মদ্দ, মদ্দা	—	মেয়ে, মাদি
পৌত্র, দৌহিত্র, নাতি,	নাতিবৌ, নাত-বৌ	পৌত্রী, নাতিনী
রাজা	রাজ্ঞী ও রাণী	রাজ্ঞী ও রাণী(১)
সাহেব	মেম, বিবি, সাহেবা	মেম, বিবি, সাহেবা
গোরা, ফিরিঙ্গি	মেম, বিবি	মেম, বিবি
নবাব	বেগম, বিবি, নবাবপত্নী	বেগম, বিবি
শাহজাদা, বাদশাহ	শাহজাদি, বেগম	শাহজাদি, বেগম
খানসামা	—	আয়া
ভৃত্য, দাস	—	দাসী
শ্যালক, শালা	শালাজ	শালী
দেবর, দেওর, ভাশুর	যা	ননদ, ননদী

(১) মূলে—রায়+নী=রাণী।

	পত্নী-অর্থে	স্ত্রীজাতি-অর্থে
পিতামহ ঠাকুরদাদা দাদা, দাদাভাই	পিতামহী, ঠাকুর-মা ঠাকৃরুণদিদি ঠান্‌দিদি	পিতামহী, ঠাকুর-মা ঠাকৃরুণদিদি ঠান্‌দিদি
মাতামহ, দাদা	মাতামহী ঠাকৃরুণদিদি ঠান্‌দিদি, আই	মাতামহী, ঠাকৃরুণদিদি, ঠান্‌দিদি, আই
ভাগিনেয়, ভাগ্‌নে	ভাগ্‌নে-বৌ	ভাগিনেয়ী, ভাগ্‌নী
বন্ধু	বন্ধুজায়া	বন্ধুজা (বন্ধুর কন্যা)

৩৮। কতকগুলি পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—পিষী—পিষা ; মাসী—মেসো, মেসোয়া ; ননদ, ননদী—নন্দাই।

হেমাঙ্গ—হেমাঙ্গিনী, বিহঙ্গ—বিহঙ্গিনী ; কুরঙ্গ—কুরঙ্গিণী ; অধীন—অধীনী ; সুকেশ—সুকেশিনী ; শূদ্র—শূদ্রাণী প্রভৃতি স্ত্রীপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায়—বিশেষতঃ পদ্যে—চলিত আছে। বিকল্পে হেমাঙ্গী, বিহঙ্গী, কুরঙ্গী, অধীনা, সুকেশী, শূদ্রা, শূদ্রী।

স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি ঐরূপ শব্দ দেওয়া গেল।

যথা—যবন—যবনী ; ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াণী ও ক্ষত্রিয়া ; (জাতি অর্থে) বৈশ্য—বৈশ্যা ; শূদ্র—শূদ্রী (জাতি অর্থে—শূদ্রা) ; কর্ত্তা—কর্ত্রী ; নর্ত্তক—নর্ত্তকী ;

পাচক—পাচিকা ; গায়ক—গায়িকা ; শ্রীমৎ (বাঙ্গালা শ্রীমান্)—শ্রীমতী ; ভাগ্যবৎ (বাঙ্গালা ভাগ্যবান্)—ভাগ্যবতী ; গরীয়স্ (গরীয়ান্)—গরীয়সী ; বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী ; যুবন্ (বাঙ্গালা যুবা)—যুবতি, যুবতী, যূনী ; বিদ্বস্ (বাঙ্গালা বিদ্বান্) —বিদুষী ; সখি (বাঙ্গালা সখা)—সখী ; উপকারিন্ বাঙ্গালা উপকারী)—উপকারিণী ; রাজন্ (বাঙ্গালা রাজা)—রাজ্ঞী ; ব্রহ্মন্ (বাঙ্গালা ব্রহ্মা)—ব্রহ্মাণী ; ভব—ভবানী ; ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী ; রুদ্র—রুদ্রাণী।

এইরূপ সরলা ; বালিকা ; নায়িকা ; মানুষী ; মানবী, ঘোটকী। (দাতৃ—দাতা)—দাত্রী ; ধাত্রী ; (তপস্বিন্—তপস্বী) —তপস্বিনী, (মানিন্—মানী)—মানিনী) (শ্বন্—শ্বা)—শূনী ; এইরূপ দ্বিজা, মক্ষিকা, পুত্তিকা, সুকেশী ও সুকেশা ; কৃশাঙ্গী ও কৃশাঙ্গা ; কোকিলকণ্ঠী ও কোকিলকণ্ঠা ; চতুর্ভুজা, দশভুজা ; সুলোচনা ; সুনেত্রা ; মহতী ; (সন্ = সৎ)—সতী ; বুদ্ধিমতী, ভূয়সী, প্রেয়সী, শ্রেয়সী অর্থকরী, শুভঙ্করী, ঈদৃশী, যাদৃশী, মৃণ্ময়ী, নদী, নটী, দেবী, দাসী, পুত্রী, মণ্ডলী, পটী, বেতসী, সুন্দরী ; চতুর্থী, পঞ্চমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ; গোপী, গোপালিকা ; মাতুলানী, মাতুলী, মাতুলা ; হিতকরী, হিতকারিণী ; প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া।

প্রায় সমস্ত আকারান্ত এবং অগ্রণী, সেনানী ও সুধী প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন সমস্ত ঈকারান্ত সংস্কৃত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

ব্রহ্মাণী, ভবানী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী—কেবল পত্নী-অর্থে এবং ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবী—পত্নী ও জাতি উভয়-অর্থেই হয়।

গতি, মতি, বিভক্তি প্রভৃতি 'তি'-প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। ধূলি, রেণু, চমূ, তনু, তনূ, ভূ, ভ্রূ, প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ।

দুই একটি পত্নীবোধক অকারান্ত সংস্কৃতশব্দও বাঙ্গালায় চলে। যথা—দার, কলত্র। বাঙ্গালায় দারাও বলে।

যে সকল শব্দ নদী, দিক্, রাত্রি, ভূমি, লতা, বিদ্যুৎ, শ্রেণী, রেখা, শোভা তিথি, মনের শক্তি বা বৃত্তি বুঝায়, ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতে প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ।

বাঙ্গালা লেখকেরা সময়ে সময়ে ঐ সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহার করেন অর্থাৎ সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ইহাদের সহিত যোগ করেন। যথা—সুন্দরা বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ)—এখানে কবি 'সুন্দরী' এই বিশেষণ দ্বারা বিদ্যুৎরেখাকে স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্ত্রীবাচক ভিন্ন অন্য শব্দের লিঙ্গ ব্যবহারানুসারে নির্ণয় করিতে হয়। হিম—হিমানী, অরণ্য—অরণ্যানী—এই দুইটি স্ত্রীলিঙ্গ সংস্কৃতশব্দ যথাক্রমে হিমসংহতি ও মহারণ্য বুঝায়।

বচন।

৩৯। বাঙ্গালায় দুই বচন—একবচন ও বহুবচন।

ঐ বালক স্কুলে যাইতেছে—এখানে বালক-পদে একটি

বালক বুঝাইতেছে। 'বালক' একবচন। বালকেরা খেলিতেছে —এখানে অনেক বালক বুঝাইতেছে বলিয়া 'বালকেরা' বহুবচন।

৪০। কখন বিভক্তি, কখন প্রত্যয়, কখন বা বহুত্ব-বোধক বিশেষ্য বা বিশেষণের সাহায্যে পদ বহুবচন হয়।

(ক) 'রা'-বিভক্তিযুক্ত পদ বহুবচন ; যথা—বালকেরা।

(খ) গুলি, গুলা, (চলিত কথায় 'গুলো') এবং দিগর—এই তিন তদ্ধিত প্রত্যয় বহুত্ববোধক ; শব্দে এই সকল প্রত্যয়-যোগের পর বিভক্তি বসিলে যে সকল পদ হয়, তাহা বহুবচন। যথা—শিশুগুলি, শিশুগুলিকে, বালকদিগের। (তদ্ধিত প্রত্যয় (ক) দেখ)।

(গ) যে সকল সমাসান্ত শব্দের অন্তে গণ, বর্গ, সমূহ, শ্রেণী, মালা, কুল, রাশি প্রভৃতি বহুত্ববোধক বিশেষ্য থাকে, সেই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হইলে যে সমস্ত পদ হয়, তাহা বহুবচন। যথা—বালকগণ, কুসুমরাশি, নক্ষত্রমালা। (১)

(ঘ) যে সকল পদের বহুত্ববোধক বিশেষণ আছে, তাহারা বহুবচন। যথা—অনেক মানুষ ; সকল লোক

(১) এইরূপ পদ সমাসনিষ্পন্ন শব্দ হইতে উৎপন্ন। ব্যবহার অনুসারে এইরূপ সমাস করিতে হয়। গাভীবর্গ; গোরাকুল ইত্যাদিরূপ পদ হয় না।

বিস্তর গাছ; দশটা হাতী; দুজন লোক; কত সাহেব। (১)

(ঙ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'রা' বিভক্তির লোপ হয়। তবে ঐরূপ শব্দে প্রাণিধর্ম্ম আরোপ করিলে লোপ হয় না।

(চ) বহুবচন পদকে আর বহুবচন করিতে হয় না। 'সকল বালকগুলি' এরূপ বলা যায় না। তবে বিশেষণ 'সব' শব্দ বহুত্ববোধক হইলেও সময়ে সময়ে বহুবচন পদের উত্তর বসে। যথা—সৈন্যেরা সব চলিয়া গেল।

(ছ) কুঠীহায়, আপিসহায়, প্রজাহায় প্রভৃতি 'হায়' প্রত্যয়ান্ত পদ বহুবচন। 'প্রজাহায়ের'—এরূপ পদ সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায়।

(জ) কাগজাত, দলিলাত, সাহেবান্, বাবুয়ান্ প্রভৃতি আপিস-আদালত-প্রচলিত পদ বহুবচন। অর্থ--কাগজ সকল, দলিল সকল, সাহেব সকল, বাবু সকল। এই সকল বহুবচন পদ অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছে।

(ঝ) ললিত, মোহিত প্রভৃতি বিশেষ সংজ্ঞাবোধক বিশেষ্য এক একটি পদার্থমাত্র বুঝায়; সুতরাং ইহারা বহু-

---

(১) সময়ে সময়ে বহুত্ববোধক বিভক্তিপ্রভৃতির লোপ হয়। যথা—দুর্ভিক্ষে দেশের (অনেক) লোক মরিয়া গেল; তিন টাকা পাইলাম, তাহা(রা) খরচ হইল। অসীম ফুল তুলিতেছিল;—এখানে অনেক ফুল বুঝাইতেছে।

বচন হয় না। সময়ে সময়ে 'ললিতদের' বাটী এরূপ পদ দেখা যায়। ইহার অর্থ—ললিত ঐ বাটীর একজন অধিকারী, বা অধিকারীর স্বজন। ললিত বাটীর একাধিকারী হইলে 'ললিতের' বাটী এইরূপ পদ প্রায় ব্যবহার হয়।

(ঞ) নম্রতা বা হীনতা প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে 'এটি আমার বাড়ী' না বলিয়া 'এটি আমাদের বাড়ী' এরূপ প্রয়োগ হয়; অর্থাৎ আমি বাড়ীর একাধিকারী হইলেও নম্রতাবশতঃ একবচন পদের পরিবর্ত্তে বহুবচন পদ সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়।

(ট) জল, বায়ু, ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য-বোধক বিশেষ্য প্রায়ই বহুবচন হয় না। কিন্তু যখন সমুচ্চয়-অর্থে ব্যবহৃত না হয়, তখন বহুবচন হয়। যথা—'জমিগুলি সব বিকাইয়া গেল।' এখানে জমিগুলির অর্থ - কতকগুলি ভূমিখণ্ড।

(ঠ) মনুষ্য প্রভৃতি জাতিবোধক প্রাণি-বাচক বিশেষ্য ঐ শ্রেণীর সমস্ত প্রাণীকে বুঝায়। কিন্তু কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর সমষ্টি বুঝাইলে এই সকল বিশেষ্য বহুবচন হয়। অন্যত্রও এই সকল বিশেষ্য সময়ে সময়ে বহুবচন হইয়া থাকে।

(ড) আশা প্রভৃতি গুণ ও শক্তিবাচক বিশেষ্য এবং ভাব-বিশেষ্য বহুবচন হয় না। তবে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ-সম্বন্ধ আশা—এইরূপ বুঝাইলে 'সকল আশায় জলাঞ্জলি পড়িল'—এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। এইরূপ দিবসে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ—এখানে দ্বিভোজন অর্থে দুইবার ভোজন।

শব্দ-বিভক্তি।

৪১। শব্দবিভক্তি সাতটি; যথা—এ, রা, কে, রে, থেকে, হইতে (১) এবং র।

কারক বুঝাইবার জন্য এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই সকল বিভক্তি শব্দে যোগ করিতে হয়।

(ক) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'তে' হয়; অর্থাৎ 'এ'র পূর্ব্বে একটি 'ত' আগম হয়।

যখন 'তে' না হয়, তখন 'এ' পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং 'এ' তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অর্থে; লোকে।

আকারান্ত, একারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'য়' ও 'তে' হয়। যথা—লতায়, লতাতে; ছেলেয় ছেলেতে।

অন্যস্বরান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'তে' হয়। যথা—গরুতে।

(খ) দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর 'রে' বিভক্তি বসে না।

(গ) 'রা' ও 'র' বিভক্তি পরে থাকিলে ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ভাল, কাল প্রভৃতি প্রসারিত অকারান্ত কতকগুলি

---

(১) থেকে ও হইতে এখন বিভক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদৌ কেবল অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল।

শব্দ ভিন্ন অন্য অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তে (বিভক্তির পূর্ব্বে) একটি 'এ' আগম হয়; তখন শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মানুষ+রা=মানুষ (+এ)+রা=মানুষেরা। মৃত+রা=মৃত (+এ)+রা=মৃতেরা। মানুষ (+এ)+র=মানুষের।

(ঘ) 'তে' পরে থাকিলেও ঐরূপ 'এ' আগম হয়। যথা—বালকেতে।

(ঙ) 'রে' ও 'থেকে' বিভক্তি পরে থাকিলে বিকল্পে 'এ' আগম হয়। যথা—বালকরে, বালকেরে; ঘর থেকে, ঘরে থেকে।

(চ) 'কে' ভিন্ন অন্য বিভক্তি যোগ হইলে দিগর-প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'দিগর' স্থানে 'দিগের' বা 'দের' হইয়া যায়। যথা—সাধুদিগের, সাধুদের।

(ছ) 'কে' বিভক্তি যোগে দিগরের অন্ত্য 'র' লোপ হয়। যথা—সাধুদিগকে।

কারক।

৪২। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে কারক বলে।

৪৩। কারক পাঁচ প্রকার। যথা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ। (১)

---

(১) সংস্কৃতে এইগুলি ব্যতীত সম্প্রদান কারক আছে। নিজের

কর্ত্তা।

৪৪। যে করে বা যাহা হয়, অথবা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করায় সেই কর্ত্তা। সচরাচর ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'কি' বা 'কে' ইত্যাদি যোগে প্রশ্ন করিলেই কর্ত্তা নির্ণীত হয়। যথা—(ক) বৃষ্টি হইতেছে—এই বাক্যে 'হইতেছে'—ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইতেছে? উত্তর—বৃষ্টি; 'বৃষ্টি' কর্ত্তা।

(খ) জীবন দেখিল—এই বাক্যে 'দেখিল'—ক্রিয়া। প্রশ্ন—কে দেখিল? উত্তর—জীবন; 'জীবন' কর্ত্তা।

(গ) এই বিশ্ব-সংসার ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে 'হইয়াছে' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইয়াছে? উত্তর—

স্বত্ব ত্যাগ করিয়া (অথবা যেখানে পুনরাদান না থাকে, এরূপ স্থলে) যাহাকে কিছু দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকের বিভক্তি ও আকার স্বতন্ত্র। বাঙ্গালায় তাহা নাই। বাঙ্গালায় ঐ সকল পদ কর্ম্মকারক। দুঃখীকে অন্ন দাও—এই বাক্যে 'দুঃখীকে' ও 'অন্ন'—'দাও' ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'দুঃখীকে' কাপড় দাও এবং ধোবাকে কাপড় দাও—এই দুই বাক্যে সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্নরূপ পদ হইবে। বাঙ্গালায় একই রূপ পদ; তবে প্রভেদ বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে "ধোবাকে কাপড় কাচিতে দাও'; 'সেকরাকে গহনা গড়িতে সোণা দাও' বা 'সেকরাকে সোণা গড়িতে দাও'—এইরূপ বাক্যও দেখা যায়। ফলতঃ বাঙ্গালায় সম্প্রদানকারক-স্বীকার গৌরবমাত্র। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অনেক প্রাকৃত এবং পালি ভাষাতেও সম্প্রদান কারক নাই।

বিশ্ব-সংসার; 'বিশ্ব-সংসার' কর্ত্তা। (সৃষ্ট—কর্ত্তার বিশেষণ)।

(ঘ) এ কাজ আমার দ্বারা হয় নাই। এখানে 'হয় নাই' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হয় নাই? উত্তর—কাজ। কাজ কর্ত্তা।

(ঙ) রাজার পরাজয় হইল। এখানে 'হইল' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইল? উত্তর—পরাজয়; পরাজয় কর্ত্তা।

(চ) প্রসন্নের জল খাওয়া হইয়াছে। এখানে 'হইয়াছে' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি হইয়াছে? উত্তর—খাওয়া; খাওয়া কর্ত্তা।

অথবা 'জল খাওয়া' এই বাক্যাংশ—'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়াও অন্বয় করা যায়। ললিতের ভোজন হইয়াছে—এই বাক্যে ভোজন 'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা। ললিতের ভোজন করা হইয়াছে—এই বাক্যে 'করা' এই ভাববিশেষ্য অথবা 'ভোজন করা' এই বাক্যাংশ 'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

তোমাদের যাইতে হইবে, ছেলেদের পড়িতে হইবে—ইত্যাদিস্থলে যাইতে ও পড়িতে এই দুই ক্রিয়াপদ বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হইয়া 'হইবে' ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়াছে। রিন্দুর নাওয়া হইয়াছে, শশীর গঙ্গাস্নান হইয়াছে—এই দুই বাক্যে 'নাওয়া' ও 'গঙ্গাস্নান' কর্ত্তা।

(ছ) সূত্রটি মনে আসিতেছে না। এখানে 'আসিতেছে না' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি আসিতেছে না? উত্তর—সূত্রটি। 'সূত্রটী' কর্ত্তা।

(জ) তুমি যে বড় রোগা দেখাইতেছ। এখানে

'দেখাইতেছ' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কে দেখাইতেছে? উত্তর—তুমি। 'তুমি' কর্ত্তা।

(ঝ) ইহা আমার জানা আছে। এখানে 'আছে' ক্রিয়া। প্রশ্ন—কি আছে? উত্তর—ইহা। 'ইহা'—কর্ত্তা। 'জানা'—'ইহা' এই পদের বিশেষণ।

(ঞ) এ কাজ করা যাইতে পারে। এখানে ক্রিয়া—'পারে'। প্রশ্ন—কি পারে? উত্তর—করা যাইতে। 'করা যাইতে' এই বাক্যাংশ কর্ত্তা।

(ট) রামের না গেলে নয়। এখানে ক্রিয়া—'নয়' অর্থাৎ হয় না। প্রশ্ন—কি নয় (হয় না)? উত্তর—না গেলে। 'না গেলে' এই বাক্যাংশ কর্ত্তা।

(ঠ) আজি তোয় আমায় এক হইলাম (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। প্রশ্ন—কে এক হইল? উত্তর—তোয় আমায় (তুমি আমি)। 'তোয় আমায়' এই বাক্যাংশ কর্ত্তা। (এক বিশেষণ)।

৪৫। কর্ত্তাকারকে (১) একবচনে 'এ' বিভক্তি ও বহুবচনে 'রা' বিভক্তি হয়। যথা—এই বাঘে মানুষ মারিয়াছে। কি সাপে কামড়াইয়াছে? সকলে গেল। বিদ্যার গৌরব বিদ্বানে বুঝে। বড় মানুষে সব করিতে পারে। বালকেরা দৌড়িতেছে।

(১) 'কর্ত্তা-কারক' পদটি বাঙ্গালা-সমাস নিষ্পন্ন। সংস্কৃত 'কর্ত্তৃ-কারক' পদও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্ট হওয়া অর্থে (ধাতুমালা দেখ) 'দেখা' ধাতুর কর্ত্তা কারকে বিকল্পে 'কে' বিভক্তি হয়। যথা---এখান হইতে সূর্য্য বা সূর্য্যকে ছোট দেখায়। তুমি বড় রোগা দেখাইতেছ, তোমাকে বড় রোগা দেখাইতেছে। (পদপরিচয় প্রকরণ দেখ)

৪৬। কর্ত্তাকারকের একবচন-বিভক্তি অনেকস্থলে লোপ হয়। যথা—বশিষ্ঠ কহিলেন। কমল হাসিলেন। হরিণ ছুটিতেছে। মেঘ ডাকিতেছে। হরি অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। পরিশ্রম সকল বাধা অতিক্রম করে।

কোন কোন স্থলে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গরুতে বা গরু ধান খেয়ে গেল। মশায় বা মশা কামড়াইতেছে।

৪৭। ক্রিয়ার নিত্যতা বা সম্ভাবনা বুঝাইলে সময়ে সময়ে 'এ' বিভক্তির লোপ হয় না; সময়ে সময়ে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—মূর্খে বা মূর্খেতে কি না বলে; বালকে বা বালকেতে রোদন করে; গায়কে বা গায়কেতে গান করে। বিকল্পে লোপ যথা—ঘোড়ায়, ঘোড়াতে বা ঘোড়া ঘাস খায়। ছেলেয়, ছেলেতে বা ছেলে কাঁদিয়া থাকে।

এই সকল স্থানে 'রোদন করিয়া থাকে,' 'গান করিয়া থাকে'—ইত্যাদিরূপ ক্রিয়ার নিত্যতা বা অভ্যাস বুঝাইতেছে। 'বলে' ক্রিয়া সম্ভাবনা বুঝাইতেছে। (১)

---

(১) মানুষ, বালক, গায়ক, বাঘ, ঘোড়া প্রভৃতি জাতিবোধক শব্দ কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং বহুত্ববোধক হইলেও ইহাদের সচরাচর একবচনে প্রয়োগ হয়। তবে গর্দ্দভেরা ভার বহে,

বহুবচনে গুলি, গুলা ও দিগরপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে। (১)

গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বহুত্ববোধক। সুতরাং উহাদের উত্তর আর 'রা' বিভক্তি হয় না; 'এ' বিভক্তি হয়। ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ যথাক্রমে ইকারান্ত, আকারান্ত ও ব্যঞ্জনবর্ণান্ত; সুতরাং তদনুরূপ বিভক্তির কার্য্য হয়। যথা—ছেলেগুলি চলিয়া গেল। হাঁসগুলা, হাঁসগুলাতে বা হাঁসগুলায় সব চাউল খাইয়া ফেলিল।

টা, খানা ও ছড়াপ্রত্যয়ান্ত শব্দ আকারান্ত; টি ও খানি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইকারান্ত। উহাদের উত্তর তদনুরূপ বিভক্তির কার্য্য হয়।

৪৮। অন্যোন্য অর্থ বুঝাইলে, কখন প্রথামোক্ত কর্ত্তার বিভক্তি লোপ হয়; কখন উভয় পদেরই বিভক্তি থাকে।

বালকেরা রোদন করে—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। তাহারা দুই জনেই পীড়িত, বা দুই জনই পীড়িত; দশ জনে যাহা বলে, বা দশ জন যাহা বলে—এইরূপ স্থলে বহুত্ববোধক বিশেষণ পূর্ব্বে আছে বলিয়া বিশেষ্যের উত্তর বহুবচন-বিভক্তি বসে নাই; একবচন-বিভক্তি 'এ' বসিয়াছে এবং বিকল্পে লোপ হইয়াছে।

(১) দিগর-প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তাকারকে প্রায়ই ব্যবহার হয় না। তবে 'শ্যামচাঁদ তিয়রদিগর থানায় আসিয়া এজাহার করিল'—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায়। অন্যত্র এরূপ প্রয়োগ বিরল।

যথা—পিতা পুত্রে বা বাপ বেটায় বচসা করিতেছে; উকিল মোক্তারে বা উকিলে মোক্তারে পরামর্শ করিতেছে; লোহিত ও মোহিত কাগজ দেখাদেখি করিতেছে। মূর্খে মূর্খে বিবাদ করিতেছে।

পরস্পর শব্দ পরে থাকিলে কর্ত্তাপদগুলির বিভক্তি লোপ হয়। যথা—সনৎ ও শৈল পরস্পর বিবাদ করিতেছে।

কর্ম্ম

৪৯। কর্ত্তা যাহা করে, খায়, দেখে, শুনে, বুঝে, দেয়, লয়, আনে, পড়ে, বলে—ইত্যাদি, তাহাকে কর্ম্মকারক (১) বলে।

সচরাচর ক্রিয়ার পূর্ব্বে—কি, কাহাকে ইত্যাদি-পদ-যোগে প্রশ্ন করিয়া কর্ম্মকারক নির্ণয় করিতে হয়।—বিধু টাকা আনিয়াছেন। এখানে ক্রিয়া—'আনিয়াছেন'। প্রশ্ন—কি আনিয়াছেন? উত্তর—টাকা; 'টাকা' কর্ম্মকারক।

নবীন বই পড়িতেছেন। এখানে ক্রিয়া—'পড়িতেছেন'। প্রশ্ন—কি পড়িতেছেন? উত্তর—বই; 'বই' কর্ম্মকারক।

সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই। যাহাদের কর্ম্ম আছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কর্ম্মপদ নির্ণয় করিতে হয়।

যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহাদের নাম সকর্ম্মক ক্রিয়া; যাহাদের কর্ম্ম নাই তাহারা অকর্ম্মক। যে সকল

---

(১) যাহা কর্ত্তার সর্ব্বাপেক্ষা ঈপ্সিত তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম্ম থাকে, তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া বলে।

বচনার্থ ও দানার্থ এবং সকর্ম্মকধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রয়োজক-ক্রিয়া সকল দ্বিকর্ম্মক। (ক্রিয়াপ্রকরণ দেখ)।

৫০। কর্ম্ম-কারকে 'কে' ও 'রে' বিভক্তি হয়। যথা—যদুকে বা যদুরে ডাক। বহুবচনে গুলি, গুলা ও দিগর-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর এই বিভক্তি হয়। যথা—পাখীগুলিকে খাওয়াও।

রকারান্ত শব্দের উত্তর রে বিভক্তি প্রায় বসে না। ঈশ্বরকে জানাও—এ স্থলে 'ঈশ্বরেরে জানাও' এরূপ প্রয়োগ প্রায় হয় না। ফলতঃ শ্রুতিকটু হইলে 'রে' বিভক্তি হয় না।

রকারান্ত শব্দের উত্তর ক্বচিৎ যখন 'রে' বিভক্তি বসে, তখন 'র'কারের পর একটি 'এ' বসে। যথা—কামারেরে ডাক। অন্যত্রও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর ক্বচিৎ ঐরূপ 'এ' বসে। যথা—সোমেরে ডাক।

'দিগর' স্থানে 'দের' হইলে তাহার উত্তর 'কে' ও 'রে' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—ছেলেদের ডাক।

'কে' বিভক্তি পরে থাকিলে দিগরের 'র' লোপ হয়। যথা—ছেলেদিগকে ডাক।

৫১। কোন কোন স্থলে কর্ম্মকারকে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—দীনে দয়া কর। 'নিজ গুণে পাপিগণে যদি না তারিবে।' 'আমায় ধর।'

৫২। কর্ম্মকারকের বিভক্তি সময়ে সময়ে লোপ হয়। এই লোপের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে অপ্রাণি-বাচক শব্দের উত্তর কর্ম্মবিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। ঐরূপ শব্দের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম বসে তাহাদের উত্তরও বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু বিশেষ বর্ণনা বুঝাইবার জন্য এরূপ স্থলেও ক্বচিৎ বিভক্তি থাকে। (পরবর্ত্তী (প) উদাহরণ দেখ।) ঐরূপ শব্দে প্রাণিধর্ম্ম বা দেবশক্তি আরোপ করিলে সময়ে সময়ে বিভক্তি থাকে। (পরবর্ত্তী (য) উদাহরণ দেখ।) অন্যত্রও ক্বচিৎ বিভক্তি থাকে। (পরবর্ত্তী (র) উদাহরণ দেখ।) ফলতঃ যেখানে যেরূপ ভাল শুনায় সেখানে সেইরূপ (বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্তিহীন) পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা—

(ক) এমন ছেলে কখন দেখি নাই।

(খ) 'কেমন ক'রে এমন ছেলে মা হ'য়ে বনে দিয়াছে।'

(গ) তোমার ছেলেকে বল দেখি।

(ঘ) কামার ডাকিয়া সিন্ধুক খোলাও।

(ঙ) কামারকে ডাক।

(চ) ঐ গাইটাকে ধর বা ঐ গাইটা ধর।

(ছ) মেয়েটিকে ডাক।

(জ) মানুষকে রূঢ় কথা বলিতে নাই।

(ঝ) ছেলে দাও।

(ঞ) ছেলে বা ছেলেকে কোলে লও।

(ট) হাঁসগুলি বা হাঁসগুলিকে ঘরে তোল।

(ঠ) পাঁঠা আন।

(ড) পাঁঠাটা বা পাঁঠাটাকে বা পাঁঠাটারে ধর।

(ঢ) ছড়িগুলা লইয়া যাও।

(ণ) তিনটি ছেলেকেই ডাক।

(ত) একজন অন্ধ পথে দেখিলাম।

(থ) ঐ অন্ধকে ডেকে দাও।

(দ) টাকা লও।

(ধ) আমি দশ হাজার ইট চাই।

(ন) কলমটা আন।

(প) এইরূপ অঙ্ককে বহুরাশিক বলে।

(ফ) যত্ন করিলে টাকা ও সম্মান পাওয়া যায়; কিন্তু আমি টাকা চাহি না।

(ব) ফকির তামাকে সোণা করিতে পারেন!

(ভ) ঈশ্বরকে জানাও।

(ম) জগন্নাথ দেখ।

(য) গঙ্গাকে লোকে বড় পবিত্র মনে করে।

(র) বর্ষায় শোণকে দেখিলে ভয় হয়।

গণ, বর্গ প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাসনিষ্পন্ন শব্দের উত্তর কর্ম্ম-বিভক্তি প্রায়ই লোপ হয় না। যথা—তিনি সমবেত সৈন্যগণকে সঙ্কেত করিলেন।

৫৩। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার একটি কর্ম্ম মুখ্য, অপরটি গৌণ। যাহা বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায়, খাওয়ান

যায়, পরান যায় ইত্যাদি—তাহার নাম মুখ্য কর্ম্ম; যাহাকে বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায়, খাওয়ান যায়, পরান যায় ইত্যাদি—তাহাকে গৌণকর্ম্ম বলে। মুখ্য কর্ম্মের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়; গৌণ কর্ম্মের উত্তর বিভক্তি থাকে। যথা—

(ক) অমরকে সকল কথা বলিয়াছি।

(খ) আমাকে একটি আম দাও।

(গ) সৎপাত্রে কন্যা দান কর।

(ঘ) বইখানি তোমাকে দিতেছি, যত্ন করিয়া পড়িও।

(ঙ) বইখানি তোমাকে দিতেছি, পড়া হইলে ফিরাইয়া দিও।

(চ) মেহেরকে আরবি পড়াও।

৫৪। ক্রিয়ার ন্যায় সকর্ম্মক ধাতুনিষ্পন্ন ভাববিশেষ্যেরও কর্ম্ম থাকে। যথা—'সৎপাত্রে কন্যা দান কর' এই বাক্যে সৎপাত্রে ও কন্যা—'দান' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। ('দান' পদটি 'কর' ক্রিয়ার কর্ম্ম)। এইরূপ 'পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করিবে।' এখানে 'পিতামাতাকে' এই পদটি 'বোধ' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

৫৫। যেখানে ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক নহে, অথচ দুটি কর্ম্ম থাকে, সেখানে একটি কর্ম্ম উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। উদ্দেশ্য কর্ম্মে বিভক্তি থাকে; বিধেয়কর্ম্মের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়। যথা—সে দিনকে রাত্রি করিতে পারে।

দুধকে দই করিতেছে। '...অর্জ্জুনকে বৃহন্নলা...সাজাইয়া যুধিষ্ঠির বিরাটপুরে প্রবেশ করিলেন।'

পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ-দেবতা জানিবে—ইত্যাদিস্থলে পিতামাতাকে—কর্ম্মপদ, প্রত্যক্ষদেবতা বিধেয়বিশেষণ। এইরূপ পঞ্চভূতই (বা পঞ্চভূতকেই) শরীরের উপাদান জানিবে; তাহাকেই সকল অনর্থের মূল বলিয়া জানিও। কর্ম্মকারকের স্থল ভিন্ন অন্যত্র যথা—পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। (এখানে 'দেবতা' বিধেয় বিশেষণ)।

সময়ে সময়ে ব্যাপিয়া, ধরিয়া ও তদর্থক অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মপদগুলি ঐ সকল উহ্য ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া অন্বয় করিতে হয়। যথা—ইহার পরে দশ ক্রোশ (ব্যাপিয়া) বন আছে। সমস্ত রাত্রি (ধরিয়া) লিখিতেছি। সাত দিন সাত রাত্রি (ধরিয়া) বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত দিন (ধরিয়া) চলিতেছি।

ধাত্বর্থক কর্ম্ম।—সময়ে সময়ে অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ধাতুর ভাববিশেষ্য সেই ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়ার কর্ম্ম হয়; কিন্তু সেই সকল কর্ম্মপদের বিশেষ কোন অর্থ থাকে না; কেবল কোন কোন স্থলে একটু জোর দিয়া বলা হয় মাত্র। যথা—বাপে কত মারই মারিল; ছেলেটাও কত কান্নাই কাঁদিল।

এখানে মারিল এই সকর্ম্মক ক্রিয়াপদের কর্ম্ম ছেলেটাকে (উহ্য); মার ধাত্বর্থক কর্ম্ম। কান্না—'কাঁদিল' এই অকর্ম্মক ক্রিয়ার ধাত্বর্থক কর্ম্ম।

কোন কোন স্থলে সকর্ম্মক ধাতুর ভাববিশেষ্য অর্থ প্রকাশ করে। যথা—কলিকাতায় গিয়া অনেক দেখা দেখিয়াছি; 'ঢের খাওয়া খেয়েছি মা, আর খেতে সাধ নাই।' এখানে 'দেখা' ও খাওয়া যথাক্রমে দেখিবার পদার্থ ও খাদ্য বুঝাইতেছে। এ দুটি প্রকৃত অর্থযুক্ত কর্ম্ম পদ, ধাত্বর্থক কর্ম্ম মাত্র নহে।

করণ।

৫৬। কর্ত্তা যাহার দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে করণ কারক বলে।

যাহা ক্রিয়ানিষ্পত্তির প্রধান সাধন, তাহার নাম করণ। সে ছুরিতে হাত কাটিল—এই বাক্যে কাটা অর্থাৎ ছেদন করা 'ছুরিতে' অর্থাৎ 'ছুরির দ্বারা' সম্পন্ন হইল। ছুরিতে করণ-কারক। হাতে মাথা কাটিব—এই বাক্যে 'হাতে' অর্থাৎ 'হাত দিয়া' মাথা কাটা বুঝাইতেছে। 'হাতে' করণকারক।

ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'কিসে' বা 'কাহার বা কিসের দ্বারা' বা 'কি দিয়া' ইত্যাদি যোগে প্রশ্ন করিলেই করণকারকের পদ পাওয়া যায়। এ কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া) বেশ লেখা যায়—এই বাক্যে প্রশ্ন—কিসে (বা কিসের দ্বারা বা কি দিয়া) লেখা যায়? উত্তর—কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া)। কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া)—করণ কারক।

৫৭। করণকারকে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—অজয়ের

জলে গঙ্গা লাল হইয়াছে। টাকায় বা টাকাতে কি না হয়? সোণায় বা সোণাতে উপকার হয়। লাঠিগুলি এই লতায় বা লতাতে বাঁধ। স্বচক্ষে দেখিলাম (১)। টাকায় সব পাওয়া যায়। সোজা পথে চল।

দেবকন্যারা তোমার 'ঘায়' (আঘাত দ্বারা) কল্পবৃক্ষ হইতে...ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। (বঙ্কিমচন্দ্র)

বহুবচনে গুলি ও গুলাপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—এ মাছগুলিতে (বা মাছগুলায়) কি হইবে? (২) ছেলের চেয়ে বরং মেয়েয় (বা মেয়েতে বা মেয়ের দ্বারা) বেশি উপকার হয়।

৫৮। 'দ্বারা' শব্দ (৩) এবং 'বাড়ি' এই অব্যয় করণার্থ প্রকাশ করে। সুতরাং এই দুই শব্দযুক্ত বাক্যাংশ করণকারক হয়।

(১) 'এ' বিভক্তি পরে থাকিলে করণ ও অধিকরণ কারকে চক্ষু শব্দের অন্তস্থিত উকারের বিকল্পে লোপ হয়।

(২) এতগুলা মাছে কি হইবে? এখানে এতগুলা—বিশেষণ। 'মাছ' এই বিশেষ্যের উত্তর করণকারকে 'এ' বিভক্তি বসিয়াছে।

(৩) 'দ্বারা' সংস্কৃত করণকারকের পদ। বাঙ্গালায় বিশেষ্য—বিভক্তি নহে; কারণ এক শব্দের উত্তর একাধিক বিভক্তি বসে না। কিন্তু দ্বারা শব্দের যোগে 'র' বিভক্তি হয়; অনেক স্থলে ঐ বিভক্তি বাক্যে লোপ হয় না। আবার বিভক্তিযুক্ত না হইলে কোন বিশেষ্য পদরূপে ব্যবহৃত হয় না—এই সাধারণ নিয়মে 'দ্বারা' শব্দের উত্তরও 'এ'

'দ্বারা' ও 'বাড়ি' (১) শব্দের যোগে 'র' বিভক্তি হয়। কোন কোন স্থলে ঐ বিভক্তির লোপ হয়। যথা—বেত্র দ্বারা বা বেতের দ্বারা বা বেতের বাড়ি মারিতেছে। এই বাক্যে বেত্র দ্বারা, বেতের দ্বারা এবং বেতের বাড়ি এই বাক্যাংশগুলি—করণকারক।

৫১। 'দিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়া সময়ে সময়ে করণার্থ প্রকাশ করে। তখন এই (অসমাপিকা) ক্রিয়া-যুক্ত বাক্যাংশ করণকারক হয়। যথা—'লাঠি দিয়া মারিতেছে।' 'তবে তোমারে দিয়া আমার কাজ হইবে না।' 'মুটে (বা মুটেকে) দিয়া খাটখানা বাহির কর।' এই সকল বাক্যে লাটি দিয়া, তোমারে দিয়া, মুটে (বা মুটেকে) দিয়া—এই বাক্যাংশগুলি করণকারক। (২)

বিভক্তি হয়। অধিকাংশ স্থলে এই বিভক্তির লোপ হয় বটে—কিন্তু কোন কোন স্থলে বিভক্তি থাকে। যথা—'ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে, গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। (রবীন্দ্র নাথ)

(১) 'বাড়ি' কেবল মারা-ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার হয়। পূর্ব্বে ইহাতে আঘাত বুঝাইত; এখনও দুই এক স্থলে সেই অর্থে ব্যবহার হয়। যথা—'দাঁতের বাড়ি খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছে।' এখন 'বাড়ি' করণার্থ-অব্যয়রূপে ব্যবহার হইতেছে।

(২) অন্বয় করিবার সময় 'লাঠি দিয়া' এই বাক্যাংশ করণকারক বলিয়া তৎপরে 'দিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া, 'লাঠি' উহার কর্ম্ম, এইরূপ পদপরিচয় দিতে হইবে। (কর্ম্ম-বিভক্তির লোপ হইয়াছে)। এইরূপ 'তোমারে' 'মুটেকে,' 'মুটে'।

গুলি ও গুলাপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি-যোগে, 'দ্বারা' শব্দ ও 'বাড়ি' অব্যয় যোগে এবং 'দিয়া' এই অসমাপিকা—ক্রিয়া-যোগে করণের পদ হয়। 'দ্বারা' শব্দ যোগে এবং 'দিয়া'-যোগে দিগরপ্রত্যয়ান্ত শব্দের করণের পদ হইয়া থাকে।

৬০। হওয়া, যাওয়া ও তদর্থক-ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়ার পূর্ব্বে করণকারকে সময়ে সময়ে বিকল্পে 'হইতে' ও 'থেকে' বিভক্তি হয়। যথা—তাঁহা হইতে (অথবা তাঁহার দ্বারা) যে এত হইবে, তাহা কে জানিত! এ সন্তান হইতে (অথবা সন্তানের দ্বারা) আবার দুঃখ ঘুচিবে!

৬১। কোন কোন স্থলে বিকল্পে করণবিভক্তির লোপ হয়। যথা—হাত তুলিয়া (অথবা হাতে তুলিয়া বা হাতে করিয়া) দাও। বালকদিগকে বেত (অথবা বেত দিয়া) মারিও না।

ক্রীড়ার্থ ক্রিয়ার করণ-পদে বিভক্তি থাকে না—লোপ হয়। যথা—তাঁহারা তাস খেলিতেছেন; ছেলেরা ফুটবল খেলিতেছে।

আমি কলিকাতা দিয়া আসিলাম; মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে—ইত্যাদিস্থলে 'কলিকাতা দিয়া' ও 'মন দিয়া' করণকারক নহে; কারণ এই বাক্যাংশগুলি করণার্থ প্রকাশ করে না। ইহাদের অর্থ—কলিকাতায় গিয়া তাহার পরে; এবং মন নিবেশ করিয়া। এই দুই বাক্যে 'দিয়া'

এই অসমাপিকা ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিতেছে মাত্র। (পরিশিষ্টে ধাতুমালা দেখ)।

দিয়া—বিভক্তি নহে ; অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র ; সময়ে সময়ে করণার্থ প্রকাশ করে।

অপাদান কারক।

৬২। যাহা হইতে কোন পদার্থ চলিত, ভীত, উৎপন্ন, বিরত, গৃহীত, মুক্ত, নিবারিত, অন্তর্হিত ইত্যাদি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

৬৩। যাহা হইতে কিছু শুনা যায়, শিখা যায় ইত্যাদি—তাহাও অপাদান।

ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে ; বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িতেছে ; পাপের কাজ থেকে নিবৃত্ত হও ; মৌলবি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি—মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ।—এই সকল বাক্যে 'ব্যাঘ্র হইতে', 'বৃক্ষ হইতে', 'কাজ থেকে' এবং 'মুখে' অপাদান কারক।

কি হইতে, কাহাহইতে, কিসেথেকে—ইতাদিরূপ বাক্যাংশযুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অপাদান কারক নির্ণীত হয়। মেঘ হইতে (বা মেঘ থেকে) বৃষ্টি হয় ;—এই বাক্যে প্রশ্ন—কি হইতে (বা কিসে থেকে) বৃষ্টি হয় ? উত্তর—মেঘ হইতে (বা মেঘ থেকে)। 'মেঘ হইতে' বা 'মেঘ থেকে' অপাদান কারক।

৬৪। অপাদানকারকে 'হইতে' ও 'থেকে' বিভক্তি হয়। (১) বহুবচনে শব্দের উত্তর গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয় করিয়া তাহার উত্তর বিভক্তি বসাইতে হয়। যথা—বৃষ্টিতে পুকুরগুলিথেকে মাছ উঠিয়াছে।

'থেকে' বিভক্তিযোগে কোনো কোনো স্থলে অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে 'এ' আগম হয়। গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর হয় না। যথা—তাঁহার মুখ থেকে বা মুখে থেকে এমন কথা বাহির হয় নাই।

দিয়া-যোগেও কখন কখন অপাদান কারক হয়। যথা—'চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল' (বাল্মীকির জয়)। তাহার মুখ দিয়া কখনই এমন কথা বাহির হইবে না। (পক্ষে—চক্ষু হইতে, মুখ হইতে)।

৬৫। কোন কোন স্থলে অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—পিতার মুখে এ কথা শুনিয়াছি; খনিতে সোণা পাওয়া যায়; মেঘে বৃষ্টি হয়; 'নাসিকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

(১) সাধারণতঃ লিখিতভাষায় 'হইতে' এবং কথিত ভাষায় 'থেকে' বিভক্ত্যন্ত পদের ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দের উত্তর প্রায়ই 'হইতে' বিভক্তি বসে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আবার চলিত কথায় প্রায়ই 'হইতে' স্থানে 'হ'তে, হইয়া যায়।

এই দুই অপাদান বিভক্তি—অসমাপিকা ক্রিয়া 'হইতে' ও 'থেকে' হইতে স্বতন্ত্র; ইহারা বিভক্তি মাত্র।

নির্গত হইতে লাগিল;' কাজে ক্ষান্ত বা পড়ায় বিরত হইও না। পক্ষে—'মুখ হইতে' ইত্যাদি।

৬৬। নিকট প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উত্তর অপাদান বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা—তিনি আমার নিকট (পক্ষে—আমার নিকট হইতে বা নিকটে) এক শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। তাঁহার ঠাঁই (পক্ষে—ঠাঁইথেকে) অনেকেই টাকা কর্জ্জ লয়।

৬৭। অপাদান কারক কোন কোন স্থলে 'আসিয়া,' 'বসিয়া,' 'দাঁড়াইয়া,' 'উঠিয়া,' 'বসিলে', 'দাঁড়াইলে' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে; অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে অপাদান পদের প্রয়োগ হয়। যথা—দারজিলিঙ হইতে ধবলগিরি দেখা যায়; (দারজিলিঙ হইতে অর্থাৎ দারজিলিঙে দাঁড়াইলে বা দাঁড়াইয়া)। আমি ঘরথেকে সমুদ্র দেখিতে পাই; (ঘরথেকে অর্থাৎ ঘরে থাকিয়া বা বসিয়া)। ছাদ থেকে ঘুঁড়ি উড়াইতেছে; (ছাদ থেকে অর্থাৎ ছাদে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া)।

৬৮। স্থানের ও সময়ের দূরতা বুঝাইতে কোন কোন স্থলে অপাদানের পদ প্রয়োগ হয়। যথা—কলিকাতা হইতে (বা থেকে) কাশী অনেক দূর। দোসরা পৌষ থেকে সমস্ত বৎসরই অকাল।

সময়ের দূরতা বুঝাইতে 'অবধি' ও 'পর্য্যন্ত'ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। স্থানের দূরতা বুঝাইতেও অনেক স্থলে এই

দুই শব্দের ব্যবহার হয়। যথা—হিমালয় অবধি বিন্ধ্য পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান আর্য্যাবর্ত্ত।

অধিকরণ।

৬৯। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। নদীতে মৎস্য আছে। গৃহে বসিয়া লোকে কথা কহিতেছে। এই দুই বাক্যে নদীতে ও গৃহে—যথাক্রমে 'আছে' ও বসিয়া' ক্রিয়ার আধার। 'নদীতে' ও 'গৃহে' অধিকরণ কারক।

'কিসে,' 'কোথায়', 'কখন,' 'কবে' প্রভৃতি পদযুক্ত প্রশ্ন করিয়া অধিকরণ কারক নির্ণয় করিতে হয়। 'নদীতে মৎস্য আছে' এই বাক্যে প্রশ্ন—কোথায় মৎস্য আছে? উত্তর—নদীতে। 'নদীতে' অধিকরণ কারক।

৭০। অধিকরণ কারকে শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—বনে বাঘ আছে; পাতায় বা পাতাতে শিশির পড়িয়াছে।

৭১। অধিকরণ তিন প্রকার। (ক) আধারাধিকরণ; (খ) কালাধিকরণ; (গ) ভাবাধিকরণ।

(ক) শয্যায় শয়ন করিতেছে—এই বাক্যে 'শয্যায়' এই পদটি আধার অর্থাৎ শয়নের স্থান বুঝাইতেছে বলিয়া আধারাধিকরণ।

(খ) প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়—এই বাক্যে 'প্রভাতে' এই পদটি কাল অর্থাৎ সময় বুঝাইতেছে বলিয়া কালাধিকরণ।

(গ) চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার সরিয়া গেল—এই বাক্যে চন্দ্রোদয় হইলে পর—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। 'চন্দ্রোদয়ে' —ভাবাধিকরণ।

কালাধিকরণ ও ভাবাধিকরণে সময়ে সময়ে গোলযোগ হইতে পারে। ভাব=ধাত্বর্থ; ভাবাধিকরণে ধাত্বর্থজ্ঞান প্রধান। কালাধিকরণে সময়জ্ঞান প্রধান। চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার সরিয়া গেল—এখানে চন্দ্র উদয় হইবার পর অন্ধকার সরিয়া গেল—এইরূপ বুঝাইতেছে বলিয়া 'চন্দ্রোদয়ে' ভাবাধিকরণ। রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইল—এখানে 'রাত্রিতে' এই পদদ্বারা প্রধানতঃ সময়ের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া ঐ পদ কালাধিকরণ। এইরূপ—রাজা সূর্য্যোদয়ে (কালাধিকরণ) উঠিলেন। সূর্য্যোদয়ে (ভাবাধিকরণ) ক্রমে অনেক লোক আসিয়া যুঠিল।

আধারাধিকরণ চারি প্রকার। (ক) গঙ্গাসাগরে প্রকাণ্ড মেলা হয়—এই বাক্যে 'গঙ্গাসাগরে' এই পদে গঙ্গাসাগরের তীরে বা সমীপে বুঝাইতেছে। এইরূপ স্থলে সামীপ্য-আধার। (১) (খ) উড়িষ্যায় চিল্কানামে হ্রদ আছে; অর্থাৎ উড়িষ্যার একস্থলে বা একদেশে চিল্কা হ্রদ আছে। এখানে একদেশ-আধার। (গ) সমুদ্রজলে লবণ আছে; অর্থাৎ সমুদ্রজলের সর্ব্বত্র বা সমুদ্রজল ব্যাপিয়া লবণ আছে।

---

(১) অনেক সংস্কৃত শাব্দিকের মতে ইহা লক্ষণা-লব্ধ অর্থ; তাঁহারা সামীপ্যাধার স্বীকার করেন না।

এখানে ব্যাপ্তি-আধার। (ঘ) ধর্ম্মে ভক্তি আছে; অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে ভক্তি আছে। এখানে বিষয়-আধার।

৭২। কালাধিকরণে সময়ে সময়ে বিকল্পে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—আমি যে সময় বা যে সময়ে তাঁহাকে দেখিতে যাই, তখন তিনি বাটীতে ছিলেন না। আমি শনিবার বা শনিবারে যাইব। সময়ে সময়ে বা সময় সময় আসিও।

আজি (বা আজ্) ও কাল (বা কাল্) শব্দের উত্তর অধিকরণ বিভক্তির নিত্য লোপ হয়। যথা—আজি যাইব না।

ক-প্রত্যয়ান্ত হইলে লোপ হয় না। যথা—আজ্‌কে আমি যাব না; কাল্‌কে যাব।

বক্তার ইচ্ছানুসারে কোন বিশেষ অর্থ বুঝাইতে এই বিভক্তির লোপ হয় না। যথা—সময়ে (উপযুক্ত সময়ে) আসিও। এক দিনে (একদিন সময়ের মধ্যে) বর্দ্ধমানে গিয়াছিলাম। কোন স্থলে বা নিত্য লোপ হয়। যথা—একদিন (যে কোন দিন) বর্দ্ধমানে গিয়াছিলাম।

৭৩। আধারাধিকরণের বিভক্তি কোন কোন স্থলে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—আমি সোমবার বাড়ী (পক্ষে—বাড়ীতে) যাইব। কেদার হুগলি (পক্ষে—হুগলীতে) গিয়াছেন। কখন বা লোপ হয় না। যথা—বাড়ীতে সংবাদ দিও।

৭৪। অধিকরণ পদের দ্বিরুক্তি-স্থলে প্রথম পদটি অপাদানের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে—অর্থাৎ একদ্বার হইতে অন্য দ্বারে। এইরূপ ডালে ডালে, হাতে হাতে; কোণে কোণে।

৭৫। কোনো পদে দুই কারকের সম্ভাবনা হইলে সন্নিহিত ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করিয়া ঐ পদের কারক নির্ণয় করিতে হয়। যথা—ছেলেকে খাওয়াইলেই মোটা হইবে। এখানে 'ছেলেকে'—'হইবে' ক্রিয়ার কর্ত্তা না বলিয়া সন্নিহিত 'খাওয়াইলে' ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিতে হইবে।

সম্বন্ধ পদ।

৭৬। সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—লতিফের পুস্তক।

বহুবচনে গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর এই বিভক্তি বসে। যথা—ব্যাধ পাখীগুলির পা ভাঙ্গিয়া দিল।

দিগর প্রত্যয়ের পর 'র' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—সন্ন্যাসীদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইল। ছেলেদের পড়িবার স্কুল।

৭৭। সম্বন্ধ অনেক প্রকার।

(ক) আমার গণিতশাস্ত্র পড়া হয় নাই; তিনি সকলের পূজিত; ইহা আমার প্রার্থনা; হাফেজের কর্ত্তৃক এ কাজ হবে না—ইত্যাদি স্থলে আমি গণিতশাস্ত্র পড়ি

নাই ; সকলে তাঁহাকে পূজা করে ; আমি ইহা প্রার্থনা করি ; হাফেজ এ কাজ পারিবে না—ইত্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এইসকল স্থলে কর্ত্তা-সম্বন্ধ।

(খ) বিদ্যার আলোচনায় অনেক ফল ; ঈশ্বরের উপাসনায় মন পবিত্র ও উন্নত হয়—এই সকল স্থলে কর্ম্ম-সম্বন্ধ।

(গ) লাঠির দ্বারা (বা বাড়ি) মারিয়াছে। এ ছেলের দিয়া কোন কাজ হইবে না—ইত্যাদি স্থলে করণ-সম্বন্ধ। (১)

(ঘ) সাপের ভয়, বাঘের ভয়, কলিকাতার দুই ক্রোশ দক্ষিণে কালীঘাট—ইত্যাদি স্থলে অপাদান-সম্বন্ধ।

(ঙ) নদীর মাছ, দেশের লোক, মট্‌কির ঘৃত—ইত্যাদি স্থলে অধিকরণ-সম্বন্ধ।

'এখানে অশন বসনে (করণ) আট দশটা গ্রামের গ্রামস্থিত—অধিকরণ) লোক প্রতিপালিত হয়।'—অনুরূপা দেবী।

(চ) গুণের ভাই, ঘৃতের প্রদীপ, বিদ্যার সাগর, নীলরঙের চশমা, বিশ নম্বরের বাটী, 'এরূপ নামের লোক এখানে নাই', পাঁচের (পঞ্চম) প্রতিজ্ঞা, দুধের ছেলে, ঘিদুধের শরীর—ইত্যাদিস্থলে বিশেষণ-সম্বন্ধ।

(১) 'লাঠির দ্বারা'—এই বাক্যাংশটি করণকারক বলিয়া তৎপরে লাঠির'—সম্বন্ধ পদ—'দ্বারা' এই শব্দের সহিত সম্বন্ধ—এইরূপ পদ-পরিচয় দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানারূপ সম্বন্ধ আছে। যথা—হাতীর দাঁত, সিধুর হস্ত—ইত্যাদি স্থলে অঙ্গ-সম্বন্ধ। বৃক্ষের ফল, ফলের গাছ, মাধবের পুত্র, নিধুর পিতা—ইত্যাদি স্থলে জন্য-জনক-সম্বন্ধ। সোণার বালা, কঞ্চির কলম—ইত্যাদি স্থলে উপাদান-সম্বন্ধ। এক মাসের পথ, দুই সপ্তাহের অবকাশ—ইত্যাদি স্থলে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ। খাইবার মত, ভোজনের উপযুক্ত, ইহা বিজ্ঞের কাজ, স্নানের বেলা, খাবার জল—ইত্যাদি স্থলে যোগ্যতা-সম্বন্ধ। টাকার শোক, পরের দুঃখে কাতর, বলি-দানের বাদ্য, জপের মালা, ভোজনের ঘণ্টা, পড়িবার ঘর, বালার সোণা ইত্যাদি স্থলে নিমিত্ত-সম্বন্ধ। কলের জাহাজ, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার (ঘোড়ার দ্বারা চালিত) ডাক—ইত্যাদি স্থলে গতি-সম্বন্ধ। বিদ্যার আলোক, দিনের বেলা—ইত্যাদি স্থলে অভেদ-সম্বন্ধ। শশীর ভাই, নদীর তীর—ইত্যাদি স্থলে সামান্য-সম্বন্ধ। দ্রব্যের মূল্য, ভূমির পরিমাণ, মনুষ্যের কৌশল—ইত্যাদিস্থলে গুণ-সম্বন্ধ। সূর্য্যের উত্তাপ, গ্যাসের আলো—ইত্যাদি স্থলে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ। সাহেবের দোকান, মামার বাড়ী—ইত্যাদি স্থলে স্বামিত্ব-সম্বন্ধ। ইত্যাদি। 'নীচে হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শঙ্খের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।' (শরৎচন্দ্র)—এখানে চারিরূপ সম্বন্ধের চারিপদ রহিয়াছে।

৭৮। 'ইতে'-বিভক্তি-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষ্য-রূপে প্রযুক্ত হইলে, তাহার যোগে সম্বন্ধপদে বিকল্পে 'কে' ও

'এ' বিভক্তি হয়। যথা—মধুকে (বা মধুর) সেখানে যাইতে হইবে। আমায় বা আমাকে (বা আমার) দেশে যাইতে হইল। ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন সকলকেই (বা সকলেরই) করিতে আছে।

৭৯। 'ক' এই তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত (তদ্ধিতপ্রকরণ দেখ) শব্দের উত্তর 'র' বিভক্তি বসিলে বিকল্পে নিম্নলিখিতরূপ পদ হয়।

ক-প্রত্যয়ান্ত সবশব্দ—সবাকার ; ক-প্রত্যয়ান্ত আগ শব্দ—আগেকার ; ক-প্রত্যয়ান্ত পূর্ব্বশব্দ—পূর্ব্বকার, পূর্ব্বেকার (আগেকার)। এইরূপ পিছেকার ; প্রথমকার ; শেষকার, শেষেকার ; যখনকার ; তখনকার ; এখনকার ; কখনকার ; যেখানকার ; সেখানকার ; এখানকার ; ওখানকার ; যথা-কার ; তথাকার ; তলাকার ; ছেলেবেলাকার, উত্তরদিক্কার ; উপরকার ; নীচেকার ; নীচুকার ; আজিকার, কালিকার ; পরশুকার ; ভিতরকার ; বাহিরকার ইত্যাদি। আবার যথোক্ত নিয়মে সবার, আগের, পূর্ব্বের, পিছের ও পিছুর, প্রথমের, শেষের, বাহিরের, তলার ইত্যাদি পদও হয়।

৮০। সম্বন্ধ-বিবক্ষায় 'র' বিভক্তি হয়। যথা—তিনি একথা বলিয়াছেন, 'তাহার' সন্দেহ নাই। তাহার = সে সম্বন্ধে।

৮১। সহার্থ, তুল্যার্থ, নিকটার্থ, হেতু ও নিমিত্তার্থ, দিগ্-বাচক প্রভৃতি শব্দ এবং উক্তরূপ অর্থবাচক অব্যয়ের যোগে 'র' বিভক্তি হয়। এই সকল র-বিভক্ত্যন্ত পদও সম্বন্ধ পদ।

যথা—ওসমানের সহিত অনেক দিনের পরিচয়। কলিকাতার পশ্চিমে হাবড়া। কাপড়ের দরুণ ছয় টাকা পাওনা।

৮২। অপেক্ষা, চেয়ে, কর্ত্তৃক, প্রতি, উপর প্রভৃতি কয়েকটি অব্যয়ের যোগে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—অসীমের চেয়ে সাধুলোক দেখা যায় না।

৮৩। কোন কোন স্থলে 'র' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—অধিক আনন্দ হেতু তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। সিরাজ (বা সিরাজের) অপেক্ষা সেলিম ভাল ছেলে। খাজনা (বা খাজনার) বাবতে এই টাকা দিলাম। মহাশয় কর্ত্তৃক এমন কাজ হইল? তোমা কর্ত্তৃক (পক্ষে—তোমার কর্ত্তৃক)।

সম্বোধন পদ।

৮৪। যাহাকে সম্বোধন অর্থাৎ আহ্বান করা যায়, তাহাকে সম্বোধন পদ বলে।

৮৫। সম্বোধনে 'এ' বিভক্তি হয় এবং বিভক্তির লোপ হয়। বহুবচনে কর্ত্তৃকারকের ন্যায় পদ হয়। যথা—ভৈরব, ওহে অভয়, হাঁরে দুরাচার, সভাপতি মহাশয়, হে সভ্যগণ, হাঁ বাপ, ওগো বাছা।

সম্বোধনে দিগর-প্রত্যয়ান্ত বহুবচন পদের ব্যবহার হয় না। গুলি ও গুলা (চলিত কথায় গুলো) প্রত্যয়ান্ত পদের ক্বচিৎ ব্যবহার হয়। যথা—ওরে দুষ্ট ছেলেগুলো, এদিকে আয়্ ত।

৮৬। সম্বোধন পদের পূর্ব্বে অনেক স্থলে—হে, ওহে,

হাঁহে, হাঁগা, হাঁগো, হাঁলা, ও, ওগো, ওলো, লো, হাঁলো, হাঁ,
রে, আরে, ওরে, হাঁরে প্রভৃতি এক একটি অব্যয় ব্যবহার
হয়। যথা—হাঁগো ঠাকুর, ওহে বাপু, হাঁরে দুষ্ট, হাঁলা
সতী।

গো, ওগো, হাঁগো ও হাঁগা—একটু সম্ভ্রমসূচক ; হে, ওহে,
হাঁ, হাঁহে—সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম কিছুই বুঝায় না। রে, অরে,
হাঁরে—অসম্ভ্রমসূচক। লো, ওলো, হাঁলো—স্ত্রী-সম্বোধনে
স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেন ; ইহাতে সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম
বুঝায় না।

৮৭। কোন কোন স্থলে সম্বোধনসূচক অব্যয়মাত্র থাকে ;
সম্বোধন পদ উহ্য থাকিয়া যায়। যথা—ওগো, কোথায়
যাও। ওলো, শুনে যা।

৮৮। দূরাহ্বান, রোদন, স্পর্দ্ধা ও ক্রোধাদিপ্রদর্শনস্থলে
বাক্যে সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহার সহিত সম্বোধনসূচক
অব্যয় প্রায়ই থাকে। যথা—শ্যাম রে, দৌড়ে আয়্।
এইরূপ স্থলে এবং পদ্যে সময়ে সময়ে একাধিক অব্যয় এক
পদের সহিত প্রযুক্ত হয়। যথা—বাবা গো কোথায় গেলে
গো। 'আরে, রে, অরে দক্ষ, দে রে সতীরে'। 'ধর হে, রাখ
হে, প্রভু হে, শিশুরে।'

সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তস্থিত আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এবং
ঋকার সম্বোধনে সাধারণতঃ যথাক্রমে এ, এ, ই, ও, উ এবং ঃ হয়।
যথা—দুর্গে, মহর্ষে, গুরো, মাতঃ। সখিশব্দ—সখে (পুংলিঙ্গে) ; স্ত্রীলিঙ্গে

সখীশব্দ—সখি। অম্বা—অম্ব। কল্যাণী—কল্যাণি; বধূ—বধু (স্ত্রীলিঙ্গে)। পুংলিঙ্গে উকার ও ঈকার হ্রস্ব হয় না।

অন্-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় আকারান্ত) শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—রাজন্, মহাত্মন্, ব্রহ্মন্।

বৎ-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় নকারান্ত) শব্দের 'ৎ' স্থানে ন্ হয়। যথা—গুণবন্, ভগবন্।

বস্-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় নকারান্ত) শব্দের 'স' স্থানে ন্ হয়। যথা—বিদ্বন্।

ইন্-ভাগান্ত (বাঙ্গালায় ঈকারান্ত) শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—শশিন্।

এইরূপ পদের প্রয়োগ এখন উঠিয়া যাইতেছে। তবে শুনিতে মিষ্ট হইলে কলাবিৎ লেখকগণ সময়ে সময়ে এইরূপ সম্বোধন পদ ব্যবহার করেন। যথা—ললিতে, চা তৈরী হল না। (শরৎচন্দ্র)। আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা…(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। 'তখন আমায় আদেশ করো গাইতে হে রাজন্' (রবীন্দ্রনাথ)।

বাঙ্গালায় উপরি-উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—দিদি শব্দের সম্বোধনে 'দিদে' হয় না। কেহ কেহ মাসী, মামী প্রভৃতি শব্দের সম্বোধনে মাসি, মামি—প্রভৃতি পদ ব্যবহার করেন। এরূপ প্রয়োগ কম।

প্রাচীন লেখকদিগের গ্রন্থে ভো, অয়ি প্রভৃতি কয়েকটি সম্বোধন-সূচক সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়—অয়ি শকুন্তলে। ভো নভোমণ্ডল বল স্বরূপ।' নব্য লেখকেরা ঐ সকল অব্যয় প্রায় ব্যবহার করেন না।

শব্দবিশেষ-যোগে ও অর্থবিশেষে বিভক্তির প্রয়োগ।

৮৯। কেবলমাত্র পদার্থ-নির্দ্দেশ উদ্দিষ্ট হইলে শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়। বিভক্তির লোপ হয়। যথা—মানুষ, ভূমি, জীবগণ।

৯০। যেখানে ক্রিয়াপদ, কর্ম্মপদ প্রভৃতি না থাকে, সেখানে শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয়; এবং ঐ বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। যথা—'এ কি অসম্ভব কথা।' এইরূপ পদকে নাম-পদ বলে।

৯১। যে পদের অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত—ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরিক্ত, ভিন্ন, বিনা, বই ও তদর্থক অন্য অব্যয় ব্যবহৃত হয়, ঐ পদ যে কারক উক্ত অব্যয়যোগেও সেই কারক হইয়া থাকে। যথা—'তুমি বিনা (১) কে আর দীন জনে তারে?' এই বাক্যে 'কে' কর্ত্তা কারক; বিনা যোগে 'তুমি'ও কর্ত্তা কারক, অথবা 'কে' এই পদের সমপদ। 'রামকে ছাড়া আর কাহাকে একথা বলিব' (কর্ম্ম)? 'চাকু ছুরিতে ছাড়া আর কিসে কলম কাটিবে' (করণ)। 'ভাঁড়ার থেকে বই (ছাড়া) আর কোথা থেকে আনিব'? (অপাদান)। 'কলিকাতায় ছাড়া আর কোন্ স্থানে এমন সন্দেশ পাইবে?' (অধিকরণ)।

(১) সময়ে সময়ে এইরূপ স্থলে 'তুমি' ও 'আমি' স্থানে 'তোমা' ও 'আমা' হয়। যথা—তোমা বিনা, তোমা ছাড়া, আমা ছাড়া। পক্ষে তুমি বিনা ইত্যাদি।

এই সকল অব্যয় যখন সম্বন্ধ পদের অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, তখন ইহাদের যোগে সম্বন্ধ পদই হইয়া থাকে। যথা—'রামের ছাড়া আর কাহার বই এখানে থাকিবে।' এইরূপ স্থলে অপেক্ষা ও চেয়ে অব্যয়ও প্রযুক্ত হয়। যথা—রুসিয়ার অপেক্ষা ইংলণ্ডের নৌবল অধিক।

এই সকল সমপদে সময়ে সময়ে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—রাম ছাড়া আর কাহাকে একথা বলিব; চাকু ছুরি ছাড়া আর কিসে কলম কাটিবে? ফলতঃ যেখানে বিভক্তি না থাকিলে অর্থ বুঝিবার গোল না হয়, সেখানে প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়।

'বিনা' যখন শব্দের পূর্ব্বে বসে, তখন তাহার যোগে যে 'এ' বিভক্তি হয়, তাহার প্রায়ই লোপ হয় না। যথা—'বিনা শ্রমে বিদ্যা হয় না।' 'বিনা সূতায় গেঁথেছি হার'।

৯২। প্রশ্নোত্তরে সমপদ হয়। যথা—

প্রশ্ন। কোথায় যাইতেছ?—উত্তর। 'কলিকাতা'।—কলিকাতা 'কোথায়' এই পদের সমপদ; সুতরাং অধিকরণ কারক।

৯৩। ধিক্, ধন্যবাদ ও নমস্কার শব্দের যোগে 'এ', 'রে', ও 'কে', বিভক্তি হয়। যথা—তোমারে, তোমায় বা তোমাকে ধিক্। তাহাকে ধিক্ থাকুক। তোমাকে বা তোমায় ধন্যবাদ। তোমাকে বা তোমারে নমস্কার।

৯৪। হেতুপদে ও নিমিত্তপদে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—

—'ব্রহ্মাদি সকলে কোপে (কোপহেতু) কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া প্রস্থান করিলেন।' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) দাঙ্গার ভয়ে চলিয়া আসিলাম। তিনি বায়ুসেবনে (নিমিত্তপদ) বহির্গত হইয়াছেন। লোকের সন্ধানে চলিলাম। আমি যুদ্ধে যাইব।

হেতু = অতীত কারণ; নিমিত্ত = ভাবী কারণ।

হেতু, নিমিত্ত, কারণ ও তদর্থক কোন কোন শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা—সেই হেতুই বা সেই হেতুতেই অথবা সেই কারণ বা সেই কারণে আমি যাইব না। বই ছাপার বাবত বা বাবতে একশত টাকা দিয়াছি।

কোন কোন স্থলে 'এ' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে ত (বা তঃ) হয়। যথা—দৈববশে, দৈববশত (বা দৈববশতঃ)।

৯৫। উপলক্ষণেও 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—শাদা চখে আসিয়া বলিলেন। গুহক জাতিতে চণ্ডাল ছিলেন।

৯৬। সহার্থে সময়ে সময়ে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—'রাম······অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।' (বিদ্যাসাগর)।

৯৭। পদান্বয়ী অব্যয়ের (১) যোগে 'র' এবং সময়ে সময়ে 'এ' বিভক্তি হয়। কোন কোন স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—বাল্যকাল অবধি বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত পড়িলাম।

(১) অব্যয়-প্রকরণ দেখ। বিনার্থ-অব্যয়-যোগে স্বতন্ত্র নিয়ম। ৯১ সূত্র দেখ।

৯৮। অন্যোন্য অর্থ বুঝাইতে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। রামে শ্যামে বিরোধ বাধিয়াছে।

৯৯। তুলনা বুঝাইতে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ। মূর্খে ও বিদ্বানে তুলনাই হয় না।

তুলনা-স্থলে বাক্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক শব্দ থাকিলে 'হইতে' বিভক্তি হয়। যথা—পিতা স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। (১)

১০০। ব্যাপ্তি অর্থে 'এ' বিভক্তি হয়। সময়ে সময়ে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—এবার সমস্ত বৎসরে ৩০ ইঞ্চ জল বৃষ্টি হইয়াছে। তিন বৎসরে এক শত টাকা পাইলাম। শত বৎসর তপস্যা করিয়াছি। 'শত যোজন (ব্যাপিয়া) বিস্তীর্ণ এই মহানদী'। সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছি। (২)

১০১। নির্দ্ধার-অর্থে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—সিংহ সকল পশুর শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বনাম।

১০২। সুধীরকে বল—সে যেন শনিবারে আসে।—এখানে 'সুধীর' পদটীর পুনরুল্লেখ না করিয়া 'সে'

(১) এরূপ স্থলে প্রায়ই 'অপেক্ষা' ও চেয়ে এই দুই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—পিতা স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নির্দ্ধার-অর্থেও এই দুই অব্যয়ের ব্যবহার হয়।

(২) তিন বৎসর (প্রতি বৎসরেই) একশত টাকা করিয়া পাইয়াছি—এ স্থলে অধিকরণ কারক।

বলা হইয়াছে। 'সে' সর্ব্বনাম। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—তিনি এখানে ছুদিন থাকিবেন।—এই বাক্যে 'তিনি' 'কবিরাজমহাশয়ের' পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। 'তিনি' সর্ব্বনাম।

একটি নাম বা শব্দ বারংবার বলিলে ভাল শুনায় না; সেই জন্য কোন শব্দ একবার প্রয়োগ করিয়া তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইলে সর্ব্বনামের দ্বারা বলিতে হয়। এইরূপে এক বা অধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের পরিবর্ত্তে বসিয়া সর্ব্বনাম বাক্যের সংক্ষেপসাধন করে। যথা—'নবীন, গোপাল ও জাফব শিকার করিতে মধুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন; সন্ধ্যাকালে তাঁহারা পথ হারাইলেন।' 'তিনি অকাতরে দান করিতেছেন, প্রতিদিন অনেক লোক খাওয়াইতেছেন; কিন্তু তাহা কেবল লোক-দেখান।' প্রথম বাক্যে সর্ব্বনাম তিনটি বিশেষ্যের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ছুটি বাক্যের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। সর্ব্বনাম ব্যবহার না করিলে ঐ বিশেষ্য ও বাক্যগুলির পুনরুল্লেখ করিতে হইত এবং বাক্যের কলেবর বাড়িয়া যাইত। ফলতঃ লেখা ও কথাবার্ত্তার সংক্ষেপসাধনার্থ মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তাহা হইতেই সর্ব্বনামের সৃষ্টি।

সর্ব্বনাম = সকল নামের (পদের) পরিবর্ত্তে যাহা ব্যবহৃত হয়।

১০৩। আমি, তুমি, আপনি, যাহা, ইহা, উহা, তাহা ও কি—এই কয়টি সর্ব্বনাম।

আমি, তুমি ও আপনি।—'আমি' বলিলে বক্তাকে বুঝায় অর্থাৎ বক্তার নিজের নামের পরিবর্ত্তে 'আমি' বসে। এইরূপ যাহাকে বলা যায়, তাহার নামের পরিবর্ত্তে 'তুমি' ও 'আপনি' ব্যবহৃত হয়। যথা—শরৎ বসন্তকে বলিল—আমি যাইব না, তুমি যাও। এখানে 'আমি' শরতের এবং 'তুমি' বসন্তের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। কিন্তু এইরূপ স্থলে সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে বিশেষ্য বসাইলে, ক্রিয়ার রূপ বদলাইয়া যায়। যথা—শরৎ যাইবে না, বসন্ত যাউক।

'আমি', 'তুমি' ও 'আপনি' প্রায় বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা, তোমরা, আপনারা, আমাদের, তোমাদের, আপনাদের—এই সকল পদের ব্যবহার কোন স্থলে বিশেষ্যের ন্যায়, কোনস্থলে সর্ব্বনামের ন্যায়। যথা—আজিজ, অধর ও আমি নৌকায় চলিলাম; আমাদের সঙ্গে তিন দিনের উপযুক্ত আহারীয় ছিল। এখানে 'আমাদের' পদটি তিনটি বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে; ('আমি' বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে)। আপনারা কোথায় চলিলেন?—এইবাক্যে আপনারা বিশেষ্যবৎ প্রযুক্ত হইয়াছে।

১০৪। ব্যাকরণশাস্ত্রে 'আমি'—উত্তম পুরুষ; 'তুমি'—মধ্যম পুরুষ; অন্য সমস্ত সর্ব্বনাম প্রথম পুরুষ।

সমস্ত বিশেষ্য প্রথমপুরুষ ; অর্থাৎ সকল বিশেষ্যেরই প্রথম পুরুষের ক্রিয়া হয়।

১০৫। মনুষ্যবাচক পদের পরিবর্ত্তে বসিলে 'যাহা' স্থানে 'যিনি' এবং 'যে' ; 'তাহা' স্থানে 'তিনি' এবং 'সে' ; 'ইহা' স্থানে 'ইনি' এবং 'এ' ; উহা স্থানে 'উনি' এবং 'ও' ; 'কি' স্থানে 'কে' 'কেহ' এবং 'কোন' হয়। সম্ভ্রম বুঝাইতে ক্রমান্বয়ে যিনি, তিনি, ইনি, ও উনি প্রযুক্ত হয়।

দেববাচক পদের পরিবর্ত্তে বসিলেও এইরূপ পদ হয়। যথা—যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিও।

যাহা ও তাহা সংক্ষেপে 'যা' ও 'তা' বলিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হয়।

১০৬। সব, সকল, উভয়, অমুক, এক, অনেক, অন্য, পর, অপর, স্ব, নিজ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ কোন কোন স্থলে সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—সুরেশ ও নগেন অনেকক্ষণ পরামর্শ করিল। তাহার পর উভয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিল।

১০৭। ইতর, একতর, একতম, অন্যতর, অন্যতম শব্দ কোন কোন স্থলে সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। মনুষ্যবোধক হইলে কথিত ভাষায় 'সব' স্থানে কখন কখন 'সবা' হয়।

সব, সকল প্রভৃতি শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ, কখন বা সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ্য যথা—

'এরূপ কথা সকলেই (বা সবাই) বলে।' সর্ব্বনাম যথা—'অনেক কাজ পড়িয়া আছে, সবই আমি করিব।' বিশেষণ যথা—'সকল কাজই তিনি করিয়াছেন।'

১০৮। নিজ ও খোদ শব্দ এবং অনেক বিশেষ্যও সময়ে সময়ে সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিজ, খোদ, অমুক ও উভয় প্রভৃতি শব্দ সময়ে সময়ে বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

১০৯। যে পদের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনামের প্রয়োগ হয়, সেই পদের যে লিঙ্গ ও যে বচন, সর্ব্বনামেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন হয়। লিঙ্গভেদে সর্ব্বনামের রূপভেদ হয় না।

বহুত্ববোধক-শব্দ একবচন হইলেও বহু পদার্থ বুঝায়। সুতরাং উহাদের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম বসে, তাহা বহুবচন। যথা—'মনুষ্য প্রথমে জঙ্গলে, তরুকোটরে, ভূগর্ভে, পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিত; তখন তাহারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না।'

১১০। আমি, তুমি ও আপনি ভিন্ন অন্য সর্ব্বনামগুলিকে সাপেক্ষ সর্ব্বনাম বলে; কারণ, উহাদের অর্থ বুঝিতে অন্য পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমি, তুমি ও আপনি নিরপেক্ষ সর্ব্বনাম। (১)

---

(১) স্থানবিশেষে অর্থাৎ দলিল-পত্র-প্রভৃতিতে 'আমি' এই পদের পরে বক্তার নাম ব্যবহার হয়; তখন 'আমি' সাপেক্ষ সর্ব্বনাম। যথা—আমি, 'শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে'—ইত্যাদি।

আকবর দিল্লীর সম্রাট্‌; তিনি মোগলবংশীয় ছিলেন।—এখানে 'আকবর' কথাটি ব্যতীত 'তিনি' এই পদের অর্থ বুঝা যাইবে না। সুতরাং 'তিনি' সাপেক্ষ সর্ব্বনাম। (১)

১১১। নিকটস্থ বা সম্মুখস্থ পদার্থের পরিবর্ত্তে 'ইহা', তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী পদার্থের পরিবর্ত্তে 'উহা' এবং তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী পদার্থের পরিবর্ত্তে 'তাহা' ব্যবহার হয়। ক্বচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

যেখানে পদার্থের স্থান বা সময়ঘটিত দূরতা বুঝান অভিপ্রেত নয়, সেখানে যাহার কথা সর্ব্বশেষে হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'ইহা'; যাহার কথা তাহার পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'উহা' এবং যাহার কথা তাহারও পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'তাহা' ব্যবহৃত হয়।

১১২। 'কি' প্রশ্নসূচক সর্ব্বনাম; অর্থাৎ অন্যশব্দের পরিবর্ত্তে বসিলেও প্রশ্ন বুঝাইয়া দেয়। যথা—সে কি বলিল? যখন প্রশ্ন না বুঝায় এবং কোন অজ্ঞাত লোকের পরিবর্ত্তে বসে, তখন 'কি' স্থানে 'কেহ' হয়।

১১৩। যে, সে, এ, ও, এই, ঐ, অই, ওই, কোন

(১) কোন কোন স্থলে অপেক্ষিত পদ অপ্রকাশিত থাকে; বর্ণনা অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়। যথা—'মন খুলিয়া তাঁহাকে ডাক;—তিনি জগতের পিতা, বিপদে কাণ্ডারী'। এখানে ঈশ্বর পদটী অপ্রকাশিত আছে; বর্ণনায় পাওয়া যাইতেছে।

(এবং কোন ও কোনো) এবং স্ব এই কয়েকটি সর্ব্বনাম-বিশেষণ। (১)

'আপনি'ও কখন কখন বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়। যথা—তিনি আপনিই আসিবেন।

'যে'—যাহাশব্দ হইতে; 'সে'—তাহাশব্দ হইতে; 'এ', 'এই'—ইহা শব্দ হইতে; 'ও', 'ঐ', 'অই', 'ওই'—উহাশব্দ হইতে এবং 'কোন্', 'কোন' ও 'কোনো'—কিশব্দ হইতে উৎপন্ন।

১১৪। কারক ও বিভক্তি-প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে সকল কথা বিশেষ্যপ্রকরণে বলা হইয়াছে, সেই সকল কথা সর্ব্বনামেও যথাসম্ভব প্রযোজ্য।

১১৫। সর্ব্বনামের উত্তর কর্ত্তাকারকের 'এ' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—আমি করিব। এখানে (বিশেষ্যের ন্যায়) সর্ব্বনামের উত্তর বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

১১৬। বিভক্তি পরে থাকিলে কর্ত্তাকারকের একবচন ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বনামের নিম্নলিখিতরূপ আকার-পরিবর্ত্তন হয়।

---

(১) "ঐ পোহাইল তিমির রাতি"—(রবীন্দ্রনাথ) এখানে "ঐ" সাধারণ বিশেষণ মাত্র, সর্ব্বনাম বিশেষণ নহে। নরেন আসিয়াছে, সে আজি যাইবে না। এখানে 'সে' সাধারণ সর্ব্বনাম মাত্র, সর্ব্বনাম বিশেষণ নহে। 'সে লোক আমি নহি'। এখানে 'সে' সাধারণ বিশেষণ মাত্র, সর্ব্বনাম বিশেষণ নহে।

সর্ব্বনাম		পরিবর্ত্তিত রূপ	সর্ব্বনাম		পরিবর্ত্তিত রূপ
আমি		আমা	উহা	উনি	উঁহা, ওঁ
তুমি		তোমা		ও	উহা, ও
তাহা	তিনি	তাঁহা	কি	কি	কাহা, কা
	সে	তাহা		কেহ, কে,	কাহা, কা
ইহা	ইনি	ইঁহা, এঁ	যাহা	যিনি	যাঁহা, যাঁ
	এ	ইহা, এ		যে	যাহা, যা
			আপনি		আপনা

এই সকল রূপান্তরিত শব্দের উত্তর বিভক্তিযোগ হইয়া যথাসম্ভব কার্য্য হয়। যাহা, তাহা, ইহা, উহা—এই গুলির যখন কোন রূপান্তর না হয়, তখনও ঐরূপ বিভক্তির কার্য্য হইয়া থাকে।

নিজশব্দের 'নিজের', 'নিজ হইতে', 'নিজে'—এইরূপ পদ হয়; কিন্তু স্বশব্দের 'স্বের' 'স্বহইতে', 'স্বে'—এরূপ পদ হয় না। কারণ 'স্ব'শব্দ প্রায় সর্ব্বনাম-বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হয়। যথা—স্ব (অর্থাৎ আপনার) ধন=স্বধন; এই রূপ স্বজন, (স্বজনী); আপনাদের ধন=স্বস্ব ধন; এখানে বহু বচনের অর্থ বুঝাইতে 'স্ব' পদটির পুনরুক্তি হইয়াছে। অন্যত্রও কখনো এরূপ হয়। যথা—নিজেদের টাকা=নিজের নিজের টাকা। আপনাদের ধন=আপন আপন ধন। ক্বচিৎ 'আপনার' স্থলে 'আপনকার' হয়।

শব্দরূপ।

১১৭। বিভক্তি পরে থাকিলে শব্দের যে নানা রূপান্তর হয়, তদনুসারে শব্দসকল চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

ক। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

খ। আকারান্ত, একারান্ত, ওকারান্ত শব্দ।

গ। অন্যস্বরান্ত শব্দ।

ঘ। ভাব-বিশেষ্য।

সংস্কৃত হইতে গৃহীত অকারান্ত শব্দ বাঙ্গালায় অনেক স্থলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—জীব, বালক, মানুষ, ললিত। এই সকল শব্দ বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত।

এইরূপ শব্দ বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত হইলেও যখন সংস্কৃত সমাস-নিষ্পন্ন পদের আদিতে থাকে, তখন অকারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা—নর—নরদেহ; বাত—বাতজ্বর; বেশ—বেশ-ধারী; বালক—বালকদ্বারা, বেদ—বেদগর্ভ; দীন—দীনবন্ধু। বাঙ্গালা-সমাসনিষ্পন্ন হইলেও কচিৎ অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। যথা—রস—রসসিন্ধু (সংস্কৃত 'সমস্ত'পদ); রসমাণিক (বাঙ্গালা 'সমস্ত'পদ)। পদ্যেও কোন কোন স্থলে অকারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা—'শ্যামল মৃদুল কলেবর মণ্ডিত।'

অন্ত্য-অকারের পূর্ব্বে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে ঐ 'অকার' উচ্চারিত হয়। যথা—অশ্ব, ভস্ম, বর্ণ, লক্ষ, হংস, প্রভুত্ব, সম্বন্ধ, যুক্ত, সংযুক্ত। বাঙ্গালায় এই সকল শব্দ অকারান্ত।

অন্ত্য 'অকারের' পূর্ব্বে 'হ' থাকিলে ঐ অকার উচ্চারিত হয়। যথা—গ্রহ, দেহ, লৌহ, বরাহ, বিবাহ, দুরূহ, বারিবহ। 'খ' ও 'ঢ়' থাকিলেও অকার প্রায়ই উচ্চারিত হয়। যথা—বিশিখ, বায়ুসখ ; ঊঢ়, গাঢ়। কখনও বা উচ্চারিত হয় না। যথা—ময়ূখ, সখ, রাঢ়। (এগুলি বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত)।

যে সকল শব্দে অ আ ভিন্ন স্বরের পর অকারান্ত 'য়' আছে, সেই সকল শব্দ প্রায়ই অকারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা—অঙ্গুরীয়, ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয় পানীয়, দেয়, পেয়। অকার ও আকারের পর যথা—আয়, ব্যয়, অতিশয়, চতুষ্টয়।

সংস্কৃত 'ত'-প্রত্যয়ান্ত শব্দ (বিশেষতঃ বিশেষণ) বাঙ্গালায় প্রায় অকারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা—গত, নিয়ত, বিরত, ক্ষত, স্মিত, অনৃত, অমৃত। কোন স্থলে বা ব্যঞ্জনান্ত হয়। যথা—শ্রীযুত, হিত।

'ইহার একটা 'বিহিত' করা চাই'। 'প্রথমে মহলের আয় ব্যয় 'স্থিত' ঠিক কর'। এখানে 'বিহিত' ও 'স্থিত' এই বিশেষ্যদুটি ব্যঞ্জনান্ত।

এগার অবধি আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ অকারান্ত উচ্চারিত হয়।

শুভ, ঈশ, ঘন (মেঘ ও নিবিড়) ঘৃত, তৃণ, নগ, নৃপ, বরদ, শুভদ, বৃক, বৃষ, ব্রণ, ব্রত, বৈর, শত, তারাপদ, হরিপদ, দ্বিপ, দ্বিজ, দত্তজ, মিত্রজ, মেজ, সেজ, ছোট, বড়, খাঁট, ভাল, কাল (কৃষ্ণবর্ণ), তিত, উপরিতন, অধস্তন,

অন্যতম, বিজ্ঞতর, বিজ্ঞতম, উদ্বেল, ধনদ, প্রাণদ প্রভৃতি শব্দ অকারান্ত।

চতুষ্পদ, অনুজ, দ্বীপ, পুরাতন, জলদ, পারদ, সংযম, প্রভৃতি শব্দ ব্যঞ্জনান্ত।

উপরিলিখিত উদাহরণগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে এ সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্দেশ দুরূহ। ব্যবহার অনুসারে অন্ত্যবর্ণ স্থির করিতে হয়।

১১৮। লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় না।

ক। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

(প্রাণিবাচক)

বালক শব্দ।

বিভক্তি	পদ	(গুলি, গুলা বা দিগর প্রত্যয়ান্ত হইলে পদ)
এ	বালক	বালকগুলি, বালকগুলা
	বালকে	বালকগুলিতে, বালকগুলাতে
	বালকেতে (১)	বালকগুলায়
রা	বালকেরা	———
কে ও রে	বালককে	বালকগুলিকে, বালকগুলাকে
	বালকেরে	বালকগুলিরে, বালকগুলারে
	বালক	বালকদিগকে, বালকদের

---

(১) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর কর্ত্তা ও করণকারকের একবচনে 'এ' বিভক্তির স্থানে প্রায়ই 'তে' হয় না।

হইতে　　বালক হইতে　{ বালকগুলি হইতে, বালকগুলা হইতে
　　　　　　　　　　　{ বালকদিগের হইতে বালকদের হইতে

থেকে　　বালকথেকে　　বালকদেরথেকে (২)
　　　　বালকে থেকে

　　　　বালকের　{ বালকগুলির, বালকগুলার,
　　　　　　　　{ বালকদিগের, বালকদের

দরোয়ান্ শব্দ

	দরোয়ান্	দরোয়ান্গুলি,	দরোয়ান্গুলা
	দরোয়ানে	দরোয়ান্গুলিতে,	দরোয়ান্গুলাতে
	দরোয়ানেতে	দরোয়ানগুলায়	
রা	দরোয়ানেরা	—	
কে ও রে	দরোয়ানকে	দরোয়ানগুলিকে,	দরোয়ানগুলাকে
	দরোয়ানেরে	দরোয়ানগুলিরে,	দরোয়ানগুলারে
	দরোয়ান	দরোয়ানদিগকে,	দরোয়ানদের
হইতে	দরোয়ান হইতে	দরোয়ানগুলিহইতে, দরোয়ানদিগের হইতে,	দরোয়ানগুলা হইতে দরোয়ানদের হইতে
থেকে	দরোয়ানথেকে	দরোয়ানদেরথেকে	

(২) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম। সচরাচর 'বালকদের নিকট থেকে বা নিকটেথেকে বা কাছথেকে—এইরূপ বাক্যাংশদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত হয়। অন্যান্য শব্দসম্বন্ধেও এইরূপ।

র	দরোয়ানের	দরোয়ানগুলির,	দরোয়ানগুলার
		দরোয়ানদিগের,	দরোয়ানদের

প্রাণিবাচক অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার। তবে ক্ষুদ্র-প্রাণি-বাচক শব্দের রূপ অনেক স্থলে অপ্রাণিবাচক শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে। এগার অবধি আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ এবং খাঁট, ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ভাল, কাল প্রভৃতি যে সকল শব্দের অন্ত্য-অকার 'প্রসারিত' অর্থাৎ সঙ্কুচিত ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, তাহাদের রূপ পটো শব্দের ন্যায়। বিদ্বস্, শক্তিমৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় বিদ্বান্, শক্তিমান্ ইত্যাদিরূপ আকৃতি পায়। তাহাদের শব্দরূপ এই প্রকার। যথা—দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোন শক্তিমানেরই নাই। (রবীন্দ্র নাথ)

(অপ্রাণিবাচক)

গাছ শব্দ।

এ	গাছ	গাছগুলি, গাছগুলা
	গাছে, গাছেতে	গাছগুলিতে, গাছগুলাতে, গাছগুলায়
রা	গাছেরা (১)	— [গাছগুলারে
কে, রে	গাছ	গাছগুলি, গাছগুলা, গাছগুলাকে,

---

(১) গাছেরা জল, বাতাস ও উত্তাপ চায়। এখানে গাছে প্রাণিধর্ম্ম আরোপ করাতে 'রা' বিভক্তি হইয়াছে।

হইতে	গাছ হইতে	গাছগুলি হইতে, গাছগুলাহইতে
থেকে	গাছ থেকে গাছে থেকে	গাছগুলিথেকে, গাছগুলাথেকে
র	গাছের	গাছগুলির, গাছগুলার

অপ্রাণিবাচক অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার। তবে যে সকল শব্দের বহুবচন-পদ ব্যবহার হয় না, তাহাদের উত্তর 'রা' বিভক্তি বসে না এবং গুলি, গুলা ও দিগর প্রত্যয় হয় না। প্রাণিধর্ম্ম আরোপ করিলে অপ্রাণিবাচক শব্দেরও প্রাণিবাচক শব্দের ন্যায় রূপ হয়। যথা—'গাছদেরও জীবন আছে।'

গ। আকারান্ত, একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দ।

(প্রাণিবাচক)

আকারান্ত—রাজা শব্দ।

এ	রাজা, রাজায়, রাজাতে —(১)	
কে, রে	রাজাকে রাজারে, রাজা	রাজাদিগকে, রাজাদের
হইতে	রাজা হইতে	রাজাদিগের হইতে

(১) সচরাচর সংস্কৃত সমাস-নিষ্পন্ন 'রাজগণ' প্রভৃতির উত্তর 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া বহুত্ববোধক পদ হয়। বিভক্তির লোপ হয়।

থেকে	রাজা থেকে	রাজাদের থেকে
র	রাজার	রাজাদিগের, রাজাদের

কন্যা শব্দ।

এ	কন্যা, কন্যায় কন্যাতে	কন্যাগুলি, কন্যাগুলা, কন্যা-গুলিতে, কন্যাগুলাতে, কন্যাগুলায়
রা	কন্যারা	—
কে, রে	কন্যা, কন্যাকে কন্যারে	কন্যাগুলি, কন্যাগুলিকে, কন্যাগুলাকে কন্যাগুলিরে, কন্যাগুলারে, কন্যা-দিগকে, কন্যাদের
হইতে	কন্যাহইতে	কন্যাগুলি হইতে, কন্যাগুলা হইতে কন্যাদিগের হইতে (১)
থেকে	কন্যাথেকে	কন্যাগুলিথেকে, কন্যাগুলাথেকে কন্যাদেরথেকে, (১)
র	কন্যার	কন্যাগুলির, কন্যাগুলার, কন্যা-দিগের, কন্যাদের

একারান্ত—ছেলে শব্দ।

এ	ছেলে, ছেলেয় ছেলেতে	ছেলেগুলি, ছেলেগুলা, ছেলেগুলিতে ছেলেগুলায়
রা	ছেলেরা	—

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম। বালকশব্দের টীকা দেখ।

কে, রে	ছেলে ছেলেকে, ছেলেরে	ছেলেগুলি, ছেলেগুলা, ছেলেগুলিকে, ছেলেগুলাকে, ছেলেগুলিরে, ছেলেদিগকে, ছেলেদের
হইতে	ছেলেহইতে	ছেলেগুলিহইতে, ছেলেগুলাহইতে, ছেলেদেরহইতে
থেকে	ছেলেথেকে	ছেলেগুলিথেকে, ছেলেগুলাথেকে, ছেলেদেরথেকে
র	ছেলের	ছেলেগুলির, ছেলেগুলার, ছেলেদের

ওকারান্ত—পটো শব্দ।

এ	পটো, পটোয়, পটোতে	পটোগুলা, পটোগুলায়, পটোগুলাতে
রা	পটোরা	—
কে, রে	পটোকে পটোরে	পটোগুলা, পটোগুলাকে, পটোগুলারে পটোদের
হইতে	পটোহইতে	পটোগুলাহইতে
থেকে	পটোথেকে	পটোদেরথেকে
র	পটোর	পটোগুলার, পটোদের

['পটোগুলির', 'মুটেগুলির' ইত্যাদিরূপ পদ প্রায়ই হয় না।]

(অপ্রাণিবাচক)

পাতা শব্দ।

এ	পাতা পাতায়, পাতাতে	পাতাগুলি, পাতাগুলা, পাতাগুলিতে পাতাগুলাতে, পাতাগুলায়

রা	—	—
কে, রে	পাতা	পাতাগুলি, পাতাগুলা
হইতে	পাতাহইতে	পাতাগুলিহইতে
থেকে	পাতাথেকে	পাতাগুলিথেকে, পাতাগুলাথেকে
র	পাতার	পাতাগুলির, পাতাগুলার

মৃত্তিকা শব্দ।

এ	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাগুলি, মৃত্তিকাগুলা (১)
	মৃত্তিকায়, মৃত্তিকাতে	মৃত্তিকাগুলিতে, মৃত্তিকাগুলাতে (১)
রা	—	—
কে, রে	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাগুলি, মৃত্তিকাগুলা (১)
হইতে	মৃত্তিকাহইতে	মৃত্তিকাগুলিহইতে, মৃত্তিকাগুলাহইতে
থেকে	মৃত্তিকাথেকে	মৃত্তিকাগুলিথেকে, মৃত্তিকাগুলাথেকে
র	মৃত্তিকার	মৃত্তিকাগুলির, মৃত্তিকাগুলার (১)

অন্য-স্বরান্ত শব্দ।

ইকারান্ত—মুনিশব্দ।

(প্রাণিবাচক)

এ	মুনি, মুনিতে	—(২)
রা	মুনিরা	—
কে, রে	মুনি, মুনিকে, মুনিরে	মুনিদিগকে, মুনিদের

---

(১) এইরূপ বহুবচনপদ ক্বচিৎ ব্যবহার হয়।

(২) মুনিসকল, মুনিগণ প্রভৃতি সংস্কৃত সমাসান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়। বিভক্তির লোপ হয়।

হইতে	মুনিহইতে (১)	মুনিদিগেরহইতে (১)
থেকে	মুনিথেকে (১)	মুনিদিগেরথেকে, মুনিদেরথেকে (১)
র	মুনির	মুনিদিগের, মুনিদের।

উকারান্ত—সাধু শব্দ।

এ	সাধু, সাধুতে	—
রা	সাধুরা	—
কে, রে	সাধু, সাধুকে, সাধুরে	সাধুদিগকে, সাধুদের
হইতে	সাধুহইতে	সাধুদিগেরহইতে (২)
থেকে	সাধুথেকে	সাধুদেরথেকে (২)
র	সাধুর	সাধুদিগের, সাধুদের

পশু শব্দ।

এ	পশু পশুতে	পশুগুলি, পশুগুলা, পশুগুলিতে, পশুগুলাতে, পশুগুলায়।
রা	পশুরা	—

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম; সচরাচর মুনির (বা মুনিদের) নিকট বা নিকট হইতে বা থেকে, অথবা কাছ বা কাছে থেকে—এইরূপ পদ হয়। এই শ্রেণীর অন্যান্য শব্দসম্বন্ধেও এই নিয়ম।

(২) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম; সচরাচর সাধুর (বা সাধুদিগের বা সাধুদের) নিকট বা নিকটহইতে বা থেকে, অথবা কাছ বা কাছে থেকে—এইরূপ পদ হয়। এই শ্রেণীর অন্যান্য শব্দসম্বন্ধেও এই নিয়ম।

কে, রে	পশুকে, পশুরে, পশু	পশুগুলি, পশুগুলা, পশুগুলিকে, পশুগুলিরে, পশুগুলাকে, পশুগুলারে, পশুদিগকে, পশুদের
হইতে	পশুহইতে	পশুগুলিহইতে, পশুগুলাহইতে, পশুদিগেরহইতে, পশুদেরহইতে
থেকে	পশুথেকে	পশুগুলিথেকে, পশুগুলাথেকে, পশুদেরথেকে
র	পশুর	পশুগুলির, পশুগুলার, পশুদিগের, পশুদের

ঔকারান্ত—বৌ শব্দ।

এ	বৌ বৌতে, বৌয়ে	বৌগুলি, বৌগুলা, বৌগুলিতে বৌগুলাতে বৌগুলায়
রা	বৌরা, বৌএরা, বৌয়েরা	—
কে, রে	বৌ, বৌকে, বৌরে	বৌগুলিকে, বৌগুলাকে, বৌগুলিরে, বৌগুলারে
হইতে	বৌহইতে	বৌগুলিহইতে, বৌগুলাহইতে, বৌদিগের হইতে
থেকে	বৌথেকে	বৌগুলিথেকে, বৌগুলাথেকে, বৌদেরথেকে।
র	বৌএর, বৌয়ের	বৌগুলির,বৌগুলার,বৌদিগের,বৌদের

(অপ্রাণিবাচক)

ইকারান্ত—ঘটি শব্দ।

এ	ঘটি ঘটিতে	ঘটিগুলি, ঘটিগুলা. ঘটিগুলিতে, ঘটিগুলাতে, ঘটিগুলায়
রা	—	—
কে, রে	ঘটি	ঘটিগুলি, ঘটিগুলা
হইতে	ঘটিহইতে	ঘটিগুলিহইতে, ঘটিগুলাহইতে
থেকে	ঘটিথেকে	ঘটিগুলিথেকে, ঘটিগুলাথেকে
র	ঘটির	ঘটিগুলির, ঘটিগুলার

ঈকারান্ত—নদী শব্দ।

এ	নদী নদীতে	নদীগুলি, নদীগুলা. নদীগুলিতে, নদীগুলাতে, নদীগুলায়
রা	—	—
কে, রে	নদী, নদীকে,	নদীগুলি, নদীগুলা, নদীগুলিকে, নদীগুলিরে
হইতে	নদী হইতে	নদীগুলি হইতে, নদীগুলাহইতে
থেকে	নদীথেকে	নদীগুলিথেকে, নদীগুলাথেকে
র	নদীর	নদীগুলির, নদীগুলায়

ঐকারান্ত—খৈ শব্দ।

এ	খৈ, খৈয়েতে খৈতে	খৈগুলি, খৈগুলা, খৈগুলিতে খৈগুলাতে, খৈগুলায়
রা	—	—

কে, রে	খৈ	খৈগুলি, খৈগুলা
হইতে	খৈহইতে	খৈগুলিহইতে, খৈগুলাহইতে
থেকে	খৈথেকে	খৈগুলিথেকে, খৈগুলাথেকে
র	খৈএর, খৈয়ের, খয়ের	খৈগুলির খৈগুলার

ঔকারান্ত—জৌ শব্দ।

এ	জৌ, জৌ'এ, জৌয়েতে, জৌ'এতে	জৌগুলি, জৌগুলা, জৌগুলিতে, জৌগুলাতে, জৌগুলায়
রা	—	—
কে, রে	জৌ	জৌগুলি, জৌগুলা
হইতে	জৌহইতে	জৌগুলিহইতে, জৌগুলাহইতে
থেকে	জৌথেকে	জৌগুলিথেকে, জৌগুলাথেকে
র	জৌএর, জৌয়ের	জৌগুলির, জৌগুলার

ভাব-বিশেষ্য।

ভোজন শব্দ।

এ	ভোজন, ভোজনে, ভোজনেতে
রা	—
কে, রে	ভোজন, ভোজনকে (১)
হইতে	ভোজনহইতে
থেকে	ভোজনথেকে
র	ভোজনের

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন প্রভৃতি সমস্ত ব্যঞ্জনান্ত ভাববিশেষ্য এইরূপ

(১) এরূপ পদের ক্বচিৎ ব্যবহার হয়।

দেখান শব্দ।

এ	দেখান, দেখানতে
রা	—
কে, রে	দেখান
হইতে	দেখানহইতে
থেকে	দেখানথেকে
র	দেখানর

সমস্ত অকারান্ত ভাববিশেষ্য এইরূপ।

করা শব্দ।

এ	করা, করায়, করাতে
রা	—
কে, রে	করা, করাকে, করারে
হইতে	করাহইতে
থেকে	করাথেকে
র	করার, করিবার

যাওয়া, দেখা প্রভৃতি সমস্ত আকারান্ত ভাববিশেষ্য এইরূপ; প্রভেদ এই—

যাওয়া শব্দ—যাওয়ার, যাইবার, যাবার। তরা—তরিবার। বধা—বধিবার। শোওয়া—শোওয়ার, শোবার, শুইবার ইত্যাদি।

যাওয়ার ও যাইবার—সময়ে সময়ে একটু ভিন্ন অর্থ

প্রকাশ করে; যাইবার ও যাবার একার্থক। অন্য শব্দগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ। (১)

অনেক স্থলে গণ, সমূহ প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাসনিষ্পন্ন শব্দের উত্তর বিভক্তি দিয়া বহুত্ববোধক পদ নিষ্পন্ন করা হয়। যথা—পশুগুলির পরিবর্ত্তে পশুগণের বলা হয়। এইরূপ পশুসমূহে, মুনিগণের ইত্যাদি।

১১৯। জীবন, মন, গুণ প্রভৃতি শব্দ এবং প্রবৃত্তি-বাচক শব্দ সকল প্রায়ই বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। যথা—'এত লোকের জীবন লইয়া খেলা করিতেছ?'

ভাববিশেষ্যেরও একবচনেই প্রয়োগ হয়। যথা—'আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্য ঋভুদিগের আগমন হইয়াছিল।'

১২০। তরলপদার্থ-বাচক শব্দের একবচনেই প্রয়োগ হয়।

১২১। যে সকল শব্দের অন্তস্থিত অকার প্রসারিত—অর্থাৎ সঙ্কুচিত ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, তাহাদের রূপও ওকারান্ত শব্দের ন্যায় হয়। যথা—'ছোটয় বড়য় অনেক প্রভেদ'। 'আর ভালয় কাজ নাই, এখন আলোয় আলোয় ভালয় ভালয় বিদায় দে মা চলে যাই।'

১২২। এক, দুই, তিন, চারি (ও চার), পাঁচ, ছয়

(১) করিবায়, করিবাতে; যাইবায়, যাইবাতে—ইত্যাদিরূপ 'এ' বিভক্তি-নিষ্পন্ন পদ প্রাচীনদিগের লেখায় দৃষ্ট হয়। নব্য লেখকগণ ঐরূপ পদ ব্যবহার করেন না।

প্রভৃতি সংখ্যাবোধক শব্দকে সংখ্যাবাচক বলে। এই সকল শব্দ-নিষ্পন্ন পদ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

'এক' শব্দ—সংখ্যাব্যতীত 'কোনো' বা কোন বুঝায়। এই শেষোক্ত অর্থে 'এক' সংখ্যাবাচক নহে ; সাধারণ বিশেষণ-মাত্র। যথা—এক দিন=কোনো (অনির্দ্দিষ্ট) দিন। এক বাঘের গলায়=কোনো বাঘের গলায়।

সর্ব্বনাম।

আমি শব্দ

বিভক্তি	পদ	(দিগর প্রত্যয়ান্ত হইলে) পদ
এ	আমি, আমায়, আমাতে	—
রা	আমরা	—
কে, রে	আমাকে, আমারে	আমাদিগকে, আমাদের
হইতে	আমাহইতে,	আমাদিগেরহইতে, আমাদেরহইতে
থেকে	আমাথেকে	আমাদেরথেকে
র	আমার	আমাদিগের, আমাদের

তুমি শব্দ আমি শব্দের ন্যায়। (১)

(১) অশিক্ষিত লোকে 'আমি' স্থলে 'মুই' এবং 'তুমি' স্থলে 'তুই' বলে। তাহার রূপ যথা—মুই—মোরে, মোদের, মোরা ; তুই— তোকে,

আপনি শব্দ

এ	আপনি, আপনায়, আপনাতে	—
রা	আপনারা	—
কে, রে	আপনাকে, আপনারে (১)	আপনাদিগকে, আপনাদের
হইতে	আপনাহইতে	আপনাদিগেরহইতে
থেকে	আপনাথেকে	আপনাদিগের থেকে
র	আপনার, আপন	আপনাদিগের, আপনাদের

দিগর-প্রত্যয়ান্ত আমি, তুমি ও আপনি শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় না। আমি শব্দের বহুবচনে কর্ত্তাকারকে আমরা ; করণে কেবল 'দ্বারা' ও 'দিয়া' যোগে আমাদের দ্বারা, আমাদিগের দ্বারা, আমাদিগকে দিয়া, আমাদিগের দিয়া, আমাদের দিয়া—পদ হয়। আর—'আমাদের সকলে' এইরূপ বাক্যাংশ দ্বারা অধিকরণের অর্থ প্রকাশ হয়। তুমি ও আপনি শব্দেরও এইরূপ।

তাহা শব্দ

(তিনি)

এ তিনি, তাঁহাতে, তাঁতে,

তোরে, তোর্, তোয়্, তোদের তোরা। 'আমার' ও 'তোমার' স্থলে 'মম' ও 'তব', সংস্কৃত সম্বন্ধ পদ. বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালা পদ্যে ব্যবহৃত হয়। 'তোমার' স্থলে 'তুয়া' প্রাচীন পদ্যে দেখা যায়। আধুনিক পদ্যেও 'মোরে' 'মোদের' ইত্যাদি পদ আছে।

(১) গ্রাম্য ভাষায় 'কে' বিভক্তিতে আপনকারে ; 'র' বিভক্তিতে আপনকার ; 'এ' বিভক্তিতে আপনকায়, আপনকাতে পদও কদাচিৎ

	একবচন	বহুবচন
	তাঁহায়, তাঁয় (১)	
রা	তাঁহারা, তাঁরা	—
কে, রে	তাঁহাকে, তাঁকে, তাঁহারে, তাঁরে	তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, তাঁদের
হইতে	তাঁহাহইতে	তাঁহাদিগেরহইতে, তাঁহাদেরহইতে
থেকে	তাঁহাথেকে, তাঁথেকে	তাঁহাদেরথেকে, তাঁদেরথেকে
র	তাঁহার, তাঁর	তাঁহাদিগের, তাঁহাদের, তাঁদের

তাহা শব্দ

(সে)

	একবচন	বহুবচন
এ	সে, তাহায়, তায়, তাহাতে, তাতে	সেগুলি, সেগুলা, সেগুলিতে, সেগুলাতে, সেগুলায়
রা	তাহারা, তারা	—
কে, রে	তাহাকে, তাকে, তাহারে, তারে	তাহাদিগকে, তাহাদের, তাদের, সেগুলি, সেগুলিরে, সেগুলিকে সেগুলা, সেগুলারে সেগুলাকে
হইতে	তাহাহইতে, তাহইতে	তাহাদের হইতে, তাহাদিগের হইতে, তাদের হইতে, সেগুলি হইতে, সেগুলা হইতে

ব্যবহৃত হয়। আপনি যখন তুমি বুঝায়, তখন 'র' বিভক্তিতে 'আপন' হয় না; 'নিজ' বুঝাইলে হয়।

(১) 'দিগর'-প্রত্যয়ান্ত 'তিনি', 'যিনি', 'ইনি', 'উনি' এবং (মনুষ্যবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত) 'কি' শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় না। বহুবচনে কর্ত্তাকারকে তাঁহারা, যাঁহারা ইত্যাদি পদ হয়।

থেকে	তাহারথেকে তারথেকে	তাহাদেরথেকে, তাদেরথেকে, সেগুলিথেকে, সেগুলাথেকে
র	তাহার, তার	তাহাদিগের, তাহাদের, তাদের, সেগুলির, সেগুলার

তাহা শব্দ

(তাহা)

(মনুষ্যভিন্ন প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত)

এ	তাহা, তা, তাহায় তাতে, তায়, তাহাতে, সে (১)	সেগুলি, সেগুলা, সেগুলায়, সেগুলাতে
রা	তাহা, তা	
কে	তাহা, তা	সেগুলি, সেগুলা, সেগুলিকে, সেগুলাকে
হইতে	তাহাহইতে, তাহইতে	সেগুলিহইতে, সেগুলাহইতে
থেকে	তাহাথেকে, তাথেকে	সেগুলিথেকে, সেগুলাথেকে
র	তাহার	সেগুলির, সেগুলার

মনুষ্য ভিন্ন অন্যার্থবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম বসে, তাহার উত্তর 'রা' বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। তবে ঐ সকল শব্দে মনুষ্যধর্ম্ম আরোপ করিলে লোপ হয় না।

অধিকরণে 'তাঁহাদের সকলে', 'কোন্ (লোক)গুলিতে'—ইত্যাদিরূপ বাক্যাংশ দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ হয়। করণে—কেবল 'দিয়া' ও 'দ্বারা' যোগে—তাঁহাদিগেরদ্বারা, তাঁহাদের (তাঁদের) দ্বারা, তাঁহাদের (তাঁদের) দিয়া, তাঁহাদিগকে দিয়া—ইত্যাদিরূপ পদ হয়।

(১) এই 'সে'—সর্ব্বনাম বিশেষণ; যথা—সে সময়। সে সকল কথা যাউক।

করণকারকে 'সেটিদ্বারা' বা 'সেইটি দ্বারা' বা 'সেটি দিয়া'; অধিকরণকারকে 'সেটিতে'—এইরূপ 'টি' ও 'টা' প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং অপাদানে 'সে সকল হইতে' ইত্যাদি বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়।

যাহা শব্দের রূপ তাহা শব্দের ন্যায়।

ইহা শব্দ।

(ইনি)

এ	ইনি, ইঁহায়, ইঁহাতে, এঁতে	
রা		ইঁহারা, এঁরা
কে, রে	ইঁহাকে, এঁকে, ইঁহারে, এঁরে	ইঁহাদিগকে, ইঁহাদের, এঁদের
হইতে	ইঁহাহইতে, ইনি হইতে	ইঁহাদিগের হইতে, ইঁহারা হইতে, এঁরা হইতে, ইঁহাদের হইতে, এঁদের হইতে
থেকে	ইঁহাথেকে, এঁথেকে	ইহাঁদেরথেকে, এঁদেরথেকে
র	ইঁহার, এঁর	ইঁহাদের, এঁদের

'ইহা' শব্দ স্থানে যখন 'এ' হয়, তখন 'এ' বিভক্তিতে 'ইনি'র পরিবর্ত্তে 'এ' হয়; এবং অন্য সকল পদে ইকার ও একারের উপর চন্দ্রবিন্দু থাকে না। অন্যত্র তাহা (সে) শব্দের ন্যায়।

'এ' সর্ব্বনাম বিশেষণও হয়।

মনুষ্য ভিন্ন প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক ইহা (এ) সর্ব্বনামের রূপ তাহা (তাহা) শব্দের ন্যায়।

উহা-শব্দের রূপ 'ইহা' শব্দের ন্যায়।(১)

কি শব্দ

(মনুষ্যবাচকশব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত)

এ	কে, কাহায়, কায়, কাহাতে, কাতে	
রা	কাহারা, কারা	
কে, রে	কাহাকে, কাকে, কাহারে, কারে	কাহাদিগকে, কাহাদের, কাদের
হইতে	কাহাহইতে	কাহাদেরহইতে
থেকে	কাহাথেকে, কাথেকে, কারথেকে	কাহাদেরথেকে, কাদেরথেকে
র	কাহার, কার	কাহাদের, কাদের

কি শব্দ

(মনুষ্যবাচকভিন্ন অন্য শব্দের পরিবর্ত্তে বসিলে)

এ	কি, কিসে, কিসেতে, কোন্ (২)	কোন্গুলি, কোন্গুলা, কোন্গুলিতে, কোন্গুলাতে, কোন্গুলায়

(১) 'এ'পার'—ইহা শব্দ ; 'ও'পার (পরপার)—উহাশব্দ।

(২) সর্ব্বনাম বিশেষণ।

রা	কি (১)	
কে, রে	কি	কোন্‌গুলি, কোন্‌গুলা (২)
হইতে	কিহইতে	কোন্‌গুলিহইতে, কোন্‌গুলাহইতে
থেকে	কিথেকে, কিসেথেকে	কোন্‌গুলিথেকে, কোন্‌গুলাথেকে
র	কিসের	কোন্‌গুলির, কোন্‌গুলার

১২৩। তদ্ধিত 'থা' প্রত্যয়ান্ত তাহা, ইহা, উহা ও কি শব্দের উত্তর 'হইতে' বিভক্তি বসিলে ঐ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির উত্তর বিকল্পে 'য়' আগম হয়। যথা—তথা হইতে, তথায় হইতে ; এথা হইতে, এথায় হইতে ; কোথা হইতে, কোথায় হইতে ইত্যাদি। 'দিয়া' যোগেও 'কোথা' শব্দের উত্তর বিকল্পে 'য়' আগম হয়। যথা—কোথা দিয়া, কোথায় দিয়া। (তদ্ধিত প্রকরণ দেখ)।

প্রাচীন পদ্যে 'তথায়'—এই পদের স্থানে ক্বচিৎ 'তথি' দেখা যায়। এইরূপ এথায় = ইথে। 'তুমি ইথে আছ বলে আমি দেহ ভালবাসি' (সাধকসঙ্গীত)

নিম্নলিখিত সংস্কৃত সর্ব্বনামপদগুলি বাঙ্গালায় চলিত আছে।

(১) 'কি কি' এইরূপ দ্বিগুণিত পদও ব্যবহৃত হয়।

(২) 'কি কি' এইরূপ দ্বিগুণিত পদও ব্যবহৃত হয়।

(৩) সাদৃশ্য বুঝাইতে ও উদাহরণ দিবার জন্য যে 'যথা' পদ ব্যবহৃত হয় তাহা অব্যয়—ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

(ক) পদ	মূলশব্দ	অর্থ
যদ্দারা	সংস্কৃত যদ্ (যাহা)	যাহারদ্বারা
তদ্দারা	সংস্কৃত তদ্ (তাহা)	তাহার দ্বারা
এতদ্দারা	সংস্কৃত এতদ্ (ইহা)	ইহারদ্বারা।

বাঙ্গালায় এগুলি অব্যয়—করণকারক বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

(খ) পদ	মূলশব্দ	অর্থ
যদা	সংস্কৃত যদ্ (যাহা)	যখন
যত্র	ঐ	যেখানে
তদা	সংস্কৃত তদ্ (তাহা)	তখন
তত্র	ঐ	সেখানে
কদা	সংস্কৃত কিম্ (কি)	কবে, কখন
কুত্র	ঐ	কোথায়

বাঙ্গালায় এই পদগুলি অব্যয়—অধিকরণকারক বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে। যথা—যত্র জীব, তত্র শিব। বর্ত্তমান লেখকেরা এই সকল পদ প্রায় ব্যবহার করেন না; তবে পদ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায়।

(গ) অত্র সংস্কৃত ইদম্ (ইহা) এখানে

বাঙ্গালায় এটি সর্ব্বনাম-বিশেষণরূপেও ব্যবহার হয়। অর্থ—'এই'। আদালতে ও দলিলপত্রে ব্যবহার হয়। যথা—'অত্র' আদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে।

নিম্নলিখিত পদগুলি সময়ে সময়ে পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ)	মম	সংস্কৃত অস্মদ্ (আমি)	আমার
	তব	সংস্কৃত যুষ্মদ্ (তুমি)	তোমার
	তস্য	ঐ তদ্ (তাহা)	তাহার
	কস্য	ঐ কিম্ (কি)	কাহার
	তস্মৈ	ঐ তদ্ (তাহা)	তাঁহাকে

বাঙ্গালায় এই সকল পদ অব্যয়; প্রথম চারিটি—সম্বন্ধ-পদ ও পঞ্চমটি কর্ম্মপদ বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

(ঙ) অহং সংস্কৃত অস্মদ্ (আমি) আমি

'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল অহং বিন্দু' (ভূদেব)।

এই পদটি পরিহাসাদিচ্ছলেও কচিৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—এই ত অহং আসিলেন। এখানে 'অহং' সর্ব্বনাম, কর্ত্তা।

(চ) 'যেন তেন প্রকারেণ'—এটি সংস্কৃত বাক্যাংশ; অর্থ—যে কোনরূপে। বাঙ্গালায় অব্যয়-বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

(ছ) মদীয় (আমার), ত্বদীয় (তোমার), ভবদীয় (আপনার), স্বীয় ও স্বকীয় (নিজের) প্রভৃতি কয়েকটি পদ বাঙ্গালায় চলে। বাঙ্গালায় এগুলি বিশেষণ পদ। প্রাচীন-গণের লেখায় অস্মদীয় (আমাদের) ও যুষ্মদীয় (তোমাদের) পদও কচিৎ দেখা যায়।

(জ) কেন (কি হেতু) ও যেন (যাহাতে বা যাহার দ্বারা)—এই দুটি সংস্কৃত পদ বাঙ্গালায় সর্ব্বনাম-অব্যয়, ক্রিয়ার

বিশেষণ। যথা—এমন একখানি ছুরি আনিবে, যেন (যাহাতে) কলম কাটা যায়।

(ঝ) শ্রীচরণেষু (সুন্দর চরণে), শ্রীচরণকমলেষু, (পদ্মের ন্যায় সুন্দর চরণে), সমীপেষু (নিকটে), মহাশয়েষু (মহাশয়ের নিকটে)—এই পদগুলি শ্রীচরণ প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত অধিকরণপদ। এইরূপ প্রবলপ্রতাপেষু, মহিমার্ণবেষু, ধর্ম্মাবতারেষু, প্রতিপালকবরেষু।

সংস্কৃতের অনুকরণে কয়েকটি অসংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন এইরূপ পদও বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—বরাবরেষু, হুজুরেষু, জোনাবেষু। অধিকরণকারকের অর্থ বুঝাইতে বরাবর, হুজুর ও জোনাব শব্দের উত্তর সংস্কৃত 'ষু' বিভক্তি বসিয়াছে। এই সকল পদ আদালতের ভাষায় চলে।

দেবশর্ম্মণঃ, শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, মিত্রস্য, মিত্রদাসস্য, বসুদাসস্য, দেবস্য, গুপ্তস্য, দাস্যা, দেব্যা (কচিৎ দাস্যাঃ, দেব্যাঃ), শ্রীমত্যা প্রভৃতি পদগুলি —দেবশর্ম্মা, শর্ম্মা, বর্ম্মা, মিত্র প্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধ পদ। বাঙ্গালাতেও এগুলি সম্বন্ধপদরূপে প্রযুক্ত হয়। তদ্ভিন্ন শর্ম্মণ, বর্ম্মণ, দাস্যা ও দেব্যা শব্দমাত্ররূপেও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়; তখন উহাদের উত্তর বিভক্তি-যোগ হইয়া থাকে। যথা—'আমি শ্রীমহাকালী দেব্যা চৌধুরাণী হুজুরে দরখাস্ত করিয়া নিবেদন করিতেছি যে শ্রীমত্যা দয়াময়ী দেব্যার লোকেরা শ্রীরামেশ্বর বর্ম্মণের যোগাযোগে (১) জবরদস্তিপূর্ব্বক আমার জমির ধান কাটার জন্য লাঠিয়াল আনিয়া জমা করিতেছেন এবং হরি বর্ম্মণকে দিয়া আমায় ভয় দেখাইতেছেন।' (আদালতে এইরূপ ভাষা চলে)। কেহ কেহ মনে করেন যে সধবা স্ত্রীগণের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমতী'

(১) অর্থাৎ যোগে। তদ্ধিত প্রকরণ দেখ।

এবং বিধবাদিগের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমত্যা' ব্যবহার্য্য। এরূপ মনে করিবার কোন মূল নাই।

বিশেষণ।

১২৪। কোন পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত যে পদ ব্যবহার করা যায়, তাহার নাম বিশেষণ। (১)

বড় কঠিন কথা।—এখানে 'কঠিন' এই পদটি 'কথা' এই পদের এবং 'বড়' পদটি—'কঠিন' এই পদের গুণ প্রকাশ করিতেছে। কঠিন এই পদটি বিশেষ্যের বিশেষণ; এবং 'বড়' পদটি বিশেষণের বিশেষণ। (২)

কঠিন ও বড় এই দুই পদই বিশেষণ বা 'নাম বিশেষণ'।

ধীরে ধীরে চল।—এখানে 'ধীরে' 'ধীরে' এই দুই পদ 'চল' এই পদের বিশেষণ। 'চল'—ক্রিয়াপদ; সুতরাং 'ধীরে ধীরে'—ক্রিয়ার বিশেষণ।

---

(১) বিশেষণপ্রকাশিত গুণ যত বেশি হইবে, বিশেষ্যের সংখ্যা তত কম হইবে। বৈপরীত্যেও এই নিয়ম। যথা—মনুষ্য, শ্বেতকায় মনুষ্য, আমেরিকাবাসী শ্বেতকায় মনুষ্য। বিশেষণ বিশেষ্যের অর্থ সঙ্কোচ করে।

(২) শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষণ, অব্যয় এবং প্রত্যয়াদি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বড় কঠিন —এখানে 'বড়' অকারান্তবৎ এবং 'কঠিন' ব্যঞ্জনান্তবৎ উচ্চারিত হইতেছে।

১২৫। এক পদকে অন্য পদের স্বরূপ করিয়া বর্ণনা করিলে এই প্রথমোক্ত পদকে বিধেয়বিশেষণ বলে। যথা—'তুমি আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ভরসা ; তুমিই নয়নের মণি, তুমি হে সর্ব্বসুখদাতা।' এখানে তিনটি 'তুমি' সর্ব্বনাম ; এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ভরসা ও মণি (বিশেষ্য) বিধেয়বিশেষণ।

বিধেয়বিশেষণকে বিশেষ্যের ও সর্ব্বনামের সমপদ বলিয়াও অন্বয় করিতে পারা যায়।

১২৬। যে সকল বিশেষণ সংখ্যা বুঝায়, তাহাদিগকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বলে। যথা—'কর্ণেল সাহেব ছয়শত অশ্বারোহী এবং পঞ্চম শিখ-সেনাদলের চারিশত পদাতি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন।' এখানে—'ছয়শত,' 'পঞ্চম' ও 'চারিশত'—সংখ্যাবাচক বিশেষণ। তন্মধ্যে ছয়শত ও চারি শত—সমষ্টি (সংখ্যা) বাচক এবং পঞ্চম—পূরণ (সংখ্যা)-বাচক বিশেষণ।

১২৭। 'এ' বা 'এই' লোকে আমার কাজ হবে না।—এখানে 'এ' বা 'এই' সর্ব্বনাম বিশেষণ।

১২৮। কি, কি কি, কেমন, কিরূপ, কত, কোন্, কিরূপে, কেমন করে—ইত্যাদি পদদ্বারা প্রশ্ন করিয়া বিশেষণ নির্ণয় করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে 'কিরূপে' এবং 'কেমন করে'—ক্রিয়ার বিশেষণ নির্ণয় করে। যথা—গরম দুধ অনেক উৎকট রোগে সুপথ্য। এখানে প্রশ্ন—কিরূপ দুধ? উত্তর—গরম।—'গরম' বিশেষণ।

প্রশ্ন—কি বা কিরূপ রোগে? উত্তর—উৎকট রোগে।—'উৎকট' বিশেষণ।

প্রশ্ন—কোন্ কোন্ উৎকট রোগে? উত্তর—অনেক উৎকট রোগে।—'অনেক' বিশেষণ।

সময়ে সময়ে একার্থক দুটি বিশেষণ একত্র ব্যবহৃত হয়। যথা—সমতুল্য (পদ্যে সমতুল)। যথা—'ও অঞ্চলের মধ্যে রাজনগরই কলিকাতা সহরের সমতুল্য' (অনুরূপা দেবী)।

শক্তিশালী লেখকগণ প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ্য ও ভাববিশেষ্যের সংযোগে বিশেষণ পদের সৃষ্টি করেন। যথা—'তাঁহার 'ধার-করা' ভদ্রতার মুখোস এক মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িল।' (শরৎচন্দ্র) 'গায়ে-পড়া' কলহ (ঐ)। সেলাই-করা কাপড়

১২৯। নাম-বিশেষণের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়। সুতরাং বিভক্তি-যোগবশতঃ কোন আকার-পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—হিন্দুস্থানি বালক; হিন্দুস্থানি মেয়েরা। 'বাঙ্গালি বালকের মেধা খুব থাকে।'

বিধেয়-বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং সর্ব্বনাম-বিশেষণও নাম-বিশেষণ; সুতরাং মূলতঃ বিশেষণ দুই প্রকার; (১) নাম-বিশেষণ, (২) ক্রিয়ার বিশেষণ (ক্রিয়া-বিশেষণ)।

১৩০। বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন নির্দ্দেশ করিতে হয় না। বিশেষণ যে পদের গুণ প্রকাশ করে, সেই পদের যে

লিঙ্গ ও যে বচন, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন। লিঙ্গ ও বচনভেদে বাঙ্গালা বিশেষণের আকার পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—সুন্দর বালক, সুন্দর মেয়ে, খোঁড়া মানুষ, খোঁড়া মেয়ে, খোঁড়া গাইগুলি।

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণপদ সংস্কৃত কথা হইলে কোনো কোনো স্থলে তাহার উত্তর স্ত্রীপ্রত্যয় হইয়া আকার পরিবর্ত্তন হয়। যথা—'আমি স্বাধীনা, স্বেচ্ছায় কেন দাসী হব?' (গিরীশচন্দ্র—অশোক) এখানে স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩১। বিশেষ্যের উল্লেখ না থাকিলে বিশেষণ বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; তখন তাহার উত্তর কারক-বিভক্তি যথাসম্ভব থাকে এবং তন্নিবন্ধন আকার-পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা—দরিদ্রের মরণই মঙ্গল। মূর্খে ও বিদ্বানে অনেক প্রভেদ।

কখন কখন ভাববিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমার ভাতটাত রাঁধা অভ্যাস (অভ্যস্ত) আছে।' (মন্ত্রশক্তি)

কখন কখন এইরূপ বিশেষণের দ্বিত্ব হয়। যথা—'ললিতা কাঁদ কাঁদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে শেখরদা।' (শরৎচন্দ্র)। পড় পড় হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

১৩২। ক্রিয়ার বিশেষণে 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—অধোমুখে বসিয়া আছ কেন? যেরূপে বা যেরূপেতে পার, কার্য্যসিদ্ধি চাই; ত্বরায় কলিকাতায় যাও।

কোন কোন স্থলে 'এ' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—শীঘ্র যাও ; সত্বর আসিও ; সে ক্রমাগত কাঁদিতেছে।

কোন কোন স্থলে ক্রিয়ার বিশেষণের দ্বিত্ব হয়। যথা—'ধীরে ধীরে চল।' 'সে এত ঘন ঘন আসিতেছে কেন ?'

দ্বিত্বপ্রাপ্ত অনুকার-অব্যয় যখন ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তখন ক্রিয়ার সাতত্য বা পৌনঃপুন্য বুঝায়। যথা—সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। ভোঁ ভোঁ করিয়া দৌড়িতেছে।

এই সকল অব্যয় আবার ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝায়। যথা—হা—হা করিয়া বা হো হো করিয়া হাসিল ; হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল ; খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল ; ফিক্ করিয়া হাসিল ; ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। (১)

মাত্রপ্রত্যয়ান্ত ভাববিশেষ্য-পদগুলি অনেক স্থলে ক্রিয়ার

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাঁ সাঁ করিয়া', 'হা হা করিয়া' ইত্যাদি বাক্যাংশগুলিই ক্রিয়ার বিশেষণ। তবে পদ পরিচয়ের সময় 'সাঁ সাঁ' ও 'হা হা'—'করিয়া' এই ক্রিয়ার বিশেষণ বলিতে হইবে। কতকগুলি অনুকার অব্যয়ের দ্বিত্ব হইলে প্রথম পদের শেষে আকার আগম হয়। তখন 'করিয়া' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োজন হয় না। যথা—(টপ টপ করিয়া খাইয়া ফেলিল =) 'টপাটপ খাইয়া ফেলিল'।—'টপাটপ'—অব্যয়।

অব্যয়ের উপধা স্বর 'অকার' হইলেই এইরূপ আকার আগম হয়।

বিশেষণ হইয়া যায় এবং ইহাদের উত্তর প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়। যথা- যাওয়ামাত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (২)

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্যের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে যেমন আ ও ঈ প্রত্যয় হয়, বিশেষণের উত্তরও সেইরূপ প্রত্যয় হইয়া থাকে। উক্তরূপ প্রত্যয়ান্ত অনেকগুলি বিশেষণ বাঙ্গালায় চলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

(ক)	অবসন্না	গুণবতী	প্রিয়া	মুক্তকেশী
	আকুলা	চপলা	প্রিয়তমা	মুখরা
	উৎপাদিকা	তৎপরা	বনবাসিনী	শ্রীমতী
	কুপিতা	দয়াবতী	বিদ্যাবতী	সঙ্গিনী
	কোপনা	নবীনা	বিবাহিতা	সুন্দরী
	কোমলাঙ্গী	পাপীয়সী	বুদ্ধিমতী	সহচরী
	ক্ষীণাঙ্গী	প্রবলা	ভাগ্যবতী	স্বরূপা ইত্যাদি।

আবার সংস্কৃতের অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালা বিশেষণও ঐরূপ-প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে। যথা—

(খ) অবলা, এলোকেশী, চিত্তহরা, নীলবরণী, বিদ্যাময়ী, পাপিনী, মনোলোভা, রাগান্বিতা, স্বরূপিণী, সমবয়সী, সমানবয়সী ইত্যাদি।

(১) আমার যাওয়া-মাত্র হইল—ইত্যাদিরূপ স্থলে যাওয়ামাত্র বিশেষ্যই রহিয়াছে।

এই সকল স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না। যেখানে যেরূপ ভাল শুনায়, সেইখানে সেইরূপ পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—'এমন মুখরা মেয়েও থাকে।' 'তার বিবাহিত স্ত্রী তার পাশে বসিবে।' (গিরীশচন্দ্র-অশোক) এখানে বিবাহিতই আছে—বিবাহিতা ব্যবহৃত হয় নাই।

আবার অনেক সংস্কৃত-সমাসান্ত বিশেষণ ঐরূপ স্ত্রীপ্রত্যয়যুক্ত হইয়া বাঙ্গালাগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। যথা—'বিচিত্র সৌধসম্বাধা রাজধানীর প্রাসাদকক্ষ অলঙ্কৃত করিবে।' সন্দ্ভাব। 'সৌধকিরীটিনী-লঙ্কা'—মেঘনাদবধ।

প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী...চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা—এই কয়েকটি তিথিবাচক এবং প্রথমা, দ্বিতীয়া...সপ্তমী এই কয়েকটি বিভক্তিবাচক স্ত্রীলিঙ্গ সংস্কৃত-বিশেষণ বাঙ্গালায় চলিত আছে। ইহারা বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

অব্যয়। (১)

১৩৩। অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়।

(ক) অনেকগুলি অব্যয় ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা—

অকস্মাৎ	অন্ততঃ (ও অন্তত)	অপিচ
অগত্যা	অধিকন্তু	অবধি

(১) সংস্কৃত ন (না), ব্যয় (ক্ষয়—পরিবর্ত্তন)। বিভক্তি-যোগে যে সকল শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না।

আচম্বিতে	কেননা	তদবধি
আচম্‌কা	কেবল	তা
আবার	(১) ক্রমশঃ (ও ক্রমশ)	তাবৎ
আস্তে	খামকা	দৈবাৎ
ইতস্ততঃ (ও ইতস্তত)	গর (নিষেধার্থক)	নচেৎ
ইতি	চট্‌পট্‌	নতুবা
উহুঁ	ঝট্‌	নয় (২)
একান্ত	ঝট্‌পট্‌	নহিলে, নৈলে (৩)
কাজেই	ঝটিতি	না (প্রশ্নার্থক)
কাজে কাজে	তথা	না (নিষেধার্থক)
কি	তথাচ	নাই (নিষেধার্থক)
কিন্তু	তথাপি	না হয় (৪)
কিবা	তব্‌	নিতান্ত
কেন	তবে	নিদান (ও নিদেন)

(১) বর্ত্তমান প্রধান লেখকেরা ক্রমশঃ অন্ততঃ, ইতস্ততঃ, বিশেষতঃ, স্বভাবতঃ প্রভৃতি সংস্কৃত তস্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দে বিসর্গ ব্যবহার করেন না।

(২) নয় = না + হয় (ক্রিয়াপদ)—কখন কখন অব্যয়বৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—হয় তুমি যাও, নয় আমি যাই।

(৩) না + হইলে = নহিলে, নৈলে—সময়ে সময়ে অব্যয়বৎ ব্যবহৃত হয়।

(৪) না (নিষেধার্থক অব্যয়) + হয় (ক্রিয়া) = 'না হয়'—সময়ে সময়ে অব্যয়বৎ প্রযুক্ত হয়। তখন অব্যয়—ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া পদ-পরিচয় দিতে হইবে। 'অজ্ঞাত' বুঝাইতেও 'না' অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

নিরন্তর	বরং	যাবৎ
নৈব নৈবচ (মুক্ত-ধারা)	বরাবর	যুগপৎ
পরন্তু	বস্তুতঃ (ও বস্তুত)	যেন
পুনঃ পুনঃ (ও পুন)	বারংবার	শুধু
পুনশ্চ	বিশেষতঃ (ও বিশেষত)	সহসা
পুনরায়	বেহদ্দ	সুতরাং
পুনর্ব্বার	ভাগ্যে (১)	স্বভাবতঃ (ও স্বভাবত)
প্রতি	ভূয়োভূয়ঃ	হঠাৎ
প্রত্যুত	মুহুর্মুহুঃ (ও মুহুর্মুহু)	হয়ত
প্রায়	যৎপরোনাস্তি	হয় (২)
প্রায়শঃ (ও প্রায়শ)	যথা	হদ্দ, হদ্দমুদ্দ
ফলতঃ (ও ফলত)	যদবধি	হাঁ (সম্মতিসূচক)
ফলে (১)	যদি	হা, হায়
ফের (আবার অর্থে)	যদিও, যদিচ	হামেনে (ও হাবেনে)
বটে	যদ্যপি	হেন (এইরূপ)

(খ) কতকগুলি অব্যয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—অতি, অতীব, আর, আরও, কর্ত্তৃক, কি, কিঞ্চিৎ তাবৎ, তাহদ্দ, বৃথা, মাভৈঃ (বাণী)—[মুক্ত-ধারা], যৎপরোনাস্তি (ক্রিয়ার বিশেষণও হয়), যাবৎ, হেন (সমান)।

---

(১) ফলে ও ভাগ্যে—বিশেষ্য, অধিকরণ কারক ; সময়ে সময়ে অব্যয়বৎ ব্যবহৃত হয় ; তখন—অব্যয়—ক্রিয়াবিশেষণ।

(২) হয়—ক্রিয়াপদ ; সময়ে সময়ে অব্যয়বৎ প্রযুক্ত হয়। তখন অব্যয়, ক্রিয়ার বিশেষণ—বলিয়া পদপরিচয় দিতে হইবে। অব্যয় হইলে 'না হয়' বা 'নয়' অব্যয়ের সহিত ইহার নিত্যসম্বন্ধ থাকে।

(গ) কতকগুলি অব্যয় পদান্বয়ী ; অর্থাৎ উহাদের যোগে শব্দের উত্তর বিভক্তি হয় এবং ঐ বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত উহাদের অন্বয় হইয়া থাকে। যথা অবধি,(১) অপেক্ষা, ইস্তক, চেয়ে, ছাড়া, জন্য, জন্যে, তক, তরে, দরুণ, দোহাই, দ্বারা, ধিক্, নাগাত, নিমিত্ত, নিমিত্তে, ন্যায়, পর্য্যন্ত, পাকে, পানে, পিছু, প্রতি, প্রায়, পারা, বই, বটে, বাড়ি বাবত, বাবতে, বিনা, ব্যতিরেকে, ব্যতিরিক্ত, ব্যতীত, ভিন্ন (২), মত, মারফত, সঙ্গে (৩), সহ, সহিত, সেওয়ায়।

(ঘ) কতকগুলি অব্যয় কারকপদ। যথা—

অচিরাৎ	উপর্য্যুপরি	তদানীং
অচিরে	একদা	যখন

---

(১) 'অবধি'—বাঙ্গালায় আদি সীমা বুঝায় ; 'পর্য্যন্ত' অব্যয়টি শেষ সীমা বুঝায়। যথা—আদি অবধি শেষ পর্য্যন্ত। কোন স্থলে বা 'অবধি' অব্যয়টি শেষ সীমা বুঝাইতেও ব্যবহার হইয়াছে। যথা— 'জগতের প্রাণস্পন্দন হইতে আজিকার এই মুহূর্ত্ত অবধি' (মন্ত্রশক্তি)।

'অবধি' বিশেষ্যপদরূপে বাঙ্গালাতে ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—তাঁহার দুঃখের অবধি নাই। 'পর্য্যন্ত' বাঙ্গালায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না।

(২) 'ব্যতিরিক্ত', 'ব্যতীত' ও 'ভিন্ন' বিশেষণ পদ ; সময়ে সময়ে অব্যয়বৎ প্রযুক্ত হয়। যথা—'ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম।' (বিশেষণ)। তিনি ভিন্ন এ কাজ হবে না। (অব্যয়)।

(৩) ব্যতিরেকে ও সঙ্গে বিশেষ্যপদও হয়।

অতঃপর	কদাচ	সতত
অধুনা	ক্বচিৎ (১)	সদা
অনন্তর	কভু, কস্মিন্‌কালে	সদা-সর্ব্বদা
আদৌ	কদাচিৎ (১)	সদ্য (ও সদ্যঃ)
ইদানীং (ও ইদানী)	কদাপি	সর্ব্বদা
উপর, উপরি,	তদা	সম্প্রতি

উভয়তঃ (ও উভয়ত), একতঃ (ও একত), অন্যতঃ (ও অন্যত), সর্ব্বতঃ (ও সর্ব্বত) প্রভৃতি অব্যয় এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা অধিকরণ পদ।

(ঙ) কতকগুলি অব্যয় ভাববোধক ; অর্থাৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ করে। যথা—অবাক্, অহো, আ, আঃ, আমরি, আহা, আহাহা, ইঃ, ইস্, ইহিহি, উঃ, উহু, উহুহু, এন্‌কোর, ঐ, ঐ যা, ঐরে, ওঃ, ওমা, ওবাবা, ওহো, কি, ক্যাবাৎ, ছি, ছিঃ, ছিছি, ড্যাম্, তুঃ, তুয়ো, তুউও, দূর্, দূর্ দূর্, দোহাই, ধন্য, ধন্যধন্য, ধিক্, পুঃ. পূ, বলিহারি, বলিহারি যাই, বহুতআচ্ছা, বাপ্, বাপ্‌রে, বাঃ, বা, বাহবা, বেশ, বেশ বেশ, ব্রেভো, মরিমরি, মহাভারত, মাগো, মাগো মা, যাই, রামরাম, রে, সাবাস্, হায়, হায়হায়, হায় হায় হায়, হাহা, হা, হাঁরে, হাঁ, হাঁহাঁ, হাঁ হাঁ হাঁ, হো হো হো ইত্যাদি।

(১) ক্বচিৎ, কদাচিৎ কথন কথন ক্রিয়াবিশেষণও হয়

(চ) কতকগুলি অব্যয় সংযোজক—অর্থাৎ বাক্য বা পদ পরস্পর সংযুক্ত করে। যথা—অতএব, অথচ, অথবা অধিকন্তু, অনন্তর, অপিচ, অর্থাৎ, আর, আরও, এবং, ও, কি (১), কিঞ্চ, কিংবা, কিম্বা, কিন্তু, কেননা, তথা, তথাচ, তথাপি, তবু, তবে, তবেই, তাই, নচেৎ, নতুবা, নয়, না হয়, না হয় ত, পরন্তু, প্রত্যুত, বরং, বরঞ্চ, বা, যখন, যাই (২), যদিও, যদিচ, যদ্যপি, যদিস্যাৎ, সুতরাং, হয় ইত্যাদি। (৩)

(ছ) কতকগুলি অব্যয়কে অনুকার-অব্যয় বলে। শব্দের অনুকরণ বুঝাইবার জন্য উহাদের প্রয়োগ হয়। যথা—কচ্‌মচ্‌, কচাৎ, কটাকট্‌ কট্‌কট্‌, কটাস্‌, কড়্‌ কড়্‌, কা কা, কিচির মিচির, কুট্‌কুট্‌, কুল্‌ কুল, কুটুর্‌ কুটুর্‌, কুহুকুহু, খট্‌খট্‌, খল্‌ খল্‌, খস্‌খস্‌, খিল খিল, খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌, গজ্‌ গজ্‌, গপাৎ, গন্‌গন্‌, গর্‌গর্‌, গড়্‌গড়্‌, গুজ্‌গুজ্‌, গুড়্‌গুড়্‌, গুন্‌ গুন্‌, গুম্‌ গুম্‌, গুর্‌ গুর্‌, ঘট্‌ ঘট্‌, ঘড়্‌ঘড়্‌, ঘুট্‌মুট্‌, ঘুস্‌ ঘুস্‌, ঘেউ ঘেউ, ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌, চটাস্‌, চড়্‌চড়্‌, ছিপ্‌ ছিপ্‌, ঝম্‌ঝম্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ঝন্‌ঝন্‌, ঝনাৎ, ঝপাৎ, ঝাঁ ঝাঁ, টং টং, টক্‌ টক্‌, টন্‌টন্‌, টপ্‌টপ্‌ টিপ্‌টিপ্‌,

(১) ধন রাখি, কি মান রাখি।

(২) 'যাই পূর্ণাহুতি হইল, অমনি আকাশে মেঘ দেখা গেল।'

(৩) কেহ কেহ কি, কিঞ্চ, কিংবা, কিম্বা, নতুবা, নয়, প্রত্যুত, বরং, বরঞ্চ, হয়—ইত্যাদিকে বিযোজক অব্যয় বলেন। ইহারাও পদ ও বাক্য সংযুক্ত করে; সুতরাং ইহারাও সংযোজক অব্যয়।

টুক্‌টাক্‌, টুপ্‌টাপ্‌, টুক্‌টুক্‌, টুপ্‌টুপ্‌, ঠক্‌ঠক্‌, ঠন্‌ঠন্‌; ডিমি ডিমি, ড্যাং ড্যাং, ড্যাম্‌, ঢক্‌ঢক্‌, ঢংঢং, তড়্‌তড়্‌, তর্‌তর্‌, তাধিয়া ধিয়া, থপ্‌থপ্‌, দুপ্‌দাপ্‌, দুম্‌দুম্‌, ধক্‌ধক্‌, ধুপ্‌-ধাপ্‌, ধস্‌, ধাঁ ধাঁ, ধু ধু, ফিক্‌, ফিক্‌ ফিক্‌, বন্‌, বন্‌ বন্‌, বকম্‌ কম্‌, ববম্‌ বম্‌, বম্‌ বম্‌, বিড়্‌ বিড়্‌, বোঁ, বোঁ বোঁ, ব্যাঁ, ভন্‌ ভন্‌, ভভম্‌ ভম্‌, ভেন্‌ ভেন্‌, ভোঁ ভোঁ, ভ্যাঁ, মড়্‌মড়্‌, মর্‌মর্‌, মস্‌মস্‌, মিউ মিউ, ম্যা, ম্যাও, শন্‌শন্‌, সর্‌সর্‌, সাঁ, সাঁ সাঁ, সিপ্‌ সিপ্‌, হা হা, হি হি, হিড়্‌ হিড়্‌, হৈ হৈ, হো হো, ইত্যাদি।

(জ) কতকগুলি অব্যয় অবস্থাবাচক। যথা—অট্ট অট্ট, আন্‌চান্‌, কট্‌মট্‌, কুট্‌কুট্‌, খিট্‌খিট্‌, গম্‌গম্‌, চক্‌চক্‌, চট্‌চট্‌, চড়্‌চড়্‌, চিড়্‌ চিড়্‌, চিড়িক্‌, চিন্‌ চিন্‌, ছল্‌ছল্‌, ছট্‌ফট্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ঝল্‌ঝল্‌, ঝল্‌মল্‌, ঝাঁ ঝাঁ, টক্‌ টক্‌, টল্‌টল্‌, টল্‌মল্‌, টুক্‌ টুক্‌, টুল্‌টুল্‌, তর্‌তর্‌, থুক্‌ থুক্‌, পিল্‌পিল্‌, পিশ্‌ পিশ্‌, প্যান্‌ প্যান্‌, ফিক্‌ ফিক্‌, ফিস্‌ ফিস্‌, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌, রন্‌ রন্‌, সুড়্‌ সুড়্‌, হাপুস্‌ হাপুস্‌ হুপুস্‌, হন্‌ হন্‌, হিড়্‌হিড়্‌ ইত্যাদি। অনেক অনুকার অব্যয়ও অবস্থাবাচক।

কল্‌ কল্‌, কুল্‌ কুল্‌, ঠক্‌ ঠক্‌, ড্যাং ড্যাং, ঢং ঢং, প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় প্রকৃত ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। মাথা কট্‌কট্‌ করিতেছে, টন্‌টন্‌ করিতেছে বা টিপ্‌ টিপ্‌ করিতেছে ; হাপুস্‌ হুপুস্‌ করিয়া খাইতেছে ; হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল—এরূপ স্থলে কাল্পনিক ধ্বনির অনুকরণও

হইতে পারে। কিন্তু শরীর মেজ্ মেজ্ করিতেছে, মাটি মাটি করিতেছে, সিড়্ সিড়্ করিতেছে, ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে; শরীরের ভিতর পিল্ পিল্ করিতেছে। আঙ্গুলটার ভিতর চিড়িক্ মারিতেছে; চিন্ চিন্ করিতেছে; সড়্ সড়্ করিতেছে; থুক্ থুকে মুখ ইত্যাদি স্থলে কোন প্রকার ধ্বনির সম্পর্কই নাই। বস্তুত অধিকাংশ স্থলেই ইহারা অবস্থাবিশেষে বক্তার মনের ভাব অতি সংক্ষেপে অথচ এরূপ বিশদভাবে প্রকাশ করে যে তাহা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই সহজবোধ্য। যথা—'পাঁচুগোপাল কেষ্টর কাণ ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিতেছে'—(শরৎ চন্দ্র) এখানে 'হিড়্ হিড়্' এই ক্ষুদ্র অব্যয়—যাহাকে টানিয়া আনিতেছে, তাহার অনিচ্ছা ও অসহায় অবস্থা; যে টানিয়া আনিতেছে তাহার নিষ্ঠুরতা ও অসঙ্গত বলপ্রয়োগ এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতেছে যাহা অনেক কথা বলিয়াও বুঝান যায় না।

অনুকার-অব্যয়, অবস্থাবাচক অব্যয় এবং অনেক ভাব-বোধক অব্যয় এইরূপে বক্তার অনুভূত অনেক অনির্ব্বচনীয় ভাব শ্রোতার মনে সহজে স্পষ্টরূপে আঁকিয়া দেয়। এই অব্যয়গুলি বাঙ্গালাভাষার একরূপ অনন্যসাধারণ সম্পত্তি (৩)।

(৩) সংস্কৃতেও ভাবচাতুর্য্যের এরূপ অব্যয়গত অভিব্যক্তি কিছু আছে।

এই সকল অব্যয় প্রায়ই বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়।

(ঝ) কতকগুলি অব্যয় বাক্যালঙ্কার। যথা—আর, ই, কি, কেন, গো, ত, তা, তো, না, বটে, বেনে, মেনে, যে, যেন, সে, হাঁগো, হোক্‌গে ইত্যাদি।

(ঞ) কতকগুলি অব্যয় কথার মাত্রা। যথা—(ছেলে) পিলে ; (জল) টল ; (কাপড়) চোপড় ; (চাষা) ভুষো ; (শশ্মান) টশান, (সাপ) খোপ (শ্রীকান্ত), (বাসন) কোসন ; (অসুখ) বিসুখ ইত্যাদি। (১)

(ট) কতকগুলি অব্যয় সম্বোধনসূচক। যথা—অয়ি, অরে, ঐ, ও, ওগো, ওরে, ওলো, ওহে, গো, ভো, রে, লা, লো, হাঁগো, হারে, হাঁরে, হাঁলা, হেঁলা, হেঁলো ইত্যাদি।

(ঠ) কি, কেন, ত, তো, না এবং নাকি প্রশ্নসূচক অব্যয়। যথা—তুমি না কলিকাতায় গিয়াছিলে ?

(ড) 'ই' ও 'ত' অব্যয় নিশ্চয়ার্থ ও নির্দ্দেশার্থ-সূচক ; কার্য্যের অবিচ্ছিন্নতা এবং আক্ষেপ বুঝাইতেও 'ই' এবং সম্ভাবনা ও প্রশ্ন বুঝাইতেও 'ত' বসে। যথা—তোমাকে যেতেই হবে ; সবই ত গেল ; তোমাকে ত যেতে হবে ; উমা ত ভাল আছে ?

---

(১) এই সকল অব্যয় সময়ে সময়ে স্বজাতীয় অন্যান্য পদার্থ বুঝায়। যথা—ছেলে পিলে = ছেলে এবং ছেলের সমান অন্য মনুষ্য। কাপড় চোপড় = কাপড় ও তৎসদৃশ অন্যান্য দ্রব্য।

(ঢ) তথা, ন্যায়, প্রায়, মত, যথা, যেন, যেমন—উপমা-সূচক অব্যয় ; 'যেন'—উৎপ্রেক্ষা, কামনা, উপদেশ ও প্রার্থনাও বুঝায়। যথা—মুখখানি যেন পূর্ণচন্দ্র ; যেন আমার অপরাধ লইও না।

(ণ) 'অধিকন্তু', 'তথা' প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়াবিশেষণ অব্যয় এবং 'অপিচ', 'আর' প্রভৃতি কয়েকটি সংযোজক অব্যয়কে সমুচ্চয়ার্থ অব্যয়ও বলে। এই অর্থে 'ও' অব্যয়ও ব্যবহৃত হয়। যথা—তোমাকেও যেতে হবে।

(ত) অপ, উপ, গর, না (অ ও অন্), প্রতি, পিছু, ফি, বে এবং হা—এই কয়টি অব্যয় অর্থবিশেষে অন্যপদের পূর্ব্বে বা পরে বসিয়া সমাসের নিয়মে ঐ সকল পদের সহিত একপদ হইয়া যায়। যথা—অপকর্ম্ম ; অনাচার ; অমানুষ; অ-পছন্দ ; উপদেবতা ; উপদ্বীপ ; উপশিরা ; উপাগ্র ; উপাস্থি ; গরহাজির ; গরাদায় ; নাপছন্দ ; নারাজ ; জনপ্রতি ; প্রতিজন ; লোকপিছু ; ফিলোক ; বেহাত ; হা-প্রত্যাশ।

(থ) কতকগুলি অব্যয় স্বীকারার্থক। যথা—আচ্ছা, বেশ, ভাল, স্বস্তি, তথাস্তু। ইংরাজি 'ভেরিগুড' ও 'অলরাইট্' স্বীকারার্থক অব্যয়রূপে কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

(দ) বলিয়া (বলে), করিয়া (করে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সময়ে সময়ে অব্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা—অসময়ে বৃষ্টি হইল বলিয়া কাজের এই ব্যাঘাত। এক এক করিয়া দশ জন মরিল। 'একটি ফুটেছে কি করিয়া'—(রবীন্দ্রনাথ)।

অনেকে—কারণ, হেতু, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, অদ্য, আজি, কল্য, কালি, এরূপ, যেরূপ. সেরূপ, অতঃপর, স্বয়ং, ইতিমধ্যে, ইতোমধ্যে, ইত্যবসরে, পৃথক্, মিথ্যা, যে হেতু, নানা, কিঞ্চিৎ, বৃথা, সাক্ষাৎ প্রভৃতি পদ অব্যয় বলেন। যাহাদের উত্তর বিভক্তি থাকে কিংবা যে সকল পদের অন্যরূপে অন্বয় হইতে পারে, সে সকল পদ অব্যয় না বলাই ভাল। ঐ সকল পদ বাঙ্গালায় কোনটি বিশেষ্য, কোনটি বিশেষণ, কোনটি ক্রিয়ার বিশেষণ, কোনটি বাক্যাংশ (একাধিক পদের সমষ্টি)।

হয়, না হয় ও নয় (না + হয়)—সময়ে সময়ে অব্যয়বৎ প্রযুক্ত হয়। যথা—হয় তুমি যাও, না হয় আমি যাই। এখানে 'হয়' ও 'না-হয়' অব্যয়। 'বা' অব্যয় সম্ভাবনাও বুঝায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ বলে। ইহাদের যোগে সংস্কৃত ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। যথা—হৃধাতু = হরণ করা ; সম্ + হৃ = সংহার বা বধ করা ; আ + হৃ = আহার (ভোজন), আহরণ ; উপ + হৃ = উপহার ; উৎ + হৃ = উদ্ধার ; প্র + হৃ = প্রহার ; অপ + হৃ = অপহার (চুরি) ; উপ + সং + হৃ = উপসংহার , বি + হৃ = বিহার (ভ্রমণ) ; পরি + হৃ = পরিহার (ত্যাগ) ; বি + অব + হৃ = ব্যবহার ; সম্ + অভি + বি + আ + হৃ = সমভিব্যাহার। এইরূপ কৃ—প্রকার, অপকার, সংস্কার, সংস্কৃত, অনুকার, অনুকরণ, বিকার, অঙ্গীকার, পরিষ্কার, প্রতিকার, উপকার, আকার। গমধাতু—আগত, অপগত, অবগত, দুর্গতি, নির্গত, বিগত, অধিগত, প্রতিগত, উপগত, উদ্গমন, প্রত্যুদ্গমন, সঙ্গত। যুজ্—প্রয়োগ. সংযোগ, প্রতি-

যোগ, বিয়োগ, অনুযোগ, অভিযোগ, উদ্যোগ, উপযুক্ত, নিযুক্ত, সুযোগ, আয়োজন। পদ—প্রপন্ন, আপন্ন, বিপদ, সম্পদ, সম্পন্ন, উপপন্ন, উৎপন্ন, প্রতিপন্ন। স্থা—প্রস্থান, সংস্থান, অবস্থান, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, উত্থান, প্রতিষ্ঠান, উপস্থান (পূজা), উপস্থিত। বদ—প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ হইয়া এই সকল পদ বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল পদ সাধা বা এই সকল উপসর্গের অর্থ এবং ব্যবহারাদি বিশেষরূপে বর্ণন করা বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত নহে। তবে উপসর্গগুলি সংস্কৃত ও কতকগুলি বাঙ্গালা ধাতুর পূর্ব্বে বসিয়া নূতন নূতন শব্দ উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া যে যে অর্থে উহারা ব্যবহৃত হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্র—উৎকর্ষ, গতি, আরম্ভ, সর্ব্বতোভাব, খ্যাতি, উৎপত্তি ইত্যাদি।

পরা—ভঙ্গ, অনাদর ইত্যাদি।

অপ—বৈপরীত্য, অনাদর, হীনতা ইত্যাদি।

সম্—সম্যক্‌রূপ, অভিমুখতা, অবিশ্রাম ইত্যাদি।

নি—নিশ্চয়, নিষেধ।

অব—হীনতা, নিশ্চয়, নিম্নতা।

অনু—পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, পৌনঃপুন্য।

নির্—অভাব, নিশ্চয়, বাহির হওয়া।

দুর্—নিন্দা, ক্লেশ, অভাব।

বি—অভাব, বিশেষ, বৈষম্য, দান।

অধি—উপরিভাগ, সম্যক্, স্বামিত্ব।

সু—সম্যক্‌রূপ, সুখ, আতিশয্য।

উৎ—উপরি, প্রশংসা, প্রাদুর্ভাব।

পরি—সর্ব্বতোভাব, অনাদর, আতিশয্য, ত্যাগ।

প্রতি—ফিরাইয়া দেওয়া, বৈপরীত্য, সাদৃশ্য, বিরোধ, পৌনঃপুন্য।

অভি—সর্ব্বতোভাব, অভিমুখতা।

অতি—আতিশয্য, অতিক্রম।

অপি—সম্ভাবনা, নিন্দা, অনুজ্ঞা, সমুচ্চয়।

উপ—হীনতা, অনুকম্পা, সামীপ্য, আধিক্য, উৎকর্ষ, আরম্ভ।

আ—ঈষৎ, পর্যান্ত, বৈপরীত্য, সম্যক্।

অধঃ অধস্তাৎ, চিরং, তুষ্ণীং, নমঃ (নম), বহিঃ, শনৈঃ, সায়ং, স্বস্তি প্রভৃতি সংস্কৃত অব্যয় সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। নব্য লেখকেরা এই সকল অব্যয় প্রায়ই ব্যবহার করেন না।

সমাস। (১)

১৩৪। পরস্পর-অন্বয়-বিশিষ্ট দুই বা বহু পদ সময়ে সময়ে সমাসদ্বারা একত্র হইয়া একপদ হইয়া যায়।

সমাস হইলে পদগুলির সমস্ত বিভক্তির লোপ হইয়া একটি নূতন শব্দ হয়। ঐ শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে। যথা—সাহেবগঞ্জে। সাহেবের ও গঞ্জে এই দুটি পদ পরস্পর অন্বিত; সমাসদ্বারা ইহারা মিলিত হইল; সাহেবের ও গঞ্জে এই দুই পদের 'র' ও 'এ' বিভক্তির লোপ হইয়া সাহেবগঞ্জ একটি শব্দ হইল; তাহার উত্তর আবার 'এ' বিভক্তি হইয়া সাহেবগঞ্জে হইয়াছে।

সমাসদ্বারা যে সকল পদ গঠিত হয়, তাহাদিগকে 'সমাস-

(১) সংস্কৃত সম্+অস্ (ক্ষেপণ করা, চালান)। যাহার দ্বারা একাধিক শব্দ মিলিত হইয়া একত্র অর্থ প্রকাশ করে।

নিষ্পন্ন' বা 'সমস্ত' পদ বলে। সমাসদ্বারা একপদ হইবার পূর্ব্বে উহারা যে অবস্থায় থাকে, তাহাদিগকে 'ব্যস্ত' (স্বতন্ত্র) পদ বলে। সমাসের বাক্যকে 'ব্যাসবাক্য' বলে। যথা—সাহেবের গঞ্জ—এইটি 'ব্যাস বাক্য'। সাহেবগঞ্জ—সমাসনিষ্পন্ন পদ বা 'সমস্ত'পদ। সাহেবের ও গঞ্জ এই দুটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'ব্যস্ত' পদ।

সন্ধি।

১৩৫। সমাসের দ্বারা যখন দুই পদ মিলিয়া এক পদ হয়, তখন পূর্ব্বপদের শেষ বর্ণ (স্বর বা ব্যঞ্জন) পরপদের আদিবর্ণের সহিত কোন কোন স্থলে মিলিত হয়। ইহার নাম সন্ধি।

১৩৬। চলিত বাঙ্গালায় সন্ধি প্রায় নাই। 'সেই উপলক্ষে অনেক দরিদ্র লোক এক-একখানি কম্বল ও চারি-আনা-পরিমিত পয়সা পাইয়াছিল।'—এই বাক্যে একপদ হইলেও এক-একখানি এবং চারি-আনা-পরিমিত পদে সন্ধি হয় নাই। এইরূপ দু-আনি, বে-আন্দাজ প্রভৃতি পদেও সন্ধি হয় নাই।

তবে সন্ধিনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃতপদ বাঙ্গালায় চলিতেছে এবং সংস্কৃতের অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালাপদও সন্ধিনিষ্পন্ন-হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। (১) সন্ধিমিলিত যে সকল বাঙ্গালা

---

(১) যে যে মূল পদের সন্ধি হইয়া এই সকল সংযুক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ঐ সকল মূল পদ আদৌ সংস্কৃত বা অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়া তাহার পর সন্ধিদ্বারা মিলিত হইয়াছে। যথা—মনস্ বা

পদ সচরাচর দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। (২)

(ক) ইংলণ্ড+অধিপতি=ইংলণ্ডাধিপতি। ইংলণ্ড+আগত=ইংলণ্ডাগত। উত্তম+আশা=উত্তমাশা। মন+অন্তর=মনান্তর। মন+অনল=মনানল। গর+আদায়=গরাদায়। (৩) নিষেধ+অর্থক=নিষেধার্থক। ন্যূন+অধিক=ন্যূনাধিক। বন্দুক+অস্ত্র=বন্দুকাস্ত্র। বড়্শা+আঘাত=বড়্শাঘাত। অল্প+আয়ু=অল্পায়ু। (৪) দীর্ঘ+আয়ু=দীর্ঘায়ু। লাভ+অলাভ=লাভালাভ। রুসিয়া+অধিপ=রুসিয়াধিপ। প্রায়+আগতা=প্রায়াগতা (বঙ্কিমচন্দ্র)। পরম+আলস্য=পরমালস্য।

এই সকল স্থলে (উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত) অকার বা আকারের পর অকার বা আকার আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া আকার হইল, আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল।

মনঃ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া 'মন' হইয়াছে। এইরূপ অন্তর শব্দও ঐ ভাষা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। ঐ দুই পদই বাঙ্গালায় স্বতন্ত্ররূপে চলে। মন ও অন্তর সমাসের নিয়মে একপদ হইয়া এবং সন্ধিদ্বারা মিলিত হইয়া মনান্তর হইয়াছে। এটি সংস্কৃত 'সমস্ত' পদ নহে, বাঙ্গালা 'সমস্ত' পদ। 'মনক্ষোভে' লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন।—রবীন্দ্রনাথ। 'বক্ষমূলে'; যশাকাঙ্ক্ষাহীন (মন্ত্রশক্তি); (যশ বাঙ্গালা শব্দ)।

(২) সমাসপ্রকরণেও অনেকগুলি সন্ধির উদাহরণ আছে।

(৩) এরূপ স্থলে বিকল্পে সন্ধি হয়। পক্ষে গর-আদায়।

(৪) অল্পেয়ে কথাটি ইহার অপভ্রংশ।

সূত্র—অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(খ) বিজনি+ঈশ্বর = বিজনীশ্বর ; দিল্লী+ঈশ্বর =

এই সকল স্থলে ইকার বা ঈকারের পর ঈ আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া ঈকার হইল। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল।

সূত্র—ইকার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(গ) যথা+ইচ্ছা = যথেচ্ছা। ইংলণ্ড+ঈশ্বর = ইং-লণ্ডেশ্বর। বৃটন+ঈশ্বরী = বৃটনেশ্বরী। ঢাকা+ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী (কালী)। মক্কা+ঈশ্বর = মক্কেশ্বর।

এই সকল স্থলে অকার বা আকারের পর ইকার বা ঈকার আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া একার হইল; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল।

সূত্র—অকার বা আকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(ঘ) পাহাড়+উপরি = পাহাড়োপরি। শির+উপরি শিরোপরি।

এই সকল স্থলে অকারের পর উকার আছে। উভয়ে মিলিয়া ওকার হইল ; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল।

সূত্র—অকার বা আকারের পর উকার থাকিলে, কোন কোন স্থলে উর্ভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(ঙ) অর্দ্ধ+এক = অর্দ্ধেক ; ক্ষণ+এক = ক্ষণেক ; তিল +এক = তিলেক ; দশ+এক = দশেক ; দিন+এক = দিনেক ; বার+এক = বারেক ; আর+এক = আরেক (মুক্তধারা)।

এই সকল স্থলে অকারের পর একার আছে। উভয় স্বরে মিলিয়া একার হইয়াছে ; একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইয়াছে।

সূত্র—অকার বা আকারের পর একার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয় স্বরে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

(চ) নিম্নলিখিতরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ। দুই+এক = দুয়েক ; কুড়ি+এক = কুড়িক ; গোটা+এক = গোটাক ; শ (শত)+এক = শয়েক।

সমাসমিলিত পদ ভিন্ন অন্যত্রও কোন কোন স্থলে সন্ধি হয়। যথা—

(ছ) অর্থ+এ (বিভক্তি) = অর্থে ; মনুষ্য+এ (আগম)+রা = মনুষ্যেরা ; একত্র+ইত (প্রত্যয়) = একত্রিত ; ইংলণ্ড+ঈয় (প্রত্যয়) = ইংলণ্ডীয়।

এই সকল স্থলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের পর বিভক্তি, আগম ও প্রত্যয়ের স্বর আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হইয়া পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়াছে।

সূত্র—বিভক্তি, আগম ও প্রত্যয়ের স্বর পরে থাকিলে কোন কোন স্থলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(জ) কাঁদ্+না = কান্না ; রাঁধ্+না = রান্না ; মাগ্+না মাঙ্না।

এই সকল স্থলে ধাতুর 'দ', 'ধ' ও 'গ' বর্ণের পর প্রত্যয়ের 'ন' আছে। 'দ্', ও 'ধ' স্থানে যথাক্রমে 'ন' এবং 'গ' স্থানে 'ঙ' হইল।

সূত্র—ধাতুর অন্তস্থিত বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের পর প্রত্যয়ের 'ন' থাকিলে দুই এক স্থলে উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে পঞ্চমবর্ণ হয়।

(ঝ) যখন+ই = যখনই, যখনি ; তখন+ই = তখনই, তখনি ; এখন+ই = এখনই, এখনি ; অমন+ই = অমনই, অমনি ; তেমন+ই = তেমনই, তেমনি ; যেমন+ই = যেমনই, যেমনি ; কেমন+ই = কেমনই, কেমনি ; এমন+ই = এমনই, এমনি।—এই সকল স্থলে যখন, তখন, এখন, অমন, তেমন, যেমন, কেমন ও এমন পদের উত্তর অব্যয় 'ই' আছে। বিকল্পে ঐ সকল পদের অন্ত্য অকারের লোপ হইযাছে এবং 'ই' তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়াছে।

যখন অন্ত্য অকারের লোপ হয় নাই, তখন সন্ধিও হয় নাই।

সূত্র—অব্যয় 'ই' পরে থাকিলে যখন, তখন, এখন, অমন, যেমন, তেমন, কেমন ও এমন—এই কয়টি পদের অন্তস্থিত অকারের বিকল্পে লোপ হয়, 'ই' তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

অম্‌নি, তেম্‌নি ও এম্‌নি প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

'ই' অব্যয় পরে থাকিলে অন্যত্রও ক্বচিৎ এইরূপ কার্য্য হয়। যথা—আমারই, আমারি।

সন্ধিনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ কতকগুলি শব্দ সূত্র-সহিত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অকার + অন্ত = অকারান্ত, শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক; প্রত্যয় + অন্ত = প্রত্যয়ান্ত; স্বর + অন্ত = স্বরান্ত; ব্যঞ্জন + অন্ত = ব্যঞ্জনান্ত; সিংহ + আসন = সিংহাসন; কুশ + আসন = কুশাসন; কদা + অপি = কদাপি; তথা + অপি = তথাপি; দেব + আলয় = দেবালয়; ধন + আগার = ধনাগার; মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ; মহা + আশয় = মহাশয়; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

(২) ইকার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়; ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ; পৃথিবী + ঈশ্বর = পৃথিবীশ্বর।

(৩) উকার বা ঊকারের পর উকার বা ঊকার থাকিলে উভয় স্বরে

মিলিয়া উকার হয়; উকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—কটু+উক্তি= কটূক্তি।

(৪) অকার বা আকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—দেব+ইন্দ্র= দেবেন্দ্র; গণ+ঈশ=গণেশ; পরম+ঈশ্বর=পরমেশ্বর; মহা+ঈশ্বর মহেশ্বর।

(৫) অকার বা আকারের পর উকার বা ঊকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ওকার হয়; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—চন্দ্র+ উদয়=চন্দ্রোদয়; এক+ঊনবিংশতি=একোনবিংশতি; মহা+উদয়= মহোদয়; গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক।

(৬) অকার বা আকারের পব ঋকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া অর্ হয়; অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়; র্ পর বর্ণের আদিতে (মস্তকে) যায়। যথা—দেব+ঋষি=দেবর্ষি; মহা+ঋষি=মহর্ষি; রাজা+ ঋষি=রাজর্ষি; উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ।

শীত দ্বারা বা ক্ষুধা দ্বারা ঋত (পীড়িত) এইরূপ অর্থে তৎপুরুষ সমাস হইলে পূর্ব্বপদের অকার বা আকার এবং পর পদের ঋকার—এই উভয় স্বরে মিলিয়া আর্ হয়; আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়; র্ পরবর্ণের আদিতে (মস্তকে) যায়। যথা—শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত। এইরূপ রৌদ্রার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত।

(৭) অকার বা আকারের পর একার বা ঐকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ঐকার হয়; ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—জন+এক জনৈক; পরম=ঐশ্বর্য্য=পরমৈশ্বর্য্য।

(৮) অকার বা আকারের পর ওকার বা ঔকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ঔকার হয়; ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-মহা+ঔষধ=

(৯) ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়; য্ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়; পরের স্বর যকারে যুক্ত হয়। যথা—বিভক্তি+অন্ত= বিভক্ত্যন্ত; যদি+অপি=যদ্যপি; অগ্নি+উৎপাত=অগ্ন্যুৎপাত।

(১০) উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়; ব্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা—মধু+অভাব=মধ্বভাব।

(১১) ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র্ হয়; র্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়; পরের স্বর রকারে যুক্ত হয়। যথা—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়।

(১২) নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ;—কুল+অটা=কুলটা; সীম+অন্ত=সীমন্ত (সীঁথি), [সীমান্ত=সীমার শেষ]; প্র+ঊঢ়= প্রৌঢ়; অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী; শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন; অন্য+ অন্য=অন্যোন্য (পরস্পর) [অন্যান্য=অপরাপর]; মনঃ+ঈষা=মনীষা, (মনীষী=যাহার মনীষা আছে); পশ্চাৎ+অর্দ্ধ=পশ্চার্দ্ধ; পর+পর= পরস্পর; হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র; গো+অক্ষ=গবাক্ষ। বিম্বোষ্ঠ ও বিম্বৌষ্ঠ দুই পদই সিদ্ধ।

(১৩) চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে চ হয়। সৎ+ চরিত্র=সচ্চরিত্র; উৎ+ছেদ=উচ্ছেদ।

(১৪) জ বা ঝ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে জ হয়। যথা—সৎ+ জন=সজ্জন; বিপদ্+জাল=বিপজ্জাল।

(১৫) ল পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে ল হয়। যথা—মৎ+ লিখিত=মল্লিখিত; উৎ+লিখিত=উল্লিখিত।

(১৬) হ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে দ্ হয় এবং হ স্থানে ধ হয়। যথা—তদ্+হিত=তদ্ধিত।

(১৭) শ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে চ্ হয় এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা—তদ্+শ্রবণ—তচ্ছ্রবণ।

(১৮) অন্তঃস্থ ও উষ্ম বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—সম্+বরণ=সংবরণ; সম্+বাদ=সংবাদ; কিম্+বদন্তী=কিংবদন্তী; কিম্+বা=কিংবা।

[বাঙ্গালায় এবম্বিধ, সম্বরণ, সম্বাদ, কিম্বদন্তী ও কিম্বা এইরূপ কয়েকটি পদও প্রচলিত আছে। (প্রাচীন প্রবোধচন্দ্রিকা পুস্তকেও এইরূপ পদ আছে।) এরূপ পদ বাঙ্গালা-সন্ধিনিষ্পন্ন।

(১৯) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ ও হ্ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—দিক্+অন্ত=দিগন্ত; দিক্+বিজয়=দিগ্বিজয়; জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর; তৎ+অবধি=তদবধি; জগৎ+বন্ধু=জগদ্বন্ধু; অচ্+অন্ত=অজন্ত; কৃৎ+অন্ত=কৃদন্ত; সুপ্+অন্ত=সুবন্ত।

২০। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, পূর্ব্বস্থিত ন্ ও ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়; অন্তঃস্থ ও উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বার হয়। যথা—কিম্+চিৎ=কিঞ্চিৎ; বরম্+চ=বরঞ্চ; সম্+হার=সংহার।

২১। ন বা ম পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথমবর্ণ স্থানে পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা—দিক্+মণ্ডল=দিঙ্মণ্ডল; কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্মাত্র; জগৎ+নাথ=জগন্নাথ।

২২। ব পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ধ্ স্থানে দ্ হয়। যথা—ক্ষুধ্+বোধ=ক্ষুদ্বোধ।

২৩। স্বরবর্ণের পর পরপদস্থিত ছ স্থানে চ্ছ হয়। যথা—পর্ব্বত+ছায়া=পর্ব্বতচ্ছায়া। তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া; বৃক্ষ+ছায়া=বৃক্ষচ্ছায়া।

২৪। 'উৎ' উপসর্গের পরস্থিত সংস্কৃত স্থা-ধাতুনিষ্পন্ন পদের সকারের লোপ হয়। যথা—উৎ+স্থিত=উত্থিত; এইরূপ উত্থান।

২৫। সম্ ও পরি উপসর্গের পর (সংস্কৃত) কৃ ধাতুর পদ থাকিলে

ঐ পদের পূর্ব্বে একটি 'স্' হয়। ঐ 'স' অ আ ভিন্ন স্বরের পরে থাকিলে ষত্ববিধানের নিয়মে 'ষ' হয়। যথা—সম্—+কৃত=সংস্কৃত ; পরি+কার=পরিষ্কার।

২৬। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—অতঃ+এব=অতএব।

২৭। চ বা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে 'শ', ট বা ঠ পরে থাকিলে 'ষ' এবং ত বা থ পরে থাকিলে 'স' হয়। যথা—শিরঃ+ছেদ =শিরশ্ছেদ ; ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার ; মনঃ+তাপ=মনস্তাপ ; নিঃ+তেজ=নিস্তেজ।

২৮। ক, প বা ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে কখন স, কখন (অর্থাৎ অ আ ভিন্ন স্বরের পর বিসর্গ থাকিলে) ষ হয়। যথা—মনঃ +কামনা=মনস্কামনা ; নিঃ+কাম=নিষ্কাম ; বাচঃ+পতি=বাচ-স্পতি ; নিঃ+পাপ=নিষ্পাপ ; নিঃ+ফল=নিষ্ফল। কোন কোন স্থলে সন্ধি হয় না। যথা—তেজঃ+পুঞ্জ=তেজঃপুঞ্জ।

২৯। অকার, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ এবং হ পরে থাকিলে অকার ও তৎপরবর্ত্তী বিসর্গ স্থানে ওকার হয়। যথা—অধঃ+গমন=অধোগমন ; ততঃ+অধিক=ততোধিক ; মনঃ+অভীষ্ট=মনোভীষ্ট। মনঃ+মোহন=মনোমোহন ; মনঃ+হর=মনোহর ; বয়ঃ+বৃদ্ধি=বয়োবৃদ্ধি ; শিরঃ+ধার্য্য=শিরোধার্য্য ; ভূয়ঃ+ভূয়ঃ=ভূয়োভূয়ঃ। যৎপরঃ+নাস্তি (ন+অস্তি)=যৎপরোনাস্তি।

৩০। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ এবং হ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে 'র' হয় ; যথা—মুহুঃ+মুহুঃ=মুহুর্মুহুঃ।

৩১। র-জাত বিসর্গ হইলে অকার ও আকারের পরস্থিত হইলেও

'র' হয়; আর র পরে থাকিলে বিসর্গের স্থানে জাত 'র' লোপ হয় এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—পুনঃ (পুনর্)+আগত=পুনরাগত; পুনঃ+বার=পুনর্ব্বার; প্রাতঃ (প্রাতর্)+আশ= প্রাতরাশ; নিঃ+আকার=নিরাকার; দুঃ+লভ=দুর্ল্লভ; দুঃ+আকাঙ্ক্ষা=দুরাকাঙ্ক্ষা; নিঃ+রোগ=নীরোগ। এই সকল স্থানে বিসর্গগুলি 'র'জাত।

সমাস।

১৩৭। সকল স্থানে সমাস হয় না। প্রয়োগ অনুসারে সমাসের স্থল নির্ণয় করিতে হয়।

১৩৮। সমাস হইলে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে 'নয়' ও 'না' অব্যয় স্থানে 'অ' হয়; ক্বচিৎ 'আ' হয়; আর স্বরবর্ণের পূর্ব্বে 'অন্' হয়। যথা—অবুঝ, অসুমার, আগাছা, অনটন, অনন্ত।

১৩৯। সমাস হইলে 'দুই শব্দের 'ই' প্রায় লোপ হয়। যথা—দুশ; দুহাজার; দুহাজারি। দুইশত সৈন্য—এখানে লোপ হয় নাই।

কোনো কোনো স্থলে 'দুই' স্থানে' 'দো' হয়। যথা—দোতলা; দোচালা। কখন বিকল্পে হয়। যথা—দুনলা, দোনলা (বন্দুক)। এইরূপ তিন শব্দস্থানে 'তে'; চারিশব্দস্থানে 'চার' ও 'চৌ' এবং 'ছয়' ও 'নয়' শব্দের স্থানে বিকল্পে 'ছ' ও 'ন' হয়। যথা—তে-মাথা, তে-মোহানি, চৌ-মাথা, চৌ-মাথানি, চৌমোহানি; ছয়হাতি, ছ-হাতি, নয়হাতি, ন-হাতি।

১৪০। সমাস হইলে অনেকস্থলে 'সমস্ত' পদগুলির কিছু কিছু রূপান্তর ঘটে। এই সকল রূপান্তরিত পদ নিপাতনে সিদ্ধ। সমাসনিষ্পন্ন কতকগুলি বাঙ্গলা পদ নিম্নে দেওয়া গেল।

১৪১। সমাস প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার; তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব ও অব্যয়ীভাব। ইহাদের উপবিভাগ ভিন্ন ভিন্ন সমাসের মধ্যে আছে।

তৎপুরুষ।

১৪২। রেলের গাড়ি—এই দুটি পদ একত্র হইয়া 'রেল-গাড়ি' এই একপদ হইয়াছে। এটি সমাসের কার্য্য। এইরূপ বৃটিস্‌দিগের দ্বারা শাসিত=বৃটিসশাসিত। ফুলের বাগান=ফুলবাগান। গোরা বা গোরাদের পল্টন=গোরাপল্টন। শ্বশুরের বাড়ী=শ্বশুরবাড়ী। মধুদ্বারা মাখা=মধুমাখা। বিষের দ্বারা পোরা=বিষপোরা। শোষের (কালি শোষণ করিবার) কাগজ=শোষকাগজ। কষ্টির (কষ্টি করিবার) পাথর=কষ্টি-পাথর। জানু দ্বারা গতি='জানুগতি' (হামাগুড়ি)। মনের দ্বারা গড়া=মনগড়া। গাছে পাকা=গাছপাকা। ঢেঁকি দ্বারা ছাটা=ঢেঁকিছাটা। আগা হইতে গোড়া=আগা-গোড়া। গিনির সোণা=গিনিসোণা। সহরের তলী (পার্শ্ববর্ত্তী স্থান)=সহরতলী। জেল হইতে খালাসি (খালাস-প্রাপ্ত)=জেল-খালাসি। বিশ হইতে ত্রিশ=বিশ-ত্রিশ। হাজার হইতে বারশত=হাজার-বারশত। (১) এইরূপ ইংলণ্ডাধিপতি, বৃটনেশ্বরী, জজ-আদালত, মৌলবি-বাজার, জেল-দারোগা, পুলিস-

(১) বিশত্রিশ টাকার প্রয়োজন হয়, দিব। হাজার-বারশত টাকা খরচ হইয়াছে।

সাহেব, ষ্ট্যাম্প-কাগজ, মীন-মহাল, সাহেব-বাগান, চা-বাগান, পটোল-ক্ষেত, ধান-ক্ষেত, কামার-দোকান, বিষ-পুটুলি, চক্ষু-লজ্জা, মনান্তর, মন-মরা। শ্রোতার গণ=শ্রোতাগণ। এইরূপ ভ্রাতাগণ, যুবাগণ, সন্ন্যাসীদল। জগতের বন্ধু=জগবন্ধু (জগদ্বন্ধু সংস্কৃত 'সমস্ত' পদ), হাত-গড়া, ঘর-গড়া, ধর্ম্মাবতার, ঠাকুরঘর, হিন্দুস্থান, কাফ্রিস্থান, গাছতলী, শাখী-শির (শাখিশিরঃ—সংস্কৃত-সমাসসিদ্ধ) কলাপাতা বা কলাপাত, তালপাতা বা তালপাত, বাঁশপাতা, বামন-পাড়া, কায়স্থপাড়া, ধোবাপাড়া, বাজারমহল, দাসীমহল, পুকুর-ঘাট, কূয়াতলা, ময়রাপটি, শাঁখারীপটি, নৌকাপথ, ঠাকুরপুত্র (ঠাকুরপো), ঠাকুর-ঝি, মৌচাক, বানরনাচ, ভালুকনাচ, গোলাবপাশ, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত, মিশনারিগণ, বাজারগুজব, গাল-গল্প, ঢেঁকঘড়ি, কামানগর্জ্জন, বন্দুক-শব্দ, বিলাত-ফেরত; গালা-ঘুষা=গালের (অর্থাৎ মুখের) ঘুষা (বা ঘোষা অর্থাৎ ঘোষণা), অন্নের দাতা=অন্নদাতা, প্রজাদিগের পালক=প্রজাপালক, আত্মার (নিজের) অভিমান (সম্মান-বুদ্ধি)=আত্মাভিমান। যে ক্ষণ=যখন, সে ক্ষণ=তখন, এই ক্ষণ=এখন। ব্রহ্মার মূর্ত্তি=ব্রহ্মামূর্ত্তি (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ব্রহ্মমূর্ত্তি সংস্কৃত-সমাস-সিদ্ধ); সর্পিঃকুণ্ড (প্রবোধ চন্দ্রিকা)।

১৪৩। রাজাদিগের গণ=রাজাগণ, রাজগণ।

এই সমাসে রাজা শব্দ পরে থাকিলে রাজার অন্তস্থিত আকার স্থানে নিত্য অকার হয়। যথা—জাপানের রাজা= জাপানরাজ; আফগানদিগের রাজা=আফগানরাজ। কোন

কোন স্থলে এইরূপে ব্যবহৃত রাজাশব্দ রাজশক্তি বা শাসন-প্রণালী বুঝায়। যথা—ব্রিটিস্‌-রাজ, স্বরাজ। কোন কোন স্থলে ক্ষুদ্র রাজ্য বা জমিদারি বুঝায়। যথা—বর্দ্ধমানরাজ, দ্বারভাঙ্গা-রাজ।

১৪৪। এই সমাসে প্রায়ই পরবর্ত্তী পদের অর্থ প্রধান-রূপে বুঝায়। ইহার নাম তৎপুরুষ।

সূত্র—তৎপুরুষ সমাস প্রায়ই দুটি পদে হইয়া থাকে; দুটিই বিশেষ্য, পরস্পর অন্বিত ও বিভিন্নপ্রকার। সমাসনিষ্পন্ন পদ বিশেষ্য হইয়া থাকে এবং পরবর্ত্তী পদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়। এই সমাসে পূর্ব্বপদ কর্ত্তৃকারক বা সম্বোধনপদ হয় না। যথা—ঠাকুরের পুত্র=ঠাকুরপুত্র—এখানে ঠাকুরের ও পুত্র—এই দুই পদের পরস্পর অন্বয় আছে; দুটিই বিশেষ্য; শব্দ দুটি বিভিন্ন-প্রকার—অর্থাৎ 'ঠাকুরের' সম্বন্ধ পদ এবং 'পুত্র' নামপদ (৯০ সূত্র দেখ); সমাস-নিষ্পন্ন ঠাকুরপুত্র পদটিও বিশেষ্য এবং পরবর্ত্তী পদ—পুত্রকেই প্রধানরূপে বুঝাইতেছে।

কুলিদের (জন্য) আপিস=কুলিআপিস। গোরাদের (জন্য) বাজার=গোরাবাজার। (বিঘ্ন) শান্তির (জন্য) স্বস্ত্যয়ন=শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। হিন্দুদের (পড়িবার) কলেজ=হিন্দুকলেজ। মেয়েদের (পড়িবার) স্কুল=মেয়েস্কুল। আউসের (উপযুক্ত) জমি=আউসজমি। পায়ের দ্বারা (চালিত) গাড়ি=পা-গাড়ি। টানা দ্বারা (চালিত) পাখা=টানাপাখা। ডাক (বহিবার) গাড়ি=ডাকগাড়ি। হাতের দ্বারা (ধৃত বা ক্ষিপ্ত) সূতা=

হাতসূতা। জলে (মাছের ন্যায়) জীয়ন্ত=জলজীয়ন্ত। ঘির সহিত (পাক-করা) ভাত=ঘিভাত। ঘৃতের সহিত (পক্ব) অন্ন=ঘৃতান্ন। পলের অর্থাৎ মাংসের সহিত (পক্ব) অন্ন=পলান্ন। জলে (পক্ব) সাগু=জলসাগু। দুধে (মিশান) সাগু=দুধসাগু। বিষের (নাশক) পাথর=বিষপাথর। গন্ধের (বিক্রয়ী) বণিক=গন্ধবণিক। ভাবের অর্থাৎ ধাত্বর্থের (বোধক) বিশেষ্য=ভাববিশেষ্য। খৃষ্ট দ্বারা (প্রচারিত) ধর্ম্ম=খৃষ্টধর্ম্ম। পাতালে (গামী)—বাষ্পদ্বারা (চালিত) যান=পাতালবাষ্পযান (য়ুরোপ-যাত্রী—রবীন্দ্রনাথ)। বেড়িবার (বেষ্টন করিবার) উপযুক্ত জাল=বেড়জাল; মুখের (উপর প্রদত্ত) থাবা=মুখ-থাবা (প্রেস-এক্টের মুখথাবার নীচে—রবীন্দ্র নাথ)। এই সকল স্থলে 'জন্য', 'পড়িবার', 'উপযুক্ত', 'চালিত', 'বহিবার' প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী পদগুলির লোপ হইয়াছে।

১৪৫। এইরূপ সমাসকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে। এইরূপ পানবাজার, চটকল, হাতপাখা, রান্নাঘর, মৌমাছি, মাল-গাড়ি নীলকুঠি, রেশমকুঠি, সংস্কৃতকলেজ, টিকিটঘর, সুবর্ণবণিক, পানিফল (পানফল), বরফজল, মাইলপাথর, এঞ্জিনগাড়ি, গোলাবজল, সভাপণ্ডিত, সভাকবি প্রভৃতি পদগুলিও মধ্যপদ-লোপী সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

১৪৬। কেজো (কাজের উপযুক্ত) নয়=অকেজো। সচ্ছল নয়=অসচ্ছল। এই সকল স্থলে নিষেধার্থক অব্যয়ের সহিত তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। ইহকো নিষেধ তৎপুরুষ বলে।

এইরূপ অতিষ্ঠ (তিষ্ঠ=স্থির), আকাল (১), আঘাটা। অর্থ (অভিলষিতবস্তু) নয়=অনর্থ (অশুভ, গোলমাল)—'তখন সে অনর্থ বাধাইল'।

কৰ্ম্মধারয় সমাস। (২)

১৪৭। ঠাকুর (অর্থাৎ পূজনীয়) দাদা=ঠাকুরদাদা। ঠাকুর কাকা=ঠাকুরকাকা। স্ব দল=স্বদল। দুই দিক=দুদিক। নব নূর (আলোক)=নবনূর। কালা পল্টন=কালাপল্টন।

এই সকল স্থানে বিশেষণ ও বিশেষ্যপদ সমাসের দ্বারা এক পদ হইয়াছে। এইরূপ সমাসের নাম কৰ্ম্মধারয়।

১৪৮। সূত্র—বিশেষণপদের সহিত বিশেষ্য পদের যে সমাস অথবা অভেদসম্বন্ধে একার্থবোধক দুইপদের (৩) যে সমাস তাহার নাম কৰ্ম্মধারয়। এ সমাসেও পরপদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়।

(১) সংস্কৃত 'সমস্ত' পদ 'অকাল' ও বাঙ্গালা 'সমস্ত' পদ 'আকাল' —এই দুই পদের অর্থগত প্রভেদ আছে। সংস্কৃত অকাল=শুদ্ধকাল নয়। আকাল—অত্যন্ত অভাব বুঝায়। যথা—এ বৎসর ঘোর আকাল (দুর্ভিক্ষ) পড়িয়াছে। 'হেথায় কি হাওয়ার আকাল পড়েছে।'—(মা)। দেশে আকাল হয়েছিল ;—সেই সময়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছি—(অশোক)।

(২) পাণিনিমতে তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত।

(৩) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দুয়ের অধিক পদেও এই সমাস হয়। যথা—যে সৎ, সেই চিৎ, সেই আনন্দ=সচ্চিদানন্দ।

১৪৯। কর্ম্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে বিশেষণের পর-নিপাত হয়, কোন কোন স্থলে হয় না। যথা—এক জন= জনেক। এক ক্ষণ ক্ষণেক। এক বার=বারেক। এক মাস =মাসেক। রাজা ইংরাজ=ইংরাজরাজ। বীর রাজপুত= রাজপুতবীর। তিন বছর=বছরতিন।

১৫০। সময়ে সময়ে দুই বিশেষ্য পদের অথবা দুই বিশেষণ পদেরও কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা—সাহেব-লোক, ইংরাজ-লোক, সর্ব্বস্ব-ধন, চালাক-চতুর, কাঁচা-মিঠে, অত্যুচ্চ, পিতা-ঠাকুর, মাতা-ঠাকুরাণী। এইরূপ স্থলে শেষোক্ত পদটি বিশেষ্য এবং প্রথমোক্ত পদটি বিশেষণরূপে গৃহীত হয়।

নিম্নলিখিতরূপ পদগুলি কর্ম্মধারয়-সমাস-নিষ্পন্ন ;—

কানুন্‌গো-বাবু, দাদাবাবু, মাষ্টার-মহাশয়, গুরু-মহাশয়, গুরুমশাই, পণ্ডিতজি, বাবুজি, খাঁসাহেব, বাবু-সাহেব, জজসাহেব, কালেক্টর-সাহেব, বড়লাট, লাট-সাহেব ; হেড (প্রধান) পণ্ডিত =হেড-পণ্ডিত ; এইরূপ হেড-বাবু, হেড-দারোগা, হেড আমলা, সেকেণ্ড-পণ্ডিত, থার্ড-পণ্ডিত, বাজা-ঘড়ি, পেটা-ঘড়ি, খাস-মহল, চৌকিদারি-টেক্স, সর্দ্দার-পড়ো ইত্যাদি।

১৫১। সমাস করিলে বিশেষণ 'মহৎ' শব্দের স্থানে 'মহা' হয়। যথা—মহৎ গোল=মহাগোল (১)। এইরূপ মহাঘটা, মহাকাণ্ডকারখানা, মহারাণী, মহারাজা, মহারাজাবাহাদুর।

---

(১) মহা একটা গোল উঠিল ; মহা এক বিপদ উপস্থিত—এইরূপ স্থলে মহাগোল ও মহাবিপদ একটি একটি 'সমস্ত' পদ ; পদের মধ্যে 'একটা'

১৫২। নিম্নলিখিতরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ।—মন্দ কর্ম্ম = অকর্ম্ম; মন্দ (বা অনুপযুক্ত) সময় = অসময়; মন্দ মানুষ = অমানুষ; মন্দ কাজ = অকাজ (১); অন্য মাঠ = মাঠান্তর। এইরূপ মনান্তর, দেশান্তর, দেহান্তর। এক শত = একশ; এক শতখানা = একশখানা, শতখানেক, শখানেক। এইরূপ হাজারখানেক। এক গোটা = গোটাক। দুই শত = দুশ। অন্য নাম = বেনাম। মন্দ সুর = বেসুর। এইরূপ বেগতিক, বেবন্দোবস্ত। সমান ঘর = সঘর। মন্দ গাছ = আগাছা; অনুপযুক্ত বা সামান্য ধন = আধন (কবিকঙ্কণ)। হত শ্রদ্ধা = হতশ্রদ্ধা।

উপমিত ও রূপক সমাস।

১৫৩। চাঁদের ন্যায় মুখ—চাঁদমুখ; পদ্মের ন্যায় মুখ—পদ্মমুখ। পাল্কির ন্যায় গাড়ি—পাল্কিগাড়ি। এই সকল স্থলে উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাস হইয়াছে এবং উপমেয় পদে উপমানের সাদৃশ্য বুঝাইতেছে। এইরূপ সমাসকে উপমিত সমাস বলে। এইরূপ চাঁদবদন; গজের (দাঁতের) ন্যায় দাঁত—গজদাঁত; চন্দ্রের ন্যায় পুলি (নারিকেলাদি-নির্ম্মিত পিষ্টক) = চন্দ্রপুলি; ফুলের ন্যায় (সুন্দর) বাবু = ফুলবাবু; ফুলের ন্যায়

ও 'এক' বসিয়াছে। এই সকল পদ নিপাতনে সিদ্ধ। 'একটা' ও 'এক' যথাক্রমে 'মহাগোল' ও 'মহাবিপদ' পদের বিশেষণ।

(১) এইরূপ পদ নিষেধ-তৎপুরুষ-সমাসেও সিদ্ধ হইতে পারে। যথা—কাজ (ভাল কাজ) নয় = অকাজ।

(কোমল) কুমারী—ফুলকুমারী। এইরূপ ফুলঝুরি; দাঁত (রুদ্ধ) কবাটের ন্যায়=দাঁত-কবাটি (দাঁতকপাটি)।

১৫৪। ডাঙ্গা রূপ পথ=ডাঙ্গাপথ; গাঙ্ রূপ পথ=গাঙ্-পথ; জল রূপ পথ=জলপথ; বদন রূপ চাঁদ=বদনচাঁদ; বাবাই (পুত্রাদিই) জীবন=বাবাজীবন। এইরূপ গোঁসাই-গোবিন্দ। আত্মা রূপ পুরুষ=আত্মাপুরুষ; প্রাণ রূপ পুরুষ=প্রাণপুরুষ। এই সকল স্থলে উপমান ও উপমেয়ে অভেদ কল্পনা হইয়াছে। এইরূপ সমাসকে রূপক সমাস বলে।

যাহার সহিত কোন পদের তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহার তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় বলে। উপমান ও উপমেয়ের সমাসকে উপমিত ও রূপক সমাস বলে। সাধারণধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলেই এই সমাস হয়।

উপমা বুঝাইতে তুল্য, ন্যায়, সমান, ই, রূপ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়।

১৫৫। যেখানে উপমেয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, সেখানে উপমিত সমাস এবং উপমান ও উপমেয়ে অতিসাম্য হেতু অভেদকল্পনা হইলে রূপক সমাস হয়। উপমিত ও রূপক সমাসে দুটি পদই বিশেষ্য হইয়া থাকে। উপমিত সমাসে উপমান এবং রূপক সমাসে উপমেয় বিশেষণরূপে গৃহীত হয়।

১৫৬। সাধারণ ধর্ম্মবাচক পদের সহিত উপমান পদের সমাসকে উপমান সমাস বলে। যথা—বকাধার্ম্মিক (বকধার্ম্মিক), হস্তিমূর্খ।

বহুব্রীহি।

১৫৭। সম (সমান) বয়স যাদের=সমবয়সি, সমবয়স, সমবয়স্ক। এই স্থলে সমান ও বয়স পদে সমাস হইয়াছে; কিন্তু সমাসনিষ্পন্ন পদগুলি সমানবয়সের লোকদিগকে বুঝাই-তেছে। এইরূপ সমাসের নাম বহুব্রীহি।

সূত্র—যে সকল পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়া সমাসনিষ্পন্ন পদ যদি তৎপদ-বাচ্য অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়, তবে ঐ সমাসকে বহুব্রীহি বলে। এই সমাসনিষ্পন্ন পদ বিশেষণ।

চাঁদের ন্যায় মুখ যার=চাঁদমুখ; নীল বরণ যার=নীলবরণ (স্ত্রী—নীলবরণী); অল্প বয়স যার=অল্প-বয়সী (স্ত্রী); হত (মন্দ) ভাগ (ভাগ্য) যার=হতভাগা; রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যার=শ্বাসরুদ্ধ, রুদ্ধশ্বাস; উত্তম আশা (হইয়াছিল) যাহা হইতে=উত্তমাশা (অন্তরীপ); দশ বছর (বয়স) যার=দশ-বছরে, দশবছুরে; আট হাত (পরিমাণ) যার=আটহাতি (কাপড়); বিশ গজ (পরিমাণ) যার=বিশগজি, বিশগজা; (১) এক মণ পরিমাণ যার=একমণি (পাথর); (এক) আনা কম যাহার=আনাকম (একটাকা); তিন সের পরিমাণ যার=তিনসের (চাউল); এইরূপ পাঁচগাড়ি (ইট); তিন-

(১) কেহ কেহ এই সকল পদ দ্বিগু-সমাস-সিদ্ধ বলেন। বাঙ্গালায় দ্বিগুসমাসের অস্তিত্ব-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

জাহাজ (লোক) ; দশনৌকা (ধান) ; আটভরি (সোণা) ; ছাব্বিশ-ইঞ্চি (ছাতি) ; ছয়-নম্বর (বাটী)। তিন মোহানার মিলন যেখানে=তেমোহানি ; চারি রাস্তার মিলন যেখানে= চৌরাস্তা। চারি (রাস্তার) মাথার মিলন যেখানে=চৌমাথা। এইরূপ চৌচির, চারচির ; চৌচেলা, চারচেলা। তিন পায়া যার =তেপায়া, সেপায়া ছেপায়া ; তিনটি কাঠি যাহাতে আছে= তেকাঠা ; এইরূপ দুনলা, দুনলি ; দুমুখ, দুমুখো। তিন শিরা আছে যাহাতে=তেশিরা, তেশিরে ; আট মাসে জন্মিয়াছে যে=আটাসে ; আট মাস (বয়স) যার=আটমেসে। চারি আনা পরিমাণ যার=চার-আনি ; এইরূপ দু-আনি, আট-আনি। গঙ্গার জলে (শপথ করে) যে=গঙ্গাজলে ; গঙ্গার জলে (করা যায়) যাহা=গঙ্গাজলি (শপথ) ; অন্তর্ (মধ্যে) জলের (করা যায়) যাহা=অন্তর্জলি ; পূর্ণ হইয়াছে কলা যার=পূর্ণকলা, পূর্ণকল (চন্দ্র) ; ষোল কলা যার=ষোল-কলা। (১) শোণিত স্রুত হইয়াছে যাহা হইতে=শোণিত-স্রুত (দেহ) (রবীন্দ্র নাথ)। নিয়ম-বাঁধা (যন্ত্র)-ঐ ; জাগা বা জাগের সহিত বর্ত্তমান যে=সজাগ ; বুটের (জুতার) সহিত বর্ত্তমান যাহা= সবুট (চরণ) ; ছন্ন মতি যার=মতিচ্ছন্ন। এইরূপ অল্পায়ু বা অল্পেয়ে ; বিড়ালচখো, বিড়ালচক্ষু ; উঁচু-কপালে ; ধিক্-জীবনে ; নাক-কাটা ; হাতভাঙ্গা ; পেটমোটা ; ছড়ি-হাতে ; চস্‌মা-নাকে ; কালামুখো ; কটাচখো ; তেচখো ; নামকাটা ; কপালপোড়া।

---

(১) 'চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।'—ভারতচন্দ্র।

নাই মুখ যার=নিমুখ, নিমুখো। (ভাল) আচার নয় যার=অনা-চারে। গালের (মুখের) ঘোষ (ঘোষণা) আছে যাহাতে=গালা-ঘুষা, গালঘুষো; কাণে যাহার (ঘোষ) ঘোষণা হয় অথবা কাণে ঘোষণা হয় যাহাতে=কাণাঘুষা, কাণাঘুষো; চড়া-মেজাজ; বদ-মেজাজ, বদ-মেজাজি; কমল-আঁখি। (১) এক গোঁ (চিন্তা বা কাজের ধারা) যাহার=একগুঁয়ে; এক বিষয়ে রোখ (সংকল্প) যাহার=একরোখা; নাই'কে (যাহা কিছু নয়) যে আঁক্ড়াইয়া থাকে=নেই-আঁক্ড়া; রূপের পসরা যে করে=রূপ-পসারিণী। একশত (অনেক) যে খাইয়াছে= শতেক-খাকী (শরৎ চন্দ্র); কাপড়ে মোড়া যাহা=কাপড়-মোড়া। এইরূপ গলায়দড়ে; সূতাবাঁধা; বদ্ গন্ধ যার=বদ্‌গন্ধ; শুচিবাই, শুচিবেয়ে; দেখন-হাসি; হীরা-বসান (অঙ্গুরীয়); ডায়মন-কাটা (বালা), সাতনরি; চতুর্দ্দোলা; এক-ঘরে (একঘরিয়া); ঘাড়ে-পড়া। বাক্সের মধ্যে বন্ধ করা যায় যাহা= বাক্সবন্দি; এইরূপ পেট্‌রাবন্দি। বাঘের ন্যায় (ঘুঁটিকে) বন্ধ করা যায় যে খেলাতে=বাঘবন্দি।

লাঠিতে লাঠিতে (যুদ্ধ)=লাঠালাঠি। এইরূপ হাতাহাতি; চুলোচুলি; ঘুষা-ঘুষি ও ঘুষোঘুষি; রক্তারক্তি (২)=যে যুদ্ধে পরস্পর রক্ত বাহির করে—এইরূপ পদও বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন।

(১) সংবর ওরূপ ও কমল-আঁখি।—দাশরথি রায়।

(২) যুদ্ধ বুঝাইলে এইরূপ সমাস হয়।

১৫৮। কড়ি নাই যার=নিকড়ে; বুঝ্ নাই যার=অবুঝ; সুমার (পরিমাণ) নাই যার=অসুমার; **অলক্ষণা** ও অলক্ষুণে (মেয়ে ও কথা); পয় (ভাল ভাগ্য) নাই যার=অপয়া; ঘর নাই যার=হা-ঘরে; প্রত্যাশা নাই যার=হা-প্রত্যাশ; তাল (হিসাব) নাই যার বা যাহাতে=বেতাল, বেতালা; হিসাব নাই যার=বেহিসাবি; হায়া (লজ্জা) নাই যার=বেহায়া; হেড (মাথা) যাহার ভাল নয়=বেহেড; বে-আড়া; বে-আদব (বেয়াদব); হাতের বাহির যাহা=বেহাত (অনায়ত্ত); এইরূপ বেঢপ (কুৎসিত); মন্দ সুর যাহার=বেসুর; অন্য দলে যে আছে=বেদল; মন্দ চাল যার=বেচাল; ভুল নাই যাহাতে=নির্ভুল: এইরূপ নিষ্কিন্ত (দ্বিধা-শূন্য)—(মুক্ত-ধারা); নাড়ী (নাড়ীজ্ঞান) নাই যার=আনাড়ী। (১)

সমাসনিষ্পন্ন অন্যান্য পরিবর্ত্তিত পদের ন্যায় এগুলিও নিপাতনে সিদ্ধ।

উপপদ সমাস।

১৫৯। মনকে লোভযুক্ত করে যে=মনোলোভা; গাড়ি পাল্কি চড়ে যে=গাড়ি-পাল্কি-চড়া (লোক); ঔষধ মাড়া যায় যাহাতে=ঔষধমাড়া (খল); গাছ কাটা যায় যাহার দ্বারা=গাছকাটা (অস্ত্র); দার দ্বারা কাটা হইয়াছে যাহা=দা-কাটা

(১) এইরূপ শব্দ যেগুলি বিশেষণ—সেগুলি বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন; যেগুলি বিশেষ্য—সেগুলি অব্যয়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন। অব্যয়ীভাব সমাস দেখ।

(তামাক); আধ্ (অর্দ্ধ) ফুটিয়াছে যাহা=আধ্‌ফোটা; বাজি করে যে=বাজিকর; এইরূপ কারুকর, কারিকর। এই সকল স্থলেও যে যে পদে সমাস হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য পদকে প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। তবে প্রভেদের মধ্যে—এই সকল স্থলে উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস হইয়াছে। ইহাকে উপপদ সমাস বলে।

যে সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম উপপদ। (১)

প্রাণভরা, বর্ণচোরা, ছেলেধরা, সব-হারা, ধার-করা, ভাত-মারা, ঘরভাঙ্গা, জঙ্গলকাটা, জঙ্গলকাটি (প্রজা), ঘরপোড়া, ধামাধরা, সাঁজ-ঘুমানী, পুকুরকাটা, (মজুর), পায়পড়া (লোক), গায়পড়া (লোক), পাতচাটা, পাতড়াচাটা, খড়কাটা (বঁটি) গলাকাটা (লোক); গাছকাটা; চুলকাটা, চুলছাটা (নাপিত); ছেলেধরা, হাড়ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, হাড়ভাঙ্গা (খাটুনি); ছেলেভুলান, মন-মজান, কর্ত্তাভজা, কপাল-পোড়া, জলছেঁচা, ইটগড়া, পাঁঠাকাটা (খড়্গ), ভূইফোঁড়, ঢালাইকরা (২), কলাইকরা (ডেক), লুচিভাজা (ব্রাহ্মণ), লুচিভাজা (ঘৃত),

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে যে সকল কৃদন্তপদের উপপদ ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না—সেই সকল কৃদন্তপদের উপপদের সহিত সমাসকে উপপদ সমাস বলে। সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে এই সমাস তৎপুরুষের অন্তর্গত।

(২) হেল্‌থ ভাল চিরকাল ঢালাই-করা ছাঁচ।—(হেমচন্দ্র)

লুচিভাজা (কড়া ও উনান), মাখনতোলা (দুধ), জলবেচা (পয়সা), মোট-বওয়া (ধন), কাটনা-কাটা (কড়ি ও বুড়ী) মাছমারা, ঘরপোড়া (হনুমান), বুকচেরা, বুক-ফাটা প্রভৃতি পদও উপপদ সমাস দ্বারা সিদ্ধ।

দ্বন্দ্বসমাস।

১৬০। পিতা ও মাতা=পিতামাতা ; বাপ ও মা=বাপমা ; মা ও বাপ=মাবাপ ; ভাই ও ভগিনী=ভাইভগিনী ; দিবা ও রাত্রি=দিবা-রাত্রি। নাম ও ধাম=নামধাম ; হাট ও বাজার =হাটবাজার ; মাছ ও তরকারি=মাছতরকারি ; দাস ও দাসী =দাসদাসী ; ঠাকুর ও ঠাকুরাণী (ঠাকরুণ)=ঠাকুরঠাকুরাণী (ঠাকরুণ)। এই সকল স্থলে দুই বিশেষ্যপদে সমাস হইয়াছে এবং দুই পদেরই অর্থ সমানরূপে বুঝাইতেছে। এই সমাসের নাম দ্বন্দ্ব সমাস।

সূত্র—যে সমাসের দ্বারা দুটি বিশেষ্য পদ মিলিয়া একপদ হয় এবং দুই পদেরই অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। (১)

১৬১। দ্বন্দ্বসমাসে পদগুলির মধ্যে যথাযোগ্য সংযোজক অব্যয় বসাইয়া ব্যাসবাক্য গঠন করিতে হয়। বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত দুই বিশেষণ পদেও দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া থাকে। যথা— রাম ও সীতা=রামসীতা ; সীতা ও রাম=সীতারাম ; গঙ্গা ও যমুনা=গঙ্গাযমুনা ; কাণা ও খোঁড়া=কাণাখোঁড়া ; গাড়ি ও

(১) ক্বচিৎ দুয়ের অধিক পদেরও দ্বন্দ্বসমাস দেখা যায়।

পাল্কি=গাড়িপাল্কি ; ছেলে ও মেয়ে অথবা ছেলে বা মেয়ে= ছেলেমেয়ে (১) ; কেনাবেচা ; আদানপ্রদান ; ভাল বা মন্দ= ভালমন্দ ; ন্যূন বা অধিক=ন্যূনাধিক ; কম বা বেশি=কমবেশি, কমিবেশি, কমবেশ ; হাওলাত বা বরাত=হাওলাত-বরাত ; লাভ বা অলাভ=লাভালাভ ; আশমান (আকাশ) ও জমিন= আশমানজমিন ; দিন ও রাত্রি (রাত) অথবা দন বা রাত্রি (রাত)=দিনরাত্রি, দিনরাত ; গোটাক বা দুটা=গোটাক-দুটা।

নিম্নলিখিত পদগুলিও দ্বন্দ্বসমাস দ্বারা সিদ্ধ ;—

গাড়িঘোড়া, সোদর-সোদরা, কইমাগুর, ষোললেঠা, ইট্‌সুরকি, চূণসুরকি, বৌ-ঝি (ও ঝি-বৌ), বৌ-বেটা, হরগৌরী, পথঘাট, রাজা-প্রজা, গুরুপুরোহিত, গুরুপুরুত, শ্বশুরজামাই, বাপ্‌-বেটা, জলকাদা, দিবানিশি, অহর্নিশি (২) ; কুটুম্ব-সাক্ষাৎ ; (৩) দোল-দুর্গোৎসব, কড়াক্রান্তি ; পিটাপায়স, মশামাছি, চুয়াচন্দন, দইদুধক্ষীরসর।

---

(১) ছেলেমেয়েগুলিকে যত্ন করিও—এই বাক্যে ছেলেগুলি ও মেয়েগুলি ছেলেমেয়েগুলি। 'ছেলেমেয়ে যাহা হউক, একটা হলেই বাঁচি' —এই বাক্যে ছেলে বা মেয়ে=ছেলেমেয়ে। এইরূপ—'তিনি গাড়ি-পাল্‌কি চড়িয়া বেড়ান'। 'গাড়িপাল্কি (গাড়ি বা পাল্‌কি) যাহাই হউক, এক খানা আন।'

(২) পদ্যে অহর্নিশও হয়। যথা—কেবল আমার সনে দ্বন্দ্ব অহ-র্নিশ। (ভারতচন্দ্র)

(৩) কুটুম্ব ও সাক্ষাৎ (যাহাদের সহিত সর্ব্বদা দেখা হয়)= কুটুম্বসাক্ষাৎ।

অব্যয়ীভাব।

১৬২। ঘরে ঘরে=প্রতিঘর, ঘরপ্রতি; লোকে লোকে=প্রতিলোক, লোকপ্রতি, লোকপিছু; জনে জনে=প্রতিজন, জনপ্রতি, জনপিছু; কথার সদৃশ=উপকথা; হীন দেবতা=উপদেবতা। এই সকল স্থলে সমাসনিষ্পন্ন পদে অব্যয় আছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। এই সমাসের নাম অব্যয়ীভাব।

সূত্র—যে সমাসে অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং সমাসনিষ্পন্ন পদে অব্যয় থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

নিম্নলিখিত পদগুলি অব্যয়ীভাবসমাস-নিষ্পন্ন;—মণে মণে=প্রতিমণ, মণপ্রতি, মণপিছু; ঘণ্টায় ঘণ্টায়=প্রতিঘণ্টা, ঘণ্টা-প্রতি, ঘণ্টাপিছু; জেলায় জেলায়=প্রতিজেলা; দোকানে দোকানে=প্রতিদোকান; অস্থির=সদৃশ উপাস্থি; শিরার শাখা=উপশিরা (রামগড়); সুখের অভাব=অসুখ, বিসুখ; অঙ্গের অঙ্গ বা অংশ=উপাঙ্গ; মিলের অভাব=অমিল, বেমিল, গরমিল; ভাতের অভাব=হাভাত; ঘরের অভাব=অঘর; আদায়ের অভাব=অনাদায়, গরাদায়, গর-আদায়; বন্দোবস্তের অভাব=বেবন্দোবস্ত; মানানের অভাব বা মন্দ মানান=বেমানান; এইরূপ বেগতিক; ঘাটের অভাব (যে খানে ঘাট নাই)=আঘাটা; স্বস্তির অভাব=অস্বস্তি।

নিম্নলিখিতরূপ সংস্কৃত পদসমষ্টিগুলি বাঙ্গালায় একপদরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন পদের সমষ্টি হইলেও বাঙ্গালায় উহাদিগকে সমাসনিষ্পন্ন বলিতে হইবে। যথা—সারাৎসার (সার হইতেও সার) সংস্কৃতে দুটি স্বতন্ত্র পদ, কিন্তু বাঙ্গালায় একপদরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় এটি তৎপুরুষ-সমাসনিষ্পন্ন। এইরূপ পর (শ্রেষ্ঠ) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ)=পরাৎপর ; যৎ (যাহা হইতে) পর (শ্রেষ্ঠ) নাস্তি (নাই)=যৎপরোনাস্তি।

নিম্নলিখিতরূপ স্থলসমূহে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাপদ বাঙ্গালা সমাসের দ্বারা মিলিত হইয়াছে। যথা—উৎপাদিকা-শক্তি-বলে ; পরমপূজনীয়া-শ্রীমতীমাতা-ঠাকুরাণী-শ্রীচরণকমলেষু ; পরম-পূজনীয়-শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু পিতা-ঠাকুর-মহাশয় শ্রীচরণেষু।

কোন কোন স্থলে শব্দের স্থান পরিবর্ত্তন হয় এবং শব্দের অন্যরূপ পরিবর্ত্তনও ঘটে।

প্রণামা-শতকোটি নিবেদন (মন্ত্রশক্তি)=শতকোটি প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন ; এখানে বিশেষ্য প্রণাম বিশেষণের পূর্ব্বে বসিয়াছে এবং প্রণাম স্থলে প্রণামা হইয়াছে।

প্রাতর্বাক্যে তাহাকে আশীর্ব্বাদ—(মন্ত্রশক্তি)=প্রাতঃকালে প্রয়োজ্য বাক্যে ; এইরূপ প্রাতঃপ্রণাম।

অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ (ধনুর ছিলাটিমাত্র অদ্য খাবার আছে যাহার)—অর্থাৎ নিতান্ত নিঃস্ব (বহুব্রীহি)। (অনুরূপা দেবী)।

সমাসনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল।

তৎপুরুষ।

চির [কাল] ব্যাপিয়া সুখী=চিরসুখী ; পুনঃ (আবার) উক্তি=পুনরুক্তি ; গঙ্গাকে প্রাপ্তি=গঙ্গাপ্রাপ্তি ; পদ দ্বারা আঘাত=পদাঘাত ; বাল্মীকি (কর্ত্তৃক) রচিত=বাল্মীকিরচিত ; মৎ (আমার) কর্ত্তৃক লিখিত=মল্লিখিত ; পিতা (কর্ত্তৃক) দত্ত=পিতৃদত্ত। এইরূপ মাতৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, রাজদত্ত। মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন=মেঘাচ্ছন্ন ; শ্রী দ্বারা যুক্ত=শ্রীযুক্ত ; এইরূপ শ্রীযুত ; শিরোধার্য্য (শিরঃ+ধার্য্য) ; লোকের নিমিত্ত হিতকর =লোকহিতকর ; জন্ম অবধি অন্ধ=জন্মান্ধ ; ব্যাঘ্র হইতে ভয়=ব্যাঘ্রভয় ; রাজ্য হইতে চ্যুত=রাজ্যচ্যুত ; উত্তর (পর) হইতে উত্তর (পর)=উত্তরোত্তর : প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়= প্রাণপ্রিয় ; হস্তের অঙ্গুলি=হস্তাঙ্গুলি ; হংসের ডিম্ব=হংসডিম্ব (১) ; বিশ্বের মিত্র=বিশ্বামিত্র ; ভ্রাতার গণ=ভ্রাতৃগণ ; এইরূপ রাজগণ, সন্ন্যাসিগণ ; ভ্রাতার পুত্র=ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ; (২) বাচ্ (=বাক্)—তাহার পতি=বাচস্পতি (২) ধাতুর অর্থ=ধাত্বর্থ;

---

(১) বার্ত্তিককার বলেন—অণ্ডাদিপদের সহিত সমাস হইলে কুক্কুটী প্রভৃতিপদের পুংবদ্ভাব হয় অর্থাৎ অন্তস্থিত স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ হইয়া কুক্কুটাণ্ড প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু মহাভাষ্যমতে কুক্কুটের অণ্ড=কুক্কুটাণ্ড ; কুক্কুট=কুক্কুটজাতি ; সুতরাং কুক্কুটপদদ্বারা কুক্কুটীও বুঝায়। এইরূপ হংসডিম্ব।

(২) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অলুক সমাস।

হস্তীর দন্ত=হস্তিদন্ত ; গুণীর গণ=গুণিগণ ; বিদ্বানের গণ= বিদ্বদ্‌গণ ; বিদ্যুতের আলোক=বিদ্যুদালোক ; পথের রাজা (প্রধান)=রাজপথ ; বিদেহের রাজা=বিদেহরাজ ; জগতের ঈশ্বর=জগদীশ্বর ; রাজার ধানী (বাসস্থান)=রাজধানী ; রাত্রির অর্দ্ধ=অর্দ্ধরাত্র ; রাত্রির মধ্য=মধ্যরাত্র ; অহঃ (দিবস) তাহার মধ্য=মধ্যাহ্ন ; এইরূপ পূর্ব্বাহ্ন, ; অপরাহ্ণ ; সায়াহ্ন ; শ্বঃ (=আগামী কল্য) তাহার পর (দিন)=পরশ্ব ; পিতাতে (পিতার প্রতি) ভক্তি= পিতৃভক্তি ; রৌদ্রে পক্ব=রৌদ্রপক্ব ; ভঙ্গে প্রবণ=ভঙ্গপ্রবণ ; নরের মধ্যে অধম=নরাধম ; পুরুষের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম। আমিষ নয়=নিরামিষ ; অতি দূর নয়= নাতিদূর, অনতিদূর ; কাল (শুদ্ধ কাল) নয়=অকাল ; এইরূপ অনুচিত, অনাচার, অধীর, অস্থির ; অতি শীতোষ্ণ নয়=নাতি-শীতোষ্ণ।

উপপদ :—কুম্ভ করে যে=কুম্ভকার ; গৃহে থাকে যে= গৃহস্থ ; জলে চরে যে=জলচর ; প্রভা করে যে=প্রভাকর ; পঙ্কে জন্মে যাহা=পঙ্কজ ; মনে জন্মে যে=মনসিজ ; খে (আকাশে) চরে যে—খেচর ; বিমৃষ্য (=বিবেচনা করিয়া) কাজ করে যে=বিমৃষ্যকারী (বিমৃষ্যকারী নয়=অবিমৃষ্যকারী) ; কিছু করে যাহা (=কোন কাজে লাগে)=কিঞ্চিৎকর (কিঞ্চিৎকর নয়=অকিঞ্চিৎকর)। ভূ অর্থাৎ ভূমির উপর চরে যে=ভূচর।

নাই কিঞ্চন (কিছু) যাহার=অকিঞ্চন ; নাই কুতঃ

(কোথায় বা কোথা হইতে) ভয় যাহার=অকুতোভয়। (এই পদগুলি পাণিনিমতে তৎপুরুষসমাসসিদ্ধ)।

কর্ম্মধারয়।

পরম ঈশ্বর=পরমেশ্বর ; গুণী জন=গুণিজন ; ক্ষুদ্রা নদী= ক্ষুদ্রনদী ; মহান্ (১) দেশ=মহাদেশ ; মহৎ নগর=মহানগর ; মহান্ রাজা=মহারাজ ; মহতী রাজ্ঞী=মহারাজ্ঞী ; মহান্ জন=মহাজন ; বি (ভিন্ন) দেশ=বিদেশ ; রাজা অথচ ঋষি=রাজর্ষি ; দেব অথচ ঋষি=দেবর্ষি ; (প্রথমে) সুপ্ত (পরে) উত্থিত=সুপ্তোত্থিত ; সমান জাতি=সজাতি ; কুৎসিত পুরুষ= কাপুরুষ ; কু আচার=কদাচার। হৃষ্ট অথচ পুষ্ট=হৃষ্টপুষ্ট ; জীবন্ (=জীবিত) হইয়াও মৃত=জীবন্মৃত ; পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ=পণ্ডিতমূর্খ। (এই সকল স্থলে প্রকৃত ব্যাস বাক্য—যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট ইত্যাদি)। এইরূপ শীতোষ্ণ। দশ অহঃ— দশাহ ; পুণ্য অহঃ=পুণ্যাহ ; অবশ্যম্ (নিশ্চয়) ভাবী= অবশ্যম্ভাবী ; এক অধিক দশ=একাদশ ; ষট্ অধিক দশ= ষোড়শ।

মুখ চন্দ্র প্রায় অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায়=মুখচন্দ্র—উপমিত সমাস ; কারণ এখানে উপমিত 'মুখের' অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। যথা—মুখচন্দ্র চুম্বন করিল। এইরূপ নরসিংহ, পাদপদ্ম।

---

(১) সংস্কৃতে মহৎ শব্দের পুংলিঙ্গে 'মহান্' হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় করিয়া 'মহতী' হয়। বাঙ্গলাতেও এই দুই পদ কচিৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—'বিশ্ব সংসারের মহান্ স্রষ্টা নিশ্চয়ই অবিচার করেন না।'

ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম=ঘনশ্যাম ; শশের (শশকের) ন্যায় ব্যস্ত=শশব্যস্ত। (উপমান সমাস)

মুখরূপ চন্দ্র=মুখচন্দ্র—রূপক সমাস ; কারণ এখানে উপমান চন্দ্রের অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে ; এবং উপমান ও উপমেয়ে অভেদ কল্পনা করা হইতেছে। এইরূপ প্রস্ফুটিত মুখকমল ; প্রস্ফুটিত হওয়া কমলেরই সম্ভবে। সুতরাং উপমান কমলের অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। এইরূপ বিদ্যাধন, দেহলতা, শোকানল, জ্ঞানালোক।

দ্বিগু।

পূর্ব্বপদ সংখ্যাবাচক হইলে তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ পরে বা সমাহার অর্থ বুঝাইলে যে সমাস হয় তাহার নাম দ্বিগু। যথা—পঞ্চহস্ত প্রমাণ যার=পঞ্চহস্ত-প্রমাণ। এখানে পূর্ব্বপদ সংখ্যা-বাচক ; প্রমাণ—এই উত্তরপদ পরে আছে ; পঞ্চ ও হস্ত এই দুই পদের দ্বিগুসমাস হইল। পঞ্চবটের সমাহার=পঞ্চবটী ; ত্রি (তিন) লোকের সমাহার=ত্রিলোকী ; ত্রি ভুবনের সমাহার=ত্রিভুবন। এইরূপ ত্রিজগৎ, চতুষ্পথ, সপ্তাহ, শতাব্দী, চতুষ্পদী।

বহুব্রীহি।

সু (সুন্দর) শীল (স্বভাব) যাহার=সুশীল। শীর্ণ কলেবর যাহার= শীর্ণকলেবর। অসতী বুদ্ধি যাহার=অসদ্‌বুদ্ধি। জিত ইন্দ্রিয় যাহার কর্ত্তৃক=জিতেন্দ্রিয় ; মহান্ আশয় যাহার=মহাশয় ; অন্যবিষয়ে মন যাহার=অন্যমনস্ক ; নাই অর্থ যাহার (বা যাহাতে)=অনর্থক ; স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান যে=

সস্ত্রীক ; বিনয় পূর্ব্বে আছে যাহাতে=বিনয়পূর্ব্বক ; এইরূপ প্রণামপুরঃসর ; বিনয়সহকারে ; সমান গোত্র যাহার=সগোত্র ; এইরূপ সপিণ্ড, সহোদর, সোদর ; সমান পতি যাহার=সপত্নী ; স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার=স্থিরপ্রতিজ্ঞ ; ঊর্ণা নাভিতে যাহার= ঊর্ণনাভ ; সু (ভাল) গন্ধ যাহার=সুগন্ধি (পুষ্প), সুগন্ধ (বায়ু)। (যেখানে গন্ধ নিজের, দ্রব্যান্তরের নহে, সেখানে সুগন্ধি হইবে) (১)। পদ্মের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার=পদ্মগন্ধি, পদ্মগন্ধ ; সু (ভাল) হৃৎ (হৃদয়) যাহার=সুহৃদ্ ; অদ্য অবধি (=আদি সীমা) যার=অদ্যাবধি। পূর্ণিমা পর্য্যন্ত (=শেষ সীমা) যার=পূর্ণিমাপর্য্যন্ত। রজত আদি যার=রজতাদি (রজত ও তাহার অপেক্ষা হীন ধাতু)। বি (বিপরীত) গুণ যার =বিগুণ। আদি নাই যাহার=অনাদি ; এইরূপ অনন্ত, অজ্ঞান ; ধন নাই যাহার=নির্ধন ; দ্বিতীয় নাই যাহার=অদ্বিতীয়। দিক্ অম্বর যাহার=দিগম্বর ; বিভক্তি অন্তে যাহার=বিভক্ত্যন্ত ; কৃৎ অন্তে যাহার—কৃদন্ত ; কর্ত্তা বাচ্য (উদ্দিষ্ট=প্রত্যয়দ্বারা উক্ত) যাহাতে=কর্ত্তৃবাচ্য ; কর্ম্ম বাচ্য যাহাতে=কর্ম্মবাচ্য ; ভাব (=ধাত্বর্থ) বাচ্য যাহাতে=ভাববাচ্য ; শুষ্ক কণ্ঠ ও অধর যাহার =শুষ্ককণ্ঠাধর ; কৃত (লব্ধ) হইয়াছে বিদ্যা যাহার কর্ত্তৃক= কৃতবিদ্য (লব্ধবিদ্য) ; এইরূপ কৃতাঞ্জলি, কৃতকর্ম্মা (২) ; অন্য

(১) কোন মতে 'সুগন্ধি' বায়ু এবং 'সুগন্ধ' বায়ু—উভয়ই সিদ্ধ। এইরূপ দুর্গন্ধি, দুর্গন্ধ। "পিতলের প্রদীপে সুগন্ধি বাতি জ্বলিতেছে।' (পদ্মিনী)

(২) চলিত কথায় করিত-কর্ম্মা।

(বিষয়ে) মন নাই যাহার=অনন্যমনা ; কিম্=(কুৎসিত) আকার যাহার=কদাকার ; সদা গতি যাহার=সদাগতি ; ত্রি (তিন) হইয়াছে পদ (কবিতার চরণ) যাহাতে=ত্রিপদী ; এইরূপ চতুষ্পাদী ; চতুর্ (চারি) পদ যাহার=চতুষ্পদ ; চতুর্ ভুজ যাহার=চতুর্ভুজ ; সম (সমান) শীতোষ্ণ (শীত ও উষ্ণ) যেখানে=সমশীতোষ্ণ ; অতি (অধিক) শীতোষ্ণ নয় যেখানে= নাতিশীতোষ্ণ। নাই পাপ যাহার বা যাহাতে=নিষ্পাপ, অপাপ ; নাই আমিষ যাহাতে=নিরামিষ ; চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার= চন্দ্রমুখ ; পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার=পুণ্ডরীকাক্ষ ; প্রোষিত (বিদেশগত) ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর)=প্রোষিতভর্ত্তৃকা ; নদী মাতা যাহার (যে দেশের)=নদীমাতৃক। সমান পতি যাহার =সপত্নী ; বীর পতি যাহার=বীরপত্নী। কিঞ্চিৎ (কিছু কাজ) করিতে পারে না যে=অকিঞ্চিৎকর ; এইরূপ অকৃতকীর্ত্তি। ন (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে অনর্থক (বিশেষণ পদ বা ক্রিয়ার বিশেষণ) ; নির (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহার বা যাহাতে=নিরর্থক ; (সমান বা ভাল) ঘর (কুল) নয় যাহার= অঘর।

দ্বন্দ্ব।

ফল ও পুষ্প=ফলপুষ্প ; পান ও ভোজন=পানভোজন ; খাদ্য ও অখাদ্য=খাদ্যাখাদ্য ; পশু ও পক্ষী ও কীট ও পতঙ্গ পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম=ধর্ম্মাধর্ম্ম ; হিত ও অহিত

=হিতাহিত ; সৎ ও অসৎ=সদসৎ ; কৃত ও অকৃত=কৃতাকৃত ; অহঃ ও রাত্রি=অহোরাত্র ; মাতা ও পিতা=মাতাপিতা ; বধূ ও বর=বধূবর ; জায়া ও পতি=দম্পতি ; স্ত্রী ও পুরুষ=স্ত্রীপুরুষ ; শত্রু ও মিত্র=শত্রুমিত্র ; কুশ ও লব=কুশীলব ; কায় ও মনঃ ও বাক্য=কায়মনোবাক্য ; শীত ও উষ্ণ=শীতোষ্ণ।

অব্যয়ীভাব।

[সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সমীপতা, সাদৃশ্য, পৌনঃপুন্য, অভাব, অতিক্রম না করা (অনুসারে), পর্য্যন্ত, বাহির (অগোচরতা), যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে এবং বিভক্তির অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।] যথা—কূলের সমীপে=উপকূল ; অক্ষির (চক্ষুর) সমীপে=সমক্ষ, অক্ষির প্রতি (অভিমুখে)=প্রত্যক্ষ। গঙ্গার সমীপে=অনুগঙ্গ ; দ্বীপের সদৃশ=উপদ্বীপ ; বনের সদৃশ=উপবন। দিনে দিনে=প্রতিদিন, অনুদিন ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে=প্রতিমুহূর্ত্ত ; গৃহে গৃহে=প্রতিগৃহ। বিঘ্নের অভাব=নির্ব্বিঘ্ন ; আপদের অভাব=নিরাপদ ; ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ। জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ জ্ঞান অনুসারে)=যথাজ্ঞান ; এইরূপ যথাবিধি, যথাশক্তি, যথাসাধ্য, যথেচ্ছ, যথেষ্ট। কণ্ঠ পর্য্যন্ত=আকণ্ঠ। এইরূপ আজানু, আসমুদ্র। জীবন পর্য্যন্ত=যাবজ্জীবন। অক্ষির পর (বাহির)=পরোক্ষ। আত্মাকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ আত্মা-সম্বন্ধীয়=অধ্যাত্ম। পাদ হইতে

আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত=আপাদমস্তক; আদ্য হইতে উপান্ত (শেষ) পর্য্যন্ত=আদ্যোপান্ত। ঊষায় (বিভক্তির অর্থে) =প্রত্যূষ। দক্ষিণকে প্রগত=প্রদক্ষিণ। ভূমির সমত্ব=সমভূমি।

নিত্যসমাস।

অন্য গৃহ=গৃহান্তর; অন্য দেহ দেহান্তর। সেই মাত্র= তন্মাত্র; এইরূপ চিন্মাত্র, কলামাত্র। শৃঙ্খলাকে উৎক্রান্ত= উচ্ছৃঙ্খল। এইরূপ উন্নিদ্র।

সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষা হইতেও কতকগুলি সমাসনিষ্পন্ন পদ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রদত্ত হইল। মুন্সির দপ্তর (১)=মুন্সিদপ্তর। এইরূপ নাজিরদপ্তর (২)। নবাব-মহাল; খাস (নিজ অধিকারভুক্ত) মহাল=খাসমহাল। ইজারা (দেওয়া) মহাল=ইজারামহাল। রাজির নামা (লিখন)=রাজিনামা। এইরূপ ওকালতনামা, মোক্তারনামা; আমলের (অধিকারের) নামা=আমল-নামা। ঘাসের জমা=ঘাসজমা। জমা ও খরচ=জমাখরচ। বদ্ (মন্দ) হজম=বদহজম। হক্ নয়=নাহক। হাই (প্রধান) কোর্ট (বিচারালয়)=হাইকোর্ট। রাইটিংএর্ (লিখিবার) বাক্স=রাইটিং

(১) দপ্তর=দফ্তর=হিসাবের কাগজ পত্র। বাঙ্গালায় সাধারণ কাগজ পত্রের পুঁটুলি এবং কার্য্যালয় বুঝায়।

(২) নজর=দৃষ্টি; নাজির=যে দৃষ্টি রাখে=পরিদর্শক; তাহার দপ্তর (আপিস)।

বাক্স। মেলের (ডাকের) ট্রেন=মেলট্রেন। পোষ্টের (ডাকের) আপিস্=পোষ্টাপিস্। টেক্স (আদায়ের) আপিস্=টেক্স-আপিস্। পোষ্টের মাষ্টার (কর্ত্তা)=পোষ্টমাষ্টার। এইরূপ ষ্টেশনমাষ্টার, টিকিট-মাষ্টার। স্কুলের মাষ্টার (শিক্ষক)=স্কুলমাষ্টার; হেড (প্রধান) মাষ্টার=হেডমাষ্টার; এইরূপ সেকেণ্ড-মাষ্টার, থার্ড-মাষ্টার (এগুলি ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝায়; সুতরাং 'সমস্ত' পদ)। এইরূপ হেড আপিষ=হেডাপিষ; রেলআপিষ; ট্রাম-আপিষ, ট্রামওয়ে-আপিষ; রেল-লাইন, ট্রাম-লাইন; টেলিগ্রাফ-পোষ্ট। পোষ্টের (ডাকের) কার্ড=পোষ্টকার্ড; ষ্ট্যাম্পের ভেণ্ডার (বিক্রেতা)=ষ্ট্যাম্পভেণ্ডার। কেনালের (পার্শ্বস্থিত) রোড=কেনালরোড। কুইনাইনের মিক্শ্চার (মিশ্র)=কুইনাইন-মিক্শ্চার। ক্যাষ্টরের (রেড়ির) অয়েল=ক্যাষ্টার-অয়েল। ইষ্টিলের (ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত) পেন=ইষ্টিলপেন। আয়রণের (লৌহের=লৌহনির্ম্মিত) চেষ্ট=আয়রণ-চেষ্ট। উডের (কাষ্ঠের=কাষ্ঠে নির্ম্মিত) পেন্সিল=উডপেন্সিল। শ্লেটের (শ্লেটে লিখিবার) পেন্সিল=শ্লেট-পেন্সিল। ক্যাশের (টাকার অর্থাৎ টাকা রাখিবার) বাক্স=ক্যাশ-বাক্স। মাজিষ্টারের ডেপুটি (সহকারী)=ডেপুটিমাজিষ্টার। জজের অধীন (বিচারক)=সবজজ। গবর্ণমেণ্টের হাউস (বাটী)=গবর্ণমেণ্ট-হাউস। টেবিল ও চেয়ার=টেবিলচেয়ার। ফুট (পদ) দ্বারা [চালিত হয়] বল (গোলা) যাহাতে=ফুটবল; কালা পানি (জল) যাহাতে=কালাপানি (সমুদ্র)। আলি (উচ্চ) মেজাজ (স্বভাব) যার= আলি-মেজাজ; এইরূপ বদ-মেজাজ, বদমেজাজি; বে-আক্কেল; বে আরাম=বেয়ারাম, ব্যারাম; বে (বিহীন)+ইমান (ধর্ম্ম)=বেইমান; বে (বিহীন)+কার (কর্ম্ম) যে=বেকার; এইরূপ বেহায়া, বে-হোশ (বেহুঁশ); বেপরোয়া; বে-আদব (বেয়াদব)। দিল (হৃদয়) দরিয়ার (সমুদ্রের)

ন্যায় [প্রশস্ত] যাহার=দিলদরিয়া ; দিল (হৃদয়) দরাজ (প্রশস্ত) যাহার=দিলদরাজ। চশম্ (চক্ষু =দৃষ্টি) খোর (যে খাইয়াছে)=চশম্-খোর (যাহার চক্ষুলজ্জা নাই)। নিমকহারাম=নিমক খাইয়া যে অবৈধ আচরণ করে অর্থাৎ কৃতঘ্ন। বদ (মন্দ) মাশ (জীবিকা) যাহার= বদমাশ, বদমাইশ ; রাজি নয় যে=নারাজ ; চারা (উপায়) নাই যার= নাচার, বেচারা ; হাজির নয় যে=গরহাজির। মালের সহিত যে= বমাল। এইরূপ অন্যের কলমে (অন্যের দ্বারা) লিখিত=বকলম। হুকুম অনুসারে কাজ করে=হুকুমবরদার। আশমান্ (আকাশ) ও জমিন= আশমান-জমিন ইত্যাদি।

পুনরুক্তি।

১৬৩। **লোকজন, জমিজমা, ঘরবাড়ী, কোটাভিটা, টাকা-কড়ি, কথাবার্ত্তা, সাজসজ্জা, সাজসরঞ্জাম, বন্ধুবান্ধব, লজ্জাসরম, ঘেন্না-পিত্তি (শ্রীকান্ত) [ঘৃণা ও পিত্ত একার্থক না হইলেও প্রায় সমার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।], বিদেশ-বিভূঁয়ে (বিভূমিতে), কাগজ-পত্র। নড়্ চড়্ (ভাব বিশেষ্যের পুনরুক্তি) ; এইরূপ মার-ধোর (মার-ধর), চড়-চাপড়, কান্না-কাটি প্রভৃতি পদগুলি সমাসনিষ্পন্ন হইলেও পুনরুক্তি-গঠিত মাত্র।**

পাড়াপড়শী (পাড়ার পড়শী অর্থাৎ প্রতিবেশী) প্রভৃতি পদে অর্থগত পুনরুক্তি থাকিলেও ঐগুলি তৎপুরুষসমাসনিষ্পন্ন।

তদ্ধিত-প্রত্যয়। (১)

১৬৪। **কতকগুলি শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতক-**

---

(১) সংস্কৃত তৎ+হিত=তদ্ধিত। তৎ=শব্দ ; হিত=সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রকাশক।

গুলি প্রত্যয় হয়। এই শব্দ-প্রত্যয়-যোগে এক একটি নূতন শব্দ উৎপন্ন হয়। তাহাদের উত্তর বিভক্তি বসে। এই সকল প্রত্যয়ের সাধারণ নাম তদ্ধিত।

তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পান্ন কতকগুলি পদ—বিশেষ্য ; কতকগুলি —বিশেষণ। আবার এই সকল তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ অন্য তদ্ধিতযোগে যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়া থাকে। বিশেষ্য যথা—চা + দানি = চাদানি ; পণ্ডিত + ই = পণ্ডিতি। বিশেষণ যথা—পত্তন + ই = পত্তনি, পোষাক + ই = পোষাকি। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ যথা—চাদানি + ওয়ালা = চাদানি-ওয়ালা ; পত্তনি + দার = পত্তনিদার। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য যথা—পত্তনিদার + ই = পত্তনিদারি।

অর্থ অনুসারে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষ্য ও বিশেষণ নির্ণয় করিতে হয়। ভাবার্থ-তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দমাত্রই বিশেষ্য।

১৬৫। তদ্ধিত প্রত্যয় অনেক। সাধারণতঃ বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির ব্যবহার দেখা যায়।

১৬৬। তদ্ধিত প্রত্যয় হইল 'দুই' শব্দের স্থানে বিকল্পে 'দো', 'তিন' শব্দের স্থানে 'তে', 'চারি' শব্দের স্থানে 'চৌ', 'ছয়' শব্দের স্থানে 'ছ', এবং 'নয়' শব্দের স্থানে 'ন' হয়।

১৬৭। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে শব্দের অন্যরূপ অনেক পরি-বর্ত্তন হইয়া থাকে। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

১৬৮। যে যে শব্দের উত্তর যে যে প্রত্যয় হয় তাহা প্রয়োগ অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়।

(ক) একাধিক সংখ্যা বুঝাইতে শব্দের উত্তর 'গুলি' 'গুলা' ও 'দিগর' প্রত্যয় হয়। যথা—শিশুগুলি, গাছগুলা, গরুগুলা, কাঠগুলা, হিন্দুদিগের। এই সকল প্রত্যয় বহুবচনের অর্থ বুঝায়। সাধারণতঃ অনাদর বুঝাইলে 'গুলা' প্রত্যয় হয়। তবে স্নেহ ও আদর বুঝাইতেও কোন কোন স্থলে 'গুলা' এবং অন্যত্র 'গুলি' প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ হয়। চলিত কথায় গুলার স্থানে গুলোও হয়।

অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর প্রায়ই দিগর প্রত্যয় হয় না। (১)

(খ) উৎপন্ন, সম্বন্ধীয়, আগত—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে 'ঈয়' প্রত্যয় হয়। যথা—ভারতে উৎপন্ন বা ভারতসম্বন্ধীয়—ভারতীয়। এইরূপ ইউরোপীয়, ইংলণ্ডীয়, রোমীয়। খৃষ্ট—খৃষ্টীয়। কল—কলীয় (রবীন্দ্রনাথ)।

---

(১) 'দিগর' একটি পারসি শব্দ। বাঙ্গালায় 'দিগর' (ও তদুৎপন্ন 'দের') পূর্ব্বে বিশেষ্যের ন্যায়ই ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদের যোগে 'র' বিভক্তি হইত। যথা—'আমার দের,' 'গুরু-জনের দের,' 'তত্ত্বজ্ঞানীর দের,' 'গুণবানের দেরি গুণবৃন্তেতে প্রীতি হয়।' (প্রবোধ চন্দ্রিকা)। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যে এরূপ প্রয়োগ অনেক দেখা যায়। এখনও সরকারি আপিস আদালতে 'দিগর' প্রত্যয়ান্ত পদ যথেষ্ট দেখা যায়। আরও 'প্রাণিগণের' লিখিতে এখন 'ন'কারে যুক্ত 'ই' হ্রস্ব লিখিত হয়। কারণ 'প্রাণিগণ' সংস্কৃত 'সমস্ত' পদ; কিন্তু 'প্রাণীদিগের' লিখিতে উক্ত 'ঈ'কার হ্রস্ব করিতে হয় না। কারণ 'প্রাণীদিগের'—সংস্কৃত 'সমস্ত' পদ নয়। ইহাও প্রমাণ করে যে 'দিগর' সংস্কৃত শব্দ নহে, ভিন্ন ভাষার একটি শব্দ। ইহা এখন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (কর্ত্তাকারক প্রকরণ দেখ)।

(গ) উৎপন্ন, আগত, সম্বন্ধীয়, নির্ম্মিত, প্রচলিত, ব্যবহৃত, বিশিষ্ট, যোগ্য, নির্দ্দিষ্ট, দক্ষ ইত্যাদি অর্থে এবং ভাব, পদ, কার্য্য, ব্যবসায়, জীবিকা, নির্দ্দেশ ইত্যাদি বুঝাইতে 'ই' বা 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—হিন্দুস্থানে উৎপন্ন বা হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয় বা হিন্দুস্থানে প্রচলিত—হিন্দুস্থানি ; এইরূপ মণিপুরি, উদয়পুরি (ও উদিপুরি, স্ত্রীলিঙ্গে উদিপুরী), আরবি, কাবুলি, বর্ম্মি, বেহারি, বাঙ্গালি, বিলাতি, কাশ্মীরি, কটকি, (২) পাটনাই ; পঞ্জাবি (লোক ও জামা) ; চালান সম্বন্ধীয়—চালানি [কাজ] ; মানোয়ার (=যুদ্ধজাহাজ) সম্বন্ধীয় বা তাহা হইতে আগত—মানোয়ারি [গোরা] ; সরকার (রাজা, প্রভু বা সর্ব্বসাধারণ) সম্বন্ধীয়—সরকারি ; পত্তন—পত্তনি [তালুক বা স্বত্ব] ; মোগল সম্বন্ধীয়—মোগলাই ; নালিশে নির্দ্দিষ্ট—নালিশি ; নিলামের জন্য নির্দ্দিষ্ট—নিলামি [জমি]। এইরূপ পোষাকি। ঢাকায় উৎপন্ন বা ঢাকা হইতে আগত—ঢাকাই ; এইরূপ আসামি, গুজরাটি, মারাট্টি বা মারাঠি, বেনারসি। সুদে খাটান যায়—সুদি [টাকা] ; হিসাব করিয়া চলে বা হিসাবে দক্ষ—হিসাবি ; এইরূপ আলাপি, ধ্রুপদি। রেশমে নির্ম্মিত—রেশমি ; এইরূপ পশমি, সূতি। পণ্ডিতের কার্য্য, ব্যবসায় বা পদ—পণ্ডিতি ; এইরূপ মাষ্টারি, কবিরাজি, উকিলি, দেওয়ানি, ডাক্তারি, মজুরি, চাকরি।

(২) প্রত্যয়টি 'ঈ'কার হইলে হিন্দুস্থানী, মণিপুরী, সরকারী ইত্যাদিরূপ ঈকারান্ত শব্দ উৎপন্ন হয়।

এই 'ই' বা 'ঈ' প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়।

যজমানের কার্য্য করাই ব্যবসায়—যজমানি ; মালা গাঁথা বা বেচা যার ব্যবসায়—মালী ; ঢাল লইয়া যুদ্ধ যাহার জীবিকা—ঢালি ; মুন্সেফের পদ, কার্য্য বা আদালত বা তৎসম্বন্ধীয়—মুন্সেফি ; নবাবের ভাব, কার্য্য বা পদ—নবাবি ; সাহেবের ভাব, চাল বা সাহেব-সম্বন্ধীয়—সাহেবি ; এইরূপ আমিরি, বাহাদুরি, শয়তানি, চালাকি। ধড়িবাজের ভাব—ধড়িবাজি ; এইরূপ ফন্দিবাজি ; গলা বাজাইয়া (গলার স্বর উচ্চ করিয়া) বলার ভাব—গলাবাজি ; চালবাজি। মোড়লি ; দরদি (ও দরদিয়া) ; কাজি ; রঙ্গি ; সরফরাজি ও সাউখোড়ি (প্রায়ই একার্থক) ; পালোয়ানি ; ভার (অধিক) আছে যার—ভারি ; বয়স আছে যার (বয়স বিশিষ্ট)—বয়সী (ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ), অল্পবয়সী, সমবয়সী। অধিক রাগ যার রাগি ; এইরূপ দামি ; ভার বহে যে—ভারি। জমিদারের ভাব, কার্য্য বা সম্পত্তি, অথবা তৎসম্বন্ধীয়—জমিদারি। এইরূপ তালুকদারি, গাঁতিদারি। বাদশাহ বা বাদশা সম্বন্ধীয় অথবা তাঁহার কার্য্য, ভাব বা রাজ্য—বাদশাহি, বাদশাই। বড়র ভাব —বড়াই ; এইরূপ বামনাই ; খাড়াই, লম্বাই, চৌড়াই ; আড়ি =(আড় বা গোপন হইবার ভাব) ; পুষ্ট—পোষ্টাই ; চড়া (ঊর্দ্ধ)—চড়াই ; মিঠা (মিষ্ট) সম্বন্ধীয়—মিঠাই। ঢোল যাহার জীবিকা—ঢুলি ; এইরূপ ঢাকি। ভাণ্ডার বা ভাঁড়ার যাহার জীবিকা বা অধিকৃত—ভাণ্ডারি বা ভাঁড়ারি। এইরূপ দোকানি। আগত অর্থে—উপরি (লোক ও লাভ) ; বদলে দত্ত

বা গৃহীত—বদলি। একমাত্র (নির্দ্দেশ-অর্থে)—একই; এইরূপ দুই-ই (এখন অনুমতি নেওয়া-না-নেওয়া দুই ই সমান—শরৎ চন্দ্র), পাঁচই, একটিই। জাহাজ সম্বন্ধীয় বা জাহাজে আগত—জাহাজি; দাগ যাহার বা যাহাতে আছে—দাগি। বাঁধা (যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে)—বাঁধি (নিয়ম); বেয়াদবের কার্য্য বা ভাব—বেয়াদবি। সাফ (নির্দ্দোষ) হইবার জন্য ব্যবহৃত—সাফাই; দেশ—দেশি (ও দিশি); মুসলমান—মুসলমানি।

ক্ষুদ্র অর্থেও এই প্রত্যয় হয়। যথা—হাঁড়া—হাঁড়ি; কাঠ—কাঠি। ডালা—ডালি।

(ঘ) জীবিকা ও প্রকার বুঝাইতে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'রি' প্রত্যয় হয়। যথা—ভিখারি (১), কাঁসারি, জুয়ারি, মাঝারি, গাটুরি (গাঁইট বা গাঁটের মত)।

(ঙ) পরিমাণ, পরিণাম ও যোগ্যতা অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'সই' প্রত্যয় হয়। যথা—বুকসই, গলাসই, মাথাসই, জলসই, মাটিসই। যোগ্যতা-অর্থে—অপছন্দসই (পছন্দ করিবার যোগ্য নয়—অনুরূপা দেবী); প্রমাণসই, মানানসই; টেকাঁর যোগ্য—টেঁকসই (টঁ্যাকসই)।

(চ) পরিমাণ, সময় বা ক্ষণ বুঝাইতে 'মাত্র' প্রত্যয় হয়। যথা—গুঁড়ামাত্র, একফোঁটামাত্র, একঘণ্টামাত্র, এইমাত্র, বলিবামাত্র, বলামাত্র; একটাকামাত্র, একটিমাত্র।

(১) ভিক্ষা শব্দের স্থানে 'ভিখা' আদেশ হইয়াছে।

(ছ) যে যুদ্ধ করে তাহাকে বুঝাইতে কোন কোন অস্ত্র-বাচক শব্দের উত্তর 'ন্দাজ' প্রত্যয় হয়। যথা—তীরন্দাজ, গোলন্দাজ।

(জ) ব্যাপ্তি, পূর্ণতা ও আবরণ অর্থে 'ময়' ও 'হায়' প্রত্যয় হয়। যথা—ঘরময়, রাজ্যময়, বাড়ীময়, দেশময়, রাস্তাময়, পথময়, জলময় (ও জলম্ময়), কাদাময়; দেশহায়; মুলুকময়, মুলুকহায়। এইরূপ গ্রামহায়, বাঙ্গালাহায়।

বহুত্ব বুঝাইতেও সময়ে সময়ে 'হায়' প্রত্যয় হয়। যথা—প্রজাহায়।

(ঝ) সর্ব্বনাম যাহা, তাহা, ইহা, উহা ও কি শব্দের উত্তর 'সময়' অর্থে 'বে' ও 'খন' প্রত্যয় হয়; 'স্থান' অর্থে 'থা' ও 'খান'; 'পরিমাণ' অর্থে 'ত' (তো) এবং প্রকার অর্থে 'মন' প্রত্যয় হয়। (১) যথা—

যাহা—যবে, যখন, যথা, (২) যেখান, যত (যতো), যেমন।
তাহা—তবে, তখন, তথা, সেখান, তত (ততো), তেমন।
ইহা—এবে, এখন, এথা (হেথা, হেতা), এখান, এত (এতো), এমন।

(১) এই 'খন' ও 'খান'—যথাক্রমে 'ক্ষণ' ও 'স্থান' শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালায় প্রত্যয় হইয়াছে।

(২) সাদৃশ্য বুঝাইতে এবং উদাহরণ দিবার জন্য যে 'যথা' ব্যবহৃত হয়, তাহা অব্যয়; 'যাহা'-শব্দ-নিষ্পন্ন নয়।

উহা —অখন, ওথা (ও হোথা, হোতা), (১) ওখান, অত, (অতো), অমন।

কি—কবে, কখন, কোথা, কোন্‌খান, কত (কতো, কয় ও ক), কেমন।

'বে,' 'খন,' 'খান,' ও 'থা' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদগুলি বিশেষ্য; 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়। যথা—এত লোক, কত টাকা। 'কত এল, কত গেল, নাহি লেখা জোকা'। 'কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।' 'কয়' পদটি বিশেষণ।

'যেমন' প্রভৃতির স্থানে 'যেমত', 'তেমত' (সেমত), 'এমত'—পদ্যে ও প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়।

(ঞ) খণ্ড বা নির্দ্দেশ বুঝাইতে অথবা স্বার্থে—'খানি' ও অনাদরে 'খানা'; 'টি', 'টী' ও অনাদরে 'টা'; 'গাছি' ও অনাদরে 'গাছা'; এবং 'ছড়া' প্রত্যয় হয়। যথা—গহনাখানি, যেখানি, কতখানি, কয়খানি (ও কখানি), যেখানা, মোহরটি, টাকাটা, একটি, একটী, একটা, দুটি, দুটী, এটি, ওটি, ততটা, চুলগাছি, দড়িগাছা, এতগাছি, এতগাছা, চেনছড়া। হারছড়াটা—হারছড়া এই

---

(১) এথা, ওথা,—চলিতকথায় ব্যবহৃত হয়। হেথা, হেতা, হোথা, হোতা—প্রাদেশিক ব্যবহার। এগুলি এখন সাহিত্যেও স্থান পাইতেছে। যথা—'তাই অপমানিত হতে হেথায় এসেছিলাম।—(অশোক)। পদ্যে 'এথা' স্থানে 'ইথে' কচিৎ দৃষ্ট হয়।

প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি বসিয়া তাহার পরে আবার 'টা' প্রত্যয় বসিয়াছে ; মধ্যের বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

দুইটি, দুইটী, এইটী, ওইটি, ওইটী, দুইটা, এইটা, ওইটা— এরূপ পদও চলে। দেশবিশেষে 'টা' ও 'টি'—'ডা' ও 'ডি'র ন্যায় উচ্চারিত হয়।

ব্যবহার অনুসারে এই সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ-স্থল নির্ণয় করিতে হয়। কোন কোন স্থলে 'টি'-প্রত্যয় অল্পতা ও রম্যতার আভাস দেয়। আদর ও গৌরব বুঝাইতেও কখন কখন 'টা' ও 'খানা' প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—মুখখানা বড়ই সুন্দর।

উকারান্ত শব্দের উত্তর 'টা' স্থানে বিকল্পে 'টো' হয়। যথা—দুটা, দুটো ; লাউটা, লাউটো।

চলিত কথায় সময়ে সময়ে 'গাছার স্থানে 'গাছ' ও 'খানার' স্থানে 'খান' হয় এবং কখনও বা পূর্ব্বনিপাত হয়, অর্থাৎ শব্দের পূর্ব্বে বসে। যথা—মুখখানা, মুখখান ; তোমাকে যেখান দিয়াছি। খানদশেক, গাছপাঁচেক, খানকুড়ি।

(ট) স্বার্থে ও অল্পার্থে 'টু' প্রত্যয় হয়। যথা—একটু, আধটু।

(ঠ) অল্পতা—অর্থে সময়ে সময়ে 'টুকু' প্রত্যয় হয়। যথা—জলটুকু, জমিটুকু, বুদ্ধিটুকু, এতটুকু।

চলিত কথায় 'টুকু' স্থানে 'টুক্' ও 'টুকুন্' এবং দেশবিশেষে 'টুকিন্' ও 'টুকি'ও বলে।

(ড) যে করে বা যাহার আছে, তাহাকে বুঝাইতে, এবং আসক্ত, পটু, উৎপন্ন, আগত, সম্বন্ধীয়, ব্যবসায়ী ইত্যাদি অর্থে ও স্বার্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—খোসামদ যে করে=খোসামুদে; অহঙ্কার যার আছে=অহঙ্কারে (অহঙ্কেরে)। এইরূপ দেমাকে, কাপুড়ে, (১) বাগানে, লড়াইয়ে (লড়ায়ে), তামাকে; ফলাহারে বা ফলারে পটু=ফলারে। শান্তিপুরে উৎপন্ন বা তথা হইতে আগত বা শান্তি-পুর-সম্বন্ধীয়=শান্তিপুরে [কাপড়, ব্রাহ্মণ বা কথা], কটকে, মেদিনীপুরে, ঘাটালে, উত্তরে [লোক ও বাতাস], দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে; সহরে (সহুরে), পাড়াগাঁয়ে। ছাগলের ব্যবসায়ী=ছাগলে, ছাগুলে। জেলে, বল্‌দে। হা-ভাত (ভাতের অভাব) যাহার আছে=হাভাতে; এইরূপ হা-ঘর যাহার আছে=হাঘরে; যজমানের কাজ যে করে=যজমানে (ব্রাহ্মণ); এইরূপ কোন্দলে (কুঁদুলে), জঙ্গলে (জঙ্গুলে)। পাথরে নির্ম্মিত=পাথুরে, পাথরে। [১৭০ পৃষ্ঠা দেখ।]

(ঢ) সেইরূপ করে বা দেখায়—এই অর্থে কতকগুলি অবস্থাবাচক অব্যয়ের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—চড়্‌চড়ে [রৌদ্র], ছট্‌ফটে [ছেলে], টন্‌টনে [খাঁটি সোণা], থুক্‌থুকে [মুখখানি]। স্যাৎস্যাৎ—স্যাৎসেতে; এইরূপ কন্‌ কনে, খস্‌ খসে,

(১) যাহার পরিচ্ছদের পরিপাট্য অধিক—এরূপ অর্থেও কাপুড়ে হয়। যথা—কাপুড়ে বাবু।

গুজ গুজে (লোক), গন গনে (আগুন), ঘুস্ ঘুসে (জ্বর), ছিপ-ছিপে (চেহারা)। এই সকল প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ।

কেহ কেহ 'এ' স্থানে 'ইয়া' লেখেন। যথা—জেলে—জেলিয়া।

সেরকে ও সেরকিয়া ; কাঠাকে ও কাঠাকিয়া—ইত্যাদি স্থলে প্রত্যয়ের পূর্ব্বে 'ক' আগম হইয়াছে।

(ণ) আসক্ত বুঝাইতে 'খোর' প্রত্যয় হয়। যথা—মিষ্ট-খোর, নেশাখোর, আফিমখোর. গুলিখোর, গাঁজাখোর, চণ্ডুখোর, তামাকখোর।

(ত) ব্যবসায়ী, অধিকারী, অধিবাসী, সম্বন্ধীয়, আগত, স্থিত ও পটু বুঝাইতে এবং যে ব্যক্তি কোন কাজ করে বা জীবিকা অর্জ্জন করে, থাকে, অথবা যাহার আছে, তাহাকে বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'ওয়ালা', 'ও', 'ড়া', 'ড়ে' এবং 'রে' প্রত্যয় হয়। যথা—চাউলের ব্যবসায়ী=চাউলওয়ালা ; বাসের মালিক বা চালক=বাস্‌ওয়ালা ; এইরূপ রিক্সওয়ালা, ফীটন-ওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, সন্দেশওয়ালা, ফুলওয়ালা, শালওয়ালা। বাড়ীর অধিকারী=বাড়ীওয়ালা ; পাট্টাওয়ালা। টেক্স আদায়ের কাজ যে করে=টেক্সওয়ালা। বাক্সে দ্রব্য লইয়া যে ব্যবসায় করে=বাক্সওয়ালা ; এইরূপ ফিরিওয়ালা। পাওনা যাহার আছে=পাওনাওয়ালা। পাহারার কাজ যে করে=পাহারা-ওয়ালা ; এইরূপ ডাকওয়ালা। বলিবার অধিকার যাহার আছে বা বলিতে যে পটু=বল্‌নেওয়ালা। মাছের ব্যবসায়ী=মাছ-

ওয়ালা, মেছো ; ধানের ব্যবসায়ী=ধেনো ; কাঠ সম্বন্ধীয় (কাঠে নির্ম্মিত)=কেঠো ; যে পড়ে (পাঠ করে)=পড়ো ; যাহা পড়িয়া আছে=পড়ো (জমি) [স্থিত অর্থে] ; বন সম্বন্ধীয় বা বনের অধিবাসী=বু [illegible] কাঠ বা লোক) ; যে জাঁক করে= জেঁকো ; যে (সর্ব্বদা) ঘরে থাকে=ঘরো ; বাত আছে যার= বেতো ; সাথে (সঙ্গে) যে যায়=সেথো ; গাছে উঠিতে বা গাছ কাটিতে যে পটু=গেছো বা গাছুড়ে ; সাপ ধরিতে পটু= সাপুড়ে ; খেলায় পটু (বা সঙ্গী)=খেলুড়ে (ভূদেব) ; ঘাস কাটিয়া যে জীবিকা অর্জ্জন করে=ঘেসেড়া ; বাসায় (ঠিকা বাসস্থানে) যে থাকে=বাসাড়ে ; (পরের) ভাত খাইয়া যে বেঁচে থাকে=ভাতুড়ে, ভেতো। কাঠ কাটিয়া যে জীবিকা অর্জ্জন করে=কাঠুরে ; হাটে (ব্যবসায়-স্থানে) যে জীবিকা অর্জ্জন করে=হাটুরে।

বহু-অর্থেও 'ড়া' প্রত্যয় হয় ; তখন সময়ে সময়ে শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা—গাছড়া, গাছ-গাছড়া, রাজা-রাজড়া। হীনার্থেও ক্বচিৎ 'ড়া' প্রত্যয় হয়। যথা—পাত=পাত্‌ড়া।

কেহ কেহ অন্তস্থিত 'এ' ও 'ও' স্থানে 'ইয়া' ও 'উয়া' লিখেন। যথা—সাপুড়িয়া, মেছুয়া, পড়ুয়া।

(থ) আধার বা পাত্র-অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'দান' ও 'দানি' প্রত্যয় হয়। যথা—ফুলের আধার বা পাত্র=ফুলদান ও ফুলদানি। আতরদান ও আতরদানি ; চা-দান ও চা-দানি ; কলম-দান ও কলম-দানি।

(দ) ভাব ও কার্য্য বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'মি', 'ম' (ও মো), 'আলি', 'গিরি', 'পনা,' 'আনা,' ও 'আনি' প্রত্যয় হয়। (১) যথা—'মি' ও 'ম'—বোকার ভাব=বোকামি, বোকাম, বোকামো ; দুষ্টমি, দুষ্টম (দুষ্টামি, দুষ্টাম, দুষ্টামো) ; নষ্টমি, নষ্টম, (নষ্টামি, নষ্টাম, নষ্টামো) ; ছেলেমি, ছেলেম, ছেলেমো ; জেঠামি, জেঠাম, জেঠামো ; পাকামি, পাকাম, পাকামো ; পাগ্‌লামি, পাগ্‌লাম, পাগ্‌লামো ; ন্যাকামি, ন্যাকাম, ন্যাকামো (ভাণ) ; বুড়োমি, বুড়ামি, বুড়াম, বুড়োমো। ঘর নির্ম্মাণ যাহার কার্য্য=ঘরামি। 'আলি'—চতুরের ভাব বা কর্ম্ম= চতুরালি। এইরূপ গৃহস্থালি, ঘট্‌কালি, ঠাকুরালি, মিতালি, নাগরালি।

'গিরি'—কেরাণির কাজ=কেরাণিগিরি। এইরূপ গুরুগিরি, দারোগাগিরি (দারোগগিরি), পিয়াদাগিরি, মাঝিগিরি, মুহুরিগিরি, বাবুগিরি।

'পনা'—ধূর্ত্তের ভাব=ধূর্ত্তপনা ; গুণীর ভাব=গুণপনা। এইরূপ গৃহিণীপনা, গিন্নীপনা ; দুরন্তপনা, সতীপনা।

'আনা' ও 'আনি'—বাবুর ভাব=বাবু-আনা ; হিন্দুর কাজ =হিন্দুআনি (হিঁদু-আনা) ; এইরূপ সাহেবিআনা, বিবিআনা, মুন্‌সিআনা। বাবুয়ানা, 'হিন্দুয়ানি' প্রভৃতি 'য়'-সংযুক্ত পদেরও

(১) এইরূপ অর্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'ই' প্রত্যয় হয় এই সূত্রের (গ) দেখ।

প্রয়োগ আছে। এই সকল স্থলে প্রত্যয়ের পূর্ব্বে 'য়' আগম হইয়াছে।

(ধ) উক্ত অর্থে জজ্ শব্দের উত্তর 'ইয়তি' প্রত্যয় হয়। যথা—জজিয়তি।

(ন) স্থান ও কালবোধক অনেক-গুলি শব্দ এবং আপন, সব, সত্য প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উত্তর স্বার্থে ও ক্বচিৎ নিমিত্ত অর্থে 'ক' প্রত্যয় হয়। সংখ্যাবাচক-শব্দ জনশব্দের সহিত সমাস-যুক্ত হইল তাহার উত্তরও বিকল্পে এই প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ান্ত পদ প্রায়ই অধিকরণ ও সম্বন্ধপদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ক্বচিৎ অন্যকারকেও দেখা যায়। সম্বন্ধ বিভক্তি 'র' পরে থাকিলে 'ক' প্রত্যয়ের অন্ত্য অকারের স্থানে আকার হয়। যথা—আজিকে আজ্‌কে; কালিকে, কাল্‌কে; আজিকার, কালিকার; আজ্ হইতে, আজ্‌কে হইতে; সবাকার, তখনকার, সেখানকার, সেদিনকার। 'আজিকার দিনে ভাই, না যেয়ো দূর।' 'ঘরকে যাই'—এরূপ পদ পশ্চিম বঙ্গে চলে। 'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল।' (এখানে নিমিত্ত-অর্থে) 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব'—'ছোট বউ গো জলকে যা' (রবীন্দ্রনাথ)। সবাকার, সত্যকার, এখনকার, একজনকার (সম্বন্ধপদপ্রকরণ দেখ)।

(প) অন্য সহায় নাই—এই অর্থে একশব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়। যথা—একক। (একাকী সংস্কৃত আকিন্‌প্রত্যয়-নিষ্পন্ন)।

(ফ) উক্ত অর্থে, স্বার্থে, পূরণার্থে এবং যুক্ত ও সদৃশ অর্থে 'লা' প্রত্যয় হয়। যথা—একলা, দোকলা, (১) নওলা (নয়টি চহ্নবিশিষ্ট তাস); এইরূপ দওলা; মেঘলা; পাত্‌লা অর্থাৎ পাতের সদৃশ; ছাদ্‌লা অর্থাৎ ছাদের সদৃশ।

(ব) যাহার আছে—এই অর্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'আল' ও 'দার' প্রত্যয় হয়। যথা—সার যাহার আছে=সারাল; এইরূপ জাঁকাল, ঝাঁজাল, জম্‌কাল, জোরাল, দুধাল [গরু], ধারাল [ছুরি], শাঁসাল, তেজাল। অন্য অর্থেও ক্বচিৎ এই প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—গোলের ন্যায়=গোলাল; মাথার স্বরূপ অথবা যে মাথা উচ্চ করিয়া আছে=মাথাল। দাঁত [অস্ত্রস্বরূপ] যার আছে=দাঁতাল।

'দার'—ছড়ি (শান্তিরক্ষার্থ) যার আছে=ছড়িদার; এইরূপ থানাদার; ফুলদার (চাদর), বাজাদার, বাজনাদার, বাজনদার; ব্যবসায় (ব্যবসা)=ব্যবসাদার, (২) মজাদার (তৃপ্তি-কর)। অন্যঅর্থেও ক্বচিৎ এই প্রত্যয় হয়। যথা—যে চড়িয়া যায়—চড়নদার। ভিন্নভাষার এই প্রত্যয় দেখ।

(ভ) উক্ত অর্থে ক্বচিৎ 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—তেজী।

---

(১) 'দোকলা' প্রায়ই 'একলা' শব্দের সঙ্গে থাকে। দোকলার 'ক' (প্রত্যয়) স্বার্থে হইয়াছে। 'অন্যসহায় নাই' এই অর্থে—একলা।

(২) বর্ত্তমান অনেক প্রধান লেখক সংস্কৃত ব্যবসায়ের স্থলে—'ব্যবসা' লিখেন।

(ম) উক্ত অর্থে ও অন্যান্য অর্থে 'এল' ও 'ল' প্রত্যয় হয়। যথা—শিঙেল। (অধিক) গাঁজা খায় যে=গেঁজেল। হাতের সদৃশ=হাতল। দীঘ (দীর্ঘতা) যার আছে=দীঘল।

(য) কার্য্যালয় বুঝাইতে ও স্বার্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'খানা' প্রত্যয় হয়। যথা—কামারখানা, ডাক্তারখানা। স্বার্থে যথা—জেলখানা। ভিন্ন ভাষার এই প্রত্যয় দেখ।

এই প্রত্যয় (এঃ) সূত্র-লিখিত 'খানা' প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র।

(র) ঈষদর্থে ও তুল্যার্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'টে', 'পানা' ও 'পারা' প্রত্যয় হয়। যথা—রোগাটে, রোগাপানা; ক্ষ্যাপাটে; জলপানা, রাঙাপানা, চাঁদপানা; পাগলপারা।

ক্বচিৎ অন্য অর্থেও 'টে' প্রত্যয় হয়। যথা—ভাড়ার বাড়ীতে যে থাকে=ভাড়াটে।

(ল) মাসের দিন বুঝাইতে পূরণার্থে পাঁচ অবধি আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'ই' প্রত্যয় এবং উনিশ ও তাহার অধিক সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—পাঁচই, ছয়ই, আঠারই; উনিশে, বিশে, একুশে, ত্রিশে। (১)

(১) পয়লা, দোসরা, তেসরা ও চৌঠা—এই চারিটি শব্দ হিন্দি ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মাসের দিন ভিন্ন অন্য স্থলে সংস্কৃত পূরণ-বাচক শব্দই (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়। ইংরাজি ফার্ষ্ট বা ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড বা সেকেন, থার্ড ও ফোর্থ—এই চারিটিরও ব্যবহার আছে। যথা—থার্ড ক্লাসের গাড়ি; 'রাষ্ট্র যুড়ে ফাষ্ট খ্যাতি, ডঙ্কা-মারা নাম।' (হেমচন্দ্র)। ইংরাজি ফিফ্‌থ্ (পঞ্চম) প্রভৃতি শব্দও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। যথা—'সে ফিফ্‌থ্ ক্লাসের ছাত্র।'

(শ) প্রতি—অর্থে 'কে' ও 'করা' প্রত্যয় হয়। যথা—হাজারকে, শতকে ; শতকরা, মণকরা, সেরকরা।

(ষ) যাহার আছে—তাহাকে বুঝাইতে 'বন্ত' ও 'মন্ত' প্রত্যয় হয়। যথা—ভাগ্যবন্ত ; লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত ; বলবন্ত ; শ্রীমন্ত। (১)

(স) অপত্য-অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'তুত' (ও তুতা) এবং 'ত' প্রত্যয় হয়। যথা—জ্যেঠা—জ্যেঠতুত (ও জ্যেঠতুতা) [জেঠতুত ও জেঠতুতাও হয়]। এইরূপ খুড়তুত, পিষতুত, মাসতুত ; মামা—মামাত। দেশবিশেষে জেঠাত, পিষাত প্রভৃতি পদও চলে।

(হ) প্রকার-অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'তর' প্রত্যয় হয়। যথা—এমনতর, কেমনতর, যেমনতর। এই প্রত্যয়ে শব্দার্থ কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয়।

(ক ক) প্রাপ্ত বা কৃত-অর্থে 'ইত' প্রত্যয় হয়। যথা—চমক—চমকিত ; একত্র—একত্রিত।

(ক খ) স্বার্থে এবং সংযোগ বা ব্যবহার অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় হয়। যথা—নাম—নামতা ; নুণ (লবণ)—নোনতা, লোনতা ; লোক—লৌকতা।

(ক গ) ভাব ও ধর্ম্ম-অর্থে 'তা' ও 'ত্ব' প্রত্যয় হয়। 'তা'

---

(১) এগুলি সংস্কৃত ভাগ্যবান্, লক্ষ্মীবান্, বলবান্ ও শ্রীমান্ শব্দের রূপান্তর। এখন এগুলি বাঙলা শব্দ।

যথা—অনন্য-তন্ত্রতা, আত্মনির্ভরশীলতা, মৌলিকতা, জাতীয়তা। 'ত্ব' যথা—আমিত্ব, বড়ত্ব, কর্ত্তৃত্ব।

(ক ঘ) আবৃত্তি বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'হারা' প্রত্যয় হয়। যথা—একহারা, দুহারা (দোহারা), তেহারা, দশহারা।

(ক ঙ) আধিক্য বা আসক্তি বুঝাইতে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'উক্' প্রত্যয় হয়। যথা—লাজুক, পেটুক, মিথ্যুক।

(ক চ) অন্যোন্য অর্থে সময়ে সময়ে 'যি' প্রত্যয় হয়; 'য' ইৎ যায়; সেইজন্য শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা—ঘরাঘরি, চোখো-চোখি, কাণাকাণি, পাতাপাতি, কোলাকুলি; গলাগলি, দলাদলি, হাতাহাতি। (হাতাহাতি কাজটা সারিয়া লও) (১)

আসন্ন-অর্থে ও স্বার্থেও কখনো কখনো 'যি' প্রত্যয় হয়। যথা—শেষাশেষি, কাছাকাছি; রীস (=ঈর্ষা)—রেষারেষি। ভাবাভাবি (শ্রীকান্ত)।—এখানে ভাববিশেষ্যের উত্তর 'যি' প্রত্যয়—স্বার্থে।

কোনো কোনো স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা—যোগা-যোগ। (যোগ-সাজস—নিপাতনে সিদ্ধ)।

(ক ছ) থাকা অর্থে 'উ' প্রত্যয় হয়। যথা—ঢাল যাহাতে আছে=ঢালু; নীচে বা নীচ (নিম্ন) হইয়া যাহা আছে= নীচু। এইরূপ উঁচু, আগু, পিছু।

(১) 'সেখানে হাতাহাতি (যুদ্ধ) বাধিয়াছে'—এরূপ স্থলে হাতাহাতি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন।

(ক জ) সদৃশ, বিশিষ্ট, পূর্ণ, সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে 'আ' প্রত্যয় হয়। যথা—হাত—হাতা (হাতের সদৃশ); রোগ—রোগা (রোগবিশিষ্ট); জল—জলা (জলে পূর্ণ); ভাত—ভাতা (ভাত-সম্বন্ধীয়=খোরাকি)। এইরূপ চালা [ঘর], ঠিকা (জমি)।

কখন কখন স্বার্থে, কখন বা অবজ্ঞার্থেও 'আ' প্রত্যয় হয়। যথা—পাত—পাতা; থাল—থালা; এক—একা (একমাত্র); পাগল—পাগ্‌লা। অবজ্ঞার্থে—রাম—রামা।

(ক ঝ) নির্ম্মিত, সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে 'রা' প্রত্যয় হয়। যথা—কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত—কাঠরা; ভাগসম্বন্ধীয়—ভাগরা ধান্য)।

(ক ঞ) স্বার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'গোটা' প্রত্যয় বসে। যথা—'দুইগোটা কলসী বসায়।' দশগোটা আম। (২)

(ক ট) স্বার্থে দিন শব্দের উত্তর 'মান' প্রত্যয় হয়। যথা—দিনমান।

(ক ঠ) যাহার আছে তাহাকে বুঝাইতে রূপশব্দের উত্তর 'সী' প্রত্যয় হয়। যথা—রূপ—রূপসী।

(২) 'গোটা দুই', 'গুটি দুই', 'গোটা পাঁচছয়', 'গোটা দশেক'—ইত্যাদি স্থলে 'গোটা' ও 'গুটি' পরবর্ত্তী সংখ্যাবাচক পদের বিশেষণ।

প্রাচীন বাঙ্গালায় গোটা ও গুটি=এক (একটা ও একটি)। এখন একটা অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়। দশগোটা আম—ইত্যাদি পশ্চিম বঙ্গে চলে।

(ক ড) সম্বন্ধীয় অর্থে দাঁত শব্দের উত্তর 'অন' প্রত্যয় হয়। যথা—দাঁতন।

(ক ঢ) কৃত অর্থে 'ওয়া' প্রত্যয় হয়। যথা—ঘরোয়া, আগোয়া।

(ক ণ) স্বার্থে 'না' প্রত্যয় হয়। যথা—পাখ্‌না, বাস্‌না।

(ক ত) চালান ও রক্ষার্থে 'ওয়ান' প্রত্যয় হয়। যথা—গাড়োয়ান, দরোয়ান্।

(ক থ) স্বার্থে বর্ণের উত্তর 'কার' প্রত্যয় হয়। যথা—অকার, ইকার, গকার।

(ক দ) সাকল্য-অর্থে স্থান ও সময় বাচক শব্দের উত্তর 'কে' প্রত্যয় হয়। শব্দের দ্বিত্ব হয়; প্রত্যয়টি প্রথম শব্দের উত্তর বসে। যথা—দেশকে দেশ—সমস্ত উজাড় হইয়া গেল। এইরূপ গ্রামকে গ্রাম, মাসকে মাস, বৎসরকে বৎসর।

(ক ধ) আসক্ত, অভ্যস্ত ও দক্ষ বুঝাইতে 'বাজ' প্রত্যয় হয়। যথা—মামলাবাজ, চালবাজ, ফন্দীবাজ, ধাপ্পাবাজ, ধড়িবাজ। (ভিন্ন ভাষার এই প্রত্যয় দেখ)।

(ক ন) বীপ্সা-অর্থে 'ওয়ারি' প্রত্যয় হয়। যথা—মাসওয়ারি, বৎসরওয়ারি, নম্বরওয়ারি। (ভিন্ন ভাষার এই প্রত্যয় দেখ)।

(ক প) স্ত্রীপ্রত্যয়—ঈ ও নী। স্ত্রীপ্রত্যয় দেখ।

তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি চলিত শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) অপত্য-অর্থে 'ষ্ণ', ষ্ণি, 'ষ্ণ্য', 'ষ্ণিক' 'ষ্ণেয়'ও 'ষ্ণায়ণ' প্রত্যয়।

পৃথা + ষ্ণ = পার্থ (পৃথার পুত্র) ; পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র ; দুহিতা + ষ্ণ = দৌহিত্র ; মনু + ষ্ণ = মানব ; ভৃগু + ষ্ণ = ভার্গব ; বসুদেব + ষ্ণ = বাসুদেব ; দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি ; অদিতি + ষ্ণ্য = আদিত্য ; দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য ; দনু + ষ্ণ = দানব ; বিমাতা + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয় ; ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয়। দ্বীপ + ষ্ণায়ণ = দ্বৈপায়ন = দ্বীপজন্মা (ব্যাস) ; দ্বীপবাসী—অর্থেও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। যথা—'ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড় সুযোগ ছিল'। [রবীন্দ্রনাথ]

অন্য অর্থেও ঐ সকল প্রত্যয় হয়। যথা—কায় + ষ্ণিক = কায়িক (কায়-দ্বারা কৃত) ; শরীর + ষ্ণিক = শারীরিক ; মনঃ + ষ্ণিক = মানসিক ; বচন + ষ্ণিক = বাচনিক ; কল্পনা + ষ্ণিক = কাল্পনিক ; বেদ + ষ্ণিক = বৈদিক (বেদ সম্বন্ধীয় বা বেদজ্ঞ) ; তর্ক + ষ্ণিক = তার্কিক ; স্বদেশ—স্বাদেশিক—এই শব্দটি বাঙলায় আছে—(জীবনস্মৃতি) ; পুত্তলি, পুত্তলী (প্রতিমা) + ষ্ণিক = পৌত্তলিক (প্রতিমাপূজক) ; পুত্তলি, পুত্তলী (পুতুল) + ষ্ণিক = পৌত্তলিক (পুতুল-প্রিয়—'ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে'।—রবীন্দ্রনাথ) ; গিরি + ষ্ণিক = গৈরিক। পৃথিবী + ষ্ণ = পার্থিব ; ব্রহ্মন্ + ষ্ণ = ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম যিনি জানেন) ও ব্রাহ্ম (ব্রহ্মের ভক্ত); অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয় ; ত্রিরাশি + ষ্ণিক = ত্রৈরাশিক ; বহুরাশি + ষ্ণিক = বহুরাশিক। এইরূপ প্রাথমিক। দ্বার + ষ্ণিক = দৌবারিক। এইরূপ—নৈতিক, আর্থিক, বৈষয়িক। সম্রাজ্ (বাঙ্গালা – সম্রাট্) + ষ্ণ্য = সাম্রাজ্য ; বিষ্ণু + ষ্ণ = বৈষ্ণব ; এইরূপ শৈব, শাক্ত, চান্দ্র, সৌর। তপস্ + ষ্ণ = তাপস ; দিন + ষ্ণিক = দৈনিক। এইরূপ আহ্নিক, মাসিক, বার্ষিক ; ধর্ম্ম + ষ্ণিক = ধার্ম্মিক। তিল + ষ্ণ = তৈল ; বিধি + ষ্ণ = বৈধ। রাম + ষ্ণায়ণ = রামায়ণ। স্ত্রী + ষ্ণ = স্ত্রৈণ (স্ত্রীভক্ত)।

স্ত্রীলিঙ্গে—মানব—মানবী ; এইরূপ দানবী, মাধবী, পৌত্রী, দৌহিত্রী,

ভাগিনেয়ী, দেবী। ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মিকা; (ব্রাহ্মী=ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বা ব্রহ্মশক্তি)।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'ঈন,' 'য,' 'ঈয়,' ও 'ণ' প্রত্যয়। যথা—কুল+ঈন=কুলীন (কুলে অর্থাৎ সৎকুলে জাত); অস্মদ্+ঈয়=অস্মদীয় (আমাদের), মদীয় (আমার); যুষ্মদ্+ঈয়=যুষ্মদীয় (তোমাদের), ত্বদীয় (তোমার)।

অর্ব্বাচ্+ঈন=অর্ব্বাচীন অর্থাৎ প্রাচীন নহেন=নব্য—(জীবন-স্মৃতি); প্রাচ্+ঈন=প্রাচীন; সভা+য=সভ্য; নব+য=নব্য; বীর+য=বীর্য্য; বয়স্+য=বয়স্য; এইরূপ ধর্ম্ম—ধর্ম্ম্য (ধর্ম্ম-সঙ্গত); ন্যায্য; অতিথি—আতিথ্য। রাজন্+ঈয়=রাজকীয়। এইরূপ পরকীয়, স্বীয়, স্বকীয়। দেশ+ঈয়=দেশীয়; আত্মন্+ঈয়=আত্মীয়; অন্য+ঈয়=অন্যদীয়; তদ্+ঈয়–তদীয়; এইরূপ ভবৎ (ভবান্)+ঈয়=ভবদীয়।

(গ) ভাব অর্থে 'তা' ও 'ত্ব'। যথা—সাধু বা সাধ্বীর ভাব=সাধুতা; সাধুত্ব। এইরূপ গুণবত্তা; মিত্রতা; বন্ধুতা, বন্ধুত্ব; প্রভুতা, প্রভুত্ব; দাসত্ব; দাসীত্ব, সতীত্ব। (জাতিবাচক ও সংজ্ঞাবাচক শব্দের স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ হয় না)।

(ঘ) স্বার্থে 'তা' প্রত্যয়। যথা—দেব+তা=দেবতা।

সমূহ অর্থে 'তা' প্রত্যয়। যথা—জন+তা=জনতা।

(ঙ) তুল্যার্থে 'বৎ' প্রত্যয়। যথা–পিতৃবৎ, মাতৃবৎ, আত্মবৎ, ভ্রাতৃবৎ, জলবৎ।

(চ) ইহার বা ইহাতে আছে—এই অর্থে 'মৎ' ও 'বৎ' প্রত্যয়। যথা—শ্রী+মৎ=শ্রীমৎ (শ্রীমান্, শ্রীমতী); এইরূপ বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী; গুণবান্, গুণবতী; ধনবান্, ধনবতী; [অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তর 'বৎ' এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের উত্তর প্রায় 'মৎ' প্রত্যয় হয়; লক্ষ্মী শব্দের

ও স্পর্শবর্ণান্ত শব্দের উত্তর 'বৎ' প্রত্যয় হয়। যথা—জ্ঞানবান্, বিদ্যাবান্. লক্ষ্মীবান্ ; বিদ্যুৎ—বিদ্যুত্বান্।

(ছ) পরিমাণ অর্থে বৎ প্রত্যয়। কিম্ (কি)+বৎ=কিয়ৎ। যদ্ (যাহা)+বৎ=যাবৎ। তদ (তাহা)+বৎ=তাবৎ। (তুল্যার্থে—যদ্বৎ, তদ্বৎ)। এতদ্ (ইহা)+বৎ=এতাবৎ। ইদম্ (ইহা)+বৎ=ইয়ৎ।

(জ) ইহার আছে—এই অর্থে 'বিন্' ও 'ইন্' প্রত্যয় হয়। যথা—তেজস্+বিন্—তেজস্বিন্ (তেজস্বী) ; এইরূপ পয়স্বী, মেধাবী, মায়াবী, জ্ঞানী, শাখী, হস্তী, সুখী।

(ঝ) জাত অর্থে 'ইত' প্রত্যয় হয়। যথা—কলঙ্ক+ইত=কলঙ্কিত (যাহার কলঙ্ক জন্মিয়াছে) ; এইরূপ ক্ষুধিত, পুলকিত, পুষ্পিত, মূর্চ্ছিত, পণ্ডিত।

(ঞ) পূরণার্থে 'তীয়', 'থ', 'ম', 'ড' ও 'তম' প্রত্যয়। যথা—দ্বি+তীয়=দ্বিতীয়, ত্রি+তীয়=তৃতীয ; চতুর+র্থ=চতুর্থ ; ষষ্+থ=ষষ্ঠ ; পঞ্চন্+ম=পঞ্চম। এইরূপ সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম। একাদশন্+ড=একাদশ ; এইরূপ দ্বাদশ, পঞ্চদশ। বিংশতি+ড=বিংশ। বিংশতি+তম=বিংশতিতম। এইরূপ পঞ্চাশত্তম, ষষ্টিতম, সপ্ততিতম, অশীতিতম, নবতিতম, শততম, সহস্রতম, লক্ষতম।

[পূরণবাচক শব্দ যথা—একের পূরণ 'প্রথম' ; এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও ঊনবিংশতিতম, বিংশ ও বিংশতিতম, একবিংশ ও একবিংশতিতম ; ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিংশত্তম ; ত্রিংশ, ও ত্রিংশত্তম ; চত্বারিংশ, চত্বারিংশত্তম। এইরূপ অষ্টপঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত। ঊন-ষষ্টিতম, ষষ্টিতম, একষষ্টিতম একষষ্ট ইত্যাদি। একাশীতিতম, একাশীত ইত্যাদি।]

(ট) প্রকার অর্থে 'ধা' ও 'থা প্রত্যয়। যথা—এক+ধা=একধা, দ্বি+ধা=দ্বিধা; (দ্বৈধ)। এইরূপ শতধা, সহস্রধা। সর্ব্বথা, অন্যথা, উভয়থা। যথা (যে প্রকার), তথা।

(ঠ) ইহার আছে এই অর্থে 'ইন,' 'ইল,' 'আলু,' 'শ,' 'র,' 'ল' ও 'বল' প্রত্যয়। যথা—মল+ইন=মলিন। পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল। এইরূপ জটিল, পিচ্ছিল, ফেনিল। কৃপা+আলু=কৃপালু। এইরূপ দয়ালু, নিদ্রালু। রোম+শ=রোমশ; এইরূপ লোমশ। মধু+র=মধুর; এইরূপ পাণ্ডুর, মুখর। মাংস+ল=মাংসল; এইরূপ শীতল, শ্রীল। কৃষি+বল=কৃষীবল।

(ড) দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তর'; এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তম' প্রত্যয় হয়। যথা—গুরু—গুরুতর, গুরুতম; লঘু—লঘুতর, লঘুতম: বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্)—বুদ্ধিমত্তর, বুদ্ধিমত্তম।

(ঢ) উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ঈয়স্' প্রত্যয়। যথা—গুরু—গরীয়স্ (গরীয়ান্)। প্রিয়—প্রেয়সী (স্ত্রী)। প্রশস্য=শ্রেয়সী (স্ত্রী)। বহু—ভূয়সী (স্ত্রী)। মহৎ—মহীয়ান্—মহীয়সী (স্ত্রী)।

(ণ) বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় হয়। যথা—বৃদ্ধ+ইষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ; প্রশস্য+ইষ্ঠ=শ্রেষ্ঠ; গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ; লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ; যুবা বা অল্প+ইষ্ঠ=কনিষ্ঠ; বহু+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ।

(ত) বীপ্সা অর্থে 'শঃ' প্রত্যয়। যথা—ক্রমে ক্রমে=ক্রমশঃ; বহুবার=বহুশঃ। [বাঙ্গালায় বিসর্গের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে।]

(থ) বিকার, ব্যাপ্তি, অবয়ব, স্বরূপ ও সংসর্গাদি অর্থে 'ময়' প্রত্যয়। যথা—হিরণ্য+ময়=হিরণ্ময়: পাপময়, আনন্দময়, ধূমময়, ব্রহ্মময়, চিন্ময়।

(দ) ভূ ও কৃ ধাতুর পদ পরে থাকিলে অভূততদ্ভাব-অর্থে চ্বি প্রত্যয় হয়। যথা—পূর্ব্বে বশ ছিল না (অভূত), এখন হইয়াছে (তদ্ভাব)=

বশীভূত ; এইরূপ দৃঢ়ীভূত, মন্দীভূত, অন্যথাভূত ; বশীকৃত, রাশীকৃত, দৃঢ়ীকৃত, লঘূকরণ।

(ধ) পরিণতি ও অর্পণ বুঝাইতে 'সাৎ' প্রত্যয় হয়। যথা— ধূলিসাৎ, জলসাৎ। উদরসাৎ, সৎপাত্রসাৎ।

(ন) পরিমাণ অর্থে 'মাত্র' প্রত্যয় হয়। যথা—অণুমাত্র, ক্ষণমাত্র, বিন্দুমাত্র, একমাত্র।

(প) বিভক্তির অর্থে তঃ প্রত্যয় হয়। যথা—একতঃ, (ইতঃ + ততঃ=ইতস্ততঃ) 'এ' বিভক্তির অর্থে ; এইরূপ অন্ততঃ, ফলতঃ, সর্ব্বতঃ, বস্তুতঃ। (বাঙ্গালায় অন্ত্য বিসর্গের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে)।

(ফ) অধিকরণ কারকে 'ত্র' ও 'দা' প্রত্যয় হয়। যথা—সর্ব্বত্র, একত্র, অন্যত্র, অত্র, যত্র, তত্র ; সর্ব্বদা, একদা যদা, তদা, কদা, স (সর্ব্ব)—সদা।

(ব) স্বার্থে বা ক্ষুদ্র অর্থে 'ক' প্রত্যয় হয়। যথা—বাল—বালক, বালিকা (স্ত্রী) ; কালী—কালিকা ; শারী—শারিকা ; চণ্ডী—চণ্ডিকা ; নৌ—নৌকা।

(ভ) উৎপন্ন অর্থে 'তন,' 'ম', 'ইম' ও 'ত্য' প্রত্যয় হয়। যথা— ইদানীন্তন, অধুনাতন, পুরাতন, পূর্ব্বতন ; মধ্যম, আদিম, অগ্রিম, অন্তিম, পশ্চিম ; অত্রত্য, তত্রত্য, দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য।

(ম) অনিশ্চিত অর্থে 'চিৎ' ও 'চন' প্রত্যয় হয়। যথা—কিঞ্চিৎ, ক্বচিৎ, কদাচিৎ, কথঞ্চিৎ ; কদাচন।

(য়) আছে অর্থে মিন্ প্রত্যয়। স্ব+মিন্=স্বামী (প্রভু) ; বাক্ +মিন্=বাগ্মী (সুবক্তা)।

(র) 'আছে' অর্থে 'শালী' (শালিন্) প্রত্যয়। যথা—ধনশালী।

(ল) সংখ্যামাত্র বুঝাইতে দ্বি, ত্রি ও চতুর শব্দের উত্তর 'তয়' এবং

দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর 'অয়' প্রত্যয়। যথা—দ্বিতয়, ত্রিতয়, চতুষ্টয় ; দ্বয়, ত্রয়।

(ব) প্রকার অর্থে 'জাতীয়' প্রত্যয় হয়। যথা—সজাতীয়, নানা-জাতীয় ; বি (বিরুদ্ধ) প্রকার—বিজাতীয়।

(শ) কিঞ্চিৎ-ন্যূন অর্থে 'কল্প' প্রত্যয়। যথা—ঋষিকল্প, মৃতকল্প।

(ষ) সদৃশ-অর্থে 'স্থানীয়' প্রত্যয়। যথা—পিতৃস্থানীয়, পুত্রস্থানীয়।

(স) ভাব-অর্থে 'ইমন্' (ইমা) প্রত্যয়। যথা—গুরু—গরিমা ; লঘু—লঘিমা ; মহৎ—মহিমা ; নীল—নীলিমা ; কাল—কালিমা।

(হ) পিতৃ ও মাতৃশব্দের উত্তর 'ভ্রাতা' অর্থে যথাক্রমে 'ব্য' ও 'উল' প্রত্যয় এবং পিতা'-অর্থে 'আমহ' প্রত্যয় হয়। যথা—পিতৃব্য, মাতুল ; পিতামহ, মাতামহ।

তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ অন্যান্য ভাষা হইতেও গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি দেওয়া গেল।

(১) কর্ত্তা বা অধিকারী বুঝাইতে এবং অন্যান্য অর্থে 'দার' প্রত্যয় হয়। যথা—রোজা যে করে=রোজাদার ; এইরূপ জমাদার, জমিদার, দানাদার, চৌকিদার, সমজদার, মজুমদার, জামিনদার।

(২) কার্য্যালয় বুঝাইতে 'খানা' প্রত্যয় হয়। যথা—দেওয়ানখানা, মুদিখানা, খাতাঞ্চিখানা, কসাইখানা, দর্জ্জিখানা, বাবুর্চ্চিখানা, দপ্তরিখানা, মিস্ত্রিখানা, বৈঠকখানা।

এই দুটি প্রত্যয় বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে। (ব ও য) দেখ।

(৩) অন্যান্য অর্থে এই প্রত্যয় যথা—ছাপার কাজ যেখানে হয়= ছাপাখানা ; চিড়িয়া (পক্ষী) যেখানে থাকে=চিড়িয়াখানা ; দাওয়াই (ঔষধ) যেখানে পাওয়া যায়=দাওয়াইখানা ; খাজনা যেখানে দেয় এবং

যেখানে ঐ টাকা থাকে=খাজনাখানা। এইরূপ দপ্তরখানা, বৈঠকখানা, বালাখানা (উপরের ঘর), তোষাখানা (পরিচ্ছদাগার), কারখানা (কার্য্যালয়)। এ প্রত্যয়টি বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে। (ঘ) দেখ।

(৪) ভাব-অর্থে 'ই' প্রত্যয় হয়।—বে-আদবের ভাব=বে-আদবি (অশিষ্টতা); এইরূপ বেহিসাবি; গরহাজিরের ভাব=গরহাজিরি।

এ প্রত্যয়টি বাঙ্গালায় চলিত আছে। (গ) দেখ।

(৫) বীপ্সা-অর্থে 'ওয়ারি' প্রত্যয় হয়। যথা—দফাওয়ারি; (জমির) দাগওয়ারি। এ প্রত্যয়টিও বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে। (ক ন) দেখ।

(৬) অভ্যস্ত, আসক্ত ও দক্ষ বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'বাজ' প্রত্যয় হয়। যথা—আইনবাজ, মোকদ্দমাবাজ, জেদবাজ, ফেরেপবাজ, নজিরবাজ। এ প্রত্যয়টি বাঙ্গালায় চলিত আছে। (ক ধ দেখ)

ক্রিয়া।

১৬৯। যে পদে কোন কার্য্য বুঝায়, তাহার নাম ক্রিয়া।

যে পদে হওয়া, যাওয়া, করা, বলা, দেখা, শুনা, ধরা প্রভৃতি বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া বলে।

ক্রিয়ার মূল ধাতু; ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে ক্রিয়াপদ হয়।

১৭০। ক্রিয়া দুই প্রকার;—সমাপিকা ও অসমাপিকা।

১৭১। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

আর যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়, তাহার নাম সমাপিকা ক্রিয়া।

১৭২। ধাতুর উত্তর 'ইতে', 'ইয়া' ও 'ইলে' বিভক্তি যোগ (১) করিলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয় এবং 'ইতেছে,' 'এ', 'ইলাম' প্রভৃতি ছাব্বিশটি বিভক্তি যোগ করিলে সমাপিকা ক্রিয়া হয়। যথা—চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এখানে 'দেখিতে দেখিতে' অসমাপিকা এবং 'চলিলাম'—সমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকে। উপরি-উক্ত বাক্যে 'চলিলাম' ক্রিয়ার কর্ত্তা—'আমি' অপ্রকাশিত থাকিলেও বুঝা যাইতেছে। এখানে 'আমি' পদটি উহ্য আছে।

১৭৩। বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে অনেক স্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিতই তাহার অন্বয় হয়। তখন তাহার কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিতে হয় না। উপরি-উক্ত বাক্যে 'দেখিতে দেখিতে' এই দুই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তাও 'আমি'; কিন্তু তদ্রূপে নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই।

১৭৪। সময়ে সময়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকে; তখন ঐ কর্ত্তৃপদের নির্দ্দেশ করিতে হয়। যথা—'মোরাদ বিদেশে গেলে, শশী সুযোগ পাইলেন।'—এখানে 'গেলে' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা—মোরাদ। শশী—'পাইলেন' এই সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা। এইরূপ 'চন্দ্র উদয় হইলে অন্ধকার সরিয়া গেল'; 'মোহিত আসিতে আসিতে বেলা দশটা বাজিল।'

(১) 'ইতে', 'ইয়া' ও 'ইলে' প্রত্যয়মাত্র নহে—বিভক্তি। বিভক্ত্যন্ত না হইলে শব্দ ও ধাতু পদ হয় না এবং পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। ২২।২৪ সূত্র দেখ।

'বৈদ্য আসিতে না আসিতেই রোগী মরিয়া গেল'; 'তিনি আসিলে আমি যাইব।' এই সকল স্থলে উভয় ক্রিয়ারই কর্ত্তার নির্দ্দেশ আবশ্যক। (অসমাপিকাক্রিয়া-প্রকরণ-দেখ।)

১৭৫। অসমাপিকা হউক বা সমাপিকা হউক, কতকগুলি ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই; কতকগুলির আছে: যাহাদের কর্ম্ম নাই তাহাদের নাম অকর্ম্মক ক্রিয়া; আর যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহাদের নাম সকর্ম্মক ক্রিয়া।

১৭৬। যে সকল স্থলে বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে ক্রিয়ার কর্ম্মপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সকল স্থলে ক্রিয়া অকর্ম্মক; আর যেখানে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে ক্রিয়া সকর্ম্মক। আসা, উঠা, উড়া, কাঁদা, কাঁপা, খসা, খেলা, ঘটা, ঘুমান, ঘোরা, চটা, চরা, চলা, চেঁচান, জন্মান, উদয় হওয়া, জরা, জাঁকা, জাগা, জ্বালা, ঝরা, ঝকা, ঝোঁকা, টলা, ঠকা, ঠেকা, ডোবা, থাকা, থামা, দাঁড়ান, দৌড়ান, নড়া, নাচা, পচা, পড়া, পলান, পাকা, পুড়া, ফলা, ফোলা, বসা, বাঁকা, বাঁচা, বাড়া, বেড়ান, ভেজা, ভোগা, মরা, মিলা, যাওয়া, যুঝা (যুদ্ধ করা), যুঠা, রাগা, শব্দকরা, শোওয়া, সরা, হওয়া, হঠা, হাঁকা, হাঁপান, হাসা ইত্যাদি অর্থ-বিশিষ্ট ধাতু অকর্ম্মক। (১) তদ্ভিন্ন অন্য

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে অনেকে বলেন—ভয়ার্থ প্রভৃতি ধাতু অকর্ম্মক। কিন্তু 'তিনি আমাকে ভয় করেন'—এখানে 'আমাকে' পদটি ভয়ের কর্ম্ম। সুতরাং এখানে 'ভয়' সকর্ম্মক। 'চড়া' (আরোহণ করা) সংস্কৃতে সকর্ম্মক; বাঙ্গালায় অকর্ম্মক। হাতী চড়িয়া আসিল—

ধাতু সকর্ম্মক। আমি হইলাম—এই বাক্যে প্রশ্ন—কে হইল? উত্তর—আমি (কর্ত্তা)। এখানে বাক্যের পূর্ণ অর্থ বুঝিতে কর্ম্ম-পদের আকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং 'হইলাম'—অকর্ম্মক ক্রিয়া।

আমি পিতাকে দর্শন করিলাম। এখানে প্রশ্ন—কে করিল? উত্তর—আমি (কর্ত্তা)। প্রশ্ন—কি করিলে? উত্তর—দর্শন (কর্ম্ম)।

এখানে 'দর্শন' এই ভাববিশেষ্য 'করিলাম' ক্রিয়ার কর্ম্ম। প্রশ্ন—কাহাকে দর্শন? উত্তর—পিতাকে। 'পিতাকে' পদটি 'দর্শন'—এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কোন কোন কৃৎ-প্রত্যয়-যোগে ভাববিশেষ্য উৎপন্ন হয়। তদুত্তর শব্দ-বিভক্তি বসে। সকল ভাববিশেষ্য—ধাত্বর্থ প্রকাশ করে এবং ক্রিয়ার ন্যায় অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক হইয়া থাকে। (১)

অদ্য আমি মাতৃদর্শন করিব।—এখানে প্রশ্ন—কে করিবে? উত্তর—আমি (কর্ত্তা)। প্রশ্ন—কি করিবে? উত্তর—মাতৃদর্শন (কর্ম্ম)। 'সে পাঁচ সের সন্দেশ ভোজন করিয়া ফেলিয়াছে।' এখানে 'করিয়া ফেলিয়াছে'—সমাপিকা ক্রিয়া (২)—সকর্ম্মক,

এখানে 'ঘাতী' অধিকরণ কারক। এইরূপ থাকা, বসা, যাওয়া প্রভৃতি এবং তদর্থক ধাতু বাঙ্গালায় অকর্ম্মক।

(১) কৃদন্ত প্রকরণে ভাববিশেষ্য দেখ।

(২) করিয়া ফেলিয়াছে=করিয়াছে। যৌগিকক্রিয়া দেখ।

'ভোজন'—কর্ম্ম। 'সন্দেশ'—এই পদটি 'ভোজন' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ক) বানরটা খাটখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পলাইয়া গেল। 'পলাইয়া গেল'—সমাপিকা ক্রিয়া এবং 'ভাঙ্গিয়া' ও 'ফেলিয়া' অসমাপিকা—ক্রিয়া। খাটখানি—'ভাঙ্গিয়া' ও 'ফেলিয়া' ক্রিয়ার কর্ম্ম। (১)

(খ) হাতীটা উঠিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া গেল। এখানে 'গেল'—সমাপিকা ক্রিয়া ; 'উঠিয়া,' 'পড়িয়া,' 'ভাঙ্গিয়া,' 'চুরিয়া,' 'চলিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া।

(গ) আমাকেই সব দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিতে হয়। এখানে 'হয'—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক। 'করিতে'—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—'কাজ'। 'দেখিয়া' ও 'শুনিয়া' —অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—'সব'। 'কাজ করিতে' এই বাক্যাংশ—'হয়' ক্রিয়ার কর্ত্তা। 'আমাকেই'—দেখিয়া শুনিয়া ও করিতে এই তিন অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা। কর্ত্তায় 'কে' বিভক্তি হইয়াছে।

(ঘ) এ কাজ কি করিয়া উঠিতে পারা যাইবে?—এখানে 'যাইবে' (=হইবে—ধাতুমালা দেখ)—সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ত্তা —কাজ ; পারা—(বিশেষণবৎ প্রযুক্ত ভাববিশেষ্য=যোগ্য—ধাতুমালা দেখ) কাজের বিশেষণ ; করিয়া উঠিতে=করিতে (যৌগিক ক্রিয়াপদ)—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক ; কর্ম্ম—কাজ।

(১) পলাইয়া গেল=পলাইল। যৌগিকক্রিয়া দেখ।

(ঙ) বর্ষাকালে মাঠের পথ দিয়া চলা যায় না।—এখানে 'চলা'—এই ভাববিশেষ্য 'যায় না'—এই সমাপিকাক্রিয়ার কর্ত্তা।

(চ) অল্প আলোকে বই পড়া ভাল নয়। এখানে 'নয়'—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক; 'পড়া'—কর্ত্তা। 'বই'—'পড়া' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ছ) এখনই তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। এখানে (উহ্য) হইতেছে—সমাপিকা ক্রিয়া; কর্ত্তা—'দেওয়া' এই ভাববিশেষ্য; কর্ত্তব্য—'দেওয়ার' বিশেষণ; 'তাঁহাকে' ও 'সংবাদ'—'দেওয়ার' কর্ম্ম। দা ধাতু—দ্বিকর্ম্মক।

(জ) 'ভবিষ্যতে মুসলমান পিতার সঙ্গতি হইলে তাঁহারা সেই সমস্ত খরচ পিতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।' এখানে 'পারিবেন'—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক। 'করিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক; কর্ম্ম—'আদায়'। 'খরচ'—'আদায়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'লইতে'—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক; ইহারও কর্ম্ম—'খরচ'।

(ঝ) 'সভাভঙ্গের পর সকলে স্যার সৈয়দের মক্‌বেরাতে যাইয়া তাঁহার আত্মার শুভ-কামনায় খোদাতালার নিকট কায়মনে দোয়া প্রার্থনা করে।' এখানে 'করে'—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক; কর্ম্ম—'প্রার্থনা।' 'দোয়া'—প্রার্থনা এই ভাব-বিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ঞ) 'দয়াময় খোদা তোমারে দোয়া করুন।' এখানে 'করুন'—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক; কর্ম্ম—'দোয়া'। 'তোমারে'—'দোয়া' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ট) সে আমাকে তাড়া করিল। এখানে 'করিল'—এই ক্রিয়ার কর্ম্ম—'তাড়া'। 'আমাকে'—'তাড়া' এই ভাব-বিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ঠ) এই সংবাদ শীঘ্র তাঁহাকে টেলিগ্রাফ কর। এখানে 'টেলিগ্রাফ'—'কর' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'সংবাদ' ও 'তাঁহাকে'—'টেলিগ্রাফ' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'টেলিগ্রাফ'—দ্বিকর্ম্মক।

(ড) 'খাজনার তহবিল হইতে এক শত টাকা আদায় লইয়াছি।' এখানে 'আদায়'—'লইয়াছি' ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'টাকা'—'আদায়' এই ভাব-বিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ঢ) 'ষষ্‌মাহি খাজনা সমস্ত আদায় দিয়াছি।' এখানে 'আদায়'—'দিয়াছি' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'খাজনা'—'আদায়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'সমস্ত'—'খাজনা' এই পদের বিশেষণ। (১)

(ণ) 'আমি তাহাকে শমন করিয়াছি।' 'মোবারক গোপালের উপর শমন জারি করিয়াছে।' প্রথম বাক্যে 'তাহাকে'—'শমন' এই ভাববিশেষ্যের এবং দ্বিতীয় বাক্যে

---

(১) 'আদায় লওয়া' এবং 'আদায় দেওয়া' জমিদারি সেরেস্তা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ষষ্‌মাহি=ষাণ্মাসিক। জমিদারি সেরেস্তায় ষষ্‌মাহি শব্দে প্রথম ষাণ্মাসিক বুঝায়। দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বুঝাইতে 'আখিরি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আখির=শেষ। বাঙ্গালায় 'আখের' কথাটি চলে।

'শমন'—'জারি' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'তাহার উপর শমন জারি হইয়াছে।' এখানে 'শমন'—কর্ত্তা, 'জারি' উহার বিশেষণ।

ক্রিয়ার উদাহরণ।

(ক) 'আজ প্রাতঃকালে উঠিয়া কাহার মুখ দর্শন করিয়াছি।' 'আর তাহার মুখদর্শন করিব না।' 'অদ্য এখানে আসিয়া রাজদর্শন করিলাম।' 'রাজদর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম।'

(খ) 'রাজা রাধাকান্ত দেব তুলাপুরুষাদি মহাদান করিয়াছিলেন।'

'চৌধুরী মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধে দম্পতিদান করিয়াছিলেন।'

'ষোড়শদানে প্রেতের মহালাভ হয়; আমিও মাতার উদ্দেশে ষোড়শদান করিব।'

'আমি তাঁহাকে তিন খানি বই দান করিয়াছি।'

'তাঁহাকে অভয়-প্রদান কর।'

'আমরা সমান ঘরে কন্যা আদান প্রদান করি।'

(গ) 'আমি সকলের দান প্রতিগ্রহ করি না।

'আমি সকলের দান গ্রহণ করি না।'

'তোমারও দেওয়া হইল, আমারও গ্রহণ হইল।'

'তিনি সম্প্রতি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।'

'তিনি সম্প্রতি দারগ্রহণ করিয়াছেন।'

(ঘ) 'আমি প্রত্যহ মাতৃচরণ পূজা করি।'

'আর্য্যেরা বিবাহাদি সকল সংস্কার-কার্য্যেই পিতৃপূজা করেন; এবং উহা আভ্যুদয়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'

(ঙ) 'কেহ কেহ বলেন—সমুদ্র-গমন করিলে জাতি যায়।'

'তিনি মান্দ্রাজ হইতে প্রতিগমন করিয়াছেন।'

'বড়লাট বাহাদুর অদ্য রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন।'

'ছয় মাস গমনাগমন করিয়াও কোন ফল পাই নাই।'

'আমি অদ্য গৃহে গমন করিব।'

(চ) 'আমরা বোধ করি।' 'আমাদের বোধ হয়।'

(ছ) 'মুসলমান পিতা শিশুসন্তানদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য।'

'তিনি অনেকগুলি পরিবার পোষণ করেন।'

(জ) 'সকল কথা প্রকাশ করিলেন।'

'মেঘ কাটিয়া গেলে সূর্য্য আত্মপ্রকাশ করিলেন।'

(ঝ) 'শাস্ত্রে আছে—দিবসে ব্রাহ্মণের দ্বিভোজন করিতে নাই।' (১)

(১) অনেকে 'ভোজন করিলাম', 'দর্শন করিল' প্রভৃতি একবারে ক্রিয়া বলেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এবং উদাহরণ গুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে, বুঝা যাইবে যে তাঁহাদের মতানুসারে ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। নানা স্থানে নানা রূপে অন্বয় করিতে হয়। এরূপ গৌরব স্বীকার অনাবশ্যক এবং কেবল জটিলতাবর্দ্ধক।

'ভোজন করিয়াছে'—যদি ক্রিয়াপদ হয়, তবে 'ভোজন করিয়া ফেলিয়াছে'—একবারে ক্রিয়া হইতে পারে।

১৭৭। কতকগুলি ক্রিয়ার দুটি করিয়া কর্ম্মপদ থাকে। তাহাদের নাম দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া। যথা—শশী বিধুকে এ সংবাদ দিয়াছেন। এখানে বিধুকে ও সংবাদ—এই দুটি পদ 'দিয়াছেন' ক্রিয়ার কর্ম্ম। দিয়াছেন—দ্বিকর্ম্মক।

'পড়িয়া গেল'—এক ক্রিয়া বলিলে 'উঠিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া গেল'—এক ক্রিয়া বলাই সঙ্গত হইয়া উঠে।

'দর্শন করিয়াছি'—এক ক্রিয়া বলিলে 'মুখদর্শন করিব না,' 'রাজদর্শন করিলাম', 'দেবদর্শন করিয়া', 'পিতৃদর্শন করিব'—ইত্যাদিও এক ক্রিয়া হইতে পারে।

'দান করিয়াছেন'—একবারে ক্রিয়া বলিলে—'মহাদান করিয়াছিলেন', 'দম্পতিদান করিয়াছিলেন'—ইত্যাদিও একবারে ক্রিয়াপদ হইতে পারে। 'গ্রহণ করি না'—একবারে ক্রিয়া বলিলে দারগ্রহণ করিয়াছেন'—ইত্যাদিও এক ক্রিয়া বলা উচিত।

'পূজা করি'—একবারে ক্রিয়া বলিলে—'পিতৃপূজা করেন'—একবারে ক্রিয়া হইতে পারে। গমন করিব—একবারে ক্রিয়া বলিলে—'সমুদ্রগমন করিলেন', 'প্রতিগমন করিয়াছেন', 'শুভাগমন করিলেন', 'গমনাগমন করিয়াও'—একবারে ক্রিয়া বলা উচিত।

পোষণ করেন—একবারে ক্রিয়া বলিলে 'ভরণ পোষণ করিতে'—এক ক্রিয়া বলা উচিত। 'প্রকাশ করিলেন'—একবারে ক্রিয়া বলিলে 'আত্ম-প্রকাশ করিলেন'—এক ক্রিয়া বলিতে হয়। 'ভোজন করেন' একবারে ক্রিয়া বলিলে 'দ্বিভোজন করিতে'—এক ক্রিয়া বলিতে হয়।

'আমারও গ্রহণ হইল', 'আমাদের বোধ হয়' ইত্যাদি স্থলে যেমন 'গ্রহণ' ও 'বোধ' কর্ত্তা,—'গ্রহণ করি', 'বোধ করি' ইত্যাদি স্থলে সেইরূপ 'গ্রহণ' ও 'বোধ' কর্ম্ম।

দানার্থ, বচনার্থ, জিজ্ঞাসার্থ, প্রেরণার্থ ও লিখনার্থ ধাতুদ্বারা নিষ্পন্ন ক্রিয়া ও ভাববিশেষ্য দ্বিকর্ম্মক। (১) 'তাহাকে কাপড়-খানি দান কর।' এই বাক্যে তাহাকে ও কাপড়খানি 'দান' এই ভাববিশেষ্যর কর্ম্ম। দান—'কর' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'সে কথা তাঁহাকে বলিয়াছি।' এখানে 'কথা' ও 'তাঁহাকে'—'বলিয়াছি' ক্রিয়ার কর্ম্ম। বিমলকে পত্র লিখিয়াছি—এখানে 'বিমলকে' ও 'পত্র' লিখিয়াছি ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'বিভাকে টাকা পাঠাও।'

দণ্ডার্থ-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া ও ভাববিশেষ্য বিকল্পে দ্বিকর্ম্মক হয়। যথা—'হাকিম আসামীকে (বা আসামীর) একমাস কারাবাস ও দশটাকা দণ্ড করিয়াছেন (বা দিয়াছেন)।'

কোন কোন স্থলে সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম অপ্রকাশিত থাকে। যথা—'ভাবিয়া কিছু স্থির করা যায় না।'

১৭৮। কোন কোন স্থলে অকর্ম্মক ক্রিয়ার—ধাত্বর্থক কর্ম্মপদ থাকে। যথা—'বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়াছি'। 'সে ত সুখের মরণ মরিয়াছে।' 'মিছা কান্না কাঁদিস্ না আর'। 'কাষ্ঠ

(১) দোহা (দোহন করা) ও চাহা বা চাওয়া (যাচ্‌ঞা করা)-এ তদর্থক ধাতু দ্বিকর্ম্মক নয়। গরু দুহিতেছে বা দুইতেছে, এবং দুগ্ধ দুহিতেছে বা দুইতেছে —বলা যায়। কিন্তু 'গরু দুধ দুহিতেছে', 'তাহাকে টাকা চাও'—এরূপ বাক্য হয় না। সংস্কৃতের অনুকরণে অনেকে এই সব ধাতু দ্বিকর্ম্মক বলেন।

হাসি হাসিতেছে।' 'তাহারা কপাটি (বা লুকাচুরি) খেলিতেছে।' একটু হাস। (১) (কর্ম্ম কারক প্রকরণ দেখ)।

মেঘ ডাকিতেছে, বিলাতি কাপড় শীঘ্র ছিঁড়ে—ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়া অকর্ম্মক। (পরিশিষ্টে ধাতুমালা দেখ)।

আমি সন্দেশ ও মিঠাই খাইয়াছি। এই বাক্যে 'সন্দেশ' ও 'মিঠাই'—খাইয়াছি ক্রিয়ার কর্ম্ম। কিন্তু ঐ ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক নহে। প্রকৃত পক্ষে ঐ বাক্যের আকার—'আমি সন্দেশ খাইয়াছি এবং আমি মিঠাই খাইয়াছি।' সংক্ষেপার্থ উক্তরূপে লিখিত হয়।

সমাপিকা ক্রিয়া

১৭৯। পুরুষ ও কালভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ (=আকার) হয়। কর্ত্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ নির্ণয় করিতে হয়।

১৮০। 'আমি' ও 'আমরা'-পদের সহিত অন্বয় হইলে অন্বিত ক্রিয়া উত্তম পুরুষ হয়; কারণ 'আমি' উত্তম পুরুষ। তুমি ও তোমরা (এবং 'তুই' ও তোরা') পদের সহিত অন্বিত হইলে ক্রিয়া মধ্যমপুরুষ হয়; কারণ 'তুমি' মধ্যম পুরুষ। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র ক্রিয়া প্রথম পুরুষ। কারণ, আমি ও তুমি (ও তুই) ব্যতীত সমস্ত সর্ব্বনাম এবং সমস্ত বিশেষ্যই প্রথম পুরুষ। (২)

(১) একটু হাস=একটু (হাসি) হাস। এখানে 'হাসি' পদটি উহ্য আছে। এইরূপ একটু (সময়) অপেক্ষা কর। একটু (কান্না) কাঁদ।

(২) সুরমা, বিমলা, বিজয়া ও আমি একত্র যাইয়া দেখিলাম।—

ব্যাকরণশাস্ত্র-অনুসারে বক্তা—উত্তমপুরুষ; যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা যায়—তিনি মধ্যমপুরুষ। তদ্ভিন্ন সমস্ত ব্যক্তি, জীব ও পদার্থ—যাহার সম্বন্ধে বা উদ্দেশে কিছু বলা যায়—প্রথমপুরুষ। 'আপনি'-শব্দ 'তুমি'-অর্থে ব্যবহৃত হইলেও প্রথম পুরুষ।

১৮১। ক্রিয়ার সময়কে কাল বলে। কাল তিনপ্রকার। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

১৮২। অনুজ্ঞাতেও ক্রিয়ার স্বতন্ত্র রূপ হইয়া থাকে। অনুজ্ঞা সময়-বোধক না হইলেও বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৮৩। কর্ত্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার আকার বিভিন্ন হয় না।

১৮৪। ক্রিয়াপদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

ধাতুবিভক্তি।

		প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
বর্ত্তমানকাল	১ম।	ইতেছে	ইতেছ (১)	ইতেছি
	২য়।	এ	অ (১)	ই

এখানে চারিটি কর্ত্তা থাকিলেও 'আমি'ও কর্ত্তা আছে বলিয়া উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপ্রয়োগ হইয়াছে। উমা ও তুমি একসঙ্গে যাও।—এই স্থলে দুটি কর্ত্তা থাকিলেও মধ্যমপুরুষের কর্ত্তাও আছে বলিয়া মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া বসিয়াছে।

অতীতকাল	১ম।	ইল (১)	ইলে	ইলাম
	২য়।	ইয়াছে	ইয়াছ (১)	ইয়াছি
	৩য়।	ইয়াছিল (১)	ইয়াছিলে	ইয়াছিলাম
	৪র্থ।	ইতেছিল (১)	ইতেছিলে	ইতেছিলাম
	৫ম।	ইত (১)	ইতে	ইতাম
ভবিষ্যৎকাল		ইবে	ইবে	ইব
অনুজ্ঞা		উক	ও	—

'ইতেছে', 'ইতেছ' ও 'ইতেছি' এবং 'ইতেছিল', 'ইতেছিলে' ও 'ইতেছিলাম'—এই কয়েকটি বিভক্তি মূলে 'ইতে' এই অসমাপিকা-ক্রিয়াবিভক্তি এবং এক একটি 'আছ'-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়ার যোগে উৎপন্ন। যথা—ইতেছে = ইতে + আছে; ইতেছ = ইতে + আছ; ইতেছি = ইতে + আছি; ইতেছিল = ইতে + আছিল; ইতেছিলে = ইতে + আছিলে; ইতেছিলাম = ইতে + আছিলাম। এইরূপ 'ইয়াছে', 'ইয়াছ', 'ইয়াছি', 'ইয়াছিল', 'ইয়াছিলে' ও 'ইয়াছিলাম'—এই কয়েকটি বিভক্তি 'ইয়া' এই অসমাপিকা-ক্রিয়াবিভক্তি এবং যথাক্রমে 'আছে', 'আছ', 'আছি', 'আছিল', 'আছিলে' ও 'আছিলাম' এই কয়টি আছ্-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়ার যোগে উৎপন্ন। সুতরাং 'হইতেছে' ক্রিয়াপদটি মূলে

---

(১) বর্ত্তমান অনেক প্রধান লেখকের গ্রন্থে এই বিভক্তিগুলি ওকারান্তের ন্যায় লিখিত হয়। যথা—গেলো, দিচ্ছিলো (দিতেছিলো,) পালিয়েছো ইত্যাদি

'হইতে'—এই 'ইতে'-বিভক্তি-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'আছে'—এই আছ্-ধাতু-নিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়াপদের যোগে উৎপন্ন। এইরূপ হইতেছ=হইতে+আছ; হইতেছি= হইতে+আছি; হইতেছিল=হইতে+আছিল; হইয়াছে= হইয়া+আছে; হইয়াছিল=হইয়া+আছিল; হইয়াছিলে= হইয়া+আছিলে ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত 'আছে', 'আছ', 'আছি', 'আছিল', 'আছিলে' ও 'আছিলাম' পদগুলি যথাক্রমে 'এ', 'অ', 'ই', 'ইল', 'ইলে' ও 'ইলাম' বিভক্তি-নিষ্পন্ন। (১)

সুতরাং মূলে নিম্নলিখিত কয়েকটিমাত্র ধাতু-বিভক্তি ছিল—

---

(১) 'করিতে আছে', 'করিতে আছি', 'যাইতে আছিল'—প্রভৃতি কয়েকটি স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ এখনও স্থানবিশেষে চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন পদ্যেও ঐরূপ পদ কচিৎ দেখা যায়। বর্ত্তমান সাহিত্যে ঐরূপ স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহার নাই এবং ইতেছে, ইয়াছে, ইয়াছিল, ইতেছিল প্রভৃতি এখন বিভক্তি হইয়া উঠিয়াছে।

আমি করিয়াছি—এখানে 'করিয়াছি'—এই ক্রিয়ার স্থলে 'করিয়া আছি'—এরূপ স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না। সেই জন্যই 'ইয়াছি' প্রভৃতি বিভক্তি হইয়াছে। কিন্তু 'করিয়া থাকি', 'করিতে পারি' এরূপ স্বতন্ত্র পদ প্রয়োগ হয়। সেইজন্য 'ইয়া থাকি', 'ইতে পারি' প্রভৃতি বিভক্তি নয়। 'করিয়া থাকি'—এক ক্রিয়া-পদ নহে; 'করিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া, 'থাকি'—সমাপিকা ক্রিয়া। এইরূপ 'করিয়া থাকে', 'করিতে থাকি', 'করিতে থাকে।' ইত্যাদি। 'করিতে পারি'—একটি-ক্রিয়াপদ নহে; 'করিতে'—অসমাপিকা ক্রিয়া, 'পারি'—সমাপিকা ক্রিয়া। এইরূপ

(সমাপিকা ক্রিয়া)

এ, অ, ই, ইল, ইলে, ইলাম, ইত, ইতে, ইতাম, ইবে, ইবে, ইব, উক, ও।

(অসমাপিকা-ক্রিয়া-বিভক্তি)

ইতে, ইয়া, ইলে। (১)

১৮৫। সম্ভ্রমার্থে 'ইতেছে,' 'এ,' 'ইল,' 'ইয়াছে,' 'ইয়াছিল', 'ইতেছিল', 'ইত,' 'ইবে' (প্রথম পুরুষ), এবং 'উক' বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে—'ইতেছেন,' 'এন,' 'ইলেন,' 'ইয়াছেন,' 'ইয়াছিলেন,' 'ইতেছিলেন,' 'ইতেন,' 'ইবেন' ও 'উন' হয়।

অনাদর-অর্থে—'ইতেছ' ও 'ইয়াছ' বিভক্তির স্থানে 'ইতেছিস্' ও 'ইয়াছিস্' হয়; 'ইলে,' 'ইয়াছিলে,' 'ইতেছিলে' ও

'করিতে পারিতাম. করিতে পারিব, করিতে পারি, করিতে পারিবে, করিতে পারিয়াছিলাম' ইত্যাদি। কোন কোন ব্যাকরণে 'ইয়া থাকি', প্রভৃতি বিভক্তি বলিয়াএবং 'করিয়া থাকি' প্রভৃতি এক ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলি স্বতন্ত্র ক্রিয়া।

(১) সংস্কৃতের অনুকরণে অনেকেই এই তিনটি অসমাপিকা-ক্রিয়া-বিভক্তিকে প্রত্যয় বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের উত্তর আর কোন বিভক্তি বসে না; আর বিভক্তি না বসিলে পদ হয় না এবং পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এগুলি বিভক্তি। কেহ বলেন যে সংখ্যা-বোধক নহে বলিয়া ইহারা বিভক্তি হইতেই পারে না। কোন ধাতুবিভক্তিই কিন্তু সংখ্যাবোধক নহে। ধাতু-বিভক্তির সহিত সংখ্যার কোন সম্পর্ক নাই।

'ইবে' স্থানে যথাক্রমে—'ইলি,' 'ইয়াছিলি,' 'ইতেছিলি' ও 'ইবি' হয়; অনুজ্ঞার 'ও' স্থানে সময়ে সময়ে 'ইস্' বা 'স্' হয়; কোথাও বিভক্তির লোপ হয়; কোথাও বা অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। বিভক্তিযোগে এইরূপ পরিবর্ত্তিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

প্রথম অতীতের 'ইল' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'ইলে' হয়। যথা—সে ত আমায় টাকা দিলে।

১৮৬। স্বরান্ত ও হকারান্ত ধাতুর উত্তর দ্বিতীয় বর্ত্তমানের 'এ' বিভক্তির স্থানে 'য়' এবং 'অ' বিভক্তির স্থানে প্রায় 'ও' হয়, তখন ধাতুর অন্ত্য হকারের লোপ হয়।

১৮৭। কোন কোন ধাতুর উত্তর অনুজ্ঞার 'ও' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে 'অ,' কোথাও বা বিকল্পে 'ইও' হয়।

১৮৮। যেখানে কাজ এখনও শেষ হয় নাই, সেইখানে প্রথম বর্ত্তমানের ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। যেখানে কোন ক্রিয়া—স্বভাবতঃ বা বরাবর হইয়া থাকে—এইরূপ বুঝায়, সেখানে দ্বিতীয় বর্ত্তমানের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

১৮৯। যেখানে ক্রিয়া এখনই হইল—এইরূপ বুঝায়, সেখানে প্রথম অতীত; যেখানে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তমান আছে—সেখানে দ্বিতীয় অতীত; যেখানে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার ফলও বর্ত্তমান নহে, সেখানে তৃতীয় অতীতের ক্রিয়া প্রয়োগ হয়। কোন কাজ হইতেছিল, শেষ হয় নাই—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে চতুর্থ অতীত; এবং

পূর্ব্বে স্বভাবতঃ বা চিরকাল ঘটিত—এইরূপ অর্থে পঞ্চম অতীতের ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১৯০। সাধারণতঃ আদেশ, উপদেশ ও অনুনয় বুঝাইতে অনুজ্ঞার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এই সকল অর্থে কেবল প্রথম ও মধ্যম পুরুষেই অনুজ্ঞার ক্রিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। সেইজন্য উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র বিভক্তি নাই।

আশংসার্থেও অনুজ্ঞার পদ ব্যবহৃত হয়। তখন দ্বিতীয় বর্ত্তমানের বিভক্তিযোগে উত্তম পুরুষের পদ-নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ধাতুরূপ।

হ ধাতু (হওয়া)।

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। হইতেছে	হইতেছ	হইতেছি	[হচ্চে, হচ্চেন,
(সম্ভ্রমে হইতেছেন)	(অনাদরে হইতেছিস্)		[হচ্চ, হচ্চি
২য়। হয়	হও	হই	
(স হন, হয়েন)	(অনা. হস্)		

অতীত কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। হইল (১)	হইলে	হইলাম (২)	[হল, হলেন,
(স. হইলেন)	(অনা. হইলি)		হলে, হলাম

(১) অনেক শ্রেষ্ঠ প্রাচীনলেখক 'হইল' স্থানে 'হইলেক', 'করিল' স্থানে 'করিলেক'—এইরূপ এক একটি 'ক' সংযুক্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ 'ক' স্বার্থেই প্রযুক্ত।

(২) পদ্যে 'হইলে' স্থানে 'হইলা', এবং 'হইলাম' স্থানে 'হইনু'—

২য়। হইয়াছে	হইয়াছ	হইয়াছি	[হয়েছে, হয়েচে, হয়েছ, হয়েচ,
(স, হইয়াছেন)	(অনা, হইয়াছিস্)		হয়েছি, হয়েচি ই.
৩য়। হইয়াছিল	হইয়াছিলে	হইয়াছিলাম	[হয়েছিল ইত্যাদি
(স হইয়াছিলেন)	(অনা. হইয়াছিলি)		
৪র্থ। হইতেছিল	হইতেছিলে	হইতেছিলাম	[হতেছিল ই.
(স. হইতেছিলেন)	(অনা. হইতেছিলি)		হচ্ছিল ই.(১)
৫ম। হইত	হইতে	হইতাম	[হ'ত, হতেন,
(স. হইতেন)	(অনা. হইতিস্)		হতাম (হতুম) ই.

ভবিষ্যৎ কাল।

হইবে	হইবে (২)	হইব	[হবে, হবেন ই.
(স. হইবেন)	(অনা. হইবি)		

এইরূপ পদও দেখা যায়। অন্য ধাতুরও এইরূপ পদের ব্যবহার আছে।
—করিলা, চলিলা ; যাইনু, ফিরিনু, ফিরনু।

(১) চলিত কথা বলিয়া যে ক্রিয়াপদগুলি দেখান হইল ঐ সব ক্রিয়াপদ এখন সাহিত্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। কথার সংক্ষেপার্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে সম্ভবতঃ ঐ পদগুলিই ক্রমে পূর্ণভাবে সাহিত্যিক ক্রিয়াপদ হইয়া দাঁড়াইবে।

(২) প্রাচীন বাঙ্গালায়—এবং পত্রাদিতে এখনও— সময়ে সময়ে 'হইবে' স্থানে 'হইবা' পদের প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ করিবা, যাইবা. দিবা, আসিবা।

অনুজ্ঞা।

হউক	হও, হইও	—	[হ'ক্, হ'য়ো ই.
(স. হউন)	(অনা. হস্, হইস্, হ)		

অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের 'হইও' ও 'হও' এই দুই পদের অর্থগত প্রভেদ আছে। 'হইও' পদটি অনুরোধ এবং কিয়ৎ-পরিমাণে ভবিষ্যৎকালের কার্য্য বুঝায়। অন্যান্য ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ। যথা—যাও, যাইও ; দাও, দিও।

নিষেধার্থ বুঝাইতে (ক) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ত্তমানে ক্রিয়ার সহিত 'না' যোগ করিতে হয়। ক্বচিৎ 'না' ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—হইতেছে না ; হয় না, না হয় ; হই না, না হই।

'না হয়' স্থানে সময়ে সময়ে 'নয়' ও 'নহে' এবং সম্ভ্রমার্থে 'নন্' ও 'নহেন্' হয়। এইরূপ 'না হও' স্থানে সময়ে সময়ে 'নও' ও 'নহ' এবং অনাদরে 'নস্' হয়। 'না হই' স্থানে সময়ে সময়ে 'নই' ও 'নহি' হয়।

প্রথম অতীতেও ঐরূপ 'না' যোগ করিতে হয়। স্থান বিশেষে 'না' ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—হইল না, না হইল।

(গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অতীতে 'না' যোগ করিতে হয়। যথা—যদি সে কার্য্য না হইয়াছে—বা না হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ত্তমানের ক্রিয়ায় 'নাই' যোগ করিয়াও এই দুই অতীতের নিষেধার্থক ক্রিয়া হয়। যথা—সে কার্য্য হইয়াছে বা হইয়াছিল ; নিষেধার্থ ক্রিয়া—সে কার্য্য হয় নাই। এইরূপ তিনি খাইয়াছেন =তিনি খান নাই।

(ঘ) চতুর্থ ও পঞ্চম অতীতে 'না' যোগ হয়। যথা—হইতেছিলাম না (হতেছিলাম না); হইতাম না। 'না' কচিৎ ক্রিয়ার পরে বসে। যথা—যদি না হইত।

(ঙ) ভবিষ্যৎকালেও ঐরূপ 'না' যোগ হয়। যথা—হইবে না, না হইবে।

(চ) অনুজ্ঞাতেও ঐরূপ 'না' যোগ হয়। যথা—না হউক, হইও না।

অন্য ধাতু সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

যা ধাতু (যাওয়া)। (১)

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। যাইতেছে	যাইতেছ	যাইতেছি	[যাচ্চে, যাচ্চ,
(স. যাইতেছেন)	(অনা. যাইতেছিস্)		যাচ্চি ইত্যাদি
২য়। যায়	যাও	যাই	
(স. যান্)	(অনা. যাস্)		

অতীত কাল।

১ম। যাইল	যাইলে	যাইলাম
(স. যাইলেন)	(অনা. যাইলি)	

(১) 'যা' ধাতুর অর্থ সময়ে সময়ে 'হওয়া' হয়। যথা—এমন লোক দেখা (দৃষ্ট) যায় (হয়)। অষ্ট্রেলিয়ায় সোণা পাওয়া যায়। পাঁচটি টাকা লওয়া যাইতে পারে।

গেল (১) গেলে গেলাম (২)
(স গেলেন) (অনা. গেলি)

২য়। গিয়াছে (৩) গিয়াছ গিয়াছি [গেছে, গেছেন ই.
(স গিয়াছেন) (অনা. গিয়াছিস্)

৩য়। যাইয়াছিল (৪) যাইয়াছিলে (৪) যাইয়াছিলাম (৪)
(স যাইয়াছিলেন) (অনা. যাইয়াছিলি)

গিয়াছিল গিয়াছিলে গিয়াছিলাম [গেছিল, গিয়েছিল,
(স গিয়াছিলেন) (অনা. গিয়াছিলি)

---

(১) 'যাইল', 'যাইয়াছিল'—ইত্যাদি ক্রিয়াপদ সংস্কৃত 'যা'-ধাতু-নিষ্পন্ন। 'গেল', 'গিয়াছিল'—ইত্যাদি পদ সংস্কৃত 'গম'-ধাতু-নিষ্পন্ন। বাঙ্গালায় ১ম অতীতকাল ও ৩য় অতীত কালে 'যা' ধাতুস্থানে বিকল্পে 'গি' হয় এবং ২য় অতীত কালে 'যা' ধাতুস্থানে নিত্য 'গি' হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়াস্থলে 'ইয়া' ও 'ইলে' বিভক্তিতে 'যা' স্থানে বিকল্পে 'গি' হয়। যথা—যাইয়া, গিয়া; যাইলে, গেলে। [ক্রিয়াপদে তুটি স্বতন্ত্র ধাতু স্বীকার অনাবশ্যক হইলেও ঐ তুই সংস্কৃত ধাতুর স্বতন্ত্র কৃদন্তপদ বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—গমন, যান (গোযান); গত, সঙ্গত, প্রয়াণ, যাত্রা ইত্যাদি।]

(২) কলিকাতা অঞ্চলে চলিত কথায়—গেলুম; এইরূপ কর্‌লুম, খেলুম, দিলুম, গিয়েছিলুম, করেছিলুম, খেয়েছিলুম, দিয়েছিলুম। পশ্চিম-বঙ্গের চলিত কথায়—গেনু। এইরূপ কর্‌নু (বা কন্নু), খেনু, দিনু।

(৩) যাইয়াছে, যাইয়াছ, যাইয়াছি পদ হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান গদ্য বাঙ্গালায় ঐরূপ পদের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না।

(৪) প্রয়োগ অল্প।

৪র্থ। যাইতেছিল	যাইতেছিলে	যাইতেছিলাম	[যেতেছিল, যাচ্ছিল ই.
(স. যাইতেছিলেন)	(অনা. যাইতেছিলি)		
৫ম। যাইত	যাইতে	যাইতাম	[যেত, যেতাম (যেতুম) ই.
(স যাইতেন)	(অনা. যাইতিস্)		

ভবিষ্যৎকাল।

যাইবে	যাইবে	যাইব	[যাবে, যাব ই.
(স. যাইবেন)	(অনা. যাইবি)		

অনুজ্ঞা।

যাউক	যাও, যাইও (১)	—	[যাক্, যান,
(স. যাউন)	(অনা. যা, যাস্)		[যেও (ও যেয়ো)

কর্ ধাতু (করা)।

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। করিতেছে	করিতেছ	করিতেছি	[কর্‌চে, কচ্চে ই.
২য়। করে	কর	করি	
(স. করেন)	(অনা. করিস্)		

অতীত কাল।

১ম। করিল	করিলে	করিলাম	[কর্‌লে, কল্লে ই.
২য়। করিয়াছে	করিয়াছ	করিয়াছি	[করেছে ই.
৩য়। করিয়াছিল	করিয়াছিলে	করিয়াছিলাম	[করেছিল ই.
৪র্থ। করিতেছিল	করিতেছিলে	করিতেছিলাম	[কর্‌তেছিল, কর্‌ছিল ই.
৫ম। করিত	করিতে	করিতাম	[কর্‌ত, কত্ত, কর্‌তাম (কত্তুম)

---

(১) অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক 'যাইয়ো' এইরূপ 'য়' সংযুক্ত পদ ব্যবহার করেন। এইরূপ ভাঙিয়ো, মারিয়ো, দিয়ো ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল।

করিবে করিবে করিব [কর্‌বে কর্‌ব (কর্‌বো) ই.

অনুজ্ঞা।

করুক কর, করিও (ও করিয়ো) — [ক'রো
(স. করুন) (অনা. কর্, করিস্)

দা ধাতু (দেওয়া)।

বর্ত্তমান কাল।

১ম। দিতেছে দিতেছ দিতেছি [দিচ্ছে, দিচ্ছিস্ ই.
(স. দিতেছেন) (অনা. দিতেছিস্)
২য়। দেয় (১) দাও, দেও দেই, দিই, দি
(স. দেন) (অনা. দিস্)

অতীত কাল।

১ম। দিল (ক) দিলে দিলাম [(ক) দিলে, দিলেক ই.
(স. দিলেন) (অনা. দিলি)
২য়। দিয়াছে দিয়াছ দিয়াছি [দেছে, দিছি ই.
৩য়। দিয়াছিল দিয়াছিলে দিয়াছিলাম [দিয়েছিল, দেছিল ই.
৪র্থ। দিতেছিল দিতেছিলে দিতেছিলাম [দিচ্ছিল, দিচ্ছিলাম (দিচ্ছিলুম), ই.
৫ম। দিত দিতে দিতাম [দিতুম ই.

---

(১) সচরাচর 'দেয়' স্থানে—দিয়া থাকে ; 'দেও' স্থানে—দিয়া থাক ; 'দেই', 'দিই', 'দি' স্থানে—দিয়া থাকি—এইরূপ প্রয়োগ হয়। অন্য অনেক ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ। যথা—শুইয়া থাকে, আসিয়া থাকে, হইয়া থাকে ইত্যাদি। এগুলি যৌগিক ক্রিয়া। (যৌগিক ক্রিয়া দেখ)।

ভবিষ্যৎ কাল।

দিবে	দিবে	দিব	[দেবো ই.

অনুজ্ঞা।

দিক্ (১)	দাও, দেও, দিও	—
(স. দিন্)	(অনা. দে, দিস্)	

শো ধাতু (শোওয়া)।

বর্ত্তমান কাল।

১ম।	শুইতেছে	শুইতেছ	শুইতেছি	[শুতেছে, শুচ্চে ই.
২য়।	শোয়	শোও	শুই	
	(স. শোন্)	(অনা. শুস্)		

ধাতুরূপ।

অতীত কাল।

১ম।	শুইল	শুইলে	শুইলাম	[শু'ল ই.
	(স শুইলেন)	(অনা. শুলি)		
২য়।	শুইয়াছে	শুইয়াছ	শুইয়াছি	শুয়েছে ই.
৩য়।	শুইয়াছিল	শুইয়াছিলে	শুইয়াছিলাম	[শুয়েছিল ই.
৪র্থ।	শুইতেছিল	শুইতেছিলে	শুইতেছিলাম	[শুচ্ছিল ই.
৫ম।	শুইত	শুইতে	শুইতাম	[শু'ত ই.

ভবিষ্যৎ কাল।

শুইবে	শুইবে	শুইব	[শোবে, শু'বি ই.

অনুজ্ঞা।

শুক	শোও, শুইও (ক)	[(ক) শু'য়ো
(স. শুন্)	(অনা. শো, শুস্)	

---

(১) প্রাচীন লেখায় 'দিউক', 'দিউন'—দেখা যায়।

আস্ ধাতু (আসা)।

বর্ত্তমান কাল।

১ম। আসিতেছে আসিতেছ আসিতেছি [আস্‌চে ই.
২য়। আসে (১) এস (১) আসি [এসো
(স. আসেন) (অনা. আসিস্)

অতীত কাল।

১ম। আসিল (২) আসিলে (২) আসিলাম (২) [এল, এলে ই.
২য়। আসিয়াছে আসিয়াছ আসিয়াছি [এসেছে ই.
৩য়। আসিয়াছিল আসিয়াছিলে আসিয়াছিলাম [এসেছিল ই.
৪র্থ। আসিতেছিল আসিতেছিলে আসিতেছিলাম [আস্‌তেছিল, আস্‌ছিল ই.
৫ম। আসিত আসিতে আসিতাম [আস্‌ত ই

ভবিষ্যৎ কাল।

আসিবে আসিবে আসিব [আস্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

আসুক আসিও (ক), এস ও আসিয়ো — [(ক) এসো
(স. আসুন) (অনা. আসিস্, আয়)

থাক্ ধাতু (থাকা)।

বর্ত্তমান কাল।

থাকিতেছে (৩) থাকিতেছ থাকিতেছি [থাক্‌ছে, থাক্‌চে ই.
(স. থাকিতেছেন) (অনা. থাকিতেছিস্)

---

(১) পদ্যে আইসে, আইস পদও দেখা যায়।

(২) পদ্যে আইল (ও আইলা), আইলে, আইলাম পদও দেখা যায়।

(৩) নিষেধবাক্যেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

২য়	থাকে	থাক	থাকি	
(স. থাকেন)		(অনা থাকিস্)		

অতীত কাল।

১ম।	থাকিল	থাকিলে	থাকিলাম	[থাক্‌ল ই.
(স থাকিলেন)		(অনা. থাকিলি)		
২য়।	থাকিয়াছে	থাকিয়াছ	থাকিয়াছি	[থেকেছে ই.
৫ম।	থাকিত	থাকিতে	থাকিতাম	[থাক্‌ত ই.

তৃতীয় ও চতুর্থ অতীতের পদ চলিত নাই।

ভবিষ্যৎকাল।

থাকিবে	থাকিবে	থাকিব	[থাক্‌ব ই.
(স. থাকিবেন)	(অনা. থাকিবি)		

অনুজ্ঞা।

থাকুক্, থাক্	থাক, থাকিও (ক)	—	[(ক) থেকো
(স. থাকুন)	(অনা. থাকিস্ , থাক্)		

আছ ধাতু (থাকা)।

বর্ত্তমান কাল।

২য়।	আছে	আছ	আছি
(স. আছেন)		(অনা. আছিস্)	

প্রথম বর্ত্তমানের পদ চলিত নাই।

অতীতকাল।

১ম।	ছিল	ছিলে	ছিলাম (১)

(১) প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে এবং পদ্যে 'আছিল', 'আছিলে', 'আছিলা', 'আছিলাম' ও 'আচ্ছুক্' পদ দেখা যায়। মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে 'আছিল্' পদটি চলিত আছে।

(স. ছিলেন) (অনা. ছিলি)

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অতীত এবং ভবিষ্যৎ কাল ও অনুজ্ঞার পদ চলিত নাই।

নিষেধার্থে ১ম বর্ত্তমানে 'নাই' হয়। (১)

বল্ ধাতু (বলা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম।	বলিতেছে	বলিতেছ	বলিতেছি	[বল্‌তেছে, বল্‌চে ই.
২য়।	বলে	বল (ক)	বলি	[(ক) বলো

অতীতকাল।

১ম।	বলিল	বলিলে	বলিলাম	
২য়।	বলিয়াছে	বলিয়াছ	বলিয়াছি	[বলেছে ই.
৩য়।	বলিয়াছিল	বলিয়াছিলে	বলিয়াছিলাম	[বলেছিল ই
৪র্থ।	বলিতেছিল	বলিতেছিলে	বলিতেছিলাম	[বল্‌তেছিল ই.
৫ম।	বলিত	বলিতে	বলিতাম	[বল্‌ত ই.

ভবিষ্যৎকাল।

বলিবে	বলিবে	বলিব	[বল্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

বলুক	বল, বলিও (ও বলিয়ো) (ক)	—	[(ক) ব'লো
(স. বলুন)	(অনা. বল্, বলিস্)		

---

(১) না+আছে বা আছ বা আছি=নাই—এটি নিষেধার্থক ক্রিয়া পদ ; অব্যয় নহে।

নিষেধার্থক অব্যয় 'নাই' ক্রিয়ার পরে বসে। যথা—তিনি সেখানে যান নাই।

কহ্ ধাতু (বলা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। কহিতেছে কহিতেছ কহিতেছি [কইছে ই.

২য়। কহে কহ, কয়ো কহি [কয় ও কন্, কও, কই

(স. কহেন) (অনা. ক, ক'স্)

কহ্ ও কহি—বর্ত্তমান গদ্য বাঙ্গালায় কম চলে। অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ-কালের পদও কম চলে ; তৎপরিবর্ত্তে বল্ ধাতুর পদ ব্যবহার হয়।

শুন্ ধাতু (শোনা)।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। শুনিতেছে শুনিতেছ শুনিতেছি [শুন্‌তেছে, শুন্‌ছে ই.

২য়। শোনে, শুনে শোন, শুন শুনি

অতীতকাল।

১ম। শুনিল শুনিলে শুনিলাম [শুন্‌লে ই.

২য়। শুনিয়াছে শুনিয়াছ শুনিয়াছি [শুনেছে ই.

৩য়। শুনিয়াছিল শুনিয়াছিলে শুনিয়াছিলাম [শুনেছিল ই.

৪র্থ। শুনিতেছিল শুনিতেছিলে শুনিতেছিলাম [শুন্‌তেছিল ই.

৫ম। শুনিত শুনিতে শুনিতাম [শুন্‌ত ই.

ভবিষ্যৎকাল।

শুনিবে শুনিবে শুনিব [শুন্‌বে ই.

অনুজ্ঞা।

শুনুক শোন, শুনিও ও শুনিয়ো (ক) — [(ক) শু'নো,

(স. শুনুন) (অনা. শোন্, শুনিস্) শোনো

চাহ্ ধাতু (দেখা ও প্রার্থনা করা) ।

বর্ত্তমান কাল।

১ম। চাহিতেছে (১) চাহিতেছ চাহিতেছি [চাইতেছে, চাইচে ই.
২য়। চাহে, চায় চাহ, চাও চাহি, চাই
(স চাহেন, চান্) (অনা. চাহিস্, চাস্)

অনুজ্ঞা।

চাউক, চাহুক (২) চাও, চাহিও (ক) [(ক) চ'াক্, চা'ন্, চা,
ও চাহিয়ো, চেয়ো

বহ্ ধাতু (বহন করা) ।

বর্ত্তমানকাল।

১ম। বহিতেছে বহিতেছ বহিতেছি [বইতেছে, বইছে ই.
২য়। বহে, বয় বহ, বও বহি, বই
(স. বহেন, ব'ন্) (অনা. ব'স্, বহিস্)

অনুজ্ঞা।

বহুক, বউক বহ, বও, বহিও ও বহিয়ো (ক) — (ক) বো'ক ; বয়ো
(স. বহুন্, বো'ন্, ব'ন্) (অনা. ব, ব'স, বহিস্) .

---

(১) দর্শনার্থক চাহ্ ধাতুর কখন কখন 'চাহিয়া আছে', 'চেয়ে আছে'—এইরূপ এক একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সংযোগে অর্থ প্রকাশ হয়। দ্বিতীয় বর্ত্তমানের ক্রিয়াসম্বন্ধেও এইরূপ।

(২) সচরাচর 'চাহিয়া (বা চেয়ে) দেখুক' এইরূপ যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য হয়।

সহপ্রভৃতি হান্ত ধাতু এইরূপ। (১)

'স' ধাতুর—সইতেছে (সইছে), সইতেছ (সইছ), সইতেছি (সইছি), সইব (সব), সয়, সও, স'য়ো, সই—ইত্যাদিরূপ পদ হয়। যথা—জল সও।

'ল' ধাতু— লইতেছে', 'লইয়াছে', 'লইত', 'লও' ইত্যাদি-রূপ পদের স্থলে বিকল্পে 'নিতেছে', 'নিয়াছে', 'নিত', 'নেও'—ইত্যাদি পদ হয়। পূর্ব্বে এরূপ পদ কেবল চলিত কথায় ব্যবহৃত হইত। এখন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

১৯১। কোন কোন স্থলে অতীতকালেও বিকল্পে বর্ত্ত-মানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—

(ক) বুদ্ধ খৃষ্টের ৪৭৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) তিনি যখন আমাদের বাটীতে আসেন, তখন আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তিনি যখন বিলাতে যান, আমি তখন পাঠশালায় লিখি।

(গ) তাঁহাকে ক্রমাগতই নিষেধ করিতেছি, তিনি কিছুই শুনেন না।

(ঘ) 'বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন ; পদভরে পর্ব্বত নমিত ও কম্পিত হইতেছে ; সম্মুখস্থিত উপলসকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের পথ প্রদান করিতেছে।'

---

(১) ভবিষ্যৎকালে—সহিব। চলিতভাষায়—সইব, সব ইত্যাদি পদ হয়।

(ঙ) 'বৃহস্পতি বলেন—সন্ন্যাসীর সাজ পৌরুষ-হীনের জীবিকা।'

(চ) এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই।

এই সকল স্থলে অতীতকালে বর্ত্তমানের ক্রিয়া প্রয়োগের নিয়ম—

(ক) ঐতিহাসিক বর্ত্তমান।

(খ) যখন, তখন, যত, তত প্রভৃতি শব্দযোগে অতীতে বর্ত্তমান।

(গ) ক্রিয়ার সাতত্য বুঝাইতে অতীতে বর্ত্তমান।

(ঘ) বর্ণনীয় বিষয় বিশদ ও প্রত্যক্ষবৎ করিবার জন্য অতীতে বর্ত্তমান।

(ঙ) প্রাচীন লেখকদিগের কোন কথার উল্লেখ করিয়া সময়ে সময়ে অতীতে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

(চ) নিষেধার্থক অব্যয় সঙ্গে থাকিলে 'কখনও' প্রভৃতি শব্দের যোগে কোন কোন স্থলে অতীতে বর্ত্তমানের ক্রিয়া বসে।

১৯২। যে ক্রিয়া এখনই সম্পন্ন হইল বা হইবে, তাহাতে সময়ে সময়ে অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ হয়। যথা—তিনি এইমাত্র কলিকাতায় যাইতেছেন (গেলেন); এই তাঁহাকে পত্র লিখিতেছি (লিখিলাম)। তুমি কবে যাইতেছ (যাইবে)? তাই করি (করিব)। ব্যস্ত হও কেন—এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিতেছি (লিখিব)।

১৯৩। অতীত ঘটনার উল্লেখ বা উদ্দেশ করিয়া—সেই

সময়ে বর্ত্তমান—এইরূপ বুঝাইতে অতীতে বর্ত্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—'বিশ্বামিত্র দেখিলেন—এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না।' 'সে সব আর কিছু নহে; মাল-মস্‌লা প্রস্তুত রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই।'—বাল্মীকির জয়।

১৯৪। সময়ে সময়ে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের পরিবর্ত্তে প্রথম অতীতের ক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎকালের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় অতীতের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা—'দুর্ভিক্ষে মারা গেলাম' (যাইতেছি)। এখন যে দিকে পা যাইবে সেই দিকে চলিলাম (চলিব)। যখন পলাইয়াছে, তখন আর সে টাকা দিয়াছে (দিবে)।

১৯৫। অনিশ্চয়-অর্থে কোন কোন স্থলে যৌগিক ক্রিয়ায় অতীত কালে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—দেখিয়া থাকিব = হয় ত পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

১৯৬। বিধি-অর্থে এবং উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনাদি বুঝাইতে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—'সদা সত্য কথা কহিবে।' একবার আমার সহিত দেখা করিবে। আপনি অদ্য আমাদের বাটীতে আহার করিবেন।

এই সকল অর্থে অনুজ্ঞার ক্রিয়াও হয়। যথা—কখনো মিথ্যা কথা কহিও না—শাস্ত্রের এই প্রধান উপদেশ। আপনি একবার আসুন। 'লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাপ্ত হো'ক দ্রুপদনন্দিনী।' 'বাঁচাও করুণাময়ি, ভিখারী রাঘবে।'

১৯৭। প্রশ্নবাক্যে সময়ে সময়ে অতীতকালে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—সহসা এমন সুস্থ ছেলে মরে [বা মরিবে] (মরিল) কেন ?

১৯৮। যদি, যেন, যতকাল প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তমানের ক্রিয়া হয়। যথা—আশীর্ব্বাদ করুন—যেন জয়লাভ করি। যতকাল আমার নিকট আছ (থাকিবে), ততকাল তুমি নিরাপদ।

১৯৯। যেখানে এক ক্রিয়ার সহিত প্রথমপুরুষের, মধ্যম-পুরুষের ও উত্তম পুরুষের কর্ত্তার অন্বয় হয়, সেখানে উত্তমপুরুষের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এইরূপ মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষের কর্ত্তার সহিত অন্বয় হইলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া হয়। যথা—গোলাপ, আমি ও তুমি একত্র যাইব। তুমি ও সুরমা এখনই যাও।

নাম-ধাতু।

২০০। নাম অর্থাৎ শব্দের (১) উত্তর 'কা' প্রত্যয় হইয়া যে ধাতু উৎপন্ন হয় তাহাকে 'নাম-ধাতু' বলে।

'কা' প্রত্যয়ের 'ক' ইৎ যায়, 'আ' থাকে। (২) নাম-ধাতুর

(১) বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়ের। প্রধানতঃ বিশেষ্য হইতেই নামধাতু উৎপন্ন হয়।

(২) যেখানে প্রত্যয়ের 'ক' ইৎ যায় সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের অন্তে যদি স্বরবর্ণ থাকে তাহার লোপ হয়। কোন কোন স্থলে শব্দের অন্ত্য

উত্তর বিভক্তি বসিয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। যথা—ঘুম (শব্দ) + কা (প্রত্যয়) = ঘুমা (ধাতু); পদ—ঘুমাইল। এইরূপ চড়্ (শব্দ) + কা (প্রত্যয়) = চড়া (ধাতু); পদ—চড়াইল। হাত (শব্দ) + কা (প্রত্যয়) = হাতা (ধাতু); পদ—হাতাইল। আটক্ (শব্দ) + কা (প্রত্যয়) = আট্‌কা (ধাতু); পদ—আট্‌কাইল।

*অনেক স্থলে এই প্রত্যয়ের লোপ হয়; এবং 'ক'—ইৎ যায় বলিয়া কোন কোন স্থলে প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের অন্ত্যস্বর বা অন্ত্য অক্ষরের লোপ হয়। যথা—উদয় (শব্দ) + কা (প্রত্যয়) = উদ্ ধাতু; পদ—উদিল। এখানে উদয় শব্দের অন্ত্য অক্ষর (অয়) লুপ্ত হইয়াছে।

২০১। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই নাম-ধাতু-প্রত্যয় হয়। যথা—নীরব হইল—নীরবিল; প্রকাশ হইল বা করিল—প্রকাশিল; ঠেঙা (লাঠি) দ্বারা মারিল—ঠেঙাইল; ফুলযুক্ত হইয়াছে—ফুলিয়াছে [ধানের গাছগুলি ফুলিয়াছে]; এইরূপ মুকুলিল, মঞ্জরিল; বাহির হইল—বাহিরিল। (১) হস্তগত করিল = হাতাইল। প্রহার অর্থে চড় = চড়াইল; চাপড় = চাপড়াইল;

অক্ষরের লোপ হয়। যথা—লাঠি (শব্দ) + ('কা'-প্রত্যয়ের) আ = লাঠা ধাতু; পদ—লাঠাইয়া।

(১) এই সকল পদ পদ্যেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। তবে গদ্যেও অনেকগুলি চলে। ঘুমাইল, হাতাইল, ধোঁয়াইতেছে, ঠেঙাইয়া, লাঠাইয়া, লাফাইয়া প্রভৃতি ক্রিয়াপদ কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা চলে। এখন গদ্য সাহিত্যেও ব্যবহৃত হইতেছে।

জুতা = জুতাইল; ঠেঙা, ঠেঙ্গা = ঠেঙাইল, ঠেঙ্গাইল; বেত = বেতাইল; লাঠি = লাঠাইল; লাথি = লাথাইল ইত্যাদি।

২০২। কতকগুলি বিশেষণ এবং অবস্থাবাচক অব্যয় ও অনুকার-অব্যয়ের উত্তর এই প্রত্যয় হইয়া নামধাতু নিষ্পন্ন হয়। যথা—নরম + কা = নর্‌মা (ধাতু); পদ—নরমিয়াছেন (চলিত কথায় নর্‌মেছেন)। মড়্ মড়্ শব্দের উত্তর 'কা' প্রত্যয় হইয়া মড়্‌মড়া ধাতু হইল। তাহার উত্তর ধাতুবিভক্তি বসিয়া 'মড়্-মড়াইয়া' পদ হইল। এইরূপ কট্‌কটা, কট্‌মটা, কুট্‌কুটা, কন্‌কনা, কচ্‌মচা, চড়্‌চড়া, ছট্‌ফটা, ঝন্‌ঝনা, তড়্‌বড়া, ফড়্‌ফড়া, মচ্‌মচা, মস্‌মসা, সপ্‌সপা, সুড়্‌সুড়া, হড়্‌হড়া, হন্‌হনা প্রভৃতি অনেক নামধাতু চলিত আছে। যথা—বুটপায়ে মস্‌মসিয়ে চলে গেল; কুট্‌কুটিয়ে কামড় খায়; সপ্‌সপিয়ে খাইতেছে; হন্‌হনিয়ে চলে গেল। ব্যবহার অনুসারে ঐ সকল ধাতুর ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রযোজক-ক্রিয়া।

২০৩। প্রেরণ করা বা প্রযোজিত করা—অর্থাৎ চালান, করান, খাওয়ান, দেওয়ান ইত্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতে মূলধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় হইয়া এক একটি নূতন ধাতু উৎপন্ন হয়। এইরূপ ধাতুর নাম 'প্রযোজক ধাতু'। তাহার উত্তর বিভক্তি বসিলে যে সকল ক্রিয়াপদ হয়, তাহাদের নাম—প্রযোজক-ক্রিয়া। (প্রযোজকের ক্রিয়া = প্রযোজক-ক্রিয়া।)

'আ'-প্রত্যয় হইলে মূল ধাতুর নানারূপ আকার-পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা—যা + আ = যাওয়া ধাতু; দা + আ = দেওয়া ধাতু; ধু + আ = ধোয়া ধাতু; শিখ্ + আ = শিখা, শেখা ধাতু।

উদাহরণ।

	ক্রিয়া	আ-প্রত্যয়ান্তধাতু	প্রযোজক-ক্রিয়া
কর্	করিতেছি	করা	করাইতেছি
পড়	পড়িতেছি	পড়া	পড়াইতেছি
শু	শুইতেছি	শোয়া	শোয়াইতেছি
ধু	ধুইতেছি	ধোয়া	ধোয়াইতেছি
যা	গিয়াছি, যাইযাছি	যাওয়া	যাওয়াইয়াছি
বহ, ব	বহিতেছি, বইতেছি	বহা, বওয়া	বহাইতেছি, বওয়াইতেছি
ল	লইতেছি	লওয়া	লওয়াইতেছি
লিখ্	লিখিতেছি	লেখা	লিখাইতেছি, লেখাইতেছি
শিখ্	শিখিতেছি	শিখা, শেখা	শিখাইতেছি, শেখাইতেছি
জান	জানিতেছি	জানা	জানাইতেছি

২০৪। (ক) অকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া সকর্ম্মক হয়; (খ) সকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়; (গ) দ্বিকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মকই থাকে। যথা—

(ক) বোম্বাই আমের গাছটি এবার ফলিয়াছে।

প্রযোজক-ক্রিয়া—অনেকযত্নে বোম্বাই আমের গাছটি এবার ফলাইয়াছি।

(খ) সেলিম আরবি পড়িতেছেন।

প্রযোজক ক্রিয়া—মৌলবিসাহেব সেলিমকে আরবি পড়াইতেছেন।

(গ) জিতেন শরৎকে দশটি টাকা দিয়াছিলেন।

প্রযোজক-ক্রিয়া—জিতেন তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা শরৎকে দশটি টাকা দেওয়াইয়াছিলেন। অথবা সুরেন্দ্র জিতেনের দ্বারা শরৎকে দশটি টাকা দেওয়াইয়াছিলেন।

২০৫। অনেকস্থলে মূল ক্রিয়ার কর্ত্তা প্রযোজক-ক্রিয়ার কর্ম্ম হয়। যথা—বালক দুধ খাইতেছে ; জননী বালককে দুধ খাওয়াইতেছেন। (১)

কখন কখন বিকল্পে হয়। যথা—অন্নদা প্রসন্নের নিকট অঙ্ক কসিতেছেন ;—(ক) প্রসন্ন অন্নদাকে অঙ্ক কসাইতেছেন।

(ঘ) প্রসন্ন অন্নদাকে দিয়া অঙ্ক 'কসাইতেছেন (২)।

(১) সাধারণ ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইলে হয় না ; (গ) উদাহরণ দেখ।

(২) (ক) ও (খ) বাক্যের অর্থগত প্রভেদ আছে। (ক) বাক্যে ফল—অন্নদার ; অর্থাৎ অন্নদা যাহাতে অঙ্ক কসিতে পারে, তাহাই প্রসন্নের উদ্দেশ্য। (খ) বাক্যে ফল—প্রসন্নের ; অর্থাৎ প্রসন্ন তাঁহার নিজের অঙ্ক অন্নদার দ্বারা কসাইয়া

২০৬। কোন কোন স্থলে, ক্রিয়া ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে। যথা—'শীত করিতেছে'—অর্থাৎ শীত বোধ হইতেছে। ঘোর অন্ধকার করিয়া (অর্থাৎ হইয়া) আসিল [অর্থাৎ হইল]। মেঘ করিয়াছে—অর্থাৎ হইয়াছে বা উঠিয়াছে। কুয়াসা করিয়াছে—অর্থাৎ হইয়াছে। অনেক গাল, অনেক প্রহারও খাইয়াছে—অর্থাৎ সহিয়াছে। তিনি নিশ্চয় যাইবেন না—দেখিয়া (অর্থাৎ বুঝিয়া) আমি একাকী চলিলাম। সভার কাজে যোগ দিবেন—অর্থাৎ সাহায্য করিবেন। (১) দরোজা দাও (=বন্ধ কর)। দুধে কাঠি দাও (অর্থাৎ কাঠি দিয়া দুধ নাড়)। এরূপ কাজ করা যায় (=হয়) না। গায় কাঁটা দিল (=জন্মিল বা হইল)।

২০৭। অর্থের প্রসারণার্থ কখন কখন দুটি ক্রিয়া একত্র ব্যবহৃত হয়। যথা—সর্ব্বদা দেখিবে শুনিবে ; যত্ন করিয়া পড়িবে শুনিবে ইত্যাদি। এই সকল স্থলে ক্রিয়াদুটির প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত তদতিরিক্তও কিছু বুঝাইতেছে। যথা—প্রথম বাক্যে—দেখিবে, শুনিবে, রক্ষা করিবে, সাহায্য করিবে ইত্যাদি। দ্বিতীয় বাক্যে—পড়িবে, শুনিবে, লিখিবে ইত্যাদি।

(১) 'সেদিন সকলেই........ ষ্ট্রাচিহলে আসিয়া সভায় যোগ দান করে।' এখানে সভায় 'যোগ দান করে' (=যোগ দেয়)— এই বাক্যে দা ধাতু দানার্থক নয়। সুতরাং এখানে 'দেন' অর্থে 'দান করেন' নহে।

অসমাপিকা ক্রিয়া।

২০৮। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'ইয়া', 'ইলে' ও 'ইতে' বিভক্তি যোগ হইলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়।

কাল, পুরুষ বা বচন-ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তর হয় না।

চলিত কথায় 'ইয়া' স্থানে 'এ' ও (স্বরবর্ণের পর) 'য়ে' হয়; এবং 'ইলে' ও 'ইতে'—এই দুই বিভক্তির 'ই' লোপ হয়। যথা—খাইয়া—খেয়ে; থাকিয়া—থেকে; যাইয়া, গিয়া—গিয়ে (১); শুইয়া—শুয়ে (২)। করিলে—কর্‌লে; যাইলে—গেলে। যাইতে—যেতে; হইয়া—হ'তে।

২০৯। অনন্তরঅর্থে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' বিভক্তি হয়। যথা—দুগ্ধ পান করিয়া (৩) পড়িতে যাও।

হেতু-অর্থেও 'ইয়া' বিভক্তি হয়। যথা—ও কথা বলিয়া কাজ নাই। এখন আর দারজিলিঙে গিয়া ফল নাই।

এই 'ইয়া' বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিতে হয় না।

(১) যাইয়ে ও যেয়ে—স্থান বিশেষে চলে।

(২) প্রাচীন বাঙ্গালায় 'শুয়া'। 'শুয়া শুয়া চরাই করি'—(প্রবোধ চন্দ্রিকা)।

(৩) প্রাচীন লেখকেরা 'করিয়া' স্থানে সময়ে সময়ে 'করত' ব্যবহার করিতেন। 'হইয়া' পদের পরিবর্ত্তেও সময়ে সময়ে 'হওত' পদ ব্যবহৃত হইত।

অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তাই এই ক্রিয়ার কর্ত্তা। যথা—প্রাতঃকালে উঠিয়া বেড়াইবে।

কোন কোন স্থলে স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকে। যথা—রাত্রি জাগিয়া আমার অসুখ হইয়াছে। দশ ক্রোশ পথ চলিয়া পায়ে বেদনা হইয়াছে। এই সকল স্থলে কর্ত্তার নির্দ্দেশ আবশ্যক।

২১০। যেখানে একটি ক্রিয়ার পরবর্ত্তী কালে অন্য একটি ক্রিয়া ঘটে, অথবা একটি ক্রিয়া পরবর্ত্তী অন্য ক্রিয়ার কারণরূপে প্রযুক্ত হয়, সেখানে ধাতুর উত্তর 'ইলে' বিভক্তি হয়।

অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়া ও এই 'ইলে'-বিভক্ত্যন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সময়ে সময়ে একই কর্ত্তা হয়। যথা—টাকা পাইলে তিনি সব করিবেন।

অনেক স্থলে এই শ্রেণীর ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকে। যথা—আমি আসিলে তুমি যাইও। সূর্য্য উঠিলে আর হিমের ভয় থাকে না।

ক্রিয়াদ্বয়ের সমকাল-ঘটনা স্থলেও কখন কখন 'ইলে' বিভক্তি হয়। যথা—বারটা বাজিলে সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে আসিবে।

২১১। নিমিত্ত-অর্থে এবং ক্রমিকতা, সামর্থ্য, বিধি ও প্রয়োজন বুঝাইতে এবং বিষয়াধিকরণের অর্থে ও ধাত্বর্থে 'ইতে' বিভক্তি হয়। যথা—ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে (আনিবার নিমিত্ত) চলিলেন। দস্যুদল দেশ লুঠিতে ও ছারখার করিতে লাগিল; (ক্রমিকতা)। শশী দিবসে আট ক্রোশ চলিতে

পারে। (সামর্থ্য)। তোমাকে ভবানীপুরে যাইতে হইবে; (অর্থাৎ যাইবার প্রয়োজন আছে)। এইরূপ কাজ করিতে হয় [বা নাই]; (বিধি)। জীবন লিখিতে পড়িতে (লেখা পড়া বিষয়ে) বেশ দক্ষ। আজি সকালে তাঁহাকে আসিতে [অর্থাৎ তিনি আসিতেছেন]—দেখিলাম। (ধাত্বর্থ)।

এই বিভক্তি-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া ও অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়ার প্রায়ই এক কর্ত্তা হয়। যথা—রাত্রিতে যাইতে পারিব না।

কখন কখন স্বতন্ত্র কর্ত্তাও থাকে। যথা—তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে দেখিলাম।

২১২। নাম-ধাতুর উত্তরও এই তিন বিভক্তি বসিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া উৎপন্ন করে। যথা—লতাইয়া, লতাইলে, লতাইতে; লাথাইয়া, লাথাইলে, লাথাইতে ইত্যাদি।

২১৩। অব্যয়শব্দ-নিষ্পন্ন কতকগুলি নামধাতুর উত্তরও এই বিভক্তিগুলি বসিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। যথা—মড়্‌মড়াইয়া, মড়্‌মড়াইলে, মড়্‌মড়াইতে ইত্যাদি।

পদ্যে কচিৎ এইরূপ ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত 'ইয়া' স্থানে 'ই' হয়। যথা—'কড়কড়ি মেঘ ডাকে কাণে ধরে তালা।' 'দড়বড়ি ঘোড়া যোড়া অমনি ছুটিল।'

২১৪। পুনঃ পুনঃ কার্য্য অথবা ক্রমিকতা বুঝাইলে সময়ে সময়ে 'ইতে' ও 'ইয়া'-বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—অনেক সাধ্যসাধনা করিতে করিতে তাঁহার মত ফিরিল। চন্দ্র দেখিতে দেখিতে গৃহে চলিলাম। দেখিতে দেখিতে বেলা

পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু লাল করিয়াছে। পড়িয়া পড়িয়া মাথা ঘুরিতেছে। মেরে মেরে ছেলেটাকে নষ্ট করো না।

২১৫। অব্যবহিত-পরবর্ত্তি-কালত্ব বা অভ্যাস বুঝাইতে, কখনও বা অর্থের প্রসারণ জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন-ধাতু-নিষ্পন্ন এইরূপ অসমাপিকা ক্রিয়া দুটি করিয়া সংযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা—রাঁধিয়া বাড়িয়া (পরিবেশন করিয়া); দিলে থুলে (রাখিলে); আঁকিয়া বাঁকিয়া; ঘুরিয়া ফিরিয়া; চলিতে ফিরিতে। বলিয়া কহিয়া তাঁহার মত ফিরাইয়াছি ইত্যাদি।

এইরূপ ক্রিয়া-দ্বৈতে অর্থের প্রসারণ। যথা—মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিলাব অর্থাৎ মাজিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ইত্যাদি। এইরূপ খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া (=খাওয়াইয়া ধোওয়াইয়া, মুছাইয়া) ছেলেটিকে ঘরে তুলিয়া দিলাম।

যৌগিক ক্রিয়া।

২১৬। একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া একত্র ব্যবহৃত হইয়া প্রায় একার্থ প্রকাশ করিলে ঐ সম্মিলিত ক্রিয়াপদকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়া-পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রকটিত হয়। দ্বিতীয় (সমাপিকা) ক্রিয়াটি কোন স্থলে প্রথম ক্রিয়ার অর্থের বিশদতা, সঙ্কোচ, প্রসার, নিষ্পত্তি বা দৃঢ়তার দ্যোতক হয়। কোনো স্থলে প্রথম ক্রিয়া-সংসৃষ্ট কিছু ভিন্নার্থও বুঝায়।

‘ইয়া’-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়ার

যোগে নিষ্পন্ন যৌগিক ক্রিয়া যথা—হইয়া উঠিল ; হইয়া পড়িল, হইয়া দাঁড়াইল ; হইয়া বসিল।

'ইলে'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে নিষ্পন্ন যৌগিক ক্রিয়া যথা—করিলে হয় ; খাইলে হয় ; যাইলে হয় ইত্যাদি।

'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে নিষ্পন্ন যৌগিক ক্রিয়া যথা—করিতে হইল ; খাইতে হইল ; দেখিতে হইল ইত্যাদি।

এই সকল স্থলে পরবর্ত্তী সমাপিকা ক্রিয়াগুলি নিজেদের অর্থ প্রকাশ করিতেছেনা ; কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির অর্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিতেছে মাত্র।

২১৭। এই সকল স্থলে সচরাচর আস্, উঠ্, তুল্, থাক্, দা, দাঁড়া, দেখ, ধর্, পড়্, ফেল্, বস্, মর্, যা ('ও গি), ল, এবং 'হ' ধাতু-নিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়।

শেষে 'যা' (ও গি) ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—করিয়া যাও ; চলিয়া গেল, থতাইয়া গেল, থামিয়া গেল, দমিয়া গেল, পড়িয়া গেল, পলাইয়া গেল, ফাটিয়া গেল, ভাঙিয়া গেল, ভেব্ড়াইয়া গেল, মরিয়া যায়, মুষ্ড়িয়া যায়, ইত্যাদি। তিনি রহিয়া গেলেন= রহিলেন ; থাকিয়া গেলেন=থাকিলেন ; একরূপ চলে যাচ্চে= একরূপ চল্‌চে। (১)

---

(১) খাইয়া যাও, দেখিয়া যাও, শুনিয়া যাও—যৌগিক ক্রিয়াও হয়। আবার ছুটি করিয়া স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদও হয়।

শেষে 'থাক্'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—গিয়া থাকি, খাইয়া থাকি, বেড়াইয়া থাকি (অভ্যাস বুঝাইতেছে)। খাইয়া থাকিব (=হয়ত পূর্ব্বে খাইয়াছি—অনিশ্চয় দ্যোতক)। এইরূপ দেখিয়া থাকিব, বলিয়া থাকিব, শুনিয়া থাকিব ইত্যাদি।

শেষে 'দাঁড়া'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—হইয়া দাঁড়াইল= ক্রমে ক্রমে হইল।

শেষে 'আস্'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—করিয়া আসিতেছি, খাইয়া আসিতেছি, চলিয়া আসিতেছে, দিয়া আসিতেছি, পাইয়া আসিতেছি, লইয়া আসিতেছি ইত্যাদি।

শেষে 'বস্'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—করিয়া বসিল, খাইয়া বসিল, গিলিয়া বসিল, বলিয়া বসিল ইত্যাদি।

শেষে 'ফেল্'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—করিয়া ফেলিল, কাটিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া ফেলিল, খাইয়া ফেলিল, ছিঁড়িয়া ফেলিল, তুলিয়া ফেলিল, দেখিয়া ফেলিল, পড়িয়া ফেলিল, মারিয়া ফেলিল (১), মুছিয়া ফেলিল, লিখিয়া ফেলিল, শিখিয়া ফেলিল ইত্যাদি।

শেষে 'দেখ'-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—করিয়া দেখ, খাইয়া দেখ, চাকিয়া দেখ, চাহিয়া দেখ, পড়িয়া দেখ, বলিয়া দেখ (২), যাইয়া দেখ, শুঁকিয়া দেখ ইত্যাদি।

(১) 'মারিয়া ফেলিল' ও 'মারিল'—এই দুই ক্রিয়ার অর্থগত প্রভেদ আছে। মারিয়া ফেলিল=মৃতকল্প করিল—বড় বেশি মারিল।

(২) 'বলিয়া দেখ' ও 'বল'—এই দুয়ের অর্থগত প্রভেদ আছে। বলিয়া দেখ=চেষ্টা কর। (এখানে ফলসম্বন্ধে সন্দেহ বুঝাইতেছে)।

শেষে 'পড়্'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—আসিয়া পড়িল, ঘুমাইয়া পড়িল, ছিঁড়িয়া পড়িল (=না-ছোড়্ হইয়া ধরিয়া বসিল) (১), যাইয়া পড়িল, বসিয়া পড়িল, শুইয়া পড়িল, হইয়া পড়িল (=হইল=ঘটিল) ইত্যাদি।

শেষে 'ল'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—হাতাহাতি করিয়া লও, খাইয়া লও, ঘুমাইয়া লও, লইয়া লও (নিয়ে নেও) সারিয়া লও। (২)

শেষে 'দা' ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—কমাইয়া দেও ; (হাত) কাটিয়া দিল ; (দিন) কাটাইয়া দিল ; দিয়া দিল ; ফেলিয়া দিল ; বলিয়া দিল ; শুনাইয়া দিল।

শেষে 'তুল্'-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—করিয়া তোল ; গড়িয়া তোল ; (কাজ) সারিয়া তোল ; (রোগীকে) সারাইয়া তোল।

শেষে 'মর্' ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা—কাঁদিয়া মরিলাম, ঘামিয়া মরিতেছি, জাগিয়া মরিলাম।

তুলিয়া ধর—এখানে তোলার অর্থ প্রধান হইলে—যৌগিক ক্রিয়া ; অন্যথা দুটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া।

'আসিবার সময় কর্দ্দমে পড়িয়া গেলাম ;' 'কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম ;' 'সতীশ রাগিয়া উঠিলেন ;' 'এক ঘণ্টা ঘুমাইয়া লও ;' 'একটা কথা বলিয়া লই ;' 'তিনি

---

(১) মাচা হইতে কুমড়াটা ছিঁড়িয়া পড়িল—এখানে যৌগিক ক্রিয়া নহে। ছিঁড়িয়া ও পড়িল—দুটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া।

(২) ফিরাইয়া লও—যৌগিক ক্রিয়া নহে।

রীতিমত চাঁদা দিয়া আসিতেছেন ;—এই সকল স্থলে 'ইয়া'-বিভক্তির প্রায় স্বার্থেই ব্যবহার হইয়াছে। কেবল একটু বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য 'ইয়া'-যুক্ত ক্রিয়ার সহিত এক একটি সমাপিকা ক্রিয়া যোগে যৌগিক ক্রিয়া বসিয়াছে।

২১৮। অনেক অবস্থাবাচক ও ভাব-বোধক অব্যয় এবং অনুকার-অব্যয়ের সহিত 'কর্'-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়ার সংযোগেও এক প্রকার ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়। দুই ক্রিয়ার সংযোগে উৎপন্ন না হইলেও ঐরূপ ক্রিয়াকে অব্যয় শব্দ ও ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন যৌগিক ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। ঐ সকল যৌগিক ক্রিয়া অব্যয়-শব্দজাত নামধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। যথা—হন্ হন্ (অব্যয়) + করিয়া (ক্রিয়া) = হন্ হন্ করিয়া (হন্ হনিয়া) ; ঠক্ ঠক্ (অব্যয়) + করিতেছে = ঠক্ ঠকাইছে (ঠক্ ঠক্ করিতেছে)। এইরূপ কর্ কর্ করা, কচ্ মচ্ করা, কুল্ কুল্ করা, (নদীর জল কুল্ কুল্ করিয়া বহিতেছে) ; জ্বল্ জ্বল্ করা, ঝক্ ঝক্ করা, টং টং করা, ড্যাং ড্যাং করা, ঢক্ ঢক্ করা, ধব্ ধব্ করা, ধূ ধূ করা, প্যান্ প্যান্ করা, ফিক্ ফিক্ করা (ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিল) ; মাটি মাটি করা ; ম্যাজ ম্যাজ করা ; ম্যাড়্ ম্যাড়্ করা, রৈ রৈ করা, হা হা করা, হৈ হৈ করা, হো হো করা ইত্যাদি।

কৃৎপ্রত্যয়।

২১৯। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় হয়। তাহাদের সাধারণ নাম 'কৃৎপ্রত্যয়'। কৃৎপ্রত্য-

য়ান্তশব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে। কৃৎপ্রত্যয় হইলে কোন কোন স্থলে ধাতুর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়।

২২০। কৃদন্তশব্দের উত্তর শব্দবিভক্তি বসিলে পদ হয়। এইরূপ পদের নাম কৃদন্ত পদ। (১)

বাচ্য।

২২১। যখন যে কারকের অর্থ প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হয়, তখন সেই কারক 'বাচ্য' হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃকারকের অর্থ প্রধানরূপে 'বাচ্য' (বলা) হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে, তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয় বলে। এইরূপ কর্ম্ম, করণ, অপাদান বা অধিকরণ কারকের অর্থ 'বাচ্য' হইয়া যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অপাদানবাচ্য বা অধিকরণবাচ্যের প্রত্যয় বলে।

ধাতুর অর্থ 'বাচ্য' হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে, তাহাকে ভাব-বাচ্যের প্রত্যয় বলে। (২)

(১) সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি কৃদন্তপদ ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণ—অর্থাৎ কৃদন্তশব্দ শব্দ-বিভক্তি-যুক্ত হইয়া ঐ সকল পদ উৎপন্ন। ঐরূপ অনেক পদ বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—কর্ত্তব্য, দ্রষ্টব্য; ক্রিয়াপদ যথা—ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য; বিশেষ্য যথা—কর্ত্তব্যের অনুরোধে; বিশেষণ যথা—দ্রষ্টব্য পদার্থ। 'ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য'—এখানে 'কর্ত্তব্য' বিশেষণ এবং 'হইতেছে' (উহ্য) ক্রিয়া বলাই বাঙ্গালার প্রকৃতিগত।

(২) সংস্কৃতভাষায় কৃদন্তপদের ন্যায় ক্রিয়াপদেরও ভিন্ন ভিন্ন বাচ্য

২২২। বাঙ্গালা ভাষায় কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অপাদানবাচ্য, অধিকরণবাচ্য ও ভাববাচ্যে কৃৎপ্রত্যয় হয়। সুতরাং বাঙ্গালায় বাচ্য ছয়।

২২৩। কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদ কর্ত্তার বিশেষণ হয়। এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে, অপাদানবাচ্যে এবং অধিকরণবাচ্যের প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদ যথাক্রমে কর্ম্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ পদের বিশেষণ হইয়া থাকে।

ভাববাচ্যের প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদগুলি বিশেষ্য; ইহাদের নাম ভাববিশেষ্য। (২২৭ সূত্র দেখ)

যে পড়ে=পড়ো। এখানে 'পড়্' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ও' প্রত্যয় হইয়াছে; কারণ কর্ত্তাকে (যে পড়ে তাহাকে) বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ প্রত্যয় হইয়াছে। এটি কর্ত্তার বিশেষণ। এইরূপ যাহা জ্বালান যায়=জ্বালানি (কাঠ); এখানে 'জ্বালা' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হইয়াছে। এটি কর্ম্মের বিশেষণ। যাহা দিয়া পার হওয়া যায়=পারানি (পয়সা); এখানে 'পারা' ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হইয়াছে। এটি করণ-পদের বিশেষণ। যেখান হইতে (জল) ঝরিয়া= পড়ে=ঝর্‌ণা। এখানে অপাদানবাচ্যে 'না' প্রত্যয় হইয়াছে। এটি অপাদানপদের বিশেষণ। ইট বহে যাহাতে=ইটবহা (গাড়ি)। এখানে বহ ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে 'আ'

আছে। বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বাচ্যভেদ নাই। ধরিতে গেলে বাঙ্গালায় সমস্ত ক্রিয়াপদই কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ।

প্রত্যয় হইয়াছে। এটি অধিকরণ পদের বিশেষণ। কর্ ধাতু + আ = করা ; এখানে ধাত্বর্থ বুঝাইতে 'আ' প্রত্যয় হইয়াছে ; এটী ভাববাচ্যের প্রত্যয় ; এই পদটি বিশেষ্য।

২২৪। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কোন্ কোন্ প্রত্যয় হয়, তাহা প্রয়োগ অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে।

২২৫। (ক) কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অধিকরণ-বাচ্য ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় হয়। (১) (কর্ত্তৃবাচ্যে) যে ধরে = ধরা (ধর + আ) ; যথা—হাতধরা, ধামাধরা। যে রাঁধে = রাধা ; যথা—ভাতরাঁধা ব্রাহ্মণ। যে কাটে = কাটা ; যথা—গলাকাটা লোক। যে মারে = মারা। যথা—পাখীমারা শিকারী। যে চষে = চাষা (চষ + আ)। এইরূপ শয্যাধরা (মা), উল্‌টোবোঝা (মা), ঘর যে ছাড়িয়াছে = ঘরছাড়া (মা) ; ঘি যে খায় = ঘি-খাওয়া [আগুনের শিখা] (রবীন্দ্র নাথ) ; (কর্ম্মবাচ্যে) যাহা রাঁধা যায় = রাঁধা ; যথা—রাঁধা ভাত। যাহা পাতা যায় = পাতা ; যথা—পাতা উনান ; ঘরপাতা দধি। যাহা তোলা যায় = তোলা (তুল + আ)। যথা—বাজারের তোলা [দান]। যাহা চষা যায় = চষা (জমি)। যাহা তুলিয়া রাখা যায় = তোলা ; যথা—তোলা কাপড় ; হাত-তোলা। যাহা কাটা যায় = কাটা ; যথা—বাটালি-কাটা মুখ ;

(১) অনেকস্থলে কারক ও উপপদের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়।

যাহকে জানা যায়=জানা। যথা—'সে অজানা বাজায় বীণা' (রবীন্দ্রনাথ)। চিন্—চিনা, চেনা ; (২) (করণবাচ্যে) যাহা দ্বারা ধরা যায়=ধরা ; যথা—পাখীধরা ফাঁদ। যাহার দ্বারা মারা যায়= মারা ; যথা—ইঁদুরমারা কল। এইরূপ পাঁটাকাটা খাঁড়া। পেট-ভরা (ফলার) ; বুক-ভাঙা (কান্না)। (অধিকরণবাচ্যে) বহে যাহাতে=বহা ; যথা—ইটবহা গাড়ি। মারে যাহাতে (বসিয়া) =মারা ; যথা—পাখীমারা ডোঙা। বাস করে যেখানে= বাসা ; সুর যাহাতে বাঁধা আছে=সুরবাঁধা (সুরবাঁধা বীণা হতাদরে ভূমি লুন্ঠিত হয় নাই—অনুরূপা দেবী)। ভাববাচ্যে— দেখ+আ=দেখা (দর্শন) ; শু+আ=শোয়া (শয়ন)। এইরূপ খাওয়া, দেখা, বাঁধা, লওয়া, দেওয়া, বাঁচোয়া, চড়োয়া, করা, জানা, জ্বালা, পরা, বসা, চষা, টেঁকা ; ছান্—ছানা ; চিন্—চিনা (৩)

বিশেষার্থ বুঝাইলে সময়ে সময়ে এইরূপ কোন কোন পদের দ্বিত্ব হয় বা বিভিন্ন-ধাতু-নিষ্পন্ন দুইপদ একত্র ব্যবহৃত হয়। যথা—কাটাকাটা (কথা) ; এইরূপ পাকাপাকা (ফল) ; ছাড়াছাড়া। দুইপদ একত্র যথা—ধরা-বাঁধা (ব্যাপার— কর্ত্তৃবাচ্য)। আমি ধরা-বাঁধার (ভাববাচ্য) মধ্যে নাই। এইরূপ উল্‌টা-পাল্‌টা।

(১) পদ্যে ক্বচিৎ প্রত্যয়ের লোপ হইয়া 'চিন্' হয়। যথা— 'অচিন্' লোক।

(২) কর্ম্মবাচ্যেও চষা ও ছানা হয়।

এই 'আ' প্রত্যয়ান্ত ভাব-বিশেষ্যের স্থানে বিকল্পে 'করিবা', 'খাইবা', 'দিবা', 'পড়িবা', 'পরিবা', 'শুইবা', 'হইবা'—ইত্যাদি-রূপ হয়। ইহারা সম্বন্ধপদে ব্যবহৃত হয়। যথা—খাওয়ার পরার বা খাইবার পরিবার অভাব নাই। এই ভাববিশেষ্যগুলির উত্তর 'মাত্র'-প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—খাইবামাত্র ইত্যাদি।

(খ) কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয় হয়। যথা—(কর্ত্তৃবাচ্যে) ভাঁড়া + নি = ভাঁড়ানি; বিলা + নি = বিলানি; বেড়া + নি = বেড়ানি; লাগা + নি = লাগানি; হারা + নি = হারানি; ঢলা—ঢলানি। (কর্ম্মবাচ্যে) জ্বালা + নি = জ্বালানি (কাঠ)। (করণবাচ্যে) পারা + নি = পারানি। (ভাববাচ্যে)—হাঁপা + নি = হাঁপানি; লাফা + নি = লাফানি। এইরূপ কাম্‌ড়ানি। কট্‌কটানি, ছট্‌ফটানি (নামধাতু)।

(গ) কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'অনি' ও 'উনি' প্রত্যয় হয়। কারক-বাচ্যে নিষ্পন্ন শব্দগুলি সময়ে সময়ে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ'কারান্তও হয়। যথা—(কর্ত্তৃবাচ্যে) রাঁধ্—রাঁধনি, রাঁধুনি। (কর্ম্মবাচ্যে) ধর্—ধরুনি। (করণবাচ্যে) ছাঁক—ছাঁকুনি, ছাঁকনি; ছেঁচ—ছেঁচনি, ছেঁচুনি; ছেদ্—ছেনি; কুর্—কুরণি, কুরুণি। মহ (ম)—মহনি, মহুনি, মউনি। এইরূপ (কর্ত্তৃবাচ্যে) করুনি, করুনী (স্ত্রী), ভাঙ্গানি, ভাঙ্গুনি (ভাঙ্গুনী); নাচ—নাচনি, নাচুনি (নাচুনী); কুড়্—কুড়নি, কুড়ুনি (কুড়ুনী); বেচ—

বেচনি, বেচুনি (বেচুনী) ; (করণবাচ্যে) চাকনি, চাকুনি। (ভাববাচ্যে) চালনি, চালুনি ; ঢাকনি, (ঢাক্‌নি) ঢাকুনি। কাঁপ—কাঁপুনি ; খাট—খাটনি, খাটুনি ; জ্বল—জ্বলনি, জ্বলুনি ; দাপা (নামধাতু)—দাপুনি ও দাপানি ; দাব—দাবানি। এইরূপ ধম্‌কানি, হাঁপানি, শাসানি, টাটানি, ফোস্‌লানি, কোঁচ্‌-কানি, চাপুনি, লাফানি, ঝাঁপানি, রাঙানি, দুলুনি, দোলনি, বুননি, বাছনি, বাছুনি ; চাহ (চা)—চাহনি, চাহুনি, চাউনি ; বক—বকনি, বকুনি ; কাঁদ—কাঁদনি, কাঁদুনি ; বহ—বহনি, বহুনি ; গাঁথ—গাঁথনি, গাঁথুনি ; ছা—ছাউনি ; বিছা—বিছনি, বিছুনি ; আঁট—আঁটনি, আঁটুনি ; শুন্—শুননি, শুনুনি। (১) মাত—মাতনি, মাতুনি।

(ঘ) কর্ত্তৃবাচ্যে কোন কোন ধাতুর উত্তর 'ইয়ে' প্রত্যয় হয়। যথা—বল—বলিয়ে ; কহ—কহিয়ে, কইয়ে ; চল—চলিয়ে ; গাহ (গা)—গাহিয়ে, গাইয়ে। (২)—বাজা—বাজিয়ে, বাজাইয়ে।

(ঙ) কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'উনে' প্রত্যয় হয়। যথা—খা—খাউনে ; চল—চলুনে ; কর্—করুনে ; বক—বকুনে ; ভাঙ্গ, ভাঙ—ভাঙ্গুনে, ভাঙুনে।

(চ) কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'অন্ত' ও 'ল'

---

(১) শুনানি পদও দেখা যায়—নিপাতনে সিদ্ধ।

(২) বাঙ্গালা গাহক শব্দ সংস্কৃত গায়কশব্দের অনুকরণ।

প্রত্যয় হয়। যথা—ফুট—ফুটন্ত ; জাগ—জাগন্ত ; ঘুম—ঘুমন্ত ; জ্বল—জ্বলন্ত। এইরূপ নিবন্ত, অফুরন্ত (যাহা ফুরায় না)। জীবন্ত ও জীয়ন্ত ; জল-জ্যান্ত (জলে যেরূপ জীবন্ত থাকে সেইরূপ)। পড়ন্ত (রৌদ্র) ; বাড়ন্ত (গড়ন, মেয়ে, পয়সা) ; উড়ন্ত, চলন্ত, সাজন্ত। (১) পাক—পাকল (পক্কপ্রায়) ; ডাঁশা—ডাঁশাল ; মাতা ও মাথা=মাতাল ও মাথাল ; দেখ—দেখ্‌ল (তত আদেখ্‌লের ঘরে ভগবান্ আমার জন্ম দেন নি—মা)।

(ছ) কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'না' ও 'নো' প্রত্যয় হয়। যথা—দেনা, পাওনা, গাওনা, শুখ্‌না ও শুখ্‌নো, খেলনা, বাজনা, কান্না (কাঁদ্‌না), মাঙ্‌না, ধর্‌না (ধন্না), ফেল্‌না।

(করণবাচ্যে) ঠেক্‌নো, ঠেক্‌না (তুমি......পারিজাত বৃক্ষ-শাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ—বঙ্কিম চন্দ্র)। এইরূপ কাট্‌না, কুট্‌না, ঢাক্‌না, দোল্‌না, পিট্‌না, বাট্‌না, রান্না ; ল ধাতু—লেনা। ক্বচিৎ অপাদানবাচ্যেও হয়। যথা—ঝরণা।

(জ) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'আই' প্রত্যয় হয়। যথা—খোদাই চড়াই, চরাই ('শুয়া শুয়া চরাই করি') চোলাই, ঢালাই, দলাই, পাল্‌টাই, বাছাই, বাঁধাই, যাচাই, লাটাই, বদ্‌লাই, সেলাই।

এই প্রত্যয় ক্বচিৎ কর্ম্মবাচ্যেও হয়। যথা—চোরাই (মাল)।

---

(১) দেখুন্তী, নাচুন্তী—নিপাতনে সিদ্ধ।

(ঝ) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ও করণবাচ্যে 'অন' প্রত্যয় হয়। যথা—চল্ + অন = চলন; বল + অন = বলন; মিল + অন = মিলন; সৃজ + অন = সৃজন; দেখ + অন্ = দেখন। এইরূপ কসন, পড়ন, ফলন, ফেরন, মাতন, গড়ন। যথা—এক বৎসরের 'ফলন' বিঘাপ্রতি দশমণ। এইরূপ ছাঁদন, কুলন, ঢোঁড়ন। করণ বাচ্যে যথা— যাহার দ্বারা ঝাড়া যায় = ঝাড়ন; এইরূপ বেলন, মাজন, পাঁচন (পচ্ ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ), এইরূপ ছাঁদন (দড়ি), ঢাকন, ছাঁকন। (ভাববাচ্যে)—ধরণ (দস্তুর), নাচন; পুড়্—পোড়ন, পোড়া—পোড়ান; ফোড়ন, ফোঁড়ন, বাড়ন, বাঁধন; জ্বালা—জ্বালান। ক্বচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও হয়।

(ঞ) কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রযোজক-ক্রিয়ার ধাতু ও নামধাতুর উত্তর 'ন' বা 'নো' প্রত্যয় হয়। যথা—(কর্ম্মবাচ্যে)—দেখান বা দেখানো; (কপালে) ছোঁওয়ান (ছোঁয়ানো) (টাকা); সামলান (সামলানো) (ধন); লুকান (বা লুকানো) (টাকা); (করণবাচ্যে)—মারণ (বাণ); (ভাববাচ্যে)—বলান, লওয়ান, চালান, করান, দেওয়ান, মাখান, খাওয়ান, চাপান, কামান, বসান, ঘুমান, হাঁকান, হাতান, চুল্‌কান, কামড়ান।

বর্ত্তমানে অনেক প্রধান লেখক এই প্রত্যয়ান্ত পদ ওকারান্তই (নো-প্রত্যয়ান্ত) লিখেন। যথা—করানো, মাখানো ইত্যাদি। কোনোরূপ মশ্‌লা মিশানো নাই। (রবীন্দ্রনাথ)।

(ট) কতকগুলি ধাতুর উত্তর বর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয়। যথা—(কর্ত্তৃবাচ্যে) চিন্ত+ত= চিন্তিত; বস+ত=বসত (১) [প্রজা]। ভাব+ত=ভাবিত। তলা+ত=তলায়িত। (বধূ-সায়রের তলদেশে তলায়িত।—অনুরূপা দেবী) (কর্ম্মবাচ্যে)—মান+ত=মানত (পূজা); মানিত (সাক্ষী); দা+ত=দীয়ত (টাকা); জাগর্+ত=জাগ্রত; জান্+ত=জানত, জানিত (লোক)—(অজানিত)। চল্+ত= চলিত (কথা); পড়্+ত=পড়িত; লিখ+ত=লিখিত। পঠ+ত=পঠিত; ফির, ফিরা, ফেরা—ফেরত। পার্—পারত (পক্ষে)। উৎসর্গ—উৎসর্গিত (মন্ত্রশক্তি)। (ভাববাচ্যে)—কহ্+ত=কহত (কহত-প্রমাণ অর্থাৎ কথাপ্রমাণ=কথা অনুসারে)। বিহিত (শীঘ্র ইহার বিহিত কর)।

(ঠ) সংস্কৃত জ্ঞা, শ্রু ও বিপূর্ব্বক স্মৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয়। যথা—জ্ঞাত, শ্রুত, বিস্মৃত। [বিরোধের কথা জ্ঞাত থাকিলেও তোমাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম]।

(ড) কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'য', 'যু' ও 'যে' প্রত্যয় হয়; 'য' ইৎ যায়; 'অ', 'উ' এবং 'এ' থাকে। 'য' ইৎ যায় বলিয়া প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—পড় পড় (ছাদ); পাক পাক (ফল); কাঁদ কাঁদ (মুখ); মর মর (লোক)। নিব নিব ও নিবু নিবু—প্রদীপ। ডোব ডোব (ডুব+

(১) অধিকরণবাচ্যেও কচিৎ 'বসত' হয়। যথা—বসত জমি।

অ) ও ডুবু ডুবু নৌকা ; কাট কাট। 'যে' প্রত্যয় হইলে পূর্ব্ব-পদের প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা—জ্বল্ জ্বলে, ঝক্ ঝকে। ভাববাচ্যেও ক্বচিৎ 'যু' প্রত্যয় হয়। যথা—'ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি।'

(ঢ) কোন কোন স্থলে করণ বাচ্যে 'অ' প্রত্যয় হয়। যথা—জগদ্দল (জগৎ দলন করা যায় যাহার দ্বারা)। 'জগদ্দল সে পাষাণে ফেলেছি সরায়ে'—প্রকৃতির প্রতিশোধ।

(ণ) কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, অধিকরণবাচ্যে ও ভাবরাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'তা' ও 'তি' প্রত্যয় হয়। যথা—পড়্তা ; বহতা (জল) ; সব-জানতা (লোক)। ফের্তা, কর্তা (ওজনে যাহা বাদ যায়) (১) ; ধর্তা (যাহা ওজনে বেশি ধরিয়া দেয়)। চল্তি, বাড়্তি, ফিরতি, কম্তি, বস্তি, (জমি) ; উঠ্তি (বয়স)। ভাববাচ্যে যথা—উঠ্তি পড়্তি, ঘাট্তি, চুক্তি, ঝড়্তি পড়্তি, ভর্ত্তি, দেখ্তা।

(ত). কর্ম্মবাচ্যে 'খা' ধাতুর উত্তর 'বার' ও 'বি' এবং দা ধাতুর উত্তর 'বি' প্রত্যয় হয়। যথা খা—খাবার, (২) খাবি ; দা—দাবি।

(থ) কর্ত্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'ও' প্রত্যয় হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে

---

(১) এই অর্থে মূলধাতুর ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয় না। এইরূপ অন্য অনেক ধাতুও আছে ; তাহাদের কৃদন্ত পদের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই। যথা—কলাই, চোলাই, সাফাই।

(২) মূলতঃ 'খাবার' সম্বন্ধ পদ। খাবার অর্থাৎ খাইবার (দ্রব্য)। এখন প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

যথা—পড়্—পড়ো (ছাত্র); ধার্—ধেরো; খা—খেয়ো, খেকো (খেয়ো খর্দ্দের, মানুষখেকো বাঘ); জাঁক—জেঁকো। ভাববাচ্যে যথা—উধা—উধাও; চড়া—চড়াও; ঘেরা—ঘেরাও; ফলা—ফলাও। এইরূপ পাকড়াও।

(দ) কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'ই' প্রত্যয় হয়। যথা—বাঁধ—বাঁধি (চাউল); বাড়্—বাড়ি (ধান বাড়ি পাইয়াছি); বাড়ি ধান্য। ভাববাচ্যে যথা—কাশি, চুরি, ঝাঁকি, বাড়ি, হাঁপি।

(ধ) ভাব বাচ্যে (সাতত্য বুঝাইতে) 'যি' প্রত্যয় হয়। 'য' ইৎ যায়; 'ই' থাকে; প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—কেবল 'খাই খাই' করিতেছে; এইরূপ ছুঁ—ছুঁই ছুঁই; যা—যাই যাই।

(ন) ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর 'ণ্' প্রত্যয় হয়। ণ্ লোপ হয়; প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না; 'ণ' ইৎ যায় বলিয়া ধাতুর অন্তে স্বর থাকিলে তাহারও লোপ হয়। যথা—বাড়+ণ্=বাড়্ (বৃদ্ধি); শাণা+ণ্=শাণ। এইরূপ আছাড়, চাল, ধার। ('তোমার এ খোঁচাতে এত ধার নাই যে আমাকে বেঁধো)।' এইরূপ মার, হার, ঢাল্ (ঢালুতা)। ক্বচিৎ কর্ম্মবাচ্যেও এই প্রত্যয় হয়। যথা—ছাড়্ (স্বত্বত্যাগের বা খাজানা প্রভৃতি মাপের দলিল); পাত; ধার; (অনেক টাকা ধার হইয়াছে)। 'আমি তোমার কোন ধার ধারি না'।

(প) কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে আন্ প্রত্যয় হয়। কর্ম্মবাচ্যে যথা—ঠকান্ (কি ঠকান্ ঠকিয়াছি)। এইরূপ ঢলান্, পিটান্,

চালান্ (এক চালান গম পাঠাও)। ভাববাচ্যে—উজান্, ঢালান্ (ঢালুতা)।

(ফ) কর্ত্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে 'রি' প্রত্যয় হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে যথা —পূজারি, খেয়ারি (যে খেয়া দেয়) ; ডুবরি (ডুবুরি)। করণ-বাচ্যে যথা—কাটারি।

(ব) পৌনঃপুন্য অর্থে, পরস্পরের কার্য্য বা সমবেত কার্য্য বুঝাইতে এবং ব্যাপ্তি বা আতিশয্য বুঝাইতে ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ষঙ্' প্রত্যয় হয়। 'ষঙ' প্রত্যয়ান্ত পদের নাম ষঙন্ত পদ। ষঙের লোপ হয় এবং 'ষ' ইৎ যায় বলিয়া প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বিত্ব হয়।

ষঙ্ প্রত্যয় করিলে পদের পূর্ব্বভাগের উত্তর 'আ' এবং শেষ ভাগের উত্তর 'ই' আগম হয়।

পৌনঃপুন্য অর্থে যথা—নড়্—নড়ানড়ি (পুনঃপুনঃ নড়া); নাড়্—নাড়ানাড়ি (পুনঃ পুনঃ নাড়া) ; এইরূপ—গড়্, গড়া— —গড়াগড়ি ; চল্—চলাচলি ; তাড়্—তাড়াতাড়ি ; দৌড়্—দৌড়াদৌড়ি ; দেখ্—দেখাদেখি [রামের দেখাদেখি (অর্থাৎ রামের কার্য্য পুনঃ পুনঃ দেখিয়া) শ্যামও পাঠে মন দিল।] ডাক্—ডাকাডাকি ; দাব্—দাবা-দাবি ; হাঁক্—হাঁকাহাঁকি। বাঁধ্—বাঁধা-বাঁধি (বাঁধাবাঁধিই সার হল—রবীন্দ্রনাথ)। এইরূপ সাধাসাধি, লাফালাফি। ক্বচিৎ শেষভাগের উত্তর 'ই' আগম হয় না। যথা—পারাপার। (সমুদ্র যদি পারাপার কর, তবে খুব লম্বা নাকে খত দিবে।—রবীন্দ্রনাথ)

পরস্পরের কার্য্য-অর্থে যথা—দেখ্—দেখাদেখি (তাহারা দেখাদেখি করিতেছে); বল্—বলাবলি; বক্—বকাবকি; মার্—মারামারি; চা—চাওয়া চাওয়ি। এইরূপ ঘেঁসাঘেঁসি, ধস্তাধস্তি, কসাকসি।

ব্যাপ্তি-অর্থে যথা—ছড়্—ছড়াছড়ি (সর্ব্বত্র ছড়ান); মাখ—মাখামাখি (সর্ব্বত্র মাখা)।

অতিশয়ার্থে যথা—পীড়—পীড়াপীড়ি; এইরূপ কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি; আঁটাআঁটি=সর্ব্বদা আঁটা।

কখন কখন একত্রিত দুটি ধাতুর উত্তরও এই প্রত্যয় হয়। তখন ধাতু দুটির দ্বিত্ব হয় না; যঙ্-প্রত্যয় বিহিত অন্য কার্য্য হয়। যথা—লুকাচুরি (লুকোচুরি)।

২২৭। ভাববাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদগুলি বিশেষ্য; ইহাদের নাম ভাব-বিশেষ্য। যথা—তাহাকে চালান বিষম ব্যাপার। এখানে ‘চালান’—ভাববিশেষ্য; ‘তাহাকে’ ঐ ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। তাহাকে কাজ করান যায় না—এই বাক্যে ‘তাহাকে’ ও ‘কাজ’ —‘করান’ এই সকর্ম্মক প্রযোজক-ধাতু-নিষ্পন্ন ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

২২৮। ক্রিয়ার ন্যায় ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম থাকে।

(ক) এক-কর্ম্মক ধাতুনিষ্পন্ন ভাববিশেষ্যের একটি কর্ম্ম থাকে। যথা—মন দিয়া কাজ করা জয়লাভের প্রধান উপায়। এখানে ‘কাজ’—‘করা’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(খ) দ্বিকর্ম্মক-ধাতু-নিষ্পন্ন ভাববিশেষ্যের দুটি কর্ম্ম

থাকে। যথা—এ সংবাদ তাহাকে এখন লেখা উচিত নয়। এখানে 'সংবাদ' ও 'তাহাকে'—'লেখা' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(গ) অকর্ম্মক-ধাতুনিষ্পন্ন প্রযোজক-ধাতুর ভাববিশেষ্যের একটি কর্ম্ম থাকে। যথা—এ রকম ঘোড়া চালান তোমার সাধ্য নহে। এখানে 'ঘোড়া'—'চালান' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। এইরূপ—ছেলেকে ওরূপ কাঁদান উচিত নয়।

(ঘ) এক-কর্ম্মক-ধাতু-নিষ্পন্ন প্রযোজক-ধাতুর ভাববিশেষ্যের দুটি কর্ম্ম থাকে। যথা—তাহাকে কাজ করান বিষম ব্যাপার। এখানে 'তাহাকে' ও 'কাজ'—'করান' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(ঙ) দ্বিকর্ম্মক ধাতু-নিষ্পন্ন প্রযোজক ধাতুর ভাববিশেষ্যের দুটি কর্ম্ম থাকে। যথা—শশীকে দিয়া জয়াকে এই সংবাদ লেখান উচিত। এখানে 'জয়াকে' ও 'সংবাদ'—'লেখান' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। এইরূপ 'না জানিয়া কমলাকে এই বই বেচা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে।'

অনেকগুলি ভাববিশেষ্যের মূল ধাতুর ক্রিয়া বাঙ্গালায় চলে না। 'একটা হরিণ শিকার করিয়া আনিল'—এখানে 'শিকার' ভাববিশেষ্য ; কিন্তু 'শিকারিল'—এরূপ পদ চলে না। 'রাজাকে দর্শন করিল'—এখানে 'দর্শন'—ভাববিশেষ্য ; কিন্তু 'দেখিল'—এই অর্থে 'দর্শিল'—এরূপ পদ হয় না। এইরূপ—গৃহে গমন করিল ; এই কথাগুলি কম্পোজ কর ; তাঁহাকে টেলিগ্রাফ কর ; আমাকে একটু মেহেরবানি করুন ; আপনি নিজে তদারক

করুন; সে এগ্‌জামিন পাস করিয়াছে। এই সকল স্থলে 'গমন', 'কম্পোজ', 'টেলিগ্রাফ', 'মেহেরবানি', 'তদারক' ও 'পাস' ভাববিশেষ্য। কিন্তু ঐ সকল পদের মূল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় চলিত নাই। উপহাসস্থলে চলিত কথায়—পাস্—পাসিয়েছে—ইত্যাদি পদ ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়।

অনেকগুলি সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। উদাহরণস্বরূপে কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'তব্য', 'অনীয়' ও 'য' (ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্) প্রত্যয়।

[কর্ম্মবাচ্যে বিহিত প্রত্যয়গুলি যথাসম্ভব করণ, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্যেও হইতে পারে।]

ধাতু	তব্য	অনীয়	য (ণ্যৎ)
বচ্	বক্তব্য	বচনীয়	বাচ্য
(বি+অব+) হৃ	—	—	ব্যবহার্য্য
(বি+) চর	—	—	বিচার্য্য
(আ+) চর	—	—	আচার্য্য, আশ্চর্য্য
ধৃ	ধর্ত্তব্য	—	ধার্য্য
কৃ	কর্ত্তব্য	করণীয়	কার্য্য
ঋ	—	—	আর্য্য
ভুজ	ভোক্তব্য	—	ভোগ্য, ভোজ্য
হস্	—	—	হাস্য
ভৃ	—	—	ভার্য্যা

মন	মন্তব্য	—	মান্য
শ্রু	শ্রোতব্য	—	শ্রাব্য
(অমা +) বস	—	—	অমাবস্যা, অমাবাস্যা (যৎ)
পূজ	পূজিতব্য	পূজনীয়	পূজ্য
দা	দাতব্য	দানীয়	দেয়
মা	—	—	মেয় (অনুমেয়)
ভূ	ভবিতব্য	—	ভব্য
গম	গন্তব্য	—	গম্য
সেব	—	সেবনীয়	সেব্য
(ন +) জি	—	—	অজেয়
ভক্ষ	—	—	ভক্ষ্য
(বি +) ধা	—	—	বিধেয়
স্মৃ	স্মর্ত্তব্য	স্মরণীয়	—
পালি	—	পালনীয়	পাল্য
মৃগ	—	—	মৃগয়া
সহ	—	সহনীয়	সহ্য
রম	—	রমণীয়	রম্য
লভ	লব্ধব্য	—	লভ্য
কৃ	—	—	কৃত্য (ক্যপ্)
দৃশ	দ্রষ্টব্য	দর্শনীয়	দৃশ্য
(পরি +) চর	—	—	পরিচর্য্যা
বিদ্	—	—	বিদ্যা
শাস্	—	—	শিষ্য
সৃ	—	—	সূর্য্য

হন	—	—	হত্যা (১)
ভৃ	—	—	ভৃত্য

এইরূপ গদ্+য=গদ্য ; মদ্+য=মদ্য ; শক্—শক্য ; (অনু+) স্থা—অনুষ্ঠেয় ; মা—মায়া (স্ত্রী), ছো—ছায়া, জন্—জায়া। (রাজন্+) সূ+ক্যপ্=রাজসূয়।

(খ) অতীতকালে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয় ; গমন, প্রাপ্তি, জ্ঞান ও আরোহণার্থক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যেও 'ত' হয়। অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ত' হয়। সকল ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ত' হয়। (২) যথা—কৃ+ত=কৃত ; (সম্+) কৃ=সংস্কৃত ; (পরি+) কৃ=পরিষ্কৃত (ভূষণার্থে) ; দা+ত=দত্ত ; দৃশ+ত=দৃষ্ট ; প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ট ; ত্রস্+ত=ত্রস্ত ; ণিজন্ত ত্রস্+ত=ত্রাসিত। (আ+) বৃ+ত=আবৃত ; নি+ (ণিজন্ত) বৃ+ত=নিবারিত ; পালি+ত=পালিত ; লস্জ+ত=লগ্ন ; মস্জ+ত=মগ্ন ; ভন্জ+ত=ভগ্ন ; গৈ+ত=গীত ; পা+ত=পীত ; (৩) গ্রন্থ+ত=গ্রথিত ; জৄ+ত=জীর্ণ ; শৄ+ত=শীর্ণ ; (উৎ+) তৄ+ত=উত্তীর্ণ ; (বি+) স্তৃ+ত=বিস্তৃত, বি+স্তৄ+ত=[illegible]ীর্ণ ; গম+ত=গত ; হন্+ত=হত ; রম্+ত=রত, বিরত ;

(১) সংস্কৃতে হনধাতু অন্য পদের পরস্থিত না হইলে 'হত্যা' হয় না। ব্রহ্মহত্যা পদ সিদ্ধ ; কিন্তু কেবল 'হত্যা' অসিদ্ধ। বাঙ্গালায় কেবল 'হত্যাও' চলিত আছে। সংস্কৃতে বিদ্যা, শয্যা, পরিচর্য্যা—ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

(২) ইচ্ছার্থ, জ্ঞানার্থ ও পূজার্থ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালেও 'ত' প্রত্যয় হয়। যথা—অভীষ্ট, বিদিত, পূজিত।

(৩) ভী+ত=ভীত (যে ভয় পাইয়াছে)। কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ।

(সং+) যম্+ত=সংযত ; স্বপ+ত=সুপ্ত ; শ্রম্+ত=শ্রান্ত ; শম্+ত=শান্ত ; ক্লম্+ত=ক্লান্ত ; ভ্রম্+ত=ভ্রান্ত ; ক্ষি+ত=ক্ষীণ ; দী+ত=দীন ; শুষ্+ত=শুষ্ক ; পচ+ত=পক্ব ; ক্ষুদ+ত=ক্ষুণ্ণ ; পূর+ত=পূর্ণ ; (প্র+) সদ+ত=প্রসন্ন ; ছিদ+ত=ছিন্ন ; ইষ+ত=ইষ্ট ; যজ+ত=ইষ্ট ; সৃজ+ত=সৃষ্ট ; প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ট ; ভ্রন্‌শ্+ত=ভ্রষ্ট ; (আ+) সন্‌জ+ত=আসক্ত ; রন্‌জ+ত=রক্ত (অনুরক্ত) ; দন্‌শ্+ত=দষ্ট ; বন্ধ্+ত=বদ্ধ ; স্তন্‌ভ্+ত=স্তব্ধ ; মন্থ্+ত=মথিত ; বঞ্চ্+ত=বঞ্চিত ; বন্দ্+ত=বন্দিত ; ভক্ষ+ত=ভক্ষিত ; বচ্+ত=উক্ত ; (প্র+) বস+ত=প্রোষিত ; বদ+ত=উদিত ; (উৎ+) ই+ত=উদিত ; বহ+ত=ঊঢ় ; গ্রহ+ত=গৃহীত ; জন্+ত=জাত ; খন্+ত=খাত ; স্থা+ত=স্থিত ; স্ফায়্+ত=স্ফীত ; হা+ত=হীন ; (প্র+) ফুল্ল+ত=প্রফুল্ল ; (উদ্+) ডী+ত=উড্ডীন ; ছিদ+ত=ছিন্ন ; ভিদ্+ত=ভিন্ন ; দিব্+ত=দ্যূত ; শ্যৈ+ত=শীত ; ক্ষণ্+ত=ক্ষত ; ব্যধ্+ত=বিদ্ধ ; ধা+ত=হিত ; (অনু+) স্থা+ত=অনুষ্ঠিত ; (আ+) হ্বে+ত=আহূত ; ভুজ্+ত=ভুক্ত, ভুগ্ন (বাঁকান) ; রুজ+ত=রুগ্ন ; ঘ্রা+ত=ঘ্রাণ, ঘ্রাত ; বা+ত=বাত ; (নির্+) বা+ত=নির্ব্বাণ ; জাগৃ+ত=জাগরিত।

(গ) অতীতকালে কর্ত্তৃবাচ্যে 'তবৎ' প্রত্যয় হয়। যথা—কৃ+তবৎ=(কৃতবৎ) কৃতবান্ ; দা+তবৎ=(দত্তবৎ) দত্তবান্ ; দৃশ+তবৎ=(দৃষ্টবৎ) দৃষ্টবান্ ; লভ+তবৎ=(লব্ধবৎ) লব্ধবান্। স্ত্রীলিঙ্গে কৃতবতী, দত্তবতী, দৃষ্টবতী ইত্যাদি।

(ঘ) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্য-কারক-বাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'তি' প্রত্যয় হয়। যথা—কৃ+তি=কৃতি ; গৈ+তি=গীতি ; মা+তি=মিতি (জ্যামিতি,

পরিমিতি); শক্+তি=শক্তি; বচ্+তি=উক্তি; নম্+তি=নতি (প্রণতি, বিনতি); গম+তি=গতি; গ্লৈ+তি=গ্লানি; হা+তি=হানি; (বি+) অঞ্জ+তি=ব্যক্তি; যুজ্+তি=যুক্তি; মন+তি=মতি; বৃধ+তি=বৃদ্ধি; মুচ+তি=মুক্তি; দৃশ+তি=দৃষ্টি; ক্ষম+তি=ক্ষান্তি; শম+তি=শান্তি; ভ্রম+তি=ভ্রান্তি; (সু+)স্বপ+তি=সুষুপ্তি; (সম্+) অস্+তি=সমষ্টি; (প্র+) সূ+তি=প্রসূতি (অর্থ—কর্ম্মবাচ্যে সন্তান, অপাদানবাচ্যে জননী, ভাববাচ্যে প্রসব)। করণবাচ্যে—স্তু+তি= স্তুতি; নী+তি=নীতি (যাহার দ্বারা সৎপথে নীত হয়)।

(ঙ) বর্ত্তমান কালে 'অৎ' (শতৃ) ও 'আন' (শানচ্) প্রত্যয়; অতীত কালে 'বস্' (ক্বসু) এবং ভবিষ্যৎকালে 'স্যৎ' (স্যতৃ) ও 'স্যমান' প্রত্যয় হয়। ইঁহাদের মধ্যে 'অৎ', 'বস্' ও 'স্যৎ' কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়; 'আন' ও 'স্যমান' কোন স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যে, কোন স্থলে কর্ম্মবাচ্যে হইয়া থাকে। 'অৎ' যথা—চল—চলৎ; জীব—জীবৎ; অস্—সৎ। 'আন' যথা—বৃৎ—বর্ত্তমান; আস—আসীন; বৃধ্—বর্দ্ধমান; বিদ্—বিদ্যমান; মৃ—ম্রিয়মাণ; যজ্—যজমান; (বি+)রাজ=বিরাজমান। (প্রতি+) ই=প্রতীয়মান; কৃ—ক্রিয়মাণ; দৃশ—দৃশ্যমান। 'বস্' যথা—বিদ্— (বিদ্বস্) [অৎ স্থানে বস্]—বিদ্বান্, (স্ত্রীলিঙ্গে—বিদুষী); 'স্যৎ' যথা—ভূ—ভবিষ্যৎ; স্যমান যথা—বচ্—বক্ষ্যমাণ।

(চ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'অক' (ণক, ষক) প্রত্যয়। যথা—গৈ—গায়ক; জন—জনক; কৃ—কারক; ধৃ—ধারক; (অনু+) বদ—অনুবাদক; যাচ—যাচক; হন—ঘাতক; দৃশ—দর্শক; শুষ—শোষক; নী—নায়ক। (পরি+)অট=পর্য্যটক। (ষক) নৃৎ—নর্ত্তক, রঞ্জ—রজক, খন—খনক।

(ছ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'তৃ' প্রত্যয়। কৃ—কর্ত্তা (কর্ত্তৃ); দা—দাতা (দাতৃ); ভুজ—ভোক্তা (ভোক্তৃ)। এইরূপ বচ—বক্তা; দৃশ—দ্রষ্টা;

নী—নেতা; গ্রহ্—গ্রহীতা; সূ—সবিতা; যুধ্—যোদ্ধা; (বি+)ধা= বিধাতা; শ্রু—শ্রোতা; সৃজ—স্রষ্টা; (নি+) যম=নিয়ন্তা; (উপ+) দিশ=উপদেষ্টা; ত্রৈ—ত্রাতা; ভৃ—ভর্ত্তা; জি—জেতা; পা—পাতা।

(জ) কর্ত্তৃবাচ্যে ইন্ (ণিন্, ইন্ ও ঘিণুন্) প্রত্যয়। যথা—(ণিন্) স্থা—স্থায়ী; (হৃদয়+) গ্রহ্=হৃদয়গ্রাহী; বদ্—বাদী (প্রতিবাদী, সত্যবাদী; (অনু+) কৃ=অনুকারী; (অধি+) কৃ=অধিকারী; স্থা—স্থায়ী; ভূ—ভাবী; (আ+) গম=আগামী; (অপ+) রাধ= অপরাধী; শী—শায়ী (শয্যাশায়ী); (মাংস+) অশ=মাংসাশী; (স্তন্য+) পা=স্তন্যপায়ী; (নর+) হন্=নরঘাতী। (ইন্)—মন্ত্র—মন্ত্রী; (পরি+) শ্রম=পরিশ্রমী; জয়ী (বিজয়ী); রক্ষী; সংযমী; ক্ষয়ী। (ঘিণুন্)—(বি+) বিচ্=বিবেকী; ত্যজ—ত্যাগী, যুজ্—যোগী; (অনু+) রন্জ্=অনুরাগী।

(ঝ) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (খ ও খট্) প্রত্যয় হয়। যথা—(প্রিয়+) বদ—প্রিয়ংবদ; (বশ+) বদ—বশংবদ; (১) ভয়+কৃ—ভয়ঙ্কর; (অভ্র+) কষ—অভ্রঙ্কষ; (ক্ষেম+) কৃ—ক্ষেমঙ্করী (স্ত্রী); (ধন+) জি—ধনঞ্জয়; (শুভ+) কৃ—শুভঙ্কর; (পুর+) দৃ—পুরন্দর; (স্বয়ম্+) বৃ—স্বয়ংবর; (বিশ্ব+) ভৃ—বিশ্বম্ভর, বিশ্বম্ভরা (স্ত্রী); (সর্ব্ব+) সহ—সর্ব্বংসহা (স্ত্রী); (ভুজ+) গম—ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম; (উরস্+) গম—উরঙ্গ, উরঙ্গম; (ত্বরা+) গম—তুরঙ্গ, তুরঙ্গম; (প্লব+) গম—প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম; (পত+) গম—পতঙ্গ, পতঙ্গম; (বিহায়স্+) গম—বিহঙ্গ, বিহঙ্গম; (ইরা+) মদ—ইরম্মদ। (বসু+) ধৃ—বসুন্ধরা (স্ত্রী)।

---

(১) বাঙ্গালায় প্রিয়ম্বদ, বশম্বদ, স্বয়ম্বর প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়। এগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

(ঞ) কর্ত্তৃবাচ্যে খশ্ প্রত্যয় হয়। যথা—ন+সূর্য্য+দৃশ—অসূর্য্যম্পশ্যা (স্ত্রী)।

(ট) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (ড) প্রত্যয় হয়। যথা—ভুজ+গম—ভুজগ। এইরূপ উরগ, তুরগ, পতগ, বিহগ, পারগ। (ন+)গম—নগ। (অগ্র+)জন্—অগ্রজ। এইরূপ অনুজ, জলজ, দ্বিজ, প্রজা। (মনস্+)জন্—মনসিজ, মনোজ; (সরস্+) জন্—সরসিজ, সরোজ। (বি+)জ্ঞা—বিজ্ঞ। (গৃহ+) স্থা—গৃহস্থ। এইরূপ মধ্যস্থ, পাত্রস্থ, ভূমিষ্ঠ। (দ্বি+)পা—দ্বিপ। মধুপ, নৃপ, ভূপ, গোপ। (বর+) দা—বরদ, (স্ত্রী) বরদা। (শোক+অপ+) হন্—শোকাপহ। (শোক+আ+) বহ—শোকাবহ। (আতপ+) ত্রৈ—আতপত্র; (বি+আ+) ঘ্রা—ব্যাঘ্র।

(ঠ) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (ক) প্রত্যয় হয়। যথা—প্রী—প্রিয়; (মহী+) রুহ্—মহীরুহ; (পুৎ+) ত্রৈ—পুত্র (পুত্র)।

(ড) কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়। যথা—সৃপ—সর্প, দিব—দেব; এইরূপ জলধর, ক্লেশকর, দুঃখহর, নিন্দার্হ, কিঙ্কর।

(ঢ) কর্ত্তৃবাচ্যে অ (টচ্) প্রত্যয় হয়। যথা—কৃত+হন্—কৃতঘ্ন। (শত্রু+) হন্—শত্রুঘ্ন; (ভূ+) চর—ভূচর; (খে+) চর—খেচর। এইরূপ নিশাচর, জলচর। (সহ+) চর—সহচর।

(ণ) কর্ত্তৃবাচ্যে 'ই' (খি), ইষ্ণু, উক, আলু, উর (কুর, ঘুর), রু, বর ও 'র' প্রত্যয় হয়। 'ই' যথা—আত্মন্+ভৃ—আত্মম্ভরি। 'ইষ্ণু' যথা—সহ—সহিষ্ণু; বৃধ—বর্দ্ধিষ্ণু। 'উক' যথা—ভূ—ভাবুক; কম—কামুক; হন—ঘাতুক। 'আলু' যথা—দয়—দয়ালু; (নি+) দ্রৈ—নিদ্রালু; তন্দ্র্—তন্দ্রালু। 'উর' যথা—ভন্জ—ভঙ্গুর। 'রু' যথা—শদ্—শত্রু; ভী—ভীরু। 'বর' যথা—ঈশ—ঈশ্বর; স্থা—স্থাবর; নশ—নশ্বর; যা (+যঙ্)—যাযাবর। 'র' যথা—হিন্স—হিংস্র; নম—নম্র; চন্দ্—চন্দ্র।

(ত) কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়; ক্বিপের সমস্ত লোপ হয়; কিছুই থাকে না। (উৎ+) ভিদ্—উদ্ভিদ্; (বিজ্ঞান+) বিদ্—বিজ্ঞানবিৎ; (সেনা+) নী—সেনানী; (অগ্র+নী)—অগ্রণী; গম—জগৎ; (সম্+) রাজ্—সম্রাট্; (ইন্দ্র+) জি—ইন্দ্রজিৎ; (পরি+) সদ—পরিষদ্; (স্বয়ম্+) ভূ—স্বয়ম্ভূ।

ভাববাচ্যেও ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—(বি+) পদ্=বিপদ্। এইরূপ আপদ, সম্পদ্; চিৎ; শ্রি—শ্রী; (আ+) শাস্—আশীস্ (আশীর্ব্বাদ); (বি+) দ্যুৎ=বিদ্যুৎ।

(থ) ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় হয়। সনন্ত ধাতুর দ্বিত্ব হয়; শেষে 'স' থাকে। ধাতু সনন্ত হইয়া ধাতুই থাকে; উহার উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হইয়া তদুত্তর বিভক্তি বসে। যথা—পা+সন্=পিপাস্ ধাতু। (পিপাস্+ অঙ্+আ=পিপাসা)।

(দ) সনন্ত ধাতু এবং অন্য কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় হয়। যথা —সনন্ত পা—পিপাসু; সনন্ত মৃ—মুমূর্ষু; সনন্ত ভুজ—বুভুক্ষু; সনন্ত জি—জিগীষু; ইষ—ইচ্ছু। এইরূপ ভিক্ষু, বিন্দু।

(ধ) কর্ত্তৃবাচ্যে উক ও ক্ন্ প্রত্যয় হয়। উক যথা—জাগৃ—জাগরূক। ক্ন্ যথা—কৃষ—কৃষক, কৃষিক। 'নক' প্রত্যয় হইলে কর্ষকও হয়।

(ন) কর্ত্তৃবাচ্যে 'অন' প্রত্যয় হয়। যথা—তপ—তপন। এইরূপ দমন, সাধন, নাশন, ভীষণ, রমণ, নন্দন, বর্দ্ধন, লবণ, শোভন, জনার্দ্দন, মধুসূদন, সুদর্শন, দুর্য্যোধন।

(প) যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ, ইদম্, কিম্, সমান, যদ্, তদ্ ও এতদ্ শব্দের পরস্থিত দৃশ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'অ' (টক্) প্রত্যয় হয় এবং পরলিখিত রূপ পদ হয়। যথা—ত্বাদৃশ (তোমার ন্যায় দেখিতে)। যুষ্মাদৃশ (তোমাদের মত দেখিতে)। মাদৃশ (আমার ন্যায় দেখিতে)।

অস্মাদৃশ (আমাদের ন্যায় দেখিতে)। ভবাদৃশ (আপনার ন্যায় দেখিতে)। (ইদম্‌+) দৃশ+অ=ঈদৃশ। এইরূপ কীদৃশ, সদৃশ, যাদৃশ, তাদৃশ, এতাদৃশ।

(ফ) কর্ম্মপদের পরস্থিত কয়েকটি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অণ্‌ প্রত্যয় হয়। যথা—(তন্তু+) বে+অণ্‌=তন্তুবায়। এইরূপ দ্বারপাল, কর্ণধার, কর্ম্মকার, মালাকার, স্বর্ণকার, সূত্রধার।

(ব) কর্ম্মপদের পরস্থিত 'কৃ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'অ' (ট) প্রত্যয় হয়। যথা—দিবাকর, নিশাকর, পুষ্টিকর, বলকর, স্বাস্থ্যকর।

(ভ) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্য কারকবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে 'অ' (ঘঞ, অল্‌, খল্‌, শ, অঙ্‌) প্রত্যয় হয়। অ (ঘঞ) যথা—রম—রাম ; বস—বাস ; লভ—লাভ ; রন্‌জ—রাগ ; পচ—পাক ; (ইতিহ+) অস্‌—ইতিহাস ; অদ্‌—ঘাস। এইরূপ—ব্যবহার, আহার, প্রয়োগ, লোপ, শোক, নিবাস, আচার, সঙ্গ, ত্যাগ, রোগ, নীহার। অ (অল্‌) যথা—জি—জয় ; ভী—ভয় ; (প্রতি+) ই—প্রত্যয় ; হন—বধ ; (বি+)স্মি—বিস্ময়। অ (খল্‌) যথা—(সু+)কৃ=সুকর। এইরূপ দুষ্কর, দুর্ল্ভ, দুর্দ্ধর্ষ। অ (শ) যথা—কৃ—ক্রিয়া ; (গো+)বিদ্‌—গোবিন্দ। অঙ্‌ যথা—সনন্ত পা—পিপাসা (স্ত্রীলিঙ্গ) ; সনন্ত কিৎ—চিকিৎসা ; সনন্ত জি—জিগীষা ; সনন্ত মান্‌—মীমাংসা ; সনন্ত হন্‌—জিঘাংসা ; সনন্ত ভুজ্‌—বুভুক্ষা ; সনন্ত তিজ্‌—তিতিক্ষা ; সনন্ত গুপ্‌—জুগুপ্সা।

কতকগুলি 'অ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ সংস্কৃতে কেবল স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা—পরীক্ষা, লজ্জা, কৃপা, ব্যথা, চিন্তা, প্রজ্ঞা, প্রশংসা, ভিক্ষা, দয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি।

(ম) কর্ম্মবাচ্যে ত্রিমক্‌ (ত্রিমম্‌) প্রত্যয় হয়। যথা—কৃ—কৃত্রিম (ক্রিয়ার দ্বারা জাত)।

(য) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্য বাচ্যে 'নি' প্রত্যয় হয়। যথা—গ্লৈ+নি=গ্লানি ; হা+নি=হানি।

(র) কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্য বাচ্যে 'অন' (ল্যুট্) প্রত্যয় হয়। যথা—কৃ—করণ, শী—শয়ন ; এইরূপ সেচন (১), নয়ন, চরণ, স্থান, দর্শন, ভূষণ, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গান, ত্রাণ, অনুষ্ঠান। অর্চ্চ—অর্চ্চনা, বিদ—বেদনা ; যন্ত্রণা ; কল্পনা (যুচ্, ল্যু বা ল্যুট্)।

(ল) অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ অর্থে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় হয়। যঙন্ত ধাতুর দ্বিত্ব হয় ; শেষে 'য' থাকে। ধাতু যঙন্ত হইয়া ধাতুই থাকে ; তাহার উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হইয়া তদুত্তর শব্দ-বিভক্তি বসে।

কোন কোন স্থলে যঙের (ঐ 'য'কারের) লোপ হয়। লোপ হইলে তাহাকে যঙ্লুগন্তধাতু বলে। যঙ্-প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় যথা—দীপ+যঙ=দেদীপ্যধাতু+আন=দেদীপ্যমান ; জ্বল+যঙ=জাজ্বল্যমান। যঙ-লুগন্ত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় যথা—চল+যঙ্+অ=চঞ্চল ; যা+যঙ্+বর্=যাযাবর। সৃপ+যঙ্+অ=সরীসৃপ ; গম+যঙ্+অ=জঙ্গম।

২২৯। সংস্কৃত-ভাববাচ্যনিষ্পন্ন অনেক কৃদন্ত পদও বাঙ্গালায় ভাব-বিশেষ্য হয় এবং সকর্ম্মক ধাতু হইতে যে ভাববিশেষ্য হয়, তাহার কর্ম্ম থাকে। যথা—দরিদ্রকে 'দয়া' কর। এখানে দরিদ্রকে এই পদ 'দয়া' এই ভাব-বিশেষ্যের কর্ম্ম। এইরূপ—আমার কথা 'শ্রবণ' কর। ইংরাজি লিখন (লেখা) তাঁহার কাজ নয়। ইংরাজি—'লিখন' (লেখা) এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

২৩০। ব্যবহার, যোগ, প্রয়োগ, লোপ, আহার প্রভৃতি অনেক পদ বাঙ্গালায় বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়রূপেই প্রয়োগ হয়। যথা—'বাঙ্গালায়

---

(১) বাঙ্গালায় সিঞ্চন শব্দও ব্যবহৃত হয় ; ইহা নিপাতনে সিদ্ধ।

এরূপ পদ ব্যবহার (ব্যবহৃত) হয় না।' 'বাঙ্গালায় এরূপ পদের ব্যবহার নাই।' 'বাঙ্গালায় এরূপ পদ প্রয়োগ (প্রযুক্ত) হয় না।' 'ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই বিভক্তি শব্দে যোগ (যুক্ত) হয়।'

এই সকল স্থলে 'ব্যবহার', 'প্রয়োগ' ও 'যোগ' ভাববিশেষ্য—কর্ত্তৃকারক। 'পদ' ও 'বিভক্তি' ঐ ভাববিশেষ্য-দ্বয়ের কর্ম্ম। 'ব্যবহৃত', 'প্রযুক্ত' ও 'যুক্ত'—বিশেষণ।

পদ-পরিচয়।

২৩১। বাক্যে যে সকল পদ থাকে, সেই সকলের পরিচয়-দান এবং পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করার নাম পদ-পরিচয়।

২৩২। পদপরিচয় দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাক্যস্থ ক্রিয়াগুলি নির্ণয় করিতে হয়। তাহার পর কারকোক্ত প্রণালীতে প্রশ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকগুলি স্থির করিতে হইবে। প্রত্যেক কারক নির্ণয়ের সময় বিশেষণপ্রকরণে লিখিত প্রশ্ন করিয়া ঐ সকল কারক পদের বিশেষণ থাকিলে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। অন্য পদ থাকিলে তাহার সহিত অন্যান্য পদের সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহার স্বরূপ, এবং অব্যয় থাকিলে তাহারও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

২৩৩। বক্তার ইচ্ছা (বিবক্ষা) অর্থাৎ বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া পদপরিচয় দিতে হইবে। কেবল বিভক্তি ধরিয়া কোন পদের কারক নির্ণয় করিতে গেলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। যথা—(ক) 'এখান হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়'—এই বাক্যে 'দেখায়' এই ক্রিয়ার অর্থ 'দৃষ্ট হয়'। প্রশ্ন—কে দৃষ্ট হয়?

উত্তর– চন্দ্র। সুতরাং এখানে ‘কে’-বিভক্তি-যুক্ত হইলেও চন্দ্র—‘চন্দ্রকে’—এই পদটি কর্ত্তা।

(খ) ‘তোমাকে বড় কৃশ দেখাইতেছে।’ এই বাক্যেও কর্ত্তা—‘তোমাকে’ (অর্থাৎ তোমার শরীর অর্থাৎ তুমি)।

২৩৪। বিশেষ্যের পরিচয় দানকালে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির নির্দ্দেশ আবশ্যক। (ক) কোন্ শ্রেণীভুক্ত ; (খ) লিঙ্গ ; (গ) বচন ; (ঘ) বিভক্তি ; (ঙ) বিভক্তিযোগের কারণ ; সম্বন্ধযুক্ত পদের (ক্রিয়া বা অন্য পদের) সহিত সম্বন্ধ।

২৩৫। বিশেষ্যের পুরুষ নির্দ্দেশ করিতে হয় না। কারণ সমস্ত বিশেষ্যই প্রথম পুরুষ। বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত বিশেষণ এবং অব্যয়ও প্রথম পুরুষ।

২৩৬। সর্ব্বনামের পরিচয়ে পুরুষ নির্দ্দেশ করিতে হয়। কারণ সর্ব্বনামের তিন পুরুষ। সমাপিকা ক্রিয়া প্রকরণ দেখ। সর্ব্বনামের বচন, বিভক্তি, বিভক্তিযোগের কারণ এবং সম্বন্ধযুক্ত পদের (ক্রিয়া বা অন্যপদের) সহিত সম্বন্ধও নির্দ্দেশ করিতে হয়।

২৩৭। বিশেষণের পরিচয়ে (ক) কিরূপ বিশেষণ ও (খ) কাহার বিশেষণ—বলিতে হয়।

২৩৮। অব্যয়ের পরিচয়ে শ্রেণী-বিভাগ এবং অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহাও বলিতে হয়।

২৩৯। ক্রিয়ার পরিচয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দ্দেশ আবশ্যক।

(ক) সমাপিকা বা অসমাপিকা; (খ) অকর্ম্মক বা সকর্ম্মক; (গ) সমাপিকা হইলে—কাল, পুরুষ, ও বিভক্তি; (ঘ) অসমাপিকা হইলে—বিভক্তি; (ঙ) কর্ত্তা কে? (চ) কর্ম্ম কি? (ছ) সকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইলে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং দুটি কর্ম্ম কি কি—বলিতে হইবে। (১)

২৪০। সমাপিকা ক্রিয়া কর্ত্তার সহিত অন্বিত হয় এবং কর্ত্তার পুরুষ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযোগে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ক্রিয়ার পুরুষ বলিতে হয়। (সমাপিকা-ক্রিয়া-প্রকরণ দেখ)।

২৪১। অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল, বচন ও পুরুষ নির্দ্দেশ করিতে হয় না। যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই, তাহাদের কর্ত্তাও নির্দ্দেশ করিতে হয় না। কেবল ধাতুর উল্লেখ করিয়া বিভক্তির পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইল।

২৪২। ভাববিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন উল্লেখ করিতে হয় না; কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে (অর্থাৎ ভাববিশেষ্য সকর্ম্মক-ধাতুনিষ্পন্ন হইলে) কর্ম্মপদ বলিয়া দিতে হইবে।

২৪৩। কোন পদ দুই বা অধিক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত

---

(১) ক্রিয়ার 'বাচ্য' নির্দ্দেশ করিতে হয় না। কৃদন্তপদে প্রত্যয়ের 'বাচ্য' নির্দ্দেশ করিতে হয়; কারণ ভিন্ন ভিন্ন 'বাচ্যে' ভিন্ন ভিন্ন কৃৎপ্রত্যয় হয়।

হইলে প্রায় আসন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ার সহিতই তাহার প্রধানরূপে অন্বয় হয় এবং তদনুরূপ পরিচয় দিতে হয়।

উদাহরণ।

'সেদিন চন্দ্র উদয় হইলে, বনের ভিতর অন্ধকার কমিয়া গেলে, আমরা হরিণ শিকারে বাহির হইলাম।' এই বাক্যে—'হইলে', 'গেলে' ও 'হইলাম'—এই তিনটি ক্রিয়া।

(ক) হইলে—অসমাপিকা ক্রিয়া, 'হ' ধাতু, অকর্ম্মক, 'ইলে' বিভক্তি। কর্ত্তা—চন্দ্র।

চন্দ্র—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক—সংজ্ঞাবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন; কর্ত্তাকারকে 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে); 'হইলে'—এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা।

উদয়—ভাববিশেষ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, চন্দ্রের বিশেষণ।

দিন—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন; অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে)।

সে—সর্ব্বনাম বিশেষণ—'দিন' এই পদের বিশেষণ।

(খ) কমিয়া গেলে (=কমিলে)—অসমাপিকা যৌগিক ক্রিয়া। কর্ত্তা—অন্ধকার।

কমিয়া গেলে—'কমিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া; কম্ ধাতু, অকর্ম্মক, 'ইয়া' বিভক্তি; 'গেলে'—এই ক্রিয়ার সহিত সংবদ্ধ। গেলে—অসমাপিকা ক্রিয়া, যা ধাতু, অকর্ম্মক, 'ইলে' বিভক্তি; কমিয়া—এই ক্রিয়ার সহিত মিলিয়া যৌগিক-ক্রিয়া হইয়াছে।

অন্ধকার—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন ; কর্ত্তায় 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে) ; 'কমিয়া গেলে'—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(গ) হইলাম—সমাপিকা ক্রিয়া ; 'হ' ধাতু, অকর্ম্মক, বর্ত্তমানকাল, উত্তমপুরুষ, 'ইলাম' বিভক্তি ; কর্ত্তা—আমরা।

আমরা—সর্ব্বনাম, উত্তমপুরুষ, পুংলিঙ্গ, বহুবচন, 'রা' বিভক্তি, কর্ত্তাকারক। 'হইলাম'—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

বাহির—ভাব-বিশেষ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত ; 'আমরা'—এই পদের বিশেষণ।

শিকারে—ভাববিশেষ্য, নিমিত্তার্থে 'এ' বিভক্তি।

হরিণ—বিশেষ্য, প্রাণিবাচক-জাতিবোধক, পুংলিঙ্গ, এক-বচন ; 'শিকার'—এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

বনের—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-জাতিবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন ; সম্বন্ধপদে 'র' বিভক্তি।

ভিতর—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, এক-বচন ; অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি (লোপ হইয়াছে)।

সংক্ষেপ অন্বয়।

(ক) বাড়ীর জন্য ইট ও কাঠ সংগ্রহ কর।

এই বাক্যে ক্রিয়া—'কর'। ইহার কর্ত্তা—তুমি (উহ্য); কর্ম্ম—'সংগ্রহ' এই ভাব-বিশেষ্য ; 'ইট' এবং 'কাঠ' 'সংগ্রহ' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম। 'ও'—সংযোজক অব্যয়।

(খ) তাঁহাকে ভয় করিব কেন ?

এই বাক্যে ক্রিয়া—করিব। ইহার কর্ত্তা—আমি (উহ্য) ; কর্ম্ম—'ভয়' এই ভাববিশেষ্য। তাঁহাকে—'ভয়' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম।

(গ) তুমি ও বাহাদুর দুটিতে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া যাও।

এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া—'যাও' ; কর্ত্তা—তুমি এবং বাহাদুর। 'দুটিতে'—'তুমি' এবং 'বাহাদুর' এই দুই পদের সমপদ। হাত—'ধরাধরি' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম ; 'ধরাধরি' —'করিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'ও'—সংযোজক অব্যয়। 'মিলিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া ; মিল্ ধাতু 'ইয়া'—প্রত্যয়।

(ঘ) সতীশের ভাই-পরিচয়ে ক্ষিতীশ আমার নিকট আসিয়াছিল।—এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া—'আসিয়াছিল' ; কর্ত্তা—'ক্ষিতীশ' ; সতীশের সম্বন্ধ পদ, 'ভাই-পরিচয়ে'—এই সমাসযুক্ত পদের মধ্যে 'ভাই'এর সহিত সম্বন্ধ। (১) ভাই-পরিচয়ে—করণকারক।

(ঙ) বিনোদ নামে একটি বালক ছিল। (১) এই বাক্যে

(১) সমাসযুক্ত পদের এক একটির সহিত অন্য পদের অন্বয় সম্বন্ধে ছাত্রদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক। ইহাকে 'একদেশান্বয়' বলে।

(১) এটি সংস্কৃত রীতির অনুকরণ। বাঙ্গালায় সচরাচর 'বিনোদ বলিয়া (বা বলে) একটি বালক ছিল'—এইরূপ বাক্য হয়। অর্থ—

বিনোদ 'বালক'—এই পদের সমপদ ; নামে—উপলক্ষণে 'এ' বিভক্ত্যন্ত পদ।

(চ) ললিতকে যত্নপূর্ব্বক পড়াইতে পারিলে (সে) পণ্ডিত হইত।

(ছ) যত্নপূর্ব্বক পড়াইতে পারিলে ললিত পণ্ডিত হইত।

এই দুই বাক্যের অর্থ প্রায় একরূপ হইলেও বাক্যের গঠন-অনুসারে (চ) বাক্যে 'ললিতকে'—'পড়াইতে' ক্রিয়ার কর্ম্মপদ, এবং (ছ) বাক্যে 'ললিত'—'হইত' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(জ) টাকাটা হাতে হাতে এক শত হাত ফিরিয়া আসিল। অর্থ—টাকাটা (এক জনের) হাত হইতে (অন্যের) হাতে (গিয়া ক্রমে) একশত হাতে ফিরিয়া (আবার আমার হাতে) আসিল। এখানে প্রথম 'হাতে' অপাদান ; দ্বিতীয় 'হাতে' এবং 'হাত'—অধিকরণকারক ; 'ফিরিয়া'—অসমাপিকা ক্রিয়া ; আসিল—সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ত্তা—টাকাটা।

(ঝ) তোমার (বা তোমাকে) আর পূজা করিতে হইবে না। এখানে ক্রিয়া—'হইবে না'। কর্ত্তা—'পূজা করিতে' এই বাক্যাংশ। 'করিতে'—অসমাপিকা ক্রিয়া ; ইহার কর্ম্ম—পূজা। 'তোমার' (বা 'তোমাকে')—সম্বন্ধ পদ (কর্ত্তা-সম্বন্ধ)।

(ঞ) আমার পাঁচ জন মজুর চাই। এখানে—'আমার' (অর্থাৎ আমি) 'চাই' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

'বিনোদ' বলিয়া (যাহাকে ডাকে এমন) একটি বালক ছিল। এই বাক্যে 'বলিয়া' (বা বলে) অব্যয়।

(ট) সারদা ও তুমি উভয়ে মিলিয়া এই কাজ কর। এখানে কর্ত্তা—'সারদা' ও 'তুমি' ; 'উভয়ে'—'সারদা' ও 'তুমির' সমপদ।

[প্রথম ও মধ্যমপুরুষের কর্ত্তা আছে বলিয়া মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া হইল।]

(ঠ) কুসুম, তুমি ও আমি—তিন জনে একত্র যাইব। এখানে কর্ত্তা—কুসুম, তুমি ও আমি। তিন জনে উহাদের সমপদ। প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের কর্ত্তা আছে বলিয়া উত্তমপুরুষের ক্রিয়া হইল।

(ড) আমি নয় সোমবারে যাইব। এখানে নয় = না হয়। অর্থাৎ (আমি না গেলে যদি) না হয়, (তাহা হইলে) আমি সোমবারে যাইব। নয়—নিষেধার্থক ক্রিয়া ; কর্ত্তা—'আমি না গেলে' এই বাক্যাংশ—উহ্য আছে। অথবা 'নয়'—অব্যয়। 'আমি'—'যাইব' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(ঢ) •ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন (রবীন্দ্র নাথ)। এখানে—'ছিলেন' সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ত্তা—'ঈশ্বরচন্দ্র' ; 'নিজে'—ক্রিয়ার বিশেষণ ; বয়সী (= সন-বয়সী)—ঈশ্বর চন্দ্রের বিশেষণ—বয়স শব্দের উত্তর বিশিষ্ট-অর্থে 'ঈ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

(ণ) 'যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে দয়ার পাত্র সেই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিতেন' (রবীন্দ্রনাথ) —এখানে 'হয়' ক্রিয়া উহ্য আছে ; মানুষ—কর্ত্তা ; 'পাত্র'—

'মানুষের' সমপদ বা বিধেয় বিশেষণ; 'অন্যকে'—'দয়া' এই ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম; 'দয়া'—'করিতেন' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(ত) 'একটা হৈ হৈ সুরু হইয়া গেল।'—এখানে 'হৈ হৈ'—এই অব্যয় বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত—'হইয়া গেল' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(থ) এরূপ স্থলে 'কদাচ' বসিবে না, 'কখনো' বসিবে= এরূপ স্থলে কদাচ (এই কথাটি) বসিবে না, কখনো (এই কথাটি) বসিবে।—এখানে 'কদাচ' ও 'কখনো'—এই দুই অব্যয় বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইয়া যথাক্রমে 'বসিবে না' ও 'বসিবে'—এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়াছে।

২৪৪। কর্ত্তার 'বচন'-অনুসারে অন্বিত ক্রিয়ার রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ক্রিয়া-বিভক্তি বিভিন্ন বচন নির্দ্দেশ করে না। সুতরাং ক্রিয়ার 'বচন' বলিতে হয় না।

শব্দার্থ।

২৪৫। তিন প্রকার শক্তিদ্বারা শব্দের অর্থ প্রতীত হয়। এইরূপে অর্থও তিন প্রকার। ১ম—বাচ্যার্থ; ২য়—লক্ষ্যার্থ; ৩য়—ব্যঙ্গ্যার্থ।

২৪৬। ১ম। বাচ্যার্থ—এই শব্দে এই অর্থ বুঝাইবে—এই চির প্রচলিত সঙ্কেত অনুসারে বাচ্যার্থ-জ্ঞান হয়। শব্দের যে শক্তিদ্বারা এই জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম 'অভিধা' শক্তি। ঘোড়া, গরু, গাছ, পুতুল প্রভৃতি শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থই 'বাচ্যার্থ'। কতকগুলি সামান্য ও বিশেষ গুণবিশিষ্ট জীব বুঝাইতে ঘোড়া-

শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা সঙ্কেত মাত্র। সুতরাং বাচ্যার্থ= সাঙ্কেতিক প্রসিদ্ধ অর্থ।

বাচ্যার্থ-জ্ঞানের উপায়—(১) ব্যাকরণ ; (২) অভিধান ; (৩) উপমান ; (৪) অন্য বিদিতার্থ শব্দের সান্নিধ্য ; (৫) ব্যবহার। যথা—(১) যে পড়ে=পড়ো ; (২) নর=মানুষ ; (৩) প্রায় মানুষের সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট বনচর পশু=বনমানুষ ; (৪) 'গর্ত্তে বাস করে নাগ, কুলায়ে পতঙ্গ'—এখানে 'গর্ত্ত' শব্দের সান্নিধ্য বশতঃ 'নাগ' শব্দে হস্তী না বুঝাইয়া সর্প, এবং 'কুলায়'-শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ 'পতঙ্গ'-শব্দে ফড়িং বা সূর্য্য না বুঝাইয়া পক্ষী বুঝাইতেছে। (৫) এটা বাড়ী, এটা পাহাড়—ইত্যাদি ব্যবহার দেখিয়া লোকে সেইরূপ শব্দার্থ-জ্ঞান লাভ করে। এটা ব্যবহার-লব্ধ বাচ্যার্থ।

২৪৭। ২য়—লক্ষ্যার্থ। অভিধা-শক্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা সঙ্গত অভিপ্রেত অর্থ না হইলে, তৎসংস্পৃষ্ট অন্য যে অর্থ গৃহীত হয়, তাহার নাম—'লক্ষ্যার্থ।' শব্দের যে শক্তির দ্বারা এই লক্ষ্যার্থ লাভ হয়, তাহার নাম—'লক্ষণা' শক্তি। যথা—

'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিঠুর শিশিরাঘাতে,
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া ;
সুদাস মালীর ঘরে, কাননের সরোবরে,
একটি ফুটেছে কি করিয়া।'

এখানে 'ঘরে'-কানন ও সরোবর থাকা এবং তাহাতে পদ্মফোটা সম্ভব নয় বলিয়া 'ঘর' শব্দে গৃহসংলগ্ন জমি অর্থাৎ বাস্তুবাড়ী (ভিটা)

বুঝাইতেছে। এইরূপ 'গত মহাযুদ্ধে জর্ম্মানি মৃতকল্প হইয়া পড়িলে' ইত্যাদি। এখানে জর্ম্মানি = জর্ম্মান জাতি। ইহা লক্ষ্যার্থ।

২৪৮। ৩য়—ব্যঙ্গ্যার্থ। অভিধাশক্তি বা লক্ষণাশক্তির দ্বারা বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্যজ্ঞান না হইলে ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা অর্থ গ্রহণ হয়। যথা—এতক্ষণ তবে অরণ্যে রোদন করিলাম—অর্থাৎ এত সাধ্যসাধনা করিয়াও কোন ফল হইল না। এইরূপ —মাটির ভাঁড়ের ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য বহুমূল্য মুক্তাগুলি পোড়াইয়া চূণ করিল—অর্থাৎ অল্পলাভের জন্য বহুক্ষতি করিয়া বসিল। ইহা ব্যঙ্গ্যার্থ।

এরূপ অনেক বাক্য আছে যাহাতে বাচ্যার্থ প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝায় না। ভাষার রীতি ও দেশের প্রথা অনুসারে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। ইহা লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির কার্য্য। যথা—'তিনি এখন গঙ্গাসাগরে আছেন'—অর্থাৎ গঙ্গাসাগরের তীরবর্ত্তী এক আবাদে আছেন। এইরূপ 'গোপাল ভাঁড় কৃষ্ণ পাইয়াছে' = গোপাল ভাঁড় মরিয়াছে। তাহার ভিটায় ঘুঘু চরাইব = তাহার সর্ব্বনাশ করিব। আমি তাহার কোন ধার ধারি না = আমি তাহার কোন সম্পর্ক রাখি না।

বাক্যপ্রকরণ।

২৪৯। বাক্যে অন্ততঃ কর্ত্তা ও ক্রিয়া এই দুটি পদ থাকা আবশ্যক। নতুবা অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।

২৫০। (ক) তুমি যাও। (খ) যাই। (গ) তুমি কবে দেশে

যাইবে ? (ঘ) শনিবারে।—এই চারিটিই বাক্য। (ক) বাক্যে কর্ত্তা ও ক্রিয়া আছে। (খ) বাক্যে কর্ত্তা (আমি) প্রকাশ না থাকিলেও উহ্য আছে; অন্বয়ের সময় ঐ পদের নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (ঘ) বাক্যে কর্ত্তা বা ক্রিয়া কিছুই নাই। কিন্তু (গ) বাক্যের সহিত উত্তর-স্বরূপে কথিত বা লিখিত হইলে উহাতে 'আমি', 'দেশে' ও 'যাইব' এই তিনটি পদ যে উহ্য আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; সুতরাং (গ) বাক্যের সহিত লিখিত হইয়া (ঘ)ও বাক্য হইয়াছে। অন্যথা কেবলমাত্র 'শনিবারে'—বলিলে বাক্য হইবে না। অতএব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেখানে সম্পূর্ণ বাক্যার্থ বোধ হয়, সেখানে যে কোন একটি পদেও বাক্য হইবে।

(ক) নির্ব্বাসিত হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার—

(খ) নির্ব্বাসিত···আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

(গ) নির্ব্বাসিত হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন··· করিয়াছিলেন।

এখানে (ক) বাক্যে 'করিয়াছিলেন', (খ) বাক্যে 'হুমায়ুন', (গ) বাক্যে 'অধিকার'—এই তিনটি পদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ বাক্যগুলি অসম্পূর্ণ। অতএব বাক্যস্থ পদসকলের অর্থবোধের একটী উপায়—আকাঙ্ক্ষা।

২৫১। বাক্যের অর্থবোধের দ্বিতীয় উপায়—যোগ্যতা। (১) 'অগ্নিপানে পিপাসা দূর করি'—এখানে 'অগ্নি' পানীয় নহে; এবং তাহার পিপাসা-নাশের শক্তি বা যোগ্যতা নাই। সুতরাং এটি বাক্য হইবে না। 'জলপানে পিপাসা দূর করি'—এটি বাক্য।

২৫২। অর্থবোধের তৃতীয় উপায় আসক্তি বা নৈকট্য। 'আমার পুড়িয়া কাপড় গিয়াছে।'—এখানে 'আমার' পদের সহিত 'কাপড়' এই পদের অন্বয়। কিন্তু এই দুই পদের মধ্যে 'পুড়িয়া' বসাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হইতেছে। সুতরাং এটি বাক্য নহে। 'আমার কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে'—এটি বাক্য।

অতএব বাক্যস্থিত পদগুলির উপযুক্ত সংস্থান আবশ্যক। নিম্নে তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি নিয়ম প্রদত্ত হইল। (২)

(ক) সাধারণতঃ প্রথমে কর্ত্তা, পরে ক্রিয়া বসে। যথা—মেঘ ডাকিতেছে; কুমুদ পড়িতেছে।

(১) দেবমহিমাদি প্রকাশ নিমিত্ত এবং পরিহাসার্থ সময়ে সময়ে যোগ্যতাহীন বাক্য প্রযুক্ত হয়। যথা—'পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি'। 'আমার ঘোড়া উড় ত' (কুমুদানন্দ)। অতিরঞ্জিত বর্ণনায় সময়ে সময়ে আপাত-যোগ্যতাহীন বাক্য প্রযুক্ত হয়। যথা—

'কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥'

(২) পদ্যে এ সকল নিয়ম প্রায় রক্ষিত হয় না।

(খ) ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—সুরেশ সতীশকে ডাকিতেছে।

(গ) দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে মুখ্যকর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং গৌণকর্ম্ম মুখ্যকর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা—দরিদ্রকে অন্ন দাও।

মুখ্যকর্ম্ম প্রায় অপ্রাণিবাচক এবং গৌণকর্ম্ম প্রায় প্রাণিবাচক হয়।

(ঘ) করণকারক প্রায় কর্ত্তার পর এবং ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—রহিম ছুরিদ্বারা হাত কাটিয়াছে।

(ঙ) অপাদানকারক ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং কর্ত্তার পূর্ব্বে বা পরে বসে। যথা—'বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।' 'রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।'

(চ) সম্বন্ধপদ—যাহার সহিত সম্বন্ধ—সেই পদের পূর্ব্বে বসে। যথা—শশীর পুস্তক। সম্বন্ধপদকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিলে পূর্ব্বে বসে। যথা—এই পুস্তক শশীর। বাড়ী রামের। প্রশ্নস্থলেও সম্বন্ধপদ অনেক সময়ে পরে বসে। যথা—এ বই কাহার?

(ছ) অসমাপিকা ক্রিয়া কর্ত্তার পরে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—'উমা ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া............পিতার ঐশ্বর্য্য সম্পদ সত্ত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইয়াছিলেন।' ভূদেব।

(জ) অধিকরণ প্রায় কর্ত্তার পূর্ব্বে বসে। যথা—সমুদ্রজলে লবণ আছে।

উল্লিখিত নিয়মসমূহের ব্যতিক্রমও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ

যেরূপ পদসংস্থান প্রকৃতবাক্যার্থ বুঝাইয়া শ্রুতিমধুর হয় বা লেখকের অভিপ্রায় স্পষ্ট বিবৃত করে, গ্রন্থকারগণ সেইরূপেই পদসংস্থান করেন। যথা—'কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন—দরকারি কাজ হওয়া চাই-ই...' (শরৎচন্দ্র)। 'আমাদের দেশে বিবাহ না করিয়া কেহই থাকে না।' (ভূদেব)

২৫৩। আমি, তুমি (ও তুই) এবং সম্ভ্রমার্থে 'তুমি' পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত আপনি—এই কর্তৃপদগুলি অনেক সময়ে অনুক্ত থাকে; ক্রিয়াপদদ্বারাই কর্ত্তার নির্ণয় হয়। যথা—যাহা বলি, তাহাই কর।

২৫৪। 'যাহা' শব্দের সহিত 'তাহা' শব্দের নিত্যসম্বন্ধ। অর্থাৎ বাক্যে 'যাহা' শব্দের পদ থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে 'তাহা' শব্দের পদ থাকে। নতুবা বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যথা—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিতেছেন।

প্রত্যয়ান্ত 'যাহা' ও 'তাহা' শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যত ও তত, যখন ও তখন, যেখানে ও সেখানে, যথা ও তথা এবং যেমন ও তেমন নিত্যসম্বন্ধ।

কোন কোন স্থলে 'যাহা', কোন স্থলে বা 'তাহা' শব্দের পদ অপ্রকাশিত থাকে। যথা—যখন 'তিনি' সৃষ্টি করিয়াছেন তখন অবশ্যই আহার দিবেন। 'তিনি' রাজা, আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। 'আমাদের বৈদেশিক শত্রুর ভয় নাই, 'যেহেতু' আমাদের রাজা মহাবল পরাক্রান্ত।'

২৫৫। সম্বোধন পদ প্রায়ই বাক্যের আদিতে বসে। যথা—ওহে প্রমথ, এ দিকে এস। কোন কোন স্থলে বাক্য-মধ্যে এবং শেষেও বসে। যথা—এস হে অভয়, কল্যাণপুরে যাই; এস গো প্রতিভা।

২৫৬। যাহাকে সম্বোধন করা যায়, তাহার প্রতি অল্প বা অধিক সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা বা নামের সহিত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ যোগ করিয়া সম্বোধন করিতে হয়। অধিকসম্মান-প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, নাম বা উপাধি উল্লেখ না করিয়া 'ধর্ম্মাবতার', 'মহারাজ' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করা হয়। যথা—ধর্ম্মাবতার, আমি দরিদ্র লোক; যেন মারা না যাই। গুরুদেব, রাণী মা, রাজাবাবু, খোদাবন্দ ও হুজুর শব্দও এইরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা অল্প সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, সম্মানের তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত-রূপ সম্বোধনপদ ব্যবহৃত হয়।

(ক). শাস্ত্রীমহাশয় (১), দেওয়ানজিমহাশয় (২), বাবুজি মহাশয়, বাবুমহাশয়, ঠাকুরমহাশয়, বাবুসাহেব, মোল্লাসাহেব,

(১) 'শাস্ত্রীমহাশয়' বাঙ্গালা-সমাস-নিষ্পন্ন; 'শাস্ত্রিমহাশয়' সংস্কৃত-সমাস-নিষ্পন্ন।

(২) সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের উত্তরই সাধারণতঃ অসংস্কৃতমূলক 'সাহেব' ও 'জি' বসে। তবে কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দের উত্তরও ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—রাজাসাহেব, গুরুজি, পণ্ডিতজি।

মৌলবিসাহেব, দারোগাসাহেব, মিঞাসাহেব, ডাক্তার সাহেব মোল্লাজি, কমিশনারবাবু।

(খ) সেখজি, ভট্টাচার্য্যমহাশয়, মিত্রজামহাশয় (১), মিত্র-মহাশয়, দেওয়ানজি, ডাক্তারবাবু।

(গ) হাফেজসাহেব, হরিনাথ বাবু, ভুবনেশ্বর বাবু।

(ঘ) হাফেজমিঞা, হরি বাবু, ভুবন বাবু।

(ঙ) ও শশীর বাপ, হাঁগা সিধুর পিষী।

যেখানে সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম প্রদর্শন উদ্দিষ্ট নয়, অথবা ঘনিষ্ঠতাস্থলে কেবল নাম ধরিয়া বা উপাধির উল্লেখ করিয়া সম্বোধন হয়। যথা—ও নীলরতন, ও নীলু, ও রতন, ওহে ঘোষাল।

অনাদরসূচক সম্বোধনে শব্দের কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও অন্ত্যস্বর প্রায়ই বিকৃত হয়। যথা—ওরে যোগে, ওরে হরে।

অনেকে স্নেহপাত্রদিগকে ও বালকদিগকে সময়ে সময়ে অনাদরসূচক পদে সম্বোধন করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত অনাদর প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ বক্তার মনের ভাব অনুসারে আদর বা অবজ্ঞা বুঝায়।

২৫৭। সম্বোধন পদের পর 'তুমি' (ও তুই) বা 'আপনি' শব্দের পদ প্রয়োগ করিয়া বাক্যগঠন করিতে হয়। তবে অনেক

(১) মিত্রজা অর্থাৎ মিত্রজ অর্থাৎ মিত্রবংশপ্রসূত। এইরূপ দত্তজা, ঘোষজা।

স্থলে এই পদ উহ্য থাকিয়া যায়। যথা—মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক। 'বল দেখি, শশী, তুমি কেন কলঙ্কী?' (সন্ন্যাস) মাধব, (তুমি) এস।

২৫৮। কারক ও অন্যান্য পদেও সম্মান বা অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ উক্তরূপ পদ বা পদসমষ্টির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা—মহারাজের অনুমতি হইলেই রামকে দেওয়ানজির নিকট পাঠাইব।

সম্ভ্রম ও গৌরব দেখাইতে হইলে 'তুমি'র পরিবর্ত্তে 'আপনি' এবং অনাদরে 'তুই' ব্যবহৃত হয়। স্নেহপাত্রের প্রতি সময়ে সময়ে 'তুই' ব্যবহৃত হয়। আবার প্রেমের আধিক্যে কখন কখন লোকে দেবতাকে 'তুই' বলে। যথা—'আজি 'তোরে' দেখ্‌ব মাগো, মা হারে কি ছেলে হারে।'

সমধিক-সম্ভ্রম-প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, মহারাজ, মহাশয়, শ্রীযুত, হুজুর প্রভৃতি পদের ব্যবহার হয়। যথা—শ্রীযুতের (বা মহারাজের) কখন আগমন হ'ল? এইরূপ স্থলে ঐ সকল পদ সর্ব্বনামের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২৫৯। অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে সময়ে সময়ে একবচনের স্থলে বহুবচনের পদ ব্যবহৃত হয়। ইহার নাম—গৌরবার্থে বহুবচন। কিন্তু বক্তা বা লেখক নিজে স্বগৌরব পরিহারার্থ একবচনের স্থলে বহুবচনের পদ ব্যবহার করেন।

২৬০। বিশেষণ।—বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্ব্বে

বসে; কিন্তু যেখানে বিশেষণ উদ্দিষ্ট হয় অথবা যেখানে বিশেষণের সহিত ক্রিয়ার নিকট অন্বয় থাকে, সেখানে বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যথা—ধার্ম্মিক লোক নিত্য সুখী। পরোপকার করিতে পারিলে সাধুরা সুখী হন।

২৬১। পরিচায়ক বিশেষণ প্রায় বিশেষ্যের পরে বসে। যথা—শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রসন্ন পণ্ডিত, কেদার মাষ্টার। কখনো বা পূর্ব্বে বসে। যথা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ।

২৬২। বিধেয় বিশেষণ প্রায় বিশেষ্যের পরে বসে। যথা—দিল্লী ভারতের রাজধানী; বিদ্যা অমূল্যধন। শরীরের রক্ত জল করিয়াছি। ক্বচিৎ পূর্ব্বে বসে। যথা—ভারতের রাজধানী দিল্লী।

২৬৩। সর্ব্ব-নামের বিশেষণ প্রায়ই পরে বসে। যথা—আমি অতি দীন হীন; তিনিই সাধু। তবে ভাষান্তর হইতে অনুবাদে এবং কবিতায় কখন বা পূর্ব্বে বসে। যথা—'দীন হীন অভাজন আমি'।

২৬৪। ক্রিয়ার বিশেষণ সময়ে সময়ে ক্রিয়ার পরেও বসে। যথা—তিনি চলেন খুব দ্রুত।

২৬৫। এক বিশেষ্যের দুই, তিন বা অধিক বিশেষণ হইতে পারে। যথা—সুশীল, শান্ত ও বুদ্ধিমান্ লোকের সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়। কিন্তু সর্ব্বনাম-বিশেষণ প্রায়ই একাধিক হয় না। যথা—সেই ব্যক্তি, এই ফুল। তবে আবেগ বা উচ্ছ্বাস-প্রদর্শনস্থলে একাধিক সর্ব্বনামবিশেষণ ক্বচিৎ দেখা যায়। যথা

—'এ কি সেই যমুনা'? (সন্ন্যাস) 'সেই আমি, সেই তুমি, এই সে গোকুল।'

২৬৬। কতকগুলি শব্দ কখনও বিশেষণ কখনও বিশেষ্য, হয়। যথা—শাদা ফুল; নীলের চেয়ে শাদা ভাল। 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ'; 'পুণ্য সঞ্চয় কর'।

এইরূপ লাল, নীল, পীতাদি; পাপ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, শুভ, অশুভ, কল্যাণ, অকল্যাণ, সমুদয় ও সমুদায়, চমৎকার, পরিষ্কার, উপর, অর্দ্ধ, অর্দ্ধেক, সত্য, অসত্য, মিথ্যা, বিশেষ, অতিশয়, সাধু, অসাধু, হিত, অহিত, মঙ্গল, অমঙ্গল। বাবু, মহাশয় প্রভৃতি শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়।

২৬৭। না, নাই, নয়।—'না' সময়ে সময়ে বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—তাঁহার কথায় 'না' করা আমার সাধ্য নয়। 'নাই'—এই অব্যয় ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া প্রয়োগ হয়। যথা—তিনি সেখানে যান নাই। তিনি সেখানে নাই গেলেন। আছে, আছ, আছি—এই তিন ক্রিয়াপদ নিষেধার্থে 'নাই' হয়। সুতরাং 'নাই'—কখন অব্যয়, কখন ক্রিয়াপদ। 'নাই' কখনো কখনো প্রশ্ন ও নিষেধ উভয়ার্থই একত্র বুঝায়। যথা—'আমি আজি নাই গেলাম?'

চলিত কথায় নাই=নি; দেখি নাই=দেখি নি।

'না' ও 'নাই'—এই দুই অব্যয়ের অর্থগত প্রভেদ আছে। 'তিনি মিঠাই খান নাই।'—এখানে 'নাই' কেবল নিষেধার্থ

বুঝাইতেছে। 'তিনি মিঠাই খান না।'—এরূপ স্থলে মিঠাই খাইতে তাঁহার বাধা আছে; বা মিঠাই খাইতে তাঁহার অভ্যাস নাই—এই প্রকার অর্থ বুঝায়। 'নয়'—কখনো অব্যয়, কখনো ক্রিয়া। অব্যয় যথা—'আমি নয় না গেলাম।' ক্রিয়া যথা—'এ তার উচিত নয়।' 'না'—প্রশ্নও বুঝায়। (অব্যয় দেখ)

২৬৮। 'আমি যত্ন ও আগ্রহ পূর্ব্বক জিজ্ঞসা করিলাম।' এখানে 'যত্ন ও আগ্রহ পূর্ব্বক'—এই বাক্যাংশ ক্রিয়ার বিশেষণ। 'যত্নপূর্ব্বক ও আগ্রহপূর্ব্বক' বলিবার প্রয়োজন নাই।

২৬৯। ও, এবং, আর।—দুই পদের সংযোগ করিতে 'ও'; দুই বাক্যের সংযোগ করিতে 'এবং' ব্যবহৃত হয়। দুই অপেক্ষা অধিক পদের সংযোগস্থলে প্রথম-কথিত পদের পর কমা (,) দিতে হয়। যথা—রাম, শ্যাম ও আমি—তিন জনে চলিলাম। স্থল-বিশেষে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। যথা—'সন্ধির নিয়মে উকার স্থানে সময়ে সময়ে 'ও' এবং 'অব্' হয়। এখানে পূর্ব্বে 'ও' আছে বলিয়া অর্থের গোলযোগ নিবারণার্থ সংযোজক অব্যয় 'ও' না বসিয়া 'এবং' বসিয়াছে।

'বীম্স্ সাহেব বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালী সাক্ষীর জবানবন্দী ....শুনিয়াছেন 'এবং' বাঙালী সাহিত্যেরও রীতিমত চর্চ্চা করিয়াছেন—এরূপ শুনাযায়।'—এখানে দুই বাক্যের সংযোগার্থ 'এবং' বসিয়াছে।

অনেক বিশেষার্থ বুঝাইতেও 'ও' প্রযুক্ত হয়। এই 'ও' সংযোজক অব্যয় নহে। যথা—ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াও তোমাকে

একথা বলিতে হইবে। এও কি সম্ভব? 'ও কি মা ভয় পাচ্চ কেন?' 'কোনও দিকে কোনও আশার সামান্য রশ্মিও ত নাই।' তিনিও বাড়ীতে যান নাই; তিনি এখনও বাড়ীতে যান নাই। তিনি বাড়ীতেও যান নাই; তিনি বাড়ীতে যানও নাই।

সমুচ্চয়ার্থেও 'ও' ব্যবহৃত হয়। (অব্যয়-প্রকরণ দেখ)

'আর'—শব্দ ও বাক্যের সংযোজক; তদ্ভিন্ন 'পুনরায়'—অর্থও বুঝায়। যথা—আর যেন জন্মিতে না হয়।

কথার মাত্রা রূপেও 'আর' ব্যবহৃত হয়। যথা—আমার আর যেতে হবে না।

বিকল্প বুঝাইতেও ক্বচিৎ 'আর' অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

'অথবা'-অর্থেও 'আর'-অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—আমি সেখানে যাইতে পারি 'আর' না পারি। (১)

২৭০। অন্য কয়েকটি অব্যয়ের অর্থ —

'অথচ'-অব্যয় অর্থের সঙ্কোচক এবং অন্যথাভাব-বোধক।

'অথবা', 'বা', 'কি', 'কিংবা'—বিকল্প-বোধক। 'বা'—কখনো কখনো কোন পদের অর্থ বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। যথা—হীরক বা হীরা দ্বারা কাচ কাটা যায়।

'অর্থাৎ'—পদ বা বাক্যের অর্থ বিশদ করে।

(১) সন্ধ্যার সময় 'আর' একজন ডাক্তার আসিয়াছিলেন। এখানে 'আর' (=অন্য) অব্যয় নহে; বিশেষণ।

'আ', 'আহা'—সুখ-দুঃখ জনিত মানসিক অবস্থা-জ্ঞাপক। 'আঃ'—বিরক্তি-বোধক।

'ইতি'—বাক্য-সমাপ্তি বুঝায়। 'ইহার'—এই অর্থেও 'ইতি' ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়। যথা—ইতিপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে।

'ই'-অব্যয়—নিশ্চয়ার্থক। যে পদের উত্তর 'ই' বসে, সেই পদের অর্থ দৃঢ়তার সহিত বুঝায়। যথা—তিনিই করিবেন; তিনি করিবেনই; যখনই তিনি আসিবেন।

'এমন কি', 'অধিক কি'—উক্তার্থের অতিরিক্ত ভাব বুঝায়।

'বটে'-অব্যয়—উদ্দেশ্যের অন্যথাভাব বুঝায়; নিশ্চয়ার্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা—এত করিলাম বটে কিন্তু মন পাইলাম না। এ ঘৃত বিশুদ্ধ বটে। (১)

'নতুবা', 'নহিলে', 'নৈলে'—অন্যথাভাব-বোধক।

'প্রতি'=দিকে; প্রত্যেক ও বীপ্সা-অর্থও বুঝায়। যথা—জন প্রতি এক পোয়া চাউল বরাদ্দ হইয়াছে। প্রতিগ্রামে যাইও।

'যেমন'=যেরূপ—সাদৃশ্য বোধক।

'বারবার'—পৌনঃপুন্য বুঝায়। একটু জোর দিয়া বলিতে হইলে—'বারেবারে' হয়।

২৭১। একটি বাক্য আর একটি বাক্যের হেতু হইলে ঐ দুই বাক্যের মধ্যে 'সুতরাং' ও 'অতএব' বসে। বাক্যার্থ সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে 'ফলে', 'ফলত'

(১) বটে, বটেন, বট প্রভৃতি—'বট' ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ।

(ও ফলতঃ) এবং 'বস্তুত' (ও বস্তুতঃ) অব্যয় ব্যবহৃত হয়। 'কিন্তু', 'পরন্তু' ও 'তবে' অব্যয় বাক্যার্থের সঙ্কোচক। পূর্ব্ব বাক্যের বিপরীতার্থ পরবাক্যে প্রকাশিত হইলে ঐ দুই বাক্যের মধ্যে 'বরং', 'তবে' ও 'প্রত্যুত' বসে। উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতেও 'বরং' ব্যবহৃত হয়। যথা—ধনের অপব্যবহারে সুখ নাই, বরং দুঃখ আছে। সুধীর ধনবান্, তবে কিছু কৃপণ। নবীন অপেক্ষা নলিন বরং বুদ্ধিমান্।

২৭২। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ আছে।

যদি, যদিও—তবু, তবে, তথাচ, তথাপি। বরং—তবু, তথাপি, তথাচ। অপেক্ষা, চেয়ে—বরং। বটে—কিন্তু।

২৭৩। অনেকগুলি বাঙ্গালা অব্যয় কেবল ধ্বনি-মূলক হইলেও এক একটা অনির্ব্বচনীয় অর্থ প্রকাশ করে। কতকগুলি অব্যয় প্রায়ই যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একটা অব্যয়ের সহিত আর একটা অব্যয় কথার মাত্রাস্বরূপে যোড়া থাকে। যথা—আইঢাই করিতেছে। এইরূপ উস্কখুস্ক, নিস্‌পিস্, নজগজ, ছট্‌ফট্, হাঁসফাঁস্, ফষ্টি নাষ্টি।

২৭৪। কতকগুলি অব্যয় কথার মাত্রাস্বরূপে বিশেষ্যের পরে বসিয়া ঐ বিশেষ্যের সজাতীয় অন্য পদার্থ বুঝাইয়া দেয়; আবার কোন কোন স্থলে ঐ বিশেষ্যের অর্থ-প্রসারিত করে। বিশেষণের পর বসিলে বিশেষণেরও অর্থ-প্রসার হয়। যথা—রকম সকম; বুড়া হাবড়া। এইরূপ নরম সরম, বোকা শোকা, মাগী ছাগী (মা)।—এখানে ছাগী অব্যয় না হইলেও অবজ্ঞার্থে

অব্যয়বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। অব্যয়-দ্বিতীয় এই সকল বিশেষ্য ও বিশেষণ যে অর্থ প্রকাশ করে, কেবলমাত্র ঐ পদগুলি সে অর্থ প্রকাশ করে না।

২৭৫। এই শ্রেণীর কতকগুলি অনুকার-অব্যয় ক্রিয়ার পরে, কখনও বা পূর্ব্বে, বসিয়া উক্তরূপে ক্রিয়ার অর্থ প্রসারিত করে। তখন এই সকল অব্যয় ধাতুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়াতে যে বিভক্তি থাকে, সেই বিভক্তি গ্রহণ করে। যথা—(বুঝ সুজ্)—বুঝিয়া সুজিয়া=বুঝিয়া, আয়ত্ত করিয়া, বিচার করিয়া। (নাড়া চাড়া)—নাড়িলাম চাড়িলাম (=সেবা শুশ্রূষা করিলাম, চেষ্টা করিলাম) বাঁচাইতে পারিলাম না। ঝেড়ে পেড়ে—(=ভাল করে ঝেড়ে, বেছে) তুলে রাখ। এইরূপ খুজে পেতে, নড় চড়, খাবে দাবে, খেয়ে দেয়ে, নেয়ে টেয়ে, আঁচাইয়া টাঁচাইয়া। পূর্ব্বে প্রয়োগ যথা—ইনিয়া বিনিয়া (রবীন্দ্র নাথ)।

২৭৬। ব্যবহার অনুসারে অনুকার-অব্যয়, অবস্থাবাচক অব্যয় এবং কথার মাত্রা অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। 'জল টল খাও' না বলিয়া 'জল সল খাও' বলিলে চলিবে না। যে শব্দের সহিত যে ধ্বনিমূলক অব্যয়ের সংযোগ চলিত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য অব্যয়ের প্রয়োগ হয় না।

২৭৭। কতকগুলি অনুকার ও অবস্থাবাচক অব্যয় ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া ক্রিয়ার অবস্থাভেদ বুঝাইয়া দেয়। যথা—হন্‌হন্ করিয়া আসিতেছে; রন্ রন্ করিয়া আসিতেছে; থপ্ থপ্ করিয়া আসিতেছে; দুম্ দুম্ করিয়া আসিতেছে; গুড়্ গুড়্

করিয়া আসিতেছে; তড়্ তড়্ করিয়া আসিতেছে; ঝম্ ঝম্ করিয়া (বৃষ্টি) আসিল; বন্ বন্ করিয়া আসিতেছে; সুড়্ সুড়্ করিয়া আসিতেছে; কুল্ কুল্ করিয়া চলিয়াছে; তর্ তর্ করিয়া চলিয়াছে; ঘট্ ঘট্ করিয়া ক্রমাগত আসিতেছে; ড্যাং ড্যাং করিয়া চলিয়া গেল ইত্যাদি। উক্তরূপ অর্থ বুঝাইতে হন্ হনাইয়া (হন হনিয়ে), রন্ রনাইয়া, গুড়গুড়াইয়া (গুড়-গুড়িয়ে), তড়বড়াইয়া, সুড়সুড়াইয়া (সুড়সুড়িয়ে), ঝম্ ঝমাইয়া (ঝমঝমিয়ে), ড্যাঙ্ ড্যাঙিয়ে (চলে গেল) ইত্যাদিরূপ নামধাতুনিষ্পন্ন পদও হয়। দ্বিগুণিত অব্যয় না হইলে এরূপ ক্রিয়া হয় না। যথা—খপ্ করে এস।

২৭৮। সমাস :—বাক্যের সংক্ষেপ সাধনের ন্যায় সুশ্রাব্যতা সাধনও সমাসের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাহাতে 'সমস্ত' বা সমাস-নিষ্পন্ন পদ শ্রুতিকটু না হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সমাস করিতে হইবে। দীর্ঘ 'সমস্ত' পদও পরিহরণীয়; কারণ অনেক পদে সমাস করিলে প্রায়ই ভাল শুনায় না।

২৭৯। যেখানে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, সেখানে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়-দ্বারা পদ-সাধন অনুচিত। বহুব্রীহি সমাস করিলেই 'সাধু-স্বভাব' —এই বিশেষণ পদটি সিদ্ধ হয়। তাহা না করিয়া কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা সাধুস্বভাব সিদ্ধ করিয়া তদুত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে সাধুস্বভাববান্—এরূপ পদের নিষ্পত্তি অনুচিত।

২৮০। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে সমাসনিষ্পন্ন নূতন

নূতন শব্দ বাঙ্গালায় সর্ব্বদাই প্রচলিত হইতেছে। আবার বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত পদ ও বাঙ্গালা পদ বাঙ্গালা-সমাসের নিয়মে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে। এইরূপ কোন কোন পদ সন্ধি-নিষ্পন্নও হইতেছে। বে-অকুব শব্দ ভাষান্তর হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; তদ্বিপরীতে সাকুব (স + অকুব) শব্দটিও সৃষ্ট হইয়া দেশবিশেষে ও সম্প্রদায়বিশেষে চলিতেছে।

২৮১। ঘরবাড়ী, জমিজমা, কান্নাকাটি, পুথিপত্র, জিনিসপত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতি শব্দে পরবর্ত্তী শব্দগুলির দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দগুলির অর্থ প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ অর্থপ্রসার উদ্দিষ্ট হইলেই ঐ সকল পুনরুক্তি-ঘটিত পদের প্রয়োগ হয়।

২৮২। কতকগুলি শব্দের উত্তর জাতি বা সমষ্টিবাচক 'লোক' শব্দ স্বার্থে বসে। যথা—স্ত্রীলোক, সাহেব লোক, পণ্ডিত লোক। ইহাদের উত্তর বহুবচন-বিভক্তি ও বহুত্ববোধক প্রত্যয়ও বসে। যথা—স্ত্রীলোকেরা, স্ত্রীলোকদিগের; মূর্খলোকের, বা মূর্খলোকদের।

২৮৩। একবাক্যে দুই নিষেধ-বোধক পদ থাকিলে বিধিই বুঝায়। যথা—তুমি ত অপণ্ডিত নও—তবে এমন কথা বল কেন; অর্থাৎ তুমিত পণ্ডিত।

২৮৪। ক্ষোভ, ক্রোধ, উপহাস প্রভৃতি বশতঃ বক্তার স্বর-বিকৃতির নাম 'কাকু'। ইহা বাক্যের বিপরীত অর্থ বুঝাইয়া দেয়। যথা—'সে ত আমায় টাকা দিলে'—অর্থাৎ আমায় টাকা দিবে না। 'আমি বলিলেই ত সে গেল'—অর্থাৎ যাইবে না।

কাকু প্রশ্নবোধকও হয়। যথা—বইখানি আমাকে দিবে?

২৮৫। ক্রিয়া।—সম্ভাবনা বুঝাইতে সময়ে সময়ে ক্রিয়া পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—যাব যাব করিতেছি। বৃষ্টি হবে হবে হলো না। হয় হয়—হয়না। যায় যায়—যায় না।

বাক্য-বিশ্লেষণ।

২৮৬। সকল বাক্যেরই দুটি প্রধান অংশ থাকে। প্রথম—উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়—বিধেয়।

১ম। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা উদ্দেশ্য।

২য়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহা বিধেয়। (কোন বাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকিলে ধরিয়া লইতে হয়।)

২৮৭। বাক্যে কর্ত্তা—উদ্দেশ্য এবং সমাপিকা ক্রিয়া—বিধেয়।

২৮৮। কর্ত্তার বিশেষণ, সমপদ ও বিধেয় বিশেষণ, কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সম্বন্ধ-পদ, যে সকল পরিচায়ক বাক্যাংশ কর্ত্তার বিশেষণের কার্য্য করে, যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়া ও তৎসংসৃষ্ট পদ দ্বারা উদ্দেশ্যের (কর্ত্তার) অর্থ-প্রসারণ হয় এবং যে সকল সমাপিকা ক্রিয়া হেতুপদের অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা উদ্দেশ্যের প্রসারক।

২৮৯। কর্ত্তা ভিন্ন অন্য সমস্ত কারক ও উহাদের সহিত অন্বয়বিশিষ্ট অন্যপদ বা বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষণ বা তদর্থ-সূচক বাক্যাংশ, ক্রিয়ান্বয়ী অন্যান্য পদ বা বাক্যাংশ এবং কর্ত্তার

যে সকল বিশেষণ, সমপদ ও বিধেয়-বিশেষণ ব্যতিরেকে ক্রিয়ার অর্থ পূর্ণ না হয়, তাহারা বিধেয়ের প্রসারক।

যথা—'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জনক নামে মহাজ্ঞানী এক রাজা ছিলেন।' এখানে 'এক রাজা'—উদ্দেশ্য; সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, জনকনামে ও মহাজ্ঞানী—উদ্দেশ্যের প্রসারক। ছিলেন—বিধেয়।

'মহাজ্ঞানী জনক রাজা সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।' এখানে জনক রাজা—উদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানী—উদ্দেশ্যের প্রসারক। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি—বিধেয়ের প্রসারক; কারণ ঐ পদ ব্যতিরেকে বিধেয়ের অর্থ পূর্ণ হয় না।

'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জনক রাজা মহাজ্ঞানী ছিলেন।' এখানে 'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি' উদ্দেশ্যের এবং 'মহাজ্ঞানী' বিধেয়ের প্রসারক।

২৯০। বাক্য তিন প্রকার। (ক) সরল, (খ) যৌগিক ও (গ) মিশ্র।

(ক) যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য (কর্ত্তা) ও একটি-মাত্র বিধেয় অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা সরল বাক্য।

(খ) পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা অধিক উপাদান-বাক্যের সংযোগে এবং সংযোজক অব্যয় বা অন্যপদের সাহায্যে যে পূর্ণ বাক্য হয়, তাহার নাম যৌগিক বাক্য। [যে কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহারা উপাদান বাক্য। কোন যৌগিক বাক্যে সংযোজক অব্যয়াদি অপ্রকাশিত থাকিলে, বাক্য-বিশ্লেষণ-কালে তাহা উহ্য করিয়া লইতে হয়।]

(গ) মিশ্র বাক্যে একটি প্রধান বাক্য থাকে; তদ্ভিন্ন

প্রধান বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এক বা অধিক অপ্রধান বা সহযোগী উপাদান বাক্য থাকে।

[যে বাক্যের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্য বাক্যের প্রয়োজন হয় না, তাহা প্রধান বাক্য। অপ্রধানবাক্য প্রধানবাক্যের অঙ্গস্বরূপ। সহযোগী বাক্য প্রধানবাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও উহার অঙ্গস্বরূপ নহে এবং স্বয়ং পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।]

২৯১। বিশ্লেষণের প্রণালী।

সরল বাক্য। (১) আজি একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরা পড়িয়াছে। (২) আকবরের বিজয়ী সেনা উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিল।

বাক্য	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয়	বিধেয়ের প্রসারক
(১) আজি একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরা পড়িয়াছে।	একটা মাছ	প্রকাণ্ড	ধরা পড়িয়াছে	আজি
(২) আকবরের বিজয়ী সেনা উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিল।	সেনা	(ক) আকবরের (খ) বিজয়ী	করিল	(ক) উড়িষ্যায় (খ) যুদ্ধযাত্রা

যৌগিক বাক্য। (১) (ক) আমি ভিজিতে ভিজিতে বাটীতে পৌঁছিলাম, (খ) আর সেই প্রবল বৃষ্টি একবারে বন্ধ

হইল। (২) (ক) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর, (খ) না হয় তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীর এই কাগজে তোমার নাম লিখিয়া দিন।

বাক্য	সংযোজক পদ	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয়	বিধেয়ের প্রসারক
(১) (ক) আমি ভিজিতে ভিজিতে বাটীতে পৌছিলাম	—	আমি	ভিজিতে ভিজিতে	পৌছি-লাম	বাটীতে
(খ) আর সেই প্রবল বৃষ্টি এক-বারে বন্ধ হইল।	আর	বৃষ্টি	১। সেই ২। প্রবল	বন্ধ হইল	একবারে
(২) (ক) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর।	—	তুমি	—	সই কর	১। এই কাগজে ২। এখনই
(খ) না হয় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীর এই কাগজে তোমার নাম লিখিয়া দিন।	না হয়	পুত্র	১। তোমার ২। জ্যেষ্ঠ ৩। সুধীর	লিখিয়া দিন	১। তোমার নাম ২। এই কাগজে

যৌগিক বাক্যের কোন উপাদান-বাক্যে উদ্দেশ্য (কর্ত্তা) বা বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) উহ্য থাকিলে বিশ্লেষণ সময়ে ঐ পদ ধরিয়া লইতে হইবে। 'হয় তুমি, না হয় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীর এই কাগজে এখনই সই কর'—উপরিলিখিত দ্বিতীয় উদাহরণ বাক্য যদি এইরূপে লিখিত হইত, তাহা হইলে বিশ্লে-

ষণের পূর্ব্বে উপাদানবাক্য দুটি নিম্নলিখিত রূপে বিন্যাস করিয়া লইতে হইত।

(১) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর।

(২) তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীর এই কাগজে এখনই সই করুন।

সংযোজক পদ—হয়, না হয়।

মিশ্রবাক্য।—মিশ্রবাক্যে অপ্রধান বাক্যগুলি প্রধানবাক্যের অঙ্গস্বরূপে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণের কার্য্য করে। ইহাদিগকে যথাক্রমে (১) উপাদান-বিশেষ্য-বাক্য, (২) উপাদান-বিশেষণ-বাক্য ও (৩) উপাদান-ক্রিয়াবিশেষণ-বাক্য বলে। যথা—(১) 'আমি জানি না—বিধু এখন কোথায়।' এই বাক্যে উদ্দেশ্য (কর্ত্তা)—'আমি'। বিধেয় (ক্রিয়া)—'জানি না'। বিধেয়ের প্রসারণ (কর্ম্ম)—'বিধু এখন কোথায় (আছেন)'—এই বাক্যটি। এই বাক্যটি বিশেষ্যের (কর্ম্মকারকের) কাজ করিতেছে বলিয়া এটি উপাদান-বিশেষ্য-বাক্য। এইরূপ—তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন, তাহা সম্ভব নয়। এখানে—'তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন'—উপাদান-বিশেষ্য বাক্য।

(২) 'যে সমস্ত রাজা ও বীরপুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলেন।'—এখানে 'যে সমস্ত রাজা ও বীরপুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন'—এই অপ্রধান বাক্যটি—'তাঁহারা' এই পদের অবস্থা বুঝাইয়া বিশেষণের কাজ করিতেছে। এই বাক্যটি উপাদান-বিশেষণ-বাক্য।

(৩) 'যাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন, সেই আশায় তিনি বৈদ্যনাথে গিয়াছেন।'—এখানে যাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন (=সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভার্থ) —এই বাক্যটি ক্রিয়ার বিশেষণের কাজ করিতেছে বলিয়া এটি উপাদান-ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য।

সহযোগী বাক্য যথা—'তিনি বিলাতে পড়িতে যান এবং সেখানে তিন বৎসর থাকেন'। এখানে প্রধান বাক্য—'তিনি বিলাতে পড়িতে যান।' সহযোগী বাক্য—'সেখানে তিন বৎসর থাকেন।' সংযোজক পদ—এবং।

মিশ্রবাক্যের বিশ্লেষণ প্রণালী।—

'বাদশাহ সেনাপতি জয়সিংহকে আনাইলেন এবং বলিলেন, যে হিন্দু সিপাহী কল্য নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং যাহাতে মজ্জমান বৃদ্ধ ফকিরের প্রাণরক্ষা করিতে পারে, সেই জন্য নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে আমার নিকট আন।'

উপাদান বাক্য	বাক্যের শ্রেণীভেদ	সংযোজক পদ	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারণ	বিধেয়	বিধেয়ের প্রসারণ
১। বাদসাহ সেনাপতি জয়সিংহকে ডাকাইলেন।	প্রধান উপাদান বাক্য	—	বাদসাহ	—	ডাকাইলেন	১। সেনাপতি ২। জয়সিংহকে
২। এবং বলিলেন।	সহযোগী উপাদান বাক্য	—	(বাদসাহ)	—	বলিলেন	—
৩। যে হিন্দু সিপাহী কল্য নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল।	উপাদান বিশেষণ বাক্য	(যে)	যে সিপাহী	হিন্দু	ভাসিয়া গিয়াছিল	১। কল্য ২। নদীর স্রোতে
৪। এবং যাহাতে মজ্জমান বৃদ্ধ ফকিরের জীবন রক্ষা করিতে পারে।	উপাদান ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্য	এবং	(যে সিপাহী)	—	করিতে পারে	১। যাহাতে ২। মজ্জমান বৃদ্ধ ফকিরের ৩। জীবন রক্ষা
৫। সেই জন্য নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াছিল।	উপাদান বিশেষণ বাক্য	—	(যে সিপাহী)	—	করিয়াছিল	১। সেই জন্য ২। নিজের প্রাণ ৩। উপেক্ষা
৬। তাহাকে আমার নিকট আন।	উপাদান বিশেষ্য বাক্য	—	(তুমি)	—	আন	১। তাহাকে ২। আমার নিকট

বিশিষ্ট-উক্তি।

অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাঙ্গালাতে বিশিষ্ট-উক্তি আছে; সেগুলি সংক্ষেপে অনেক কথা বুঝায়। তাহাদের অধিকাংশ ব্যঙ্গ্যোক্তি। যথা—'পেয়েছি পরশমণি হয়েগেছি সোণা'—অর্থাৎ যাহা যাহা বাঞ্ছিত, সবই পাইয়াছি, এখন পবিত্র হইয়াছি বা কৃতার্থ হইয়াছি। এইরূপ—'বামনে বাড়ায়ে হাত পেলে চাঁদের কণা।' 'কৃষ্ণবিষ্ণু-মধ্যে কালা হয় এক জনা।' 'তুমি এক ধনুর্দ্ধর নও কেও কেটা,' 'রাম না হতে রামায়ণ,' 'রাবণের চিতা মত সদাই জ্বলিছে,' 'লক্ষ্মণ দেবর,' 'লক্ষ্মণ ভাই,' 'রামরাজ্যে বাস করি,' 'সোণার সীতা,' 'অগ্নি পরীক্ষা,' 'পাষাণ উদ্ধার,' 'ধনুর্ভঙ্গ পণ,' 'লঙ্কা-কাণ্ড,' 'সোণার লঙ্কা ছার খার হয়,' 'মায়ের দুধ খেয়ে পুষ্ট হয়েছে শরীর,' 'জলের দাগ,' 'পাষাণের দাগ,' 'সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যাব,' 'সাগর ছেঁচে মাণিক নেব,' 'জলেতে পাষাণ ভাসে,' 'দিগ্‌গজ পণ্ডিত,' 'ভবতি পচতি পেটে গজ্‌-গজ্‌ করে,' 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল,' 'মাথার উপর মাথা,' 'বিনা কড়িতে গঙ্গা পার।'—এইরূপ অসংখ্য উক্তি বাঙ্গালায় চলিত আছে। গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা পরিহার করিয়া এইরূপ উক্তির দেশকাল পাত্র অনুসারে যথা সম্ভব ব্যবহার করা মন্দ নয়।

পরিশিষ্ট।

যতি-চিহ্ন।

পড়িবার সময় অর্থবোধের জন্য স্থানে স্থানে থামিতে হয়। ঐ থামার নাম যতি। লেখায় যতির নানারূপ চিহ্ন আছে; নিম্নে কয়েকটি প্রদর্শিত হইল।

।—দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ।
,—কমা বা অল্পচ্ছেদ।
;—সেমিকোলন বা অর্দ্ধচ্ছেদ।
?—প্রশ্ন চিহ্ন।
.—সংক্ষেপ করিবার চিহ্ন।

!—বিস্ময় চিহ্ন।
[ ], ( ), { },—বেষ্টনী বা বন্ধনী।
—রেখাংশ।
——ড্যাস বা রেখা। বেষ্টনীর কাজও করে।

অন্যান্য চিহ্ন।

+—সংযোগ চিহ্ন।
=—সমুচ্চয় চিহ্ন।
‘ ’ “ ”—উদ্ধার চিহ্ন।
শ্রী—শ্রীমুখ; চিঠি, খাতা ও পত্রে প্রথমে লিখিত হয়। (১)
*—তারকাচিহ্ন (টীকার চিহ্ন)।

†—অঙ্কুশ টীকার চিহ্ন।
‡—বজ্র (ঐ)।
* * * ।——।........বর্জ্জন চিহ্ন।
☞—হস্ত বা প্রদর্শক চিহ্ন।
∧—উদ্ধার বা তোলার চিহ্ন।
পুঃ—পুনশ্চ অর্থাৎ আবার।

---

(১) লোকের নামের পূর্ব্বে যে ‘শ্রী’ লিখিত হয়, তাহা শ্রীমুখ নহে। শ্রীহরিচরণ বসু=শ্রীদ্বারা যুক্ত হরিচরণ বসু। তৎপুরুষ-সমাস-সিদ্ধ।

৺ ঈশ্বর (১)
সাং—সাকিন, বাসস্থান।
হাং সাং=বর্ত্তমান বাসস্থান।
তাং—তারিখ, দিন।
দং – দরুণ, কারণ।
মং, মঃ—মবলগে বা মোট।
দিং—দিগর।
হিং—হিসাব।
মাং—মারফৎ, দ্বারা।
গুঃ—গুজরত, নিকট।
&c —ইত্যাদি।

:—সংক্ষেপচিহ্ন।
√—ধাতু (মূল)
.—ইংরাজি পূর্ণচ্ছেদ। বাঙ্গালায় কোন কথার সংক্ষেপার্থ ব্যবহৃত হয়। যথা—ই.=ইত্যাদি।
- —সংযোজক চিহ্ন বা হাইফেন।
(১) ইত্যাদি—টীকার চিহ্ন।
(ক) ইত্যাদি—বিভাগচিহ্ন।
ঃ—সংক্ষেপক। যথা—১২ পৃঃ= ১২ পৃষ্ঠা। ১৯২৮ খৃঃ=১৯২৮ খৃষ্টাব্দ।

সম্বোধনচিহ্ন।—প্রাচীনেরা সম্বোধন পদের পরে বিস্ময়চিহ্ন (!) দিতেন; নব্য লেখকেরা এক একটি (,) কমা দেন।

---

(১) এই চিহ্নটি প্রথমে উদ্ধার বা তোলার চিহ্ন ছিল। পূর্ব্বে পত্রাদির আরম্ভেই লেখকের নাম থাকিত। যথা—শুভানুধ্যায়িনঃ শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ পত্র মিদম্। আজ্ঞাকারী প্রতি-পাল্য শ্রীমহেশচন্দ্র মিত্র দাসস্য বিজ্ঞপ্তি পত্র মিদং। সেবক শ্রীকৃষ্ণকান্ত দে দাসস্য প্রণাম শত কোটি নিবেদন মিদং ইত্যাদি। লেখকের নামের নীচে পত্রমধ্যে দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তির উল্লেখ অযুক্ত বলিয়া উক্তরূপ উল্লেখ আবশ্যক হইলে পত্র মধ্যে উক্ত উদ্ধার চিহ্ন দিয়া পত্রের উপরে উক্ত চিহ্ন সমন্বিত দেবাদির নাম—∧ গঙ্গা (লাভ), ∧ দুর্গা (পূজা), ∧ পিতৃদেব—ইত্যাদিরূপ লিখিত হইত। এখন ঐ উদ্ধার চিহ্ন উল্‌টাইয়া, বিন্দুযুক্ত হইয়া ওঁকারের উপরিস্থিত 'ম' কারের ন্যায় লিখিত হয় এবং লোকে পড়িবার সময় ঈশ্বর গঙ্গা, ঈশ্বর দুর্গা ইত্যাদিরূপ বলেন। পূজ্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ঐরূপ লেখার ব্যবহার এখন নাই।

সাহিত্য।

১। যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া অর্থযুক্ত বাক্যসমষ্টির একত্র সমাবেশে রচনা, প্রবন্ধ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত লইয়া সাহিত্য।

২। সাহিত্য নিরঙ্কুশভাবে আপনা আপনি গড়িয়া উঠে। গঠনের মুখে নিয়ম মানে না। গঠিত সাহিত্যের শরীর, গতি, রীতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া শাব্দিকেরা উহার নিয়ম স্থির করেন এবং সকলকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ঐ নিয়ম গুলি লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই ব্যাকরণাদি শব্দ-শাস্ত্র।

৩। মনুষ্যজাতির ন্যায় মনুষ্য-জাতির সাহিত্যও ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বা ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এইরূপে আমাদের এই আর্য্য জাতির অতি প্রাচীন ভাষার স্থলে অন্যান্য ভাষার মিশ্রণে নূতন নূতনরূপ ভাষা দেখা দিয়াছে। একই ভাষারই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যাহা সাধু বাঙ্‌লা ভাষা ছিল, এখন তাহা প্রায় অচল। এমন কি আমাদের বাঙালি লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা আমাদের ভাষা সম্বন্ধে যেরূপ ভাবিতেন, যেরূপ লিখিতেন—তাহারও এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কারণ, এই সময়ের মধ্যে অনেক শক্তিশালী লেখক ভাষাকে কিয়ৎপরিমাণে নূতন সজ্জায় সাজাইয়াছেন; আর ঐ সাজ বাঙ্‌লা ভাষায় বেশ মানাইয়াছে। সুতরাং ভাষা ঐ সাজ ছাড়িবে না। অনেক পরিণত-বয়স্ক বর্ত্তমান লেখক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সাজ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন অলঙ্ঘনীয়। সাহিত্যে অনাচার, জঞ্জাল, দুষ্টপদ, অপপ্রয়োগ, বিরুদ্ধ রীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পরিতাপে ফল নাই। শক্তিশালী ও কলাবিৎ লেখকেরা যাহা লিখেন, তাহা আদর্শ ধরিয়া শব্দ শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে করাই সঙ্গত। যাহাতে ভাষা শৃঙ্খলা হারায়, শ্রেষ্ঠ লেখকেরা প্রায় সেরূপ লিখেন না। সুতরাং তাঁহাদের লেখা আদর্শ ধরিলে, ভাষা উচ্ছৃঙ্খল হইবে না। তবে কোন শব্দ, পদ, বাক্য বা রীতি যেখানে সাধারণ বা বিশেষ নিয়মের সহিত কোন মতে মিলানো না যাইবে—সেখানে সেইগুলিকে অপপ্রয়োগ না বলিয়া প্রতিপ্রসব বলাই সঙ্গত। (১)

৪। বাঙ্গালা ভাষায় সকল বিষয়ের রচনাই বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত। ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, জীবন-চরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, কাব্য এবং অন্যান্য নানা বিষয় লইয়া রচিত প্রবন্ধাদি—এই সমস্ত লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্য। সমগ্র সাহিত্যই ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্রের নিয়মাধীন।

কাব্য।

৫। সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ কাব্য। চমৎকারজনক-অর্থবিশিষ্ট বাক্যসমষ্টি লইয়া কাব্য রচিত হয়। কাব্যের আত্মা—রস; সেই জন্য কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলে। অর্থ-যুক্ত বাক্য-সমষ্টি ইহার শরীর। কলা-নৈপুণ্য কাব্য-শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। ভাষার রীতি; সুন্দর

(১) এ দেশের সংস্কৃত বৈয়াকরণেরাও সেইরূপ করিয়াছেন। যাহা সাধারণ বা বিশেষ নিয়মে অসাধ্য, তাহা অসিদ্ধ না বলিয়া নিপাতনে সিদ্ধ করিয়াছেন।

ভাবের শোভন অভিব্যক্তি ; পদের বা বাক্যের বিশিষ্টার্থ বা ইডিয়ম : মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণের যথোচিত বিকাশ; শ্লেষ, উপমা ও উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার—এইগুলি বসন-ভূষণরূপে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। মনুষ্য দেহে কোনরূপ দুর্দ্দৃশ্য চিহ্ন, বিকৃতাঙ্গতা, অঙ্গহীনতাদির ন্যায় ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ, শ্রুতিকটুতা, ভাবের অনভিব্যক্তি, অশ্লীলতা প্রভৃতি কাব্যের দোষ। শরীরের অনুপযুক্ত স্থানে ধৃত ভূষণ, অত্যধিক ভূষণ-ধারণাদির ন্যায় অনুপযুক্ত স্থানে ব্যবহৃত বা অত্যধিক অলঙ্কারাদির সমাবেশও কাব্যের দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

৬। গদ্যে লিখিত হউক আর পদ্যে লিখিত হউক, যে গ্রন্থে বা রচনায় কবিত্বের প্রভাবে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি এবং কলানৈপুণ্যে সেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ আছে, তাহাই কাব্যের অন্তর্ভূত। তদনুসারে কাব্য—(১) গদ্য কাব্য, (২) পদ্য কাব্য ও (৩) গদ্য-পদ্যময় কাব্য—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

৭। গুণানুসারে কাব্য—(ক) উত্তম, (খ) মধ্যম ও (গ) অধম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) যাহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের বিকাশ অধিক এবং তন্নিমিত্ত চমৎকারিত্ব আছে—তাহা উত্তম কাব্য। যথা—

সাত কোটী সন্তানেরে হে বঙ্গ-জননি,
রেখেছ বাঙ্গালি করে, মানুষ কর নি। (রবীন্দ্রনাথ)

ইহা একটি বাক্য। যে কাব্যে এইরূপ বাক্য অধিক, তাহাই উত্তম কাব্য।

(খ) যে কাব্যে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব আছে এবং ব্যঙ্গ্যার্থ গুণীভূত থাকে, তাহা মধ্যম কাব্য। যথা—

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব,
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ। (রবীন্দ্রনাথ)

ইহাও একটি বাক্য। যে কাব্যে এইরূপ বাক্য অধিক থাকে, তাহা 'মধ্যম কাব্য।'

(গ) যে কাব্যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি বা বিকাশ নাই, কলানৈপুণ্য নাই, তাহা অধম কাব্য।

রস।

৮। কাব্য শাস্ত্রের সারভূত মনঃপ্রীতিকর আস্বাদনই রস।

৯। রস নয় প্রকার; যথা—আদি, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। কোন কোন মতে এতদতিরিক্ত বৎসল রস আছে। আদিরসে পাঠকের মনে অনুরাগ, হাস্যরসে কৌতুক, করুণরসে শোক, রৌদ্ররসে ক্রোধ, বীররসে উৎসাহ, ভয়ানক রসে ভয়, বীভৎস রসে ঘৃণা, অদ্ভুত রসে বিস্ময়, শান্তরসে শান্তি এবং বৎসল রসে স্নেহ স্থায়ী হয়। সেই জন্য অনুরাগাদিকে যথাক্রমে ঐ সকল রসের স্থায়িভাব বলে।

১০। স্থায়ি-ভাবের কারণকে বিভাব বলে; অর্থাৎ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অনুরাগাদি স্থায়ি-ভাব জন্মে, তিনি (নায়ক নায়িকাদি) বিভাব।

বিভাব দুই প্রকার;—১ম। আলম্বন বিভাব। ২য়। উদ্দীপন বিভাব।

১ম। যে নায়ক-নায়িকাদিকে অবলম্বন করিয়া মনে অনুরাগাদি জন্মে, তাহারাই আলম্বন বিভাব।

২য়। যাহা অনুরাগাদি স্থায়ি-ভাবকে পরিপুষ্ট করে, তাহা উদ্দীপন বিভাব। যথা—নায়ক-নায়িকাদির গুণ ও কর্ম্ম এবং স্থান ও কাল ইত্যাদি।

১১। কাব্য দুই প্রকার।—(ক) দৃশ্য কাব্য ও (খ) শ্রব্য কাব্য।

(ক) যে কাব্যের অভিনয় রঙ্গভূমিতে দেখা যায়, তাহার নাম দৃশ্য কাব্য। নাটকাদি দৃশ্য কাব্য।

[কোন কথা না বলিয়া কেবল আকার-ইঙ্গিতেও একপ্রকার দৃশ্য কাব্যের অভিনয় হয়। ইহার নাম ইঙ্গিতাদি-দৃশ্যকাব্য] (১)

(খ) যে কাব্য পাঠ করিয়া শুনা যায়, তাহার নাম শ্রব্য কাব্য। সীতার বনবাস, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি শ্রব্য কাব্য।

১২। কোন এক মহাপুরুষ বা একবংশীয় অনেক মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া লিখিত বড় কাব্যকে মহাকাব্য বলে; আর যে গ্রন্থে বিভিন্নবিষয়ক ছোট ছোট অনেক কবিতা থাকে, তাহার নাম কোষ-কাব্য।

১৩। কোন কাব্যে নানারসের সৃষ্টি থাকিলেও যে রসের স্থায়ি-ভাব পাঠক বা দর্শকের মনে স্থায়ী হয়, সেই কাব্যকে সেইরস-প্রধান বলে। বিদ্যাসুন্দর আদিরস-প্রধান; বৃত্রসংহার—বীর-রস-প্রধান; রামায়ণ—করুণ-রসপ্রধান; মহাভারত—শান্তরস-প্রধান কাব্য ইত্যাদি। গদ্য কাব্যের মধ্যে আখ্যায়িকা ও উপন্যাস প্রধান। যথা—কাদম্বরী, কপালকুণ্ডলা, গোরা, দত্তা ও সন্ন্যাস ইত্যাদি। উপন্যাস-মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশেষ আকর্ষক। যথা—রাজসিংহ।

(১) ইঙ্গিতাদিও ভাষা; কারণ উহাতেও অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত হয় তবে এইরূপ ভাষা ব্যাকরণের অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রের অধিকারভুক্ত নয়।

১৪। কলা-নৈপুণ্য বা রচনা-চাতুরী থাকিলে ইতিহাস, জীবন-চরিত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতিও কিয়ৎপরিমাণে কাব্যের অন্তর্ভূত হয়।

১৫। পশু পক্ষীর বিবরণ লইয়া কল্পিত রচনা উপাখ্যান; উপাখ্যান ঠিক কাব্য নহে।

১৬। প্রাচীন পুরাণাদি কাব্যের অন্তর্গত।

গুণ ও রীতি।

১৭। রচনা ও রসের উৎকর্ষ-সাধক ধর্ম্মের নাম গুণ। গুণ তিন প্রকার ১ম। মাধুর্য্য; ২য়। ওজঃ; ৩য়। প্রসাদ।

১৮। মাধুর্য্য। রচনার যে ধর্ম্ম শ্রবণমাত্র বর্ণিত বিষয়ে মন আকৃষ্ট ও তদ্গত করে, তাহার নাম 'মাধুর্য্য গুণ'। আদিরস, করুণরস ও শান্তরসে এই গুণ সমধিক অনুভূত হয়।

যে রচনা-রীতিতে এই গুণের বিকাশ হয়, তাহার নাম (বৈদর্ভী)—বিদর্ভ-রীতি। ইহাতে কোমল বর্ণবিন্যাস থাকে; সমাসের বাহুল্য থাকে না।

১৯। ওজঃ। রচনার যে ধর্ম্ম পাঠকের মন উদ্দীপ্ত করে, তাহার নাম—'ওজোগুণ'। রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ও বীভৎস-রস-প্রধান রচনায় এ গুণ অধিক থাকে। যে রীতিতে এই রচনা হয়, তাহার নাম (গৌড়ী)—'গৌড়রীতি।' কর্কশপ্রায় সংযুক্ত বর্ণ সমূহ, দীর্ঘ-সমাস-বহুল উদ্ধত শব্দ-বিন্যাস এই গুণের পরিপোষক।

২০। প্রসাদ। রচনার যে ধর্ম্ম শ্রবণমাত্র অর্থ বোধ করাইয়া দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিতবিষয়ে চিত্ত আবিষ্ট করে, তাহার নাম 'প্রসাদ গুণ'। ব্যঙ্গ্যার্থের আস্বাদে এই গুণের বিকাশ। এই গুণ সকল রসের রচনারই

উপযোগী। সহজ সরল বর্ণ বিন্যাস, লঘুসমাসাদি এই গুণের পরিপোষক। যে রীতিতে এইরূপ রচনা হয়, তাহার নাম 'প্রাকৃত রীতি।' ইহা বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রধানত চলে।

২১। গদ্যে পদ-সংস্থাপনের নিয়ম বাক্য-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

পদ্য।

২২। পদ্য দুই প্রকার;—কবিতা ও গীতি। পদ্যে পদ সংস্থাপনের নিয়ম নাই। ছন্দের অনুরোধে সুবিধামত এবং যাহাতে শুনিতে ভাল হয়, সেইরূপে পদবিন্যাস হয়।

২৩। ছন্দ দুই প্রকার—(১) মিত্রাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর।

পদ্যের এক একটি প্রধান ভাগকে 'চরণ' বলে। এক একটি কবিতায় দুই বা অধিক চরণ থাকে। এক চরণের শেষ বর্ণ ও উপধাস্বরের সহিত অন্য চরণের শেষ বর্ণ ও উপধাস্বরের মিল থাকিলে, তাহাকে 'মিত্রাক্ষর' ছন্দ বলে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণগুলির শেষে ঐরূপ মিল থাকে না।

২৪। পদ্যে রচিত কাব্য নানা ছন্দে রচিত হয়। ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা পরিমিত থাকে। পদ্যে অনেক স্থলে হসন্ত বর্ণও অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয়।

অনেক প্রাচীন ছন্দে লঘুস্বর ও গুরুস্বর লক্ষিত হয়। হ্রস্ব স্বর লঘু; দীর্ঘ স্বর গুরু। সংযুক্তবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বর গুরু হয়। অনেক স্থলে শেষের হ্রস্ব-স্বর গুরুস্বর বলিয়া ধরা হয়।

হ্রস্ব স্বর বা হ্রস্ব-স্বর-সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্রা এবং দীর্ঘ স্বর বা দীর্ঘস্বর-সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ দুই মাত্রা।

২৫। পাঠ-কালে নিশ্বাসের বিশ্রাম-স্থানকে যতি বলে।

২৬। ছন্দে, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য শ্রুতিমধুর হয়। সেইজন্য বাঙ্গালায় মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন অধিক।

২৭। কতকগুলি ছন্দে একচরণের মধ্যে দুই বা অধিক অপ্রধান ভাগ থাকে; তাহাদের নাম 'পদ'।

অনেক ছন্দে চরণের শেষের ন্যায় পদেরও শেষে অন্ত্যবর্ণ ও উপধা-স্বরের মিল থাকে। (১) যথা—

১। সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইল কান্দিয়া॥ (অন্নদা মঙ্গল)

এখানে দুই চরণে শ্লোক বা কবিতা পূর্ণ হইয়াছে। উভয় চরণে শেষের বর্ণ ও উপধাস্বরে মিল আছে।

২। বারেক এখনও কিরে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন প'রে
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া। (হেমচন্দ্র)

এখানে দুই চরণে শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে তিনটি পদ আছে। প্রথম পদদুটির শেষবর্ণ ও উপধাস্বরে মিল আছে। দুই চরণের শেষেও ঐরূপ মিল আছে।

৩। ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে।
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

(১) প্রাচীনগ্রন্থ-সমূহে চরণগুলির শেষবর্ণ মিলিলেও উপধাস্বর অনেক স্থলেই মিলিত না। ভারতচন্দ্রের সময় হইতে উক্তরূপ মিল অবশ্যপাল্য হইয়াছে। অক্ষরের সংখ্যাও বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আসিয়াছে।

যেও যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোণার ধান কূলেতে এসে। (সোণার তরী)

এখানে চারি চরণে শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে। তৃতীয় চরণে চারিটি পদ আছে। চরণগুলির শেষে এবং তৃতীয় চরণের প্রথম তিনটি পদের শেষে উক্তরূপ মিল আছে।

২৮। পদ্যের ভাষা যাহাতে কোমল ও মধুর হয়, সেই উদ্দেশ্যে কবিগণ—

(ক) সংযুক্তবর্ণ অসংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করেন ; কোথাও কোনো বর্ণের লোপ বা যোগ করেন। কোনস্থলে বা পদের অন্যরূপ আকার পরিবর্ত্তন করেন। যথা—উজ্জ্বল—উজল ; কর্ম্ম—করম ; জন্ম—জনম ; ত্যাগ—তেয়াগ ; ত্রাস—তরাস ; দুঃখ—দুখ ; দর্শন—দরশন ; নির্দ্দয়—নিদয়, নিরদয় ; নিষ্ঠুর—নিঠুর ; প্রয়াণ—পয়ান ; বর্ষা—বরষা, বরিষা ; বর্ণ—বরণ ; ভক্তি—ভকতি ; মুক্তা—মুকুতা ; মর্ত্ত, মর্ত্ত্য—মরত ; যত্ন—যতন ; শক্তি—শকতি ; স্নান—সিনান ; হর্ষ—হরষ, হরিষ ইত্যাদি।

(খ) অনেকস্থলে মূলধাতু ও নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করেন। যথা—অগ্রসর হইয়া—অগ্রসরি ; আবরণ করিয়া—আবরি (ঢাকিয়া) ; ইচ্ছা করিল—ইচ্ছিল ; উদ্‌গার করিয়া—উগারি, উগারিয়া ; উজ্জ্বল করিয়া—উজলি ; এইরূপ উছলিয়া, উত্তরিলা, উথলিয়া, উপজিল (উপস্থিত হইল বা জন্মিল) ; উর—(উপস্থিত হও)। এইরূপ কুপিল, জিনিয়া, টঙ্কারিয়া, টুটিল, তুড়িল, ত্রস্তে, ত্রাসিল, দংশিল, দংশই, ধ্বনিতেছে

(১); নাদিল, নীরবিল, পাসরিয়া, ফেলই, বঞ্চিল (যাপন করিল), বর্জ্জিল, বারই (নিবারণ করিল), বিরচিল, বিদারি, বাখানিল, বাহিরিল, বিবাদি, বিস্তারি, ভাতিল, যুঝিল, রঙিয়াছে, শুধাইল, শ্বাসিল, সম্ভাষিল, সৃজিল ইত্যাদি।

(গ) গদ্যে ব্যবহৃত হয় না—এমন অনেক শব্দ কবিরা ব্যবহার করেন। যথা—অমিয়, অমিয়া, অচিন্, কতেক, কভু, তেঁই, তু, তুহি, নিপট (নিতান্ত), পানে, বিভোর, বিভোল, মু, মুহি, মেনে, মাঝারে ইত্যাদি।

একটু পরিবর্ত্তিতভাবেও কবিরা অনেক ক্রিয়া ব্যবহার করেন। যথা—আইনু ও এনু, আছিল ও আছিলা, করিনু, তিতল ও তিতিল, তেয়াগি, নারি, নারিনু, পরশিল, ভণিল ভৎর্স, হেরনু ইত্যাদি।

(ঘ) কবিগণ সময়ে সময়ে এক বিভক্তিস্থানে অন্য বিভক্তি প্রয়োগ করেন। যথা—

'প্রধানস্থ পাত্রমিত্র রাজাতে কহিল।
কতদিন পরে রাজা লক্ষ্মীরাণী নিল॥'
'এই অপরাধ মম কহিল রাজাতে।' (রাজমালা)

এই দুই স্থানে 'কে' বিভক্তি স্থানে 'তে' বিভক্তি বসিয়াছে।

(ঙ) সময়ে সময়ে অকারান্ত শব্দ আকারান্ত করিয়া প্রয়োগ করেন। যথা—

'আমার মাঝে পায় সে কায়া।'

---

(১) গদ্যেও বর্ণনায় এরূপ ক্রিয়াপদের ক্বচিৎ ব্যবহার হয়। যথা—'অস্থিরমনে ভ্রমিতেছি'। গম্ভীর গর্জ্জিয়া আমার পাদমূলে জলস্রোত চলিতেছে।' 'যেন শত সহস্র কামান একবারে ধ্বনিতেছে।'—('সন্ন্যাস)

আবার আকারান্ত শব্দ অকারান্ত করিয়াও ব্যবহার করেন। যথা—

গলে হাড়মাল, পরে বাঘছাল।

(চ) পদ্যে সময়ে সময়ে 'এই', 'সেই', 'কই', 'ওই' প্রভৃতি পদ একাক্ষররূপে গণিত হয়।

ছন্দ।

২৯। ছন্দ অনেক প্রকার। নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধানতঃ দেখা যায়।

(ক) একাবলী।—এগারটি অক্ষরে এক এক চরণ; ষষ্ঠে ও নবমে যতি থাকে। এইরূপ দুটি চরণে একটি কবিতা বা শ্লোক। যথা—

বরুণ-তনয়া পাতালে ধাম।
ভগিনী কল্পনা শুনহ নাম॥—(হেমচন্দ্র)

(খ) তোটক।—বারটি করিয়া অক্ষরে এক এক চরণ। প্রথমে দুটি লঘুস্বর অক্ষর, তাহার পর একটি গুরুস্বর অক্ষর। এইরূপ তিনবার। শেষে লঘুস্বর অক্ষর থাকিলে তাহা গুরু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ দুটি চরণ। যথা—

লভি জন্ম ভবে করিয়াছি যত।
শিশু-কেলি ছলে শিশু কাল গত।

এই ছন্দের ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে।

(গ) ভুজঙ্গ-প্রয়াত।—বারটি অক্ষরে এক এক চরণ। প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম অক্ষর লঘুস্বর-বিশিষ্ট। যথা—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।

এ ছন্দ এখন বড় চলে না।

(ঘ) পয়ার।—চৌদ্দটি অক্ষরে এক এক চরণ ; অষ্টমে যতি পড়ে ; সেই পর্য্যন্ত এক এক পদ। এইরূপে প্রতি চরণে দুই পদ। যথা—

এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেন শর॥—(কবিকঙ্কণ)

অন্য সকল প্রাচীন ছন্দ অপেক্ষা পয়ারের প্রচলন অধিক। তবে ইহাতে সর্ব্বত্র অষ্টম অক্ষরের পরে যতি থাকে না। যথা—

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥

এখানে ডাকিলা—এই পদের 'ডা' অক্ষরটির পরে যতি দিয়া পড়িলে সুশ্রাব্য হয়। কারণ ঐখানে যতি পড়ে।

(ঙ) মালঝাঁপ।—ইহা পয়ারের প্রকারভেদ। ইহাতে চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে মিল থাকে। যথা—

কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ, খরশাণ, হান্ হান্ হাঁকে॥

হেমচন্দ্র এই ছন্দের নাম ত্রিপদী-পয়ার দিয়াছেন।

(চ) ভঙ্গপয়ার। এই পয়ারে প্রথম চরণে প্রথম পদের আটটি অক্ষর দ্বিতীয় পদে ঠিক সেইরূপই লিখিত হয়। এইরূপে প্রথম চরণে যোলটি অক্ষর ; দ্বিতীয় চরণ ঠিক পয়ারের অনুরূপ। যথা—

কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥

(ছ) পয়ারে চারিটি চৌদ্দ অক্ষরের চরণ ধরিয়া প্রথম ও তৃতীয় চরণে মিল, অথবা প্রথমের সহিত তৃতীয়ের এবং দ্বিতীয়ে ও চতুর্থে মিল করিয়াও পয়ার রচিত হয়।

(জ) মাত্রা পয়ার। পয়ারের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের প্রথম পদে এক একটি গুরুস্বর অক্ষর দুই-মাত্রা-বিশিষ্টরূপে ধরিয়া 'মাত্রা-পয়ার' রচিত হয়। যথা—মানস-মোহকর নবদ্রুম রাজি।

প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি। (বৃত্রসংহার)

এখানে মানসপদের 'মা' ও সুন্দর পদের 'সু' দ্বি-মাত্রা ধরিয়া কবিতা রচিত হইয়াছে। এই প্রথম দুই পদে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকিলেও আটটির মত উচ্চারিত হইয়া পয়ার সৃষ্ট হইয়াছে।

(ঝ) ললিত পয়ার। দুই চরণে কবিতা। ইহা মাত্রাচ্ছন্দ। যথা—

নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিলে যা সেখানে।
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে। (হেমচন্দ্র)

(ঞ) লঘু-ভঙ্গপয়ারও এই শ্রেণীর মাত্রাচ্ছন্দ। যথা—

হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার কল্পনা। (হেমচন্দ্র)

(ট) তূণক। এক এক চরণে পনরটি অক্ষর। প্রথম অক্ষর গুরু, দ্বিতীয় লঘু—এইরূপে গুরু ও লঘু অক্ষর বিন্যাস করিতে হয়। শেষ অক্ষর গুরু। এইরূপ দুই চরণে শ্লোক হয়। যথা—

মৈত্র দক্ষ, ভূত যক্ষ, সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥

(ঠ) ত্রিপদী। এই ছন্দে প্রতিচরণে তিনটি করিয়া পদ থাকে। সেই জন্য এই ছন্দের নাম 'ত্রিপদী'। প্রতিচরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে এবং দুই চরণেও মিল থাকে।

'লঘু ত্রিপদী', 'দীর্ঘ ত্রিপদী', 'ললিত ত্রিপদী' প্রভৃতি ইহার অনেক বিভাগ আছে।

(ঙ) লঘু ত্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয়টি করিয়া অক্ষর এবং তৃতীয়ে আটটি অক্ষর থাকে। যথা—

অতি নিরমল, চরণ যুগল,
সুশোভিত নখ চাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ. কলঙ্কে মলিন.
কত শোভা হবে চাঁদে ॥ (ভারতচন্দ্র)

'এ পোড়া ধরায়, রাজ্যে কিবা সুখ?
নিত্য এই কাটাকাটি।
কে কারে মারিয়া, কে কারে খাইবে—
এ সংসার কান্নাকাটি। (নবীনচন্দ্র)

ইহাও লঘু ত্রিপদী ; কেবল চরণ-মধ্যস্থ পদগুলির শেষে মিল নাই। অন্য অনেক ত্রিপদী ও চৌপদীতেও এইরূপ পদের অন্তে মিল থাকে না।

(চ) লঘু ত্রিপদীর শেষপদে এক একটি অক্ষর অধিক থাকিলে তাহাকে 'ললিত ত্রিপদী' বলে। যথা—

চলেছে ছুটিয়া, পলাতকা হিয়া,
বেগে বহে শিরা ধমনী।
হায় হায় হায়, ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী। (রবীন্দ্রনাথ)

(ণ) লঘু ত্রিপদীর শেষপদে তিনটি করিয়া অক্ষর অধিক থাকিলে তাহাকে 'মধুর ত্রিপদী' বলে। যথা—

শেষে কোলে করি, এই আছি ধরি,
আজি হতে সখি তব হয়েছি।
আমি ভাগ্যবতী, কারে বলে সতী,
অদ্যাবধি তাহা ভাল জেনেছি। (হেমচন্দ্র)

(ত) দীর্ঘ ত্রিপদী। ইহাতে চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে আটটি করিয়া অক্ষর, তৃতীয় পদে দশটি অক্ষর থাকে। এইরূপ দুটি চরণে একটি কবিতা হয়। যথা—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা শাস্ত্র পড়ি
সবে দেন সুমতি কুমতি॥

প্রতিচরণের তৃতীয় পদে এগার অক্ষর দিয়াও ক্বচিৎ দীর্ঘ ত্রিপদী রচিত হয়।

(থ) দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী। এটি মাত্রাচ্ছন্দ। স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়। চরণগুলির শেষে মিল থাকে। যথা—

রে সতী রে সতী, কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগমগন হর, তাপস যতদিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ। (হেমচন্দ্র)

এখানে 'রে' 'রে', কাঁ, 'পা', 'ব', 'যো', 'তা', 'না', ও 'ক্লে'— এই কয়েকটি অক্ষরের উপর জোর দিয়া পড়িতে হইবে।

সমস্ত মাত্রাচ্ছন্দ গানের অনুগামী বলিয়া পদে ও চরণে অক্ষরের ন্যূনাতিরেক হয়।

(দ) ধীর ললিত ত্রিপদী। ইহাও মাত্রাচ্ছন্দ। পদগুলির ও চরণ গুলির শেষে মিল। যথা—

কেবা হেন মতিমান্, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।

অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্ ভানু,
উদ্ভব কোথা হতে কি হইবে চরমে। (হেমচন্দ্র)

(ধ) দীর্ঘ ললিত ত্রিপদী। ইহাও মাত্রাচ্ছন্দ। পদগুলির ও চরণ গুলির শেষে মিল। ত্রিপদীর পূর্ব্বে বা পরে, কখন পূর্ব্বে ও পরে মাত্রা-পয়ারের এক বা দুটি চরণ থাকে। যথা—

নিরখে—নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে!
উদয় গগনগায়, গুটি কত তারকায়,
মানব—কন্যার রূপে যেইখানে থাকিত,
সে ভুবন-বামদেশে, ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে
উদয়—হয়েছে শূন্যে দিক্-চক্র-শোভিত।—
কন্যারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।
তারা-রূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে। (হেমচন্দ্র)

(ন) ত্রিচরণ দীর্ঘ ত্রিপদী। ইহাও মাত্রাচ্ছন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষে মিল আছে। তৃতীয় চরণে চারি পদ; প্রথম তিন পদের শেষে মিল থাকে। চতুর্থ পদের শেষ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষের সহিত মিল। যথা—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে, মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহারাজপথে, চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্ম কাল পড়ে' আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে' পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে। (রবীন্দ্রনাথ)

(প) চৌপদী। ত্রিপদীর ন্যায় চৌপদীরও নানা ভেদ আছে। চৌপদীতে প্রতিচরণে চারিটি ভাগ বা 'পদ' থাকে।

(ফ) লঘু চৌপদীতে প্রতিচরণের প্রথম তিন পদে ছয়টি করিয়া অক্ষর এবং শেষ পদে পাঁচটি অক্ষর থাকে। এইরূপে এক এক চরণে তেইশটি অক্ষর; চরণগুলির শেষে মিল। যথা—

'চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, সে জানিবে কিসে, কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে।

(ব) দীর্ঘ-চৌপদী।—এক এক চরণের প্রথম তিন পদে আট অক্ষর, চতুর্থ চরণে সাত অক্ষর। এইরূপ দুচরণে একটি কবিতা। প্রথম তিন-পদের শেষে মিল; দুই চরণের শেষেও মিল। যথা—

পরেছে মোহন বেশ, বেণীবদ্ধ চারু কেশ
রত্নসূত্রে কটিদেশ, কিবা শোভা ধরেছে।
নীলমণি চুড়ি হাতে, সোণার কঙ্কণ তাতে,
আনীল বসন পাতে, স্বর্ণ বর্ণ ঢেকেছে।

(ভ) চৌপদীর এক বা দুই চরণের পূর্ব্বে বা শেষে এক চরণ পয়ার থাকিলে 'ললিত চৌপদী' হয়। যথা—

'ডাক্‌রে বিহগ তুই ডাক্‌রে চতুর,
        ত্যজে শুধু সেই নাম, পূরা মোর মনস্কাম,
শিখেছিস্ আর যত বোল সুমধুর।
        ডাক্‌রে আবার ডাক্ মনোহর সুর।
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা
        উড়িল গগনপথে বিহগ চতুর।
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর।

এখন কবিগণ অনেক সময়ে মাত্রাচ্ছন্দে কবিতা রচনা করেন। তাহাতে প্রাচীন প্রথায় অক্ষর গণনা হয় না। লঘু ও গুরু স্বরের উপরেই

সেই ভার এখন অর্পিত। এই সকল ছন্দের মধ্যে উল্লিখিত ছন্দগুলি ব্যতিরিক্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান। যথা—

(ম) ভঙ্গপদী পয়ার। ইহাতে এবং অন্য মাত্রাচ্ছন্দে হলন্ত চিহ্ন না থাকিলে অকারান্ত পদের শেষ 'অ' এবং গুরুস্বর যথাযথ উচ্চারিত হয়। যথা—

আনন্দ গদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া তার মার্জ্জিত করিল। (হেমচন্দ্র)

(য) লতিকাপদী। দুই চরণে কবিতা। এক এক চরণ দুই পদে বিভক্ত। যথা—

মমতা মায়াতে জগতের লীলা, খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর, পশুপক্ষী নর অবনী। (হেমচন্দ্র)

(র) দ্রুত ললিত পয়ার। চরণে চরণে মিল আছে। যথা—

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে।
অনিমেষ লোচনে নিরখিছে অবশে॥

(ল) দ্রুত ঘনপদী ছন্দ। ইহাও মাত্রাচ্ছন্দ। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বিহিত। অক্ষর সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। যথা—

নারদ ঋষিবর, কম্পিত থর থর,
বিশ্ববিদারণ হুঙ্কার শ্রবণে।
মানস বিচলিত, নেত্র বিকাশিত,
সংবৃত শ্রুতিপথ নিরখিলা গগনে॥ (হেমচন্দ্র)

(শ) মিশ্র চৌপদী। দুই চরণে কবিতা। প্রথম চরণে কখন দুই পদ, কখন বা চারি পদ থাকে; শেষ চরণে সর্ব্বত্র চারি পদ। প্রথম তিন পদে মিল। যথা—

(১)

সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে,
কহিলা কবির স্ত্রী—
রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়
রচিতেছ বসি' পুথি বড় বড়
মাথার উপরে বাড়ী পড়-পড়
তার খোঁজ রাখ কি ?

(২)

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ,
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ,
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম,
প্রখর মূর্ত্তি অগ্নিশর্ম্ম,
ছাত্র মরে আতঙ্কে।

এইরূপ অনেক মিশ্রচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন।

(ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ। প্রতি চরণে চৌদ্দটি অক্ষর থাকে ; কিন্তু চরণের শেষে মিল থাকে না। চরণের মধ্যেও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে ; সুতরাং কেবল অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, যথা-সম্ভব স্থানে যতি দিয়া, পড়িতে হয়। যথা—

ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে,
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।— (মেঘনাদ-বধ)

(স) হেমচন্দ্র যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দশ অক্ষরে এক একটি চরণ এবং ঐরূপ চারি চরণে শ্লোক পূর্ণ হয়। চরণের মধ্যে প্রায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না। পয়ারে যতি সংস্থাপনের যে নিয়ম আছে, ঐ অমিত্রাক্ষরে সেই নিয়মই চলে। প্রথম কিংবা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই অথবা দুই দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যাস করিতে হয়; এইরূপ প্রথমে দুই চারি, চারি দুই—এইরূপ অক্ষর বিন্যাস হইলে পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত হইয়া থাকে। তবে এ নিয়ম সর্ব্বত্র সম্যক্ রক্ষিত হয় না।

হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর প্রায় পয়ারেরই ন্যায়। কেবল চরণগুলির শেষ অক্ষরের মিল নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালার প্রকৃতি-গত হইয়াছে। যথা—

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষ-ভাব, চিন্তিত, আকুল;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘড়ম্বরে যথা অমানিশি। (বৃত্রসংহার)

(হ) এখন মিত্রাক্ষর ছন্দেও যে সকল কবিতা রচিত হইতেছে, তাহাতে পয়ারের ন্যায় চৌদ্দ অক্ষরে এক এক চরণ এবং পরে পরে দুই চরণের মিল থাকিলেও চরণের মধ্যেও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। ইহা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে রচিত কবিতার ন্যায় প্রসারিণী হয়। যথা—

সম্মুখে ঊর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
দিব না দিব না যেতে—নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।

চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে।—(রবীন্দ্রনাথ)

৩০। গীতি।—সুর লয় প্রভৃতি ভেদে গীতি বা গান নানাপ্রকার মিশ্র চ্ছন্দে লিখিত হইয়া গীত হয়। যথা—

'আজি—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম, নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে না পাই, তোমার রথ কোথায় ভাবি তাই,
সুদুর কোন্ নদীর পারে, গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে, হতেছ তুমি পার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!'

যে কাব্য আদ্যোপান্ত গান করা যায়, তাহার নাম 'গীতি-কাব্য'। যথা—অন্নদামঙ্গল।

যে কাব্য কেবল কতকগুলি গানের সমষ্টি, তাহাও 'গীতি-কাব্য'। যথা—'গীতাঞ্জলি'।

অলঙ্কার।

৩১। অলঙ্কার শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদন করে; সেই জন্যই 'অলঙ্কার'—এই নাম।

যে সকল অলঙ্কার শব্দের শোভা সাধন করে, তাহাদের নাম—

'শব্দালঙ্কার'। শব্দালঙ্কার অনেক প্রকার; তাহার মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি প্রধান।

যে সকল অলঙ্কার অর্থের শোভা সম্পাদন করে, তাহাদের নাম— 'অর্থালঙ্কার'। অর্থালঙ্কারও অনেক প্রকার; তাহাদের মধ্যে প্রধান অলঙ্কারগুলির উল্লেখ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শব্দালঙ্কার।

৩২। অনুপ্রাস।—একরূপ বর্ণের বারংবার বিন্যাস শ্রুতিমধুর হইলে, তাহাকে 'অনুপ্রাস' বলে। যথা—'শশধরের সুধাময় কিরণ-সম্পাতে চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় আর্ত্তের করুণ বিলাপে দয়ালু-হৃদয় বিগলিত হয়। মন্দাকিনীর তটস্থিত মন্দার-কুসুমামোদিত নন্দন-বনই দয়ালু-হৃদয়ের উপমাস্থল।'—সন্দর্ভহার।

৩৩। যমক।—ভিন্নার্থক একরূপ শব্দের পুনরাবৃত্তি হইয়া সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 'যমক' বলে। যথা—

শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি কভু চাহিয়া ভারত॥

এই দুই শব্দালঙ্কারের গৌরব কমিয়া যাইতেছে।

৩৪। শ্লেষ।—এক শব্দ এক বাক্যে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইলে, 'শ্লেষ' অলঙ্কার হয়। যথা—

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

এখানে 'ঈশ্বর', 'গুপ্ত' ও 'প্রভাকর' পদ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৫। বক্রোক্তি।—এক ব্যক্তির একার্থবোধক বাক্য যদি অন্যে

শ্লেষ বা কাকুদ্বারা ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে, তাহা হইলে 'বক্রোক্তি' অলঙ্কার হয়। যথা—

'দ্বিজরাজ করে দেখ বারুণী সেবন।'

এখানে দ্বিজরাজ (=দ্বিজশ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া বারুণী অর্থাৎ সুরা সেবন (পান) করে—এই অর্থে ব্যবহৃত এই বাক্যের 'দ্বিজরাজ' অর্থাৎ চন্দ্র—'বারুণী' অর্থাৎ পশ্চিম দিক্ সেবন (গমন) করিল—এই অর্থ অন্যে গ্রহণ করিল। ইহা শ্লেষ-মূলক বক্রোক্তি।

'গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি?'

এখানে কাকুদ্বারা নিন্দা করে না—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। ইহা কাকু-মূলক বক্রোক্তি।

অর্থালঙ্কার।

৩৬। উপমা।—যেখানে সমান ধর্ম্ম-গুণ-ক্রিয়াদি-বিশিষ্ট, ভিন্ন জাতীয় দুই বস্তুর (উপমান ও উপমেয়ের) সাদৃশ্য দেখাইয়া সৌন্দর্য্য উৎপাদিত হয়, সেখানে 'উপমালঙ্কার'। যথা—

আশীর্ব্বাদ করি— এ কৌরবকুল
মহা হিমাচল সম।
শোভে শিরে যেন বীরত্ব কৈলাস
বাছা অভিমন্যু মম।
তুই মা আমার যাইবি বহিয়া,
জননী জাহ্নবী জিনি।
সংসার মরুতে ঢালিয়া অমৃত,
করুণার মন্দাকিনী।—(নবীনচন্দ্র—কুরুক্ষেত্র)

ইহাতে উপমেয় (যাহাকে উপমা দেওয়া যায়); উপমান (যাহার সহিত

উপমা দেওয়া যায়) ; সাদৃশ্যবাচকশব্দ এবং সাধারণ ধর্ম্ম (গুণ ক্রিয়াদি) —এই চারিটি অঙ্গ থাকে। যেমন, যথা, যেরূপ, যেমতি, যেন, ন্যায়, প্রায়, তুল্য, সম, জিনি প্রভৃতি শব্দ—উপমাবাচক।

উক্ত উদাহরণে সকলগুলিই প্রকাশিত আছে। কোন কোন স্থলে কোন অঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকে ; অনুমিত হয়। যথা—

'তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্ত বিষাদ-ভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন করে
অর্থ মোর চাহিছ খুঁজিতে।
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।'—(রবীন্দ্রনাথ)

৩৭। মালোপমা।—এক উপমেয়ের দুই বা অধিক উপমান থাকিলে, 'মালোপমা' হয়। যথা—

'মলিন-বদনা দেবী ; হায় রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।'

৩৮। অন্বয়োপমা।—এক বস্তুকেই উপমান ও উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করিলে, 'অন্বয়োপমা' হয়। যথা—

রাম-রাবণের ঘোর সমর তেমতি
হয়েছিল, যথা রাম-রাবণে সমর।

৩৯। রূপক।—উপমেয়কে উপমানরূপে নির্দ্দেশ করিলে, 'রূপক'-অলঙ্কার হয়। যথা—

'তোমার বদন-সুধাকর দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে।"

'উদর-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়।'—(ভারত চন্দ্র)

জ্ঞান-প্রদীপ, বিদ্যালোক প্রভৃতি স্থলেও রূপক।

৪০। অভেদালঙ্কার।—ইহাও একরূপ রূপক। যথা—

'স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।'

এস্থলে রুধিরে ও জলে অভিন্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪১। পরম্পরিত রূপক।—একটি রূপকের সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট অন্য রূপক সৃষ্টি করিলে, 'পরম্পরিত রূপক' হয়। যথা—

'প্রতাপ-তপন কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিল।'

এখানে প্রতাপে 'তপনের' আরোপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তিতে 'পদ্ম' আরোপ করা হইয়াছে।

৪২। উৎপ্রেক্ষা।—উপমানে উপমেয়ের সম্ভাবনা করা হইলে, 'উৎপ্রেক্ষা'-অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষা-বাক্যে বুঝি, বোধ হয়, যেন, যেমন প্রভৃতি শব্দ থাকিলে 'বাচ্য' উৎপ্রেক্ষা হয়। ঐরূপ কোন শব্দ না থাকিলে, 'প্রতীয়মানা' উৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

'মুনিগণ রক্ত-চন্দন সহিত যে অর্ঘ দান করিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন।'—এখানে উপমান—'রবির' রক্তিমাকে উপমেয় 'চন্দনের' রক্তিমা বলিয়া সম্ভাবনা করা হইয়াছে; এখানে 'বাচ্য' উৎপ্রেক্ষা।

'কজ্জল-কিরণ শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলী-মাঝে শোভে তারাগণ॥'

এখানে উৎপ্রেক্ষা-বোধক কোন শব্দ নাই বলিয়া, 'প্রতীয়মানা' উৎপ্রেক্ষা।

৪৩। ব্যতিরেক অলঙ্কার।—উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা হীনতা বর্ণিত হইলে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার হয়। যথা—

'চন্দ্রে সবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥'

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণে ক্ষয় পায় শশী শুক্লে পুন হাসে।
যৌবন চলিয়া গেলে ফিরে নাহি আসে॥'

এখানে উপমেয় যৌবনের হীনতা বুঝাইতেছে।

৪৪। ব্যাজস্তুতি।—স্তুতির ছলে নিন্দা অথবা নিন্দার ছলে স্তুতি বুঝাইলে, 'ব্যাজস্তুতি'-অলঙ্কার হয়। যথা—

'তব হে জনম অতি বিপুলে।
ভুবনবিদিত অজের কুলে।
জনক-দুহিতা বিবাহ করি।
তাহাতে ভাসালে যশের তরি।'

এখানে স্তুতির ছলে নিন্দা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

নিন্দার ছলে স্তুতি যথা—

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥'

৪৫। অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।—উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া, উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করিলে, 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হয়। যথা—

'আকাশে খদ্যোতিকার ন্যায় ছোট ছোট তারা ফুটিতে লাগিল। দূরে গঙ্গার ঘাটের উপরেও এক একটি করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল।'—

(সন্ন্যাস)।— এখানে উপমেয় দীপের উল্লেখ না করিয়া, তারাকেই উপমেয়রূপে বলা হইয়াছে।

৪৬। স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার।—বর্ণনীয় বস্তুর প্রকৃত বর্ণনায় সৌন্দর্য্য বিকাশ হইলে, 'স্বভাবোক্তি' অলঙ্কার হয়। যথা—

'মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাষে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে।'—(বঙ্কিম চন্দ্র)

এখানে প্রকৃত বর্ণনায় সৌন্দর্য্য আছে।

৪৭। সহোক্তি অলঙ্কার।—সহ, সহিত, সঙ্গে প্রভৃতি শব্দের বলে, এক পদে দুই বা অধিক অর্থ বুঝাইলে 'সহোক্তি' অলঙ্কার হয়। যথা—

'বিকসিত কামিনী-কুসুম-তরু-তলে।
বসিলাম চিন্তা-সখী সহ কুতূহলে॥'

৪৮। বিনোক্তি-অলঙ্কার।—বিনার্থক শব্দের যোগে বর্ণনার সৌন্দর্য্য বিকাশ হইলে 'বিনোক্তি'-অলঙ্কার হয়। যথা—

সুশীতল জল' বল কে চাহিত বদনে।
'যদি না তাপিত তনু তপনের তাপনে॥'

এখানে 'যদি না'—এই বিনার্থক শব্দের যোগে সৌন্দর্য্য উৎপাদিত হইয়াছে। এইরূপ 'শশী ছাড়া নিশির শোভা কি কভু হয়।'

৪৯। সমাসোক্তি-অলঙ্কার।—সমান কার্য্য, সমান বিশেষণাদি দ্বারা প্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ে অপ্রস্তুতের আরোপ করিলে, 'সমাসোক্তি'-অলঙ্কার হয়। যথা—

'এ যদি হইত কোনো ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো
ঊষালোকে ফোটো-ফোটো
বসন্তের পবনে দোদুল।
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে।
পরায়ে দিতাম কালো চুলে।'

৫০। বিশেষোক্তি অলঙ্কার।—যেখানে কারণ আছে, অথচ ফলের অভাব, সেখানে 'বিশেষোক্তি'-অলঙ্কার হয়। যথা—

যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই॥' (ভারতচন্দ্র)

৫১। বিভাবনা অলঙ্কার।—হেতু ব্যতিরেকে কার্য্য হইলে, 'বিভাবনা'-অলঙ্কার হয়। যথা—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা শাস্ত্র পড়ি,
সবে দেন সুমতি কুমতি॥'

৫২। অর্থান্তর-ন্যাস-অলঙ্কার।—সামান্য বিষয় দ্বারা বিশেষ বিষয়ের অথবা বিশেষ বিষয় দ্বারা সামান্য বিষয়ের সমর্থন হইলে, সেই অলঙ্কারকে 'অর্থান্তর-ন্যাস' বলে।

(ক) সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন যথা—

'একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥'

(খ) বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন যথা—

'চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, সে বুঝিবে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ॥'

৫৩। দৃষ্টান্ত-অলঙ্কার।—সমান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুই পদার্থের বা বিষয়ের সাদৃশ্য-প্রতিবিম্বনে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার হয়। ইহাতে উপমাবাচক কোন পদ থাকে না ; সাধারণ ধর্ম্মও দেখান হয় না। যথা—

'কালের কঠিন হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহুগ্রস্ত হয় ॥'

৫৪। বিরোধ-অলঙ্কার।—যেখানে প্রকৃত বিরোধ নাই, কিন্তু আপাত-বিরোধ বর্ণিত হইয়া সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে, সেখানে 'বিরোধ'-অলঙ্কার হয়। যথা—

'সীমার মাঝে 'অসীম' তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
'অরূপ' তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর ॥' (রবীন্দ্রনাথ)

৫৫। বিরোধাভাস-অলঙ্কার।—যেখানে আপাত-বিরোধ কেবল শব্দার্থ ঘটিত, সেখানে 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার হয়। যথা—

একি মনোহর, দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা 'গুণে', শোভে নানা 'গুণে',
কাম-মধুব্রত-পালিকা ॥ (ভারত চন্দ্র)

৫৬। নিদর্শনা-অলঙ্কার।—কোন পদার্থের উপর কোন সম্ভাবিত বা অসম্ভাবিত ধর্ম্ম বা কার্য্যের আরোপ দ্বারা সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইলে, 'নিদর্শনা' অলঙ্কার হয়। যথা—

'রে দূত, অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে।'—(মেঘনাদ বধ)

৫৭। অপহ্নুতি-অলঙ্কার।—প্রকৃত (বর্ণনীয়) বস্তুর নিষেধ করিয়া, অপ্রস্তুত বস্তুর স্থাপনে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার হয়। যথা—

'কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদসার।
নহে ফণিরাজ ইহ উরে মণিহার॥'

৫৮। ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।—প্রকৃত (বর্ণনীয়) বস্তুতে অপর বস্তুর সাদৃশ্য-মূলক কল্পিত ভ্রম বর্ণিত হইলে, 'ভ্রান্তিমান্' অলঙ্কার হয়। যথা—

চারি দিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভাবি তারে অচলা চপলা দ্রুতগামী,
গর্জ্জিয়া আইলা সবে লভিবারে আশে
সে সুর-সুন্দরী। (মাইকেল মধুসূদন)

কবি-কল্পিত ভ্রমস্থলেই এই অলঙ্কার হয়।

৫৯। সন্দেহ-অলঙ্কার।—প্রকৃত (বর্ণনীয়) বস্তুতে অপ্রকৃত বস্তুর (উপমানের) কবিকল্পিত সন্দেহ বর্ণিত হইলে 'সন্দেহ' অলঙ্কার হয়। যথা—

'এ বুঝি লজ্জিত লতা—ফুলভারে নত;
দেখিতেছি ছড়াইছে সুবাস সতত।

নহে নারী কভু—হবে স্থির সৌদামিনী—
হবে বা জোছনা যাতে শোভিতা যামিনী।'

৬০। উল্লেখ-অলঙ্কার।—এক বস্তুর নানা প্রকার নির্দ্দেশে 'উল্লেখ' অলঙ্কার হয়। যথা—

তুমি শুভ্র শশি-কলা, তুমি কুন্দমালা।
তুমি স্থির সৌদামিনী, তুমি সুরবালা।

৬১। নিশ্চয়-অলঙ্কার।—অপ্রকৃতের নিষেধ এবং প্রকৃতের স্থাপনে নিশ্চয়-অলঙ্কার হয়। যথা—

পদ্মের মৃণাল গলে—নহে এ ভুজঙ্গ।
কণ্ঠে নীলমণি-আভা—নহে বিষসঙ্গ।
অঙ্গেতে চন্দন— নহে বিভূতি ভূষণ।
হরভ্রমে কেন কাম, মার সম্মোহন।

৬২। কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার।—কোন পদার্থ বা বাক্যের অর্থ অন্য অর্থের কারণরূপে বর্ণিত হইলে, 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কার হয়। যথা—

ভিখারীর ঘরে উমা কত দুঃখ পান।
সুখে রাজ্য কর গিরি,—তুমি যে পাষাণ॥

৬৩। অসঙ্গতি-অলঙ্কার।—কার্য্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘটিয়া বৈচিত্র্য উৎপাদন করিলে; 'অসঙ্গতি'-অলঙ্কার হয়। যথা—

নিশীথে প্রদীপ্ত দীপ কিবা শোভা ধরে।
রূপমুগ্ধ পতঙ্গেরা ছুটে এসে পড়ে॥

৬৪। সার-অলঙ্কার।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণিত বস্তু অপেক্ষা উত্তরোত্তর বর্ণিত বস্তুগুলির উৎকর্ষ কথন দ্বারা বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইলে, 'সার'-অলঙ্কার হয়। যথা—

বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠস্থান হয় এ ধরণী।
সকল কর্ম্মের ভূমি মানব-জননী॥
ধরণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান এ ভারত।
যথা জন্মে রামায়ণ শ্রীমহাভারত॥
ভারতে প্রধান স্থান বঙ্গভূমি হয়।
যথা প্রেম মূর্ত্তি ধরি চৈতন্য উদয়॥

৬৫। **অপ্রস্তুত-প্রশংসা**।—অপ্রস্তুত (যাহা বর্ণনীয় নহে) বস্তুর বর্ণনা দ্বারা—প্রকৃত (বর্ণনীয়) বিষয়ের উপলব্ধি হইলে, 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা' অলঙ্কার হয়। যথা—

একটি কপোত শিশু উড়িছে আকাশে,
নিরাশ্রয়, চারি দিকে চাহিতেছে ত্রাসে,
আকাশে আবৃতি নাই, লুকাবে কোথায়!
বিধাতার দয়ামাত্র এখন সহায়।

এখানে অপ্রস্তুত কপোত-শিশুর অবস্থা বর্ণন দ্বারা প্রস্তুত ব্যক্তি-বিশেষের অবস্থা প্রতীত হইতেছে।

৬৬। দীপক-অলঙ্কার।—যেখানে প্রস্তুত (বর্ণনীয় পদার্থ) ও অপ্রস্তুত (যাহা বর্ণনীয় নহে) এই দুই পদার্থেরি একধর্ম্ম বর্ণিত হয়, অথবা যেখানে এক কর্ত্তার সহিত অনেক ক্রিয়ার অন্বয় হয়,—সেখানে 'দীপক'-অলঙ্কার হয়। যথা—

'পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে।
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে॥'

এখানে প্রস্তুত অর্থাৎ উদ্দিষ্ট গৃহ ও সম্পদ্ এবং অপ্রস্তুত সরোবর ও কাব্যের 'শোভা'রূপ একধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

'অজিন...............
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,—
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়। কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে ;
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি,
নবলতিকার সতি, দিতাম বিবাহ।'

এখানে একই কর্তার সহিত অনেক ক্রিয়ার অন্বয় হইয়াছে।

৬৭। তুল্যযোগিতা-অলঙ্কার। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বহু পদার্থের একরূপ ধর্ম্ম বর্ণিত হইলে, 'তুল্য-যোগিতা'-অলঙ্কার হয়। যথা,—

'যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥　(ভারতচন্দ্র)

এখানে প্রস্তুত—বিদ্যা ; অপ্রস্তুত—মরাল ও বারণ ; সাধারণ ধর্ম্ম চলন।

৬৮। পরিবৃত্তি অলঙ্কার।—এক বস্তু দিয়া অন্য বস্তুর গ্রহণের বর্ণনায় চমৎকারিত্ব থাকিলে, 'পরিবৃত্তি'-অলঙ্কার হয়। যথা,—

মনে মনে মনো-মালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥　(ভারতচন্দ্র)

৬৯। উদাত্ত-অলঙ্কার।—অতিরিক্ত সম্পদ্ বর্ণনায় 'উদাত্ত'-অলঙ্কার হয়। যথা,—

মেঘ কভু নাহি স্পর্শে ছাদের উপর।
হেন লক্ষ লক্ষ গৃহে পূর্ণ সে নগর।
চন্দ্রকান্ত মণিময় চত্বর তাহার।
শশাঙ্ক-উদয়ে ক্ষরে জল শতধার॥

সিঞ্চে বন উপবন পূরে সরোবর।
সুধাসারে সুধাময় পুরী মনোহর ॥

এখানে পুরবর্ণনায় লোকাতিশয় ঐশ্বর্য্য দেখান হইয়াছে।

৭০। সংসৃষ্টি অলঙ্কার।—যেখানে একাধিক অলঙ্কার থাকে, সেখানে 'সংসৃষ্টি'-অলঙ্কার হয়। যথা—

যখন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝর ঝর।
কাননে ফুটে নব মালতী
কদম্ব কেশর।
স্বচ্ছ-হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন, আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।

দোষ।

৭১। যাহা শব্দার্থ ও রসের অপকর্ষ সাধন করে, তাহা কাব্যের 'দোষ'। যথা—

(ক) ব্যাকরণ-দোষ।—'একতা' বা 'ঐক্য' না বলিয়া 'ঐক্যতা' বলিলে ব্যাকরণ-দোষ হইল। এইরূপ দুরদৃষ্ট-স্থলে দুরাদৃষ্ট; নিরপরাধ-স্থলে নিরপরাধী; নিরহঙ্কার-স্থলে নিরহঙ্কারী; নীরোগ-স্থলে নীরোগী; যাবতীয়-স্থলে যাবদীয়, যদ্যপি-স্থলে যদ্যপিও; সখ্য-স্থলে সখ্যতা; সম্মান-স্থলে সম্মান; সৌজন্য-স্থলে সৌজন্যতা ইত্যাদি।

(খ) শ্রুতিকটুতা।—অনুপ্রাসাদির অনুরোধে শ্রুতি কঠোর শব্দের

বিন্যাস। অধিক অনুপ্রাসের ব্যবহার পূর্ব্বে বড় দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত না ; এখন হইয়াছে।

(গ) অপ্রযুক্ততা।—অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে 'অপ্রযুক্ততা' দোষ হয়। যথা—'নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার'।

(ঘ) অশ্লীলতা।—লজ্জাজনক বা ঘৃণাজনক পদ বা বাক্যের ব্যবহার।

(ঙ) অবাচকতা।—যে শব্দে যে অর্থ বুঝায় না, সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ। যথা—'কমল আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছটা।' রজচ্ছটা =রজৎ+ছটা=রজচ্ছটা। রজৎশব্দ রজত অর্থাৎ রৌপ্যের অবাচক। এইরূপ 'মলয় বহিলে হায়, নতশির' তুমি তায়।'—এখানে 'মলয়'—বায়ু বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(চ) নিরর্থকতা।—যেখানে যে পদের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন, সেই পদের অথবা নিরর্থক পদ বা বাক্যের প্রয়োগে এই দোষ হয়। যথা—সদা সর্ব্বদা। 'কবিকুল চূড়ামণি কবি কালিদাস।'

(ছ) কষ্ট সন্ধি। যথা—'পুষ্প গুচ্ছ কত, বান্ধি মনোমত, রাখিল শয্যারোপরি।'

শয্যার+উপরি=শয্যারোপরি। এরূপ সন্ধি দোষাবহ।

(জ) গ্রাম্যতা।—সৎসাহিত্য-ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে নীচ ভাষার প্রয়োগ। যেখানে অর্থের গাঢ়তা নাই, সেখানেও গ্রাম্যতা দোষ।

(ঝ) বিরুদ্ধ রস গ্রহণ দোষ।—একই বাক্যে দুই বা অধিক বিরুদ্ধ রসের বর্ণনা। যথা—

'—নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে রাঘবের হেরি বীরপণা
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিষী
মাতিল মদনমদে পঞ্চবটী বনে।

ধাতুমালা।

যে সকল ধাতুর 'ক্রিয়া-পদ' বাঙ্গালায় চলিত আছে, সেই সকল ধাতু নিম্নে লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন অনেক ধাতুর কৃদন্তপদ বাঙ্গালায় চলিত আছে। পদ্যে ব্যবহৃত সকল ধাতু এই ধাতুমালার মধ্যে নাই।

(প)—পদ্যে ব্যবহৃত হয়। (ন)— নামধাতু

(চ)—চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়।

অগ্রসর (প)—অগ্রসর হওয়া

অনাদর (প)—আদর না করা, অগ্রাহ্য করা

অনুমান (প)—অনুমান করা

অনুভব্ (প)—অনুভব করা

অন্বেষ্ (প)—অন্বেষণ করা

অপসার (প)—দূর করা

অপহর (প)—অপহরণ করা, লওয়া

অবতর (প)—অবতীর্ণ হওয়া

অর্চ্চ (প)—পূজা করা

অর্জ্জ (প)—উপার্জ্জন করা

অর্প (প)—সমর্পণ করা

অর্শ—ঘটা ; অধিকারযোগ্য হওয়া (সম্পত্তি)

আউটা, আওটা—আবর্ত্তিত করা (দুধ)

আওড়্, আউড়া, আওড়া—আবৃত্তি করা, পড়া

আঁক্—অঙ্কিত করা ; ধ'রে যাওয়া (পায়স আঁকিয়া গিয়াছে)

আঁকড়া—জড়াইয়া ধরা ও থাকা, আটকান।

আক্রম (প)—আক্রমণ করা

আগ্, আগা (চ)—অগ্রসর হওয়া

আগা—ঐ করা

আগল, আগুল—রক্ষা করা চৌকি দেওয়া

আগ্‌লা, আগুলা (চ)—ঐ

আগুসার (প)—অগ্রসর হওয়া

আঁচ্ (চ)—অনুমান করা

আঙ্‌লা, আঙ্‌লা (চ)—অঙ্গুলি দ্বারা ঘাঁটা

আচম (প)—আচমন করা

আচর (প)—আচরণ করা

আঁচা—আচমন করা

আঁচ্‌ড়া—নখপ্রহার করা। নখানুরূপ অন্য দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করা (চুল)
আছ—থাকা
আছাড়—সহসা বা সবলে পড়া
আছ্‌ড়া—সবলে আঘাত করা, আছ্‌ড়ান; ছিটান
আঁট্‌—দৃঢ় করিয়া বাঁধা, আঁটা
আট্‌ক—বাধা পাওয়া, বন্ধ হওয়া
আট্‌কা—অবরোধ করা, বন্ধ করা
আড়া (চ)—আড় হয়ে পড়া
আঁৎকা (চ)—হঠাৎ ভয় পাইয়া অব্যক্ত শব্দ করা, চমকান
আদর (প) আদর করা
আদেশ (ন, প) আজ্ঞা দেওয়া
আন্‌—আনা
আন্দোল (প)—আন্দোলিত হওয়া; আন্দোলন করা, কথা কাটাকাটি করা; মথিত করা
আবর (প) ঢাকা; আবরণ মধ্যে রাখা
আবর্ত্ত (প)—আবর্ত্তিত হওয়া
আমোদ্‌ (প) আমোদ করা
আরম্ভ (প) আরম্ভ করা
আরাধ (প)—আরাধনা করা
আরোপ (প)—আরোপ করা
আরোহ (প)—চড়া
আলাপ (ন, প) আলাপ করা
আলিঙ্গ (প)—আলিঙ্গন করা
আলোড়্‌ (প)—আন্দোলিত করা, মথিত করা
আশীষ (প)—আশীর্ব্বাদ করা
আশংস (প)—প্রশংসা করা; অভ্যর্থনা করা
আশ্বস্‌ (প)—আশ্বস্ত করা
আস্‌—আসা
আহর (প) আহরণ করা
আহ্বান (ন, প)—ডাকা
ইচ্ছ (প)—ইচ্ছা করা
ইতা (চ)—অবসন্ন হওয়া
উগার—উদ্গার করা
উচা, উঁচা—অতিক্রম করা
উচ্‌লা—উপর উপর বাছিয়া লওয়া; চালন
উছল্‌ (প)—ঐ; অতিরিক্ত হওয়া; উথলিয়া উঠা; প্রকাশ পাওয়া
উচ্ছ্বস্‌ (প)—উচ্ছ্বসিত হওয়া, উচ্চ শ্বাস উঠা, উচ্ছ্বাস হওয়া
উজল, উজ্জ্বল (ন, প)—উজ্জ্বল করা ও হওয়া

উজা—স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া
উঠ—উঠা
উঠা—তোলা ; উত্থাপন করা
উড়—উড্ডীন হওয়া
উড়া—উড়ান, দোলান ; অগ্রাহ্যবৎ ছাড়িয়া দেওয়া ; অস্বীকার করা ; ব্যবহার করা (চাদর)
উত্‌রা (চ)—উপস্থিত হওয়া ; নামা
উতর (চ)—পৌছান, নামা ; উত্তীর্ণ হওয়া ; কেটে যাওয়া ; (দ্রব্যের দরের) পড়্‌তা হওয়া
উত্তর (প, ন)—উপস্থিত হওয়া ; পার হওয়া ; উত্তর দেওয়া
উত্‌লা, উতল—কাঁপিয়া উঠা ; উদ্বেল হওয়া
উৎসর্গ, উৎসৃজ (প)—উৎসর্গ করা
উথল্—কাঁপিয়া উঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া
উদ (প) উদয় হওয়া
উদ্‌ঘোষ্ (প)—উচ্চস্বরে ঘোষণা করা
উদ্ধার্ (প)—উদ্ধার করা
উধ (প)—অন্তর্হিত হওয়া
উধা (প)—উধাও করে লয়ে যাওয়া
উপ্—অন্তর্হিত হওয়া, মিলাইয়া যাওয়া
উপ্‌ড়া—উন্মূলিত করা
উপ্‌চা (চ)—ছাপাইয়া যাওয়া
উপজ (প) উপস্থিত হওয়া
উপহাস (প)—তামাসা করা
উপার্জ্জ—উপার্জ্জন করা
উব্—অন্তর্হিত হওয়া, মিলাইয়া যাওয়া
উব্‌জা—উপর-পড়া হয়ে বলা বা করা
উব্ (প)—উপস্থিত হওয়া
উল্—নামা ; প্রবৃত্ত হওয়া
উলা—নামান ; প্রবর্ত্তিত করা
উল্‌ট—পরিবর্ত্তিত হওয়া
উল্‌টা—পরিবর্ত্তিত হওয়া ও করা
উস্কা (চ)—উন্মুখ করা ; প্রবর্ত্তিত করা ; প্রদীপের সলিতা আগাইয়া দেওয়া ; (ফোঁড়ার মুখ) একটু কাটিয়া (ফাঁক করিয়া) দেওয়া
এগ, এগা—আগাইয়া দেওয়া, আগাইয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া
এড়া—এড়ান ; ফেলিয়া যাওয়া, পাশ কাটান

এলা—আল্‌গা হওয়া বা করা, অবসন্ন হওয়া ; খোলা ; খুলে পড়া
ওলা—নামান ; প্রবর্ত্তিত করা
ক'—বলা
ককা (চ)—কাতরভাবে চীৎকার করা
কচ্‌লা (চ)—ঘর্ষণ করা, রগ্‌ড়ান
কট্‌কটা (ন) একরূপ যন্ত্রণা অনুভব করা
কড়্‌ (চ)—রাগ করা
কড়্‌কা (চ)—শাসান
কন্‌কনা (ন)—যন্ত্রণা অনুভব করা
কপ্‌চা (চ)—কথা কহিতে শিখা ; অভ্যাস করা
কম—কমা, হ্রাস হওয়া
কমা—হ্রাস করা, কমান
কম্প (প)—কাঁপা
কর্‌—করা
কলা—কলাই করা; মিলিয়া মিশিয়া থাকা
কষ—স্বর্ণাদি পরীক্ষা করা ; আঁটা
কস্‌—শাসন করা ; রসশূন্য করা ; বলপূর্ব্বক একত্র করা ; আঁটা ; টানা ; শিখা, অভ্যাস করা (অঙ্ক)

কসা—প্রহার করা ; লাগান ; শিখান—অভ্যাস করান (অঙ্ক)
কহ্‌—বলা
কাচ—ধৌত করা ; ভাণ করা
কাচা—ধৌত করান
কাঁচ—কাঁচা হওয়া বা করা (খেলায়) ; নূতন করিয়া আরম্ভ করা
কাট—কাটা ; ছিন্ন হওয়া বা করা ; কামড়ান (সাপে কাটিয়াছে) ; বিকান ; প্রস্তুত করা (সূতা কাটিছে) ; বাহির করা (খুঁত)
কাটা—অতিবাহিত করা ; কাটান ; বেচা ; ত্যাগ করা ; অতিক্রম করা
কাড়—বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লওয়া ; ব্যবহারার্থ লওয়া ; বাহির করা (খুঁত)
কাড়া—ব্যবহারার্থ লওয়ান ; কাজে লাগান ; কাটান
কাঁড়্‌ (চ)—পরিষ্কার করা
কাঁড়া—পরিষ্কার করা বা করান ; যাচাই করা ; পরীক্ষা করা
কাত, কাতা—অবসন্ন হওয়া ; কাত্‌ হওয়া

কাঁদ, কান্দ—রোদন করা
কাঁপ—কম্পিত হওয়া
কামা—ক্ষৌরকর্ম্ম করা ; উপার্জ্জন করা
কামড়া—দংশন করা ; আঁটিয়া ধরা
কালা—অতি শীতল হইয়া যাওয়া
কাশ—কাশা
কিন্—ক্রয় করা
কিলা (ন)—কিল মারা
কুচ, কুচা—খণ্ড খণ্ড করা
কুঁচ, কুঁচা—বস্ত্রাদি কুঞ্চিত করা, গুছান
কূজ, কূজন, কুজন (প)—কূজন করা
কুট—খণ্ড খণ্ড করা ; প্রস্তুত করা ; কোটা ; গুঁড়া করা
কুড়, কুঁড়—খনন করা, কোটা
কুড়া—গুড়ান ; সংগ্রহ করা
কুঁথা (চ)—কোঁথান
কুঁদ—কুর্দ্দন করা ; যন্ত্রোল্লিখিত করা
কুপ, কোপ (প) কুপিত হওয়া
কুর্—কোরা ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া বাহির করা
কুল—কাটাইয়া যাওয়া
কুলা—কুলান, পর্য্যাপ্ত হওয়া ; কাটান
কুলুপ (প)—আঁট্‌কান ; বন্ধ করা
কেচ্‌রা (চ)—বিশৃঙ্খল করা বা হওয়া
কোঁকড়া—কুঞ্চিত হওয়া ও করা
কোঁকা (চ)—কোঁ কোঁ শব্দ করা
কোঁচ্‌কা, কুঁচ্‌কা—কুঞ্চিত হওয়া ও করা
কোটা—প্রস্তুত করান
কোঁথা (চ)—কোঁথান
কোঁদা—উৎকীর্ণ করান
কোদ্‌লা, কুদ্‌লা, (চ)—কোদাল দিয়া খোঁড়া
কোপা—(মাটি) কাটা, খুঁড়া
ক্রন্দ (প)—কাঁদা
ক্ষম্ (প)—ক্ষমা করা
ক্ষর—ক্ষরণ হওয়া
ক্ষুদ—খোদা, উৎকীর্ণ করা
ক্ষুভ (প)—ক্ষুব্ধ হওয়া
ক্ষেপ—উন্মত্ত হওয়া ; রাগা
ক্ষেপ (প)—ক্ষেপণ করা
ক্ষেপা—রাগান, খেপান ; পাগল করা

ক্ষোয়া—ক্ষয় করা
খচ্—বকা, বাক্যযন্ত্রণা দেওয়া
খণ্ড—খণ্ডন করা; কাটা, নাশ করা
খণ্ডা—কাটান; লঙ্ঘন করা
খতা—হিসাব দেখা, হিসাব করা
খন (প)—খোঁড়া
খর্—ঝলসে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া
খস্—খসা, স্খলিত হওয়া; ক্ষীন হওয়া, খরচ হওয়া; যাওয়া
খসা—স্খলিত করা; বাহির করা
খা—ভোজন করা, পান করা, ব্যবহার করা, ক্ষয় পাওয়া, ক্ষয় করা, গ্রহণ করা
খাওয়া—খাওয়ান, মিলান, খাটান
খাট—খাটা, পরিশ্রম করা; উপযুক্ত হওয়া
খাটা—খাটান; বিস্তৃত করা।
খাপ—মানানসই হওয়া
খাপা—মানান সই করা, মিলান
খাব্‌লা—খাবলাইয়া লওয়া
খাম্‌চা, খিম্‌চা—নখাঘাত করা
খিচ্, খিচা—খিচান, তিরস্কার করা
খুচ, খুঁচ—বেদনা বোধ হওয়া; বেঁধা

খোঁচা—উত্তেজিত করা
খুঁজ—অন্বেষণ করা
খুঁট—খুঁটিয়া লওয়া, সংগ্রহ করা
খুঁড়—খনন করা; ঈর্ষ্যা করা; কোটা (মাথা খোঁড়া)
খুঁড়া—খোঁড়ার ন্যায় যাওয়া; গোড়ালি উঁচা করিয়া পায়ের অঙ্গুলির উপর দাঁড়ান; শক্তির অতিরিক্ত কাজ করিতে প্রয়াস করা
খুদ—উৎকীর্ণ করা, খোদা
খুপ—চঞ্চুদ্বারা আঘাত করা; আঘাত করা
খুল—খোলা
খুস্—(মাটি) খোঁড়া
খেঁকা, খ্যাঁকা (চ)—মুখভঙ্গীপূর্ব্বক ধমক দেওয়া
খেংরা (চ)—ঝাঁটা মারা
খেঁচ, খিঁচ্—হস্তপদ বিক্ষেপ করা; (চ) বেদনা অনুভব হওয়া
খেঁচ্‌কা—বারংবার বকা, কথায় উত্যক্ত করা
খেঁচা—মুখভঙ্গী করা; বকা; বিরক্ত করা

খেঁট্—অধিক খাওয়া
খেদা—তাড়াইয়া দেওয়া
খেদাড়্—তাড়ান ; বকা, বিরক্ত করা
খেপ—রাগ করা ; পাগল হওয়া
খেপা—খেপান ; রাগান ; পাগল করা
খেল—খেলা করা
খেলা—বিস্তার করা ; কোন দ্রব্য লইয়া খেলান
খিম্‌চ্, খিম্‌চা—নখ ও অঙ্গুলি দ্বারা পেষণ করা
খোঁচা—উত্তেজিত করা ; বেদনা দেওয়া, বেঁধান
খোঁজা—অন্বেষণ করান
খোঁড়া—খোঁড়ার ন্যায় যাওয়া ; খনন করান
খোদ—উৎকীর্ণ করা
খোদা—উৎকীর্ণ করান
খোপা—ঠোক্‌রান
খোয়া, খুয়া—হারান ; ক্ষয় করা
খোব্‌লা—খোবলান
গছ্—লওয়া ; পুষ্ট হওয়া
গছা—দেওয়া
গজা—গজান, উজ্জীবিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া
গঠ (প)—গঠন করা
গড়্—গঠন করা ; স্বীকার করান ; স্বমতে আনা
গড়া—(জল)পাত্রান্তরিত করা ; গড়াইয়া যাওয়া ; বিশৃঙ্খল হওয়া ; নষ্ট হওয়া ; পরিণত হওয়া ; শয়ন করা ; গঠন করান ; গড়াগড়ি দেওয়া ; যাওয়া
গণ, গুণ—গণনা করা
গর্জ্, গর্জ্জ, গজ্‌রা—গর্জ্জন করা
গল্—অগ্নি সংযোগে দ্রব হওয়া ; ক্ষরণ হওয়া ; গলে পড়া ; ক্ষীণ হওয়া ; গলার ভিতরে যাওয়া
গলা—গলিত করা ; ভিতরে দেওয়া
গা, গাহ্—গান করা
গাওয়া—গান করান, গুণকীর্ত্তন করান
গাজ্ (প)—গর্জ্জন করা
গাঁজা—ফেনিল হওয়া, কাঁপিয়া উঠা
গাড়্—পোতা
গাঁথ্—গাঁথা, প্রস্তুত করা
গাদ্—পোরা, ঠাসা

গাপ—গোপন করা

গাব্, গাবা—দম্ভ করা

গাল, গালা—গালি দেওয়া ; অগ্নি-সংযোগে দ্রবকরা ; রস নিঃসারণ করা

গি—যাওয়া

গিল—গলাধঃকরণ করা, গ্রাস করা, খাওয়া

গিলা—খাওয়ান

গুছা—সংযত করা, গুছান ; সংগ্রহ করা (অর্থ) ; সঙ্গতি করা

গুঁজ—পোরা, অন্তর্নিবিষ্ট করা ; গোঁজা ; বাতান (মশারি)

গুঞ্জ (প)—গুঞ্জন করা

গুঞ্জর (প)—যাপন করা (দিন)

গুজরা—অর্থ ঐ

গুটা—সঙ্কুচিত করা ; গুটিয়ে লওয়া

গুড়া—ঐ ; কুড়ান ; সঙ্কুচিত হওয়া

গুঁড়—চূর্ণ হওয়া

গুঁড়া—চূর্ণ করা ; অত্যধিক প্রহার করা

গুঁতা—শৃঙ্গপ্রহার করা ; আঘাত করা, উত্তেজিত করা

গুমর্, গুমুর—ভিতরে ভিতরে কষ্টভোগ করা

গুম্‌রা—ঐ ; কষ্টে শব্দ করা

গুল—তরল পদার্থে মিশান

গুলা, গোলা—ঘোলা করা ; উল্‌টা পাল্‌টা হওয়া বা করা ; বেদনা অনুভূত হওয়া (পেট)

গেঙা—ক্লেশব্যঞ্জক অব্যক্ত শব্দ করা

গোঙা—ঐ ; কাটান (দিন) যাপন করা

গোচর্ (প)—জানান

গ্রাস (প)—গ্রাস করা

ঘট—ঘটা ; সংঘটিত হওয়া

ঘটা—সংঘটিত করা

ঘনা—ধীরে ধীরে নিকটে আসা ; ঘন হওয়া, গাঢ় হওয়া ; বাহির হওয়া ; ঘন হইয়া প্রকাশ পাওয়া

ঘষ—ঘর্ষণ করা, রগ্‌ড়ান

ঘস ও ঘষ—রগড়ান, মাজা

ঘষ্টা, ঘস্‌ড়া (চ)—রগ্‌ড়ান

ঘাট—কম হওয়া

ঘাঁট—মর্দ্দন করা, করদলিত করা ; নাড়াচাড়া, মাখা

ঘাঁটা—খেপান, রাগান

ঘাবড়া (চ)—অপ্রস্তুত হইয়া যাওয়া ; ভয় পাওয়া

ঘাম—ঘর্ম্মাক্ত হওয়া

ঘামা—ঘর্ম্মাক্ত করা ; শক্তি প্রয়োগ করা ; খাটান (গা ও মাথা)

ঘুচ—শেষ হওয়া

ঘুচা—দূর করা ; শেষ করা

ঘুঁট—মিশান; পেষণ করা ; অন্বেষণ করা ; আন্দোলন করা

ঘুমা (ন)—নিদ্রা যাওয়া

ঘুর্—বেড়ান, ঘোরা, ঘূর্ণিত হওয়া

ঘুরা—ফেরা ; আশা দিয়া ফিরান ; ঘূর্ণিত করা

ঘুলা—ঘোলান, আবিল করা

ঘুষ, ঘোষ (প)—ঘোষণা করা

ঘুষা (ন)—ঘুষি মারা

ঘুস্—প্রবিষ্ট হওয়া

ঘের্, ঘির্—বেষ্টন করা

ঘেরা—বেষ্টন করা, বেষ্টন করান

ঘেঙা (চ)—ঘেঙান, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা

ঘেঁস্— নিকটস্থ হওয়া

ঘেঁসড়া (চ)—রগড়ে যাওয়া

ঘোচ, ঘোচা—দূর হওয়া; দূর করা, শেষ হওয়া ; শেষ করা

চট—বিরক্ত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, উঠিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া

চট্কা—ঘাঁটা

চড়—আরোহণ করা ; রাগ করা ; অতিরিক্ত হওয়া

চড়া—চড় মারা ; অতিরিক্ত করা ; চড়ান চাপান (ভাত চড়াও) আরোহণ করান (গাড়ীতে) ; উচ্চ করা (গলা চড়াইল) লাগান (যন্ত্রে তার চড়াও)

চমক্, চম্‌কা—শিহরিয়া উঠা; হঠাৎ ভয় পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া ; আঁৎকে উঠা

চয় (প)—চয়ন করা, তোলা (পুষ্প)

চর্—চরা ; বিচরণ করা

চরা—চরান ; চালান

চর্চ্চ (প)—চর্চ্চা করা, আলোচনা করা ; মাখা

চল্—চলা, উপযুক্ত হওয়া ; সংকুলন হওয়া

চল্‌কা (চ)—ছাপাইয়া পড়িয়া যাওয়া

চষ—চাষ করা

চা—দেখা ; প্রার্থনা করা ; স্বীকার করা ; অন্বেষণ করা ; ইচ্ছা করা

চাক্, চাখ—আস্বাদন লওয়া

চাগ (চ)—উন্মুখ হওয়া ; আসন্ন হওয়া ; ঘটা

চাঁচ—চাঁচা, পরিষ্কার করা
চাট—লেহন করা, চাটা,
চান্‌কা (চ)—উৎসাহিত করা
চাপ—চাপা ; রোধ করা
চাপ্‌ড়া—চাপড় মারা, আঘাত করা
চাপা—(নৌকা) বাঁধা ; বোঝাই দেওয়া ; অধিক ভার দেওয়া ; উল্‌টা চাপ দেওয়া
চাব্‌কা—চাবুক মারা
চার—ছড়াইয়া পড়া
চারা—ছড়ান ; পৃথক্ পৃথক্ পোতা ; সামঞ্জস্য ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া ;
চাল—চালুনির দ্বারা পরিষ্কার করা ; ঠেলা ; স্থানান্তরিত করা , চালা (বড়ে) নূতন কিছু করা (চাল চালা)
চালা—প্রবর্ত্তিত করা ; সংকুলন করিয়া দেওয়া ; চালান
চাহ—দেখা ; প্রার্থনা করা; স্বীকার করা, ইচ্ছা করা (কি বলিতে চাহ বা চাও)
চিকিৎস (প)—চিকিৎসা করান
চিতা—চিত হইয়া পড়া ; জাগান
চিত্র (প)—চিত্রিত করা, আঁকা
চিন্—চিনা ; জানা

চিন্ত (প)—চিন্তা করা
চিবা—চর্ব্বণ করা
চিম্‌সা—তুব্‌ড়ান ; শুখাইয়া যাওয়া
চিয়া—জাগান ; চৈতন্য যুক্ত করা
চির্—চেরা ; চেলা করা
চু, চুঁ—ক্ষুধিত হওয়া; অত্যন্ত পুড়িয়া যাওয়া (চাউল চুঁইয়া গিয়াছে)
চুক্—শেষ হওয়া, মিটিয়া যাওয়া ; ভুল করা
চুকা—শেষ করা, মিটান
চুখা—উন্মুখ করা, বানান
চুচ্, চুঁচ (গ)—বেগে দৌড়ান ; চুঁচিয়া দেওয়া
চুটা—সতেজে কোন কাজ করা
চুন্—বাছা
চুপ—নীরব হওয়া, থামা
চুপ্‌সা—তুব্‌ড়ান ; শুখান
চুবা—ডোবান
চুম, চুম্ব (প)—চুম্বন করা
চুম্‌রা, চোম্‌রা—খোষামোদে পরিতুষ্ট করা, উৎসাহিত করা
চুমুক (প)—চুমুক দেওয়া
চুর, চুর—চূর্ণ করা (প) চুরি করা
চুলকা—কণ্ডুয়ন করা ; উস্কান

চুষ—চোষা
চেঁচ, চেঁচা—চীৎকার করা
চেত—চৈতন্যযুক্ত হওয়া ; ঠেকিয়া শেখা
চেতা—চৈতন্যযুক্ত করা
চেপ্‌টা—চেপটা হইয়া যাওয়া
চেলা—বিদীর্ণ করা ; চেলান
চোঁওয়া—অত্যন্ত দগ্ধ করা
চোনা—(গবাদির) মূত্রত্যাগ করা
চোলা—চোলাই করা
চোপা, চুপা—অস্ত্র দ্বারা কাটা
চোবা—ডোবান
ছক—কার্য্যের প্রণালী নির্ণয় করা
ছট্‌কা—বাহির হইয়া পড়া বা যাওয়া
ছট্‌ফটা (ন)—অস্থির হওয়া
ছড়—টানা, অধিক টানা ; চামড়া ছাড়ান
ছড়া—ছড়ান ; বিছান
ছল—ছলনা করা
ছা—ছাওয়া ; আবৃত করা, ঢাকা ; মিশান
ছাঁক—ছাকা
ছাঁচ—ছেঁচা, চূর্ণ করা, ভাঙ্গা ; অধিক আঘাত করা
ছাট, ছাঁট—বাদ দেওয়া ; কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা
ছাড়—ছাড়া, ত্যাগ করা ; বাহির করা ; হড়্‌কে দেওয়া (পেট)
ছাড়া—পরিষ্কার করা ; ত্বক্ শূন্য করা ; পৃথক্ করা ; নিষ্কাষণ করা ; অতিক্রম করা ; খোলা (গলা ছেড়ে গাওয়া)
ছাঁদ, ছান্দ—বাঁধা, সাজান ; পাতা
ছান্—দলন করা, মাখা ; গড়া
ছাপ—মুদ্রিত করা ; অতিরিক্ত হওয়া ; লুকাইয়া রাখা
ছাপা—অতিরিক্ত হওয়া, ছাপাইয়া যাওয়া ; মুদ্রিত করান ; গোপন করা
ছিঁচ্—(জল) সেক করা ; (জল) নিঃসারণ করা
ছিট্—কাঁটা ; ঘরের চাল ও বেড়ার বাঁখারি প্রভৃতি বাঁধা
ছিটা—ছিটান ; ছড়ান ; সেচন করা
ছিট্‌কা—ছিট্‌কাইয়া যাওয়া বা দেওয়া
ছিঁড়—ছিন্ন হওয়া ; ছেদন করা
ছিঁড়া, ছেঁড়া—ছিন্ন করান

ছিণ্ড (প)—ছেদন করা
ছিন্, ছিনা—কাড়া
ছিপ—গোপন করা
ছু, ছোঁ—স্পর্শ করা
ছুট—দৌড়ান ; চলিয়া যাওয়া
ছুটা, ছোটা—ছাড়িয়া দেওয়া ; দৌড় করান ; কাটা
ছুড়—ছোড়া
ছুপ (চ)—চাপিয়া ধরা
ছুব্‌লা—কামড়ান
ছুবা—রঞ্জিত করা
ছুল, ছোল্—খোসা বাদ দেওয়া ; পরিষ্কার করা
ছেঁক—ছাঁকা
ছেঁচ, ছেচ্—ছেঁচা, ভাঙ্গা ; অধিক আঘাত করা ; (জল) সেক করা ; (জল) নিঃসারণ করা
ছেঁত্‌লা (গ)—দলিত করা
ছেদ (প)—ছেদন করা
ছোঁচা (চ) জলশৌচ করা
ছোপা, ছোবা—(বস্ত্রাদি) রঙ্ করা
ছোব্‌লা—কামড়ান
ছোঁয়া—স্পর্শ করান
জড়া—সঙ্গত হওয়া ; জড়ান ; গুটান
জন্ম—উৎপন্ন হওয়া ; জন্মগ্রহণ করা
জপ—জপ করা ; সর্ব্বদা আলোচনা করা
জপা—প্রবর্ত্তিত করা ; মন্ত্রণা দেওয়া
জম—একত্র হওয়া ; অধিক শীতল হওয়া ; জমিয়া যাওয়া ; জমাট হওয়া (গান জমিয়াছে)
জমা—সঞ্চয় করা ; জমাট করা ; একচিত্ত করা ; তরল পদার্থকে কঠিন করা
জম্‌কা—ঝাঁকান
জর্—জীর্ণ হওয়া
জল্প্ (প)—বলা
জাওয়া—জীবিত রাখিবার উপায় করা ; বাঁচান
ঝাঁক্—বাড়া ; উন্নত হওয়া ; দৃঢ়-ভাবে থাকা
ঝাঁকা—জমকান
জাগ, জাগর—জাগরিত হওয়া ; প্রবুদ্ধ হওয়া
জাগা—জাগরিত করা ; উদ্বোধিত করিয়া রাখা, জাগাইয়া রাখা
জাচা, জাচ্—যাচাই করা
জাত, ঝাঁত্—চাপা ; নিপীড়িত করা

জ্ঞান—জানা
জানা—জানান, প্রকাশ করা
জাপ্‌টা—দুই হাতে অন্যের শরীর ধরা ; আলিঙ্গন করা
জাব্‌ড়া, জোব্‌ড়া—(লেখা) অপরিষ্কার হওয়া ; অস্পষ্ট লেখা
জারা, জরা—জীর্ণ করা
জি—বাঁচা ; বেঁচে থাকা
জিজ্ঞাস্ (ন)—জিজ্ঞাসা করা
জিত—জয় করা ; প্রধান হওয়া
জিন্—   ঐ   ঐ
জিরা (চ)—বিশ্রাম করা
জী, জীব (প)—জীবিত থাকা
জীয়া—জীবিত করা ও রাখা ; বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় করা
জুক, জুঁক, জুখ—পরিমাণ করা, মাপা
জুট, জুঠ—মিলিত হওয়া ; সংগৃহীত হওয়া ; যুঠা, মিলা
জুড়্—যুক্ত করা, আটকান (পথ), অবরোধ করা, সংগৃহীত হওয়া ; ব্যাপা
জুঠা—মিলান ; সংগ্রহ করা, যুঠান
জুড়া—শীতল হওয়া বা করা
জুত, জোত—ঘোড়া বা গরু গাড়িতে যুক্ত করা
জুতা—পাদুকা প্রহার করা
জুব্‌ড়া—ডোবান ; ডোবা ; অত্যাসক্ত হওয়া
জুয়া, জোয়া—উপস্থিত হওয়া (কথা)
জোগা—দেওয়া ; জোগান
জোড়—যুক্ত করা
জ্বর—জ্বররোগগ্রস্ত হওয়া
জ্বল—প্রজ্বলিত হওয়া ; উজ্জ্বল হওয়া ; জ্বালা করা
জ্বাল—প্রদীপ্ত করা ; প্রজ্বলিত করা
জ্বালা—কষ্ট দেওয়া ; জ্বালাইয়া দেওয়া ; পোড়ান
জ্যাব্‌ড়া—অস্পষ্ট লেখা, (লেখা) অপরিষ্কার করা
ঝক্—প্রদীপ্ত হওয়া ; কিরণ দেওয়া
ঝঙ্কার (প)—উচ্চ শব্দ করা, গর্জ্জন করা
ঝট্‌কা (চ)—ধরা ; ছাঁটা
ঝড়্‌কা (চ)—সুস্থ হওয়া ; কড়কান
ঝন্‌ঝন, ঝন্‌ঝনা—ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে পড়া, একরূপ বেদনা অনুভব করা
ঝর—ক্ষরিত হওয়া ; খসা ; পড়া

ঝর্‌ঝর্‌, ঝর্‌ঝরা—ঝর্‌ঝর্‌ করে পড়া
ঝরা—ঝরান ; বাহির করা
ঝলক্‌, ঝল্‌স্‌—দীপ্ত হওয়া ; প্রতিহত হওয়া
ঝল্‌কা (চ)—প্রদীপ্ত হওয়া
ঝল্‌সা—পোড়া ; পোড়ান ; অর্দ্ধ দগ্ধ হওয়া বা করা ; ঝল্‌সে যাওয়া (চক্ষু)
ঝাঁক—চাপ দেওয়া (প) বিক্ষেপ করা ; আস্ফালন করা
ঝর্‌ ঝর্‌, ঝর্‌ ঝরা—ঝর্‌ ঝর্‌ করে পড়া
ঝাক্‌ড়া—প্রসারিত হইয়া পড়া
ঝাঁক্‌রা—ঝঙ্কার দিয়া উঠা
ঝাঁজ, ঝাঁঝ—রাগ প্রকাশ করা ; রোখ্‌ দেখান
ঝাঁট—সম্মার্জ্জিত করা
ঝাঁটা—ঝাঁটা মারা, সম্মার্জ্জিত করা
ঝাড়—ঝাড়া ; পরিষ্কার করা
ঝাড়া—পরিষ্কৃত করান ; ঝাড়ান ; বুঝান ; ভূতাপসারণ করা ; বিষাপসারণ করা
ঝাঁপ (চ)—ঢাকা দেওয়া
ঝাঁপা—লাফ দেওয়া ; ছাপাইয়া যাওয়া
ঝাপ্‌টা—ঝাপ্‌টা মারা ; রক্ষার্থ চেষ্টা করা
ঝামর, ঝাম্‌রা (চ)—পূর্ণ হওয়া ; অভিভূত হওয়া
ঝাল—মেরামত করা ; ধাতুপাত্রাদি যোড়া
ঝালা—ঝালান ; ঝাল দেওয়া ; ভাল করিয়া আয়ত্ত করা
ঝিম—তন্দ্রাবিষ্ট হওয়া
ঝুঁক—ঝোঁকা ; একদিকে হেলা ; প্রবল হওয়া
ঝুড়্‌, ঝোড়্‌ (চ)—কাটিয়া পরিষ্কার করা, কাটিয়া দেওয়া
ঝুর্‌—ক্ষরিত হওয়া (অশ্রু)
ঝুল্‌—দোলা ; বিলম্বিত হওয়া
টক্‌—পচিয়া অম্লরস হওয়া
টঙ্কার (প)—ধনুতে টঙ্কার দেওয়া
টল্‌—চঞ্চল হওয়া, বিচলিত হওয়া, নত হওয়া, ভাঙা; একপক্ষে যাওয়া; অবশ পদে যাওয়া
টলা—বিচলিত করা, ফিরান
টপ্‌ (চ)—বিন্দু বিন্দু পড়া
টপ্‌কা—লাফাইয়া চলিয়া যাওয়া
টস্‌—আর্দ্র হওয়া ; টস্‌ টস্‌ করে পড়া

টস্‌কা—ক্ষয় হওয়া
টহ্‌লা (চ)—পাদচারণ করা
টাঁক্—সেলাই করা ; কামনা করা
টাক্‌না—আস্বাদন লওয়া
টাঙা—ঝোলান, লট্‌কাইয়া দেওয়া
টাট্, টাটা—ব্যথাযুক্ত হওয়া
টান্—আকর্ষণ করা ; ঝোঁকা
টাল (চ)—পূর্ণ করা (উদর)
টাঁস্ (চ)—কামনা করা ; মৃতপ্রায় হওয়া, মরা
টিঁক্—স্থায়ী হওয়া ; রক্ষা পাওয়া ; (যন্ত্রাদি) মেরামত করা ; থাকা
টিপ— মর্দ্দন করা, টিপিয়া দেওয়া ; কুঞ্চিত করা (মুখ টিপিয়া) ; ধীরে ধীরে নিঃশব্দে যাওয়া (পা টিপিয়া)
টু, টুইয়া (চ)—প্রবর্ত্তিত করা
টুক—সংক্ষেপে লেখা ; আস্তে আস্তে খাওয়া ; সেলাই করা
টুট্ (প)—ভাঙ্গা ; ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে যাওয়া ; কমিয়া যাওয়া
টুপ্—ক্ষরা, বিন্দু বিন্দু পড়া
টুপ্ টুপ্ (প)—টুপ্ টুপ করে পড়া বা খাওয়া
টেঁক—স্থায়ী হওয়, রক্ষা পাওয়া
টোপা—বিন্দু বিন্দু পড়া
ঠক্—বঞ্চিত বা প্রতারিত হওয়া, পরাজিত হওয়া
ঠকা—প্রতারিত করা
ঠাওরা—স্থির করা, নির্ণয় করা
ঠার (চ)—ইঙ্গিত করা
ঠাস্—চাপা, সবলে মাখা, দলিত করা
ঠাহরা—নির্ণয় করা, ভাল করে দেখা
ঠিক্‌রা—বিকীর্ণ হওয়া, চটা
ঠুক্—আঘাত করা, ঘা দেওয়া
ঠুক্‌রা—চড় দ্বারা আঘাত করা, ঠোকর মারা
ঠুস্ (চ)—পোরা, খাওয়া, মারা
ঠেক্—আট্‌কাইয়া যাওয়া, বাধা পাওয়া ; বিপন্ন হওয়া, স্পৃষ্ট হওয়া, বোধ হওয়া
ঠেকা—লাগাইয়া দেওয়া ; আট্‌কান ; বিপন্ন করা, পরাজিত করা
ঠেঙা—প্রহার করা, লাঠিদ্বারা মারা
ঠেল্—ঠেলা, সবলে সরাইয়া দেওয়া
ঠেলা (চ)—অপ্রসন্ন বা বিমুখ হইয়া থাকা ; অগ্রাহ্য করা ; বাহির করা (সমাজের), ঠেলা

ঠেস—চাপা ; ঠেলা ; ঘেঁসা

ঠেসা—বক্রভাবে লক্ষ্য করা বা দোষ দেওয়া ; চাপান

ঠেক্‌রা—চড়দ্বারা আঘাত করা ঠোকর মারা, চঞ্চুদ্বারা আঘাত করা

ডর্, ডরা (চ, প)—ভয় করা ; ভয় পাওয়া

ডল—পেষা ; বিস্তৃত করা, (রুটি)

ডলা—মর্দ্দন করা

ডাক্—আহ্বান করা ; শব্দ করা, চীৎকার করা

ডাল, ডার—দেওয়া ; ফেলা ; [কলম ডালা=লেখা]

ডাঁশা—পক্বপ্রায় হওয়া

ডিঙা, ডিঙ্গা—অতিক্রম করা

ডুক্‌রা—চীৎকার করা (ডুক্‌রিয়া কাঁদিল)

ডুব্—মগ্ন হওয়া ; ভিতরে প্রবেশ করা; জলের ভিতর মাথা দিয়া স্নান করা

ডুবা, ডোবা—মগ্ন করা

ঢল্—অচেতন হইয়া পড়া ; কোন দিকে প্রবণ হওয়া ; নিম্নগামী হওয়া

ঢলা—নিজের দোষ প্রকাশিত করা

ঢল্‌কা (চ)—প্রবণ হওয়া

ঢাক—আচ্ছাদিত বা আবৃত করা ; গোপন করা

ঢাল্—তরল পদার্থ স্থানান্তরিত করা, গড়ান ; গলাইয়া ছাঁচে ফেলা ; দেওয়া (মাথায় জল)

ঢালা—ঢালাই করা ; ঢালান

ঢিপা (চ)—প্রহার করা

ঢিলা (চ)—লোষ্ট্র প্রহার করা

ঢুক্ (চ)—প্রবেশ করা ; অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া

ঢুঁড়্ (চ)—অন্বেষণ করা

ঢুল—তন্দ্রাবিষ্ট হওয়া, ঝিমান

ঢুলা—কাটিয়া সরাইয়া দেওয়া ; সরান ; নাড়া ; বাতাস করা ; আন্দোলিত করা

ঢুঁসা (চ)—গুঁতান ; আঘাত করা

ঢেউয়া—ভাসাইয়া দেওয়া

ঢেকা (চ)—ঠেলিয়া বাহির করা

তর্—পার হওয়া ; উদ্ধার হওয়া

তরা, তারা—উদ্ধার করা

তর্জ্জ (প)—ভয় দেখান

তর্প (প)—তৃপ্ত করা ; তর্পণ করা

তলা—ডুবিয়া যাওয়া ; নীচে পড়া ; ভাল করিয়া বুঝা
তাও—পালন করা ; তাপ দেওয়া
তাক্, তাকা—চক্ষু উন্মীলন করা, দেখা
তাগ—লক্ষ্য করা ; আশায় থাকা
তাঙ্ড়া—সংগ্রহ করিয়া রাখা ; গুছাইয়া রাখা ; সঙ্কুলন হওয়া
তাড়্—তাড়া দেওয়া ; মারা ; বাহির করিয়া দেওয়া ; সতেজে কোন কাজ করা
তাড়া—তাড়াইয়া দেওয়া ; তাড়া দেওয়া
তাত—উষ্ণ হওয়া ; রাগা
তাতা—উষ্ণ করা
তাপ (প)—তাপ দেওয়া
তার্—ত্রাণ করা, রক্ষা করা
তাস্, তাসা—তাস ঘাঁটা বা গুছান
তিউড়া, তেউড়া—(কাষ্ঠাদি) বাঁকিয়া যাওয়া
তিত (প)—সিক্ত হওয়া
তিরস্কার্ (প) তিরস্কার করা ; দূর করা
তিলা, তেলা—গর্ব্বিত হওয়া
তিষ্ঠ—স্থির হইয়া থাকা ; স্থির হইয়া থাকিতে দেওয়া ; আশায় থাকা
তুল—তোলা, উঠাইয়া রাখা ; চয়ন করা ; উঠান (মাখন তোল', ছাঁচ তোলা), প্রস্তুত করা (পৈতা তোলা) সংগ্রহ করা (চাঁদা তোলা)
তুল (প)—তুলনা করা
তুলা, তোলা—চয়ন করান ; সংগ্রহ করান
তুবড়া—তুবড়াইয়া যাওয়া
তুষ, তোষ—তুষ্ট করা
তুল (প)—ওজন করা
তেওড়া—বাঁকিয়া যাওয়া
তৈর, তৈয়ার—প্রস্তুত করা
তোলা—ঐ
ত্যজ (প)—ত্যাগ করা
ত্রস্ত (প)—ভয় পাওয়া
ত্রাস্ (প)—ভয় পাওয়া ; ভয় দেখান
থত, থতা—অপ্রস্তুত হওয়া ; ভেব্ড়ে যাওয়া
থমক্—থেমে যাওয়া, নিবৃত্ত হওয়া
থাক্—থাকা

থাব্‌ড়া (চ)—চড় মারা
থাম্—নিবৃত্ত হওয়া ; নিরস্ত হওয়া
থামা—ক্ষান্ত করা ; নিবৃত্ত করা
থাস্—দলিত করা
থিতা—(মলিনাংশ নীচে পড়িয়া) নির্ম্মল হওয়া
থু—রাখা
থুব্‌ড়া (চ)—রগড়ান ; (মুখ) থুবড়াইয়া পড়া বা দেওয়া
থুর্, থুড়—কুচি কুচি করিয়া কাটা ; থোরা
থুস্ (চ)—ধীরে ধীরে সিদ্ধ হওয়া
থেতলা (চ)—দলিত করা
থেব্‌ড়া—ঘষা, রগড়াইয়া যাওয়া
থোড়া—কুচি কুচি করিয়া কাটা
দংশ—কামড়ান
দণ্ড (প)—দণ্ড দেওয়া
দম—নিরুৎসাহ হওয়া
দম (প)—দমন করা
দম্‌কা—ভাঙ্গা ; পড়া
দর্শ—দৃষ্ট হওয়া ; ঘটা
দর্শা—দেখান ; ঘটা
দল—দলিত করা ; মাড়ান ; মলিয়া দেওয়া (ঘোড়া)
দহ (প)—পোড়া ; পোড়ান
দা—দেওয়া ; বন্ধ করা ; বাধা না দেওয়া ; নষ্ট করা ; সংযুক্ত করা (১
দাগ্—দাগ দেওয়া ; ছোড়া (কামান)
দাঁড়া—থামা ; দণ্ডায়মান হওয়া ; অপেক্ষা করা ; ফল হওয়া
দান্ (প)—দেওয়া
দাপ, দাব্—দমন করা, শাসন করা
দাপা, দাবা—দমন করা, হীন করা ; দম্ভ করিয়া বেড়ান
দাব্‌ড়া—ধমক্ দেওয়া, তাড়ান

---

(১) দা ধাতু নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে (আসিয়াছে)।—(রবীন্দ্রনাথ)। মাথায় বাড়ি দিবে (মারিবে বা মজাইবে)। হাত দিয়া লইল=(হাত সংযোগে লইল) মন দিয়া পড় ; সাজা দাও (দণ্ড কর) কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে (স্বীকার করিল) ; তাকে আশ্রয় দিবে। (শরৎচন্দ্র) এ বাড়ীতে তাকে আন্‌তে দেবে না=(স্বীকৃত হবে না) ; কলিকাতা দিয়া যাইব=কলিকাতার পথে। ইত্যাদি।

দীপ (প)—দীপ্তি পাওয়া
দুখা—দুঃখ পাওয়া
দুম্ড়া—বাঁকিয়া যাওয়া
দুল্—দোলা
দু, দুহ, দো—দোহন করা
দুষ্—দোষ দেওয়া, দোষী করা
দেওয়া—দেওয়ান
দেখ—দেখা ; বুঝা, অনুভব করা
দেখা—দৃষ্ট হওয়া ; দেখান
দো, দোহ—দোহন করা
দোলা—দোলান
দোষ (প)—দোষী করা
দৌড়, দৌড়া—দ্রুত গমন করা. দৌড়ান
দ্রব (প)—গলা
ধড়ফড়া (চ)—ছট্‌ফট্‌ করা
ধম্‌কা—তিরস্কার করা
ধর্—ধারণ করা ; তাঙড়ান ; আট্‌কান ; পুড়িয়া যাওয়া
ধস্—ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; নষ্ট হওয়া
ধস্‌কা—ঐ
ধা, ধে—বেগে যাওয়া, দৌড়ান
ধাওয়া—তাড়া করা
ধাঁদ—ক্ষরে যাওয়া

ধাব—(প)—দৌড়ান
ধার্—ঋণগ্রস্ত থাকা, ঋণ করা
ধাম্‌সা (চ)—অতিরিক্ত প্রহার করা
ধু—ধৌত করা
ধুক্, ধুঁক—কষ্টে নিশ্বাস ফেলা ; মৃতপ্রায় হওয়া
ধুন—(তুলা) ধোনা ; নাড়া ; প্রহার করা
ধুমা, ধুঁয়া, ধোঁয়া—সধূম হওয়া
ধুঁয়া—অল্পে অল্পে উন্নতি লাভ করা
ধেব্‌ড়া (চ)—অস্পষ্ট হওয়া (লেখা বা অক্ষর)
ধেয়া (প)—ধ্যান করা
ধ্বন্ (ন, প)— শব্দ করা
ধ্বংস (প)—নাশ করা ; খেয়ে ফেলা
ধোয়া—ধৌত করান
নড়্—নড়া, যাওয়া
নড়া—নড়ান, সরান
নম (প)—প্রণাম করা
নরমা—নরম হওয়া, হীনতা স্বীকার করা
না—স্নান করা
নাচ—নৃত্য করা ; ক্ষেপা
নাচা—নাচান, ক্ষেপান

নাট (প)—নৃত্য করা ; অভিনয় করা
নাড়্—স্থানান্তরিত করা, বিচলিত করা
নাড়া—স্থানান্তরিত করান ; বিচলিত করা বা করান ; সরান
নাদ (প)—শব্দ করা
নাদ—(গবাদির) মলত্যাগ করা
নাব—অবতীর্ণ হওয়া ; নামা
নাম—ঐ ; প্রবৃত্ত হওয়া
নামা—অবতীর্ণ করা ; প্রবৃত্ত করা
নার্ (চ, প)—না পারা
নাশ্ (প)—বিনাশ করা
নাহ্—স্নান করা
নি—লওয়া
নিঃসর—বাহির হওয়া
নিকা—(গৃহাদিতে)—লেপ দেওয়া
নিকাল্—বাহির হওয়া
নিঙড়, নিঙড়া—জলাদি নিঃসারণ কথা
নিড়া—ভূমি হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলা
নিনাদ (প)—শব্দ করা
নিন্দ (প)—নিন্দা করা
নিব, নিভ—নির্ব্বাণ হওয়া
নিবাস্ (প)—বাস করা
নিবা—নির্ব্বাণ করা ; শেষ করা
নিবার (প)—নিবারণ করা
নিবড়া, নেবড়া—অপরিষ্কার ভাবে লেপন করা
নিবেদ (প)—নিবেদন করা
নিবেশ (প)—নিবিষ্ট করা
নিমীল (প)—(চক্ষু) বুজান
নিযোজ (প)—যোড়া, নিযুক্ত করা
নিরখ (প)—দেখা
নির্গম (প)—নির্গত হওয়া
নির্ম্ম, নির্ম্মা—নির্ম্মাণ করা
নিষ্কাশ (প)—বাহির করা
নিস্তার (প)—উদ্ধার করা, রক্ষা করা
নীরব (প, ন)—নীরব হওয়া
নু—নত হওয়া, বাঁকা
নেংচা (চ)—খুঁড়াইয়া চলা
নেংড়া (চ)—খুঁড়াইয়া চলা
নেউট্ (প)—ফিরে আসা
নেওয়া—লওয়ান
নেতা—লতাইয়া যাওয়া
নেব্ড়া (চ)—অপরিষ্কার ভাবে মাখান

নেলা—(কুক্কুরাদিকে) দংশনার্থ উৎসাহিত করা
নেহার, নিহার (প)—দেখা
নোয়া—নত করা, বাকান
পচ—পচা, পরিপাক হওয়া
পট্‌কা (চ)—রুগ্ন ও দুর্ব্বল হওয়া
পঠ—পাঠ করা
পড়—পতিত হওয়া; পাঠ করা; ঘটা; আক্রমণ করা; শেষ হওয়া (বেলা); হওয়া (চোর ধরা পড়িয়াছে=ধৃত হইয়াছে) (বাধা পড়িয়াছে)—যৌগিক ক্রিয়া দেখ
পড়া—শিখান, পাঠ করান; আসা (মনে পড়া)
পত্তন (প)—(গৃহাদির) নির্ম্মাণারম্ভ করা
পর—পরিধান করা
পরখ—পরীক্ষা করা
পরা—পরিধান করান
পরশ—স্পর্শ করা; পরিবেশন করা
পরাভব (প)—পরাজিত করা
পরিহর, পরিহার (প)—ত্যাগ করা, এড়ান
পরিহাস (প)—উপহাস করা
পর্য্যট (প)—ভ্রমণ করা
পল্‌কা (চ)—(কাষ্ঠাদি) জীর্ণ হওয়া
পলা—পলাইয়া যাওয়া
পশ (প)—প্রবেশ করা
পসার (ন)—প্রসারিত করা; প্রকাশ করা
পস্ত, পস্তা—অনুতাপ করা, দুঃখ করা
পা—পাওয়া; চাপা (ভূতে পাইয়াছে)
পা (প)—পান করা
পাক—পক্ক হওয়া; আসন্ন হওয়া; শুকাইয়া যাওয়া; উপযুক্ত হওয়া; পাক খাওয়া
পাকা—পক্ক করা, সিদ্ধ করা; পাক্‌ দেওয়া, পাকাইয়া জড়ান; শুখাইয়া যাওয়া
পাক্‌ড়া—ধরা, রুদ্ধ করা
পাথ্‌লা—ধোওয়া, নাড়াচাড়া করা
পাঁচা (চ)—আয়ত্ত করিয়া ধরা
পাছড়া—বাগাইয়া ধরা; আছাড় দেওয়া; ঝাড়া
পাঁজা (চ)—সাজান
পাঠা—প্রেরণ করা
পাড়্—নামান, পাতিত করা; পরি-

ষ্কার করা; মারা, জব্দ করা; বিস্তৃত করা, দেওয়া (গালি পাড়া); উত্থাপন করা (কথা পাড়া) ; প্রসব করা (ডিম) ; নামান

পাড়া—(পাশার দান) ফেলা ; (ঘুম) পাওয়ান ; পাতিত বা অবতারিত করান, প্রসারিত করা, অবসন্ন করা, প্রহার করান

পাত্—পাতা, বিস্তৃত করা ; বসান (দই), প্রস্তুত করা (উনান পাতা)

পাতা—স্থাপন করা, (সম্পর্ক) পাতান

পাদ্—উদরস্থ বায়ু নিঃসারিত করা

পাদা (চ)—জব্দ করা

পান, পানা—(গবাদির) দুগ্ধ দিতে উন্মুখ হওয়া

পার্—সমর্থ হওয়া, যোগ্য হওয়া

পারা—পার হওয়া ; পার করা

পাল—পালন করা

পাল্‌ট্—বদল করা,

পালা—পলায়ন করা

পাল্‌টা—ফেরা ; ফেরান ; উল্টা পাল্টা করা

পাশ—, পাশা— { পাশ কাটাইয়া যাওয়া ; (তাস খেলায়) ভিন্ন রঙের তাস দেওয়া

পাশর, পাসর—ভুলা, সংবরণ করা

পাশ্‌ট্, পাশ্‌টা—আয়ত্ত করা, বাগান, পাশ ফেরা

পাস (চ)—পাস করা (এগজামিন)

পি (প)—পান করা,

পিয়া (প)—পান করান

পিইয়—দুগ্ধপান করা (বাছুর পিইয়া গেছে)

পিছ্—পশ্চাৎ যাওয়া, নিবৃত্ত হওয়া

পিছা—ঐ ; পশ্চাতে ঠেলিয়া দেওয়া; পিছনে পড়া

পিছ্‌লা—স্খলিতপদ হওয়া

পিঁজ—(তুলা) ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করা

পিট—মারা ; ঘা মারা

পিধান (প)—বস্ত্রাদি দ্বারা ঢাকা

পিষ্—গুঁড়া করা ; ডলা, বাটা, পেষা ; অত্যন্ত প্রহার করা

পীড়্ (প)—পীড়া দেওয়া ; জিদ করা

পুছ (প)—জিজ্ঞাসা করা

পুছ, পুঁচ—মুছিয়া ফেলা

পুড়—পোড়া ; জ্বলা

পুড়া—দগ্ধ করা, জ্বালাতন করা

পুত—ভূনিহিত করা, গোর দেওয়া ; (বৃক্ষাদি) রোপণ করা

পুষ্—পালন করা ; রাখা

পুষা, পোষা—পর্য্যাপ্ত বা সঙ্গত হওয়া; পর্য্যাপ্ত করিয়া দেওয়া

পূজ (প)—পূজা করা

পূর্—পূর্ণ হওয়া ; পূর্ণ করা

পূরা—পূর্ণ করা, সফল করা ; পোষাইয়া দেওয়া

পেখ (প)—দেখা

পেঁচ্—পেঁচ দিয়া ধরা

পেঁচা—পেঁচ দিয়া ধরা, বাঁকান ; গোল বাধান

পোড়া—জ্বালান ; দগ্ধ করা ; জ্বালাতন করা

পোড়—দগ্ধ করা

পোহা, পুহা—প্রভাত হওয়া ; তাপ গ্রহণ করা (আগুন পোহাইতেছে)

পোঁছ—গ্রাহ্য করা

পৌঁছ, পঁহুছ—গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া ; যাওয়া

প্রকাশ (প)—প্রকাশিত হওয়া বা করা

প্রচার (প)—প্রচারিত করা

প্রজ্বল (প)—প্রজ্বলিত হওয়া ; জ্বালা

প্রজ্বাল (প)—জ্বালা

প্রণম (প)—প্রণাম করা

প্রতিহিংস (প)—দাদ তোলা, প্রতিশোধ লওয়া

প্রদর্শ (প)—দেখান

প্রবেশ (প)—ভিতরে যাওয়া

প্রবোধ (প)—প্রবুদ্ধ হওয়া বা করা

প্রভাত (প)—পোহান

প্রমাথ (প)—বিপর্যাস্ত করা

প্রলোভ (প)—লোভ দেখান

প্রশংস (প)—প্রশংসা করা

প্রশম (প)—নির্ব্বাণ হওয়া বা করা; সান্ত্বনা করা ; নিবারণ করা

প্রসব (ন, প) প্রসব করা

প্রসাদ (প)—তুষ্ট করা

প্রসার (ন) প্রসারিত করা

প্রহার (প)—মারা

ফক্ (চ)—বিফল হওয়া

ফড়ফড়া (ন, চ)—অধিক কথা বলা

ফরকা—নিরর্থক রাগ করা

ফল—ফলযুক্ত হওয়া, সফল হওয়া

ফলা—সফল করা, উপযুক্ত বা উজ্জ্বল করা (রঙ্ ফলান) ; বাড়ান

ফস্কা—বিফল হইয়া যাওয়া

ফাট—বিদীর্ণ হওয়া, ফাটা ; অত্যন্ত

কষ্ট পাওয়া (বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না) কষ্টে বাহির হওয়া (চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল—মন্ত্রশক্তি)

ফাটা—ভাঙ্গা ; ছেঁড়া ; বিদীর্ণ করা

ফাঁড়, ফেড়—কাটা, চেলান, বিদীর্ণ করা

ফাঁদ (চ)—প্রসারিত করা ; আরম্ভ করা

ফাঁদা—বিপন্ন করা ; বাধান

ফাঁপ্—স্ফীত হওয়া ; বৃদ্ধি পাওয়া

ফাঁপা—বাড়ান

ফাঁসা—ব্যর্থ করা

ফির্—ভ্রমণ করা ; প্রত্যাগমন করা ; অভিমুখ হওয়া ; উল্টাইয়া যাওয়া

ফিরা—বদলান ; ঘুরান ; প্রত্যর্পণ করা ; প্রত্যাগত করা

ফুঁক—, ফুঁকা— } ফুঁ দেওয়া ; মন্ত্র পড়া বা মন্ত্র দেওয়া

ফুকর—, ফুকার— } চীৎকার করা, স্পষ্ট করিয়া বলা।

ফুক্‌রা—ডুক্‌রাইয়া উঠা

ফুট—প্রস্ফুটিত হওয়া ; সচ্ছিদ্র হওয়া ; সুভৃষ্ট হওয়া ; ফুট ধরা ; সিদ্ধপ্রায় হওয়া ; (মুখ ফুটা=কথা বলা) ; প্রকাশিত হওয়া ; দৃষ্ট হওয়া

ফুটা—সিদ্ধ করা ; প্রস্ফুটিত করা, ফোটান

ফুঁড়—বিদ্ধ করা ; ছিদ্র করা ; ভেদ করিয়া উঠা

ফুঁপ্, ফুঁপা—, ফুঁফা (চ) } নীরবে কাঁদা, নাক ঝাড়া ; ফুঁপান

ফুর্—সফল হওয়া ; প্রকাশ হওয়া

ফুরা—শেষ হইয়া যাওয়া, নিঃশেষ হওয়া ; দর চুক্তি করিয়া দেওয়া

ফুল—স্ফীত হওয়া ; বাড়া ; (ন) পুষ্পিত হওয়া

ফুলা, ফোলা—বাড়ান ; স্ফীত করা

ফুস্ ফুসা (চ)—চুপি চুপি কথা বলা

ফুঁস্—ফোঁস ফোঁস করা ; নিশ্বাস ফেলা

ফুস্‌লা (চ)—মন্ত্রণা দেওয়া ; প্রবর্ত্তিত করা

ফেটা—আবর্ত্তিত করা

ফেন—ফুলা ; ফেন যুক্ত হওয়া

ফেনা—ফেনযুক্ত করা, ফেনাইয়া ফুলান ; বিস্তৃত বর্ণনা করা
ফেরা—বদলান ; ফিরাইয়া দেওয়া ; ফিরান ; ফিরাইয়া আনা
ফেল্—নিক্ষেপ করা ; রাখা ; সঙ্গে না লওয়া
ফোঁড়া—ছিদ্র করান
ফোঁপা (চ)—চাপিয়া কাঁদা
ফোঁস্‌লা—ফোঁস ফোঁস করে কাঁদা
ব—বহন করা ; সহ্য করা ; অসৎ-পথে যাওয়া
বক্—বলা ; তিরস্কার করা ; অধিক বা অনর্থক কথা বলা
বকা—অধিক কথা বলিতে বাধ্য করা
বখা—অসৎপথে যাওয়া
বঞ্চ (প)—বঞ্চনা করা ; যাপন করা
বট (চ)—হওয়া
বঁটা (প)—বঁটি দিয়া মারা
বদল্—পরিবর্ত্তিত হওয়া
বদ্‌লা—পরিবর্ত্তিত করা ; ফিরান
বধ্—বধ করা
বন্—মেলা ; উপযুক্ত হওয়া
বনা—মিলাইয়া চলা ; প্রস্তুত করা ; কাটা
বন্দ (প)—বন্দনা করা
বর্—বরণ করা
বর্জ্জ (প —বর্জ্জন করা, ত্যাগ করা
বর্ণ (প)—বর্ণনা করা
বৎ´—থাকা ; বাঁচা ; ঘটা
বর্ষ—বৃষ্টি হওয়া ; বর্ষণ করা
বল—বলা
বলা—বলান
বল্‌কা (চ)—বলক উঠা ; বুজকুড়ি উঠিয়া ফোলা
বস—উপবেশন করা ; বাস করা ; ফাঁপ ঘুচিয়া বসিয়া যাওয়া ; নীচু হওয়া, (গাছ) জন্মান ; জমা
বসা—উপবিষ্ট করান ; বসাইয়া দেওয়া ; অবসন্ন করা ; পাতা ; রোপণ করা
বহ—বহন করা ; সহ্য করা ; চলে যাওয়া ; প্রবাহিত হওয়া (নদী বহিয়া যাইতেছে, বায়ু বহিতেছে) ; পথ অতিবাহিত করা
বহা—স্থানান্তরিত করান ; বাহিত করা
বা—(নৌকাদি) চালান, দাঁড় টানা

বাওলা (চ)—কুলার বাতাস দিয়া পরিষ্কার করা ; ঝাড়া

বাঁক—বক্র হওয়া ; বিরূপ হওয়া

বাঁকা—বক্র করা

বাখা (প)—ব্যাখ্যা করা ; বিস্তৃত-রূপে বলা ; প্রশংসা করা

বাগ (চ)—আয়ত্তাধীন হওয়া

বাগা (চ)—বশে আনা ; আয়ত্তাধীন করা

বাচা—পরীক্ষা করা, অনুসন্ধানে তথ্য নির্ণয় করা

বাঁচ—জীবিত থাকা ; রক্ষা পাওয়া ; উদ্ধার হওয়া ; উদ্বৃত্ত হওয়া ; প্রীত হওয়া ; তৃপ্ত হওয়া

বাঁচা—রক্ষা করা ; জীবিত রাখা ; সঞ্চয় করা

বাছ—পৃথক্ করা ; পরিষ্কার করা ; মনোনীত করা

বাছা—বাছাই করা ; বাছান

বাজ—ধ্বনিত হওয়া, বাজা ; প্রচা-রিত হওয়া ; ব্যথা লাগা বা দেওয়া

বাজা—বাদ্য করা ; পরীক্ষা করা ; প্রচার করা

বাঞ্ছ (প)—ইচ্ছা করা

বাট—পেষণ করা ; বাটা

বাঁট—ভাগ করিয়া দেওয়া ; বিতরণ করা

বাড়—বৃদ্ধি পাওয়া ; উদ্বৃত্ত হওয়া ; বেশি হওয়া ; বাঁটা ; পরিবেশন করা

বাড়া—বর্দ্ধিত করা ; প্রসারিত করা

বাতা—(মশারি) ঠিক করিয়া গুছাইয়া দেওয়া

বাংলা (চ)—বলা, বুঝাইয়া দেওয়া

বাধ—ঘটা ; আটকাইয়া যাওয়া

বাধা—ঘটান, আটকাইয়া দেওয়া

বাঁধ, বান্ধ—বন্ধন করা ; আটকান

বাঁধা—বাঁধান

বান—গড়া ; কোটা ; তৈয়ার করা

বানা—রচনা করা ; কল্পনা করা

বার্ (প)—ঢাকা ; আবৃত করা

বাল্সা—পীড়িত হওয়া (শিশুদের)

বাস্—মনে করা ; বাস করা ; (ভাল বাসা=স্নেহ করা)

বাহ (প)—বহন করা ; চালান ; দাঁড় টানা

বাহুড়্—পুনরাগমন

বাহির (ন)—বাহির হওয়া বা করা

বি, বিউ (চ)—প্রসব করা
বিকশ (প)—ফোটা ; প্রকাশ পাওয়া
বিকা—বিক্রয় হওয়া ; সগৌরবে গৃহীত হওয়া
বিকাশ (প)—প্রকাশ পাওয়া; ফোটা
বিগ্‌ড় / বিগ্‌ড়া (চ)—নষ্ট হওয়া ; দূষিত হওয়া
বিগ্‌ড়া—অসৎপথে যাওয়া
বিচল (প)—বিচলিত হওয়া
বিচার (প)—বিচার করিয়া দেখা
বিছড়া (চ)—ছড়ান ; দলিত করা
বিছা—বিস্তার করা ; ছড়ান
বিড়ম্ব (প)—বঞ্চনা করা
বিড়া—বমনোন্মুখ হওয়া ; বেষ্টন করা
বিড়্‌বিড়া—অস্পষ্ট কথা বলা
বিতর (প)—বিতরণ করা
বিথার (প)—বিস্তার করা
বিদর্ (প)—বিদীর্ণ হওয়া
বিদার (প)—বিদীর্ণ করা
বিঁধ, বিন্ধ—বিদ্ধ হওয়া বা করা ; বিঁধ করা ; ছিদ্র করা
বিধান (ন, প)—বিধান করা
বিনা—রচনা করা ; বিন্যাস করা ; বিস্তারিত করা
বিনাশ (প)—বিনাশ করা
বিবাদ (প)—বিবাদ করা
বিরচ (প)—রচনা করা
বিরম (প)—থামা
বিরাজ (প)—বিরাজ করা ; পাওয়া
বিরোধ (প)—বিরোধ করা
বিলস, বিলাস (প)—শোভা পাওয়া
বিলা—বিতরণ করা
বিশেষ (ন, প)—বিশেষ করা, বিস্তৃত করা
বিশ্রাম (ন. প)—বিশ্রাম করা
বিষা—বিষযুক্ত হওয়া ; যন্ত্রণাদায়ক হওয়া
বিসর্জ্জ (ন)—বিসর্জ্জন করা
বিস্তার (প)—বিস্তার করা
বিস্ফার—বিস্ফারিত করা
বিহর, বিহার (প)—বিহার করা ; বেড়ান
বুজ—পূর্ণ হওয়া ; বন্ধ হওয়া, নিমীলিত হওয়া বা করা
বুজা—পূর্ণ করা ; নিমীলিত করা, বন্ধ করা
বুঝ—বুঝা
বুঝা—বুঝান; স্বমতে আনা

বুড়্—জলপ্লাবিত হওয়া ; ডোবা
বুড়া—ডুবাইয়া দেওয়া
বুন্—বপন করা ; বয়ন করা
বুল্—বেড়ান
বুলা—অবমর্ষণ করা ; আস্তে আস্তে স্পর্শ করা
বেঁক—বাঁকা
বেগ্ড়া—বিপথে বা অসৎপথে যাওয়া
বেচ—বিক্রয় করা
বেড়—বেষ্টন করা ; বেড় দেওয়া
বেড়া—ভ্রমণ করা ; প্রহার করা
বেতা (ন)—বেত দিয়া মারা
বেঁধা—বিদ্ধ করান
বের, বেরা—বাহির হওয়া
বেল—(রুটি, লুচি) বিস্তৃত করিয়া তলা
বেশা—অতিরিক্ত হওয়া
বেষ্ট্ (প)—বেষ্টন করা
ব্যাদান (প)—মুখ হাঁ করা
ব্যাপ—বিস্তৃত হওয়া ; ঢাকা
ভক্ষ (প)—খাওয়া
ভজ—ভজনা করা ; আশ্রয় করা
ভড়্কা (চ)—ভয়ে পলায়ন করা ; ভীত হওয়া ; থতিয়ে যাওয়া

ভণ (প)—বলা ; বর্ণনা করা
ভন্ভনা (চ, ন)—অনর্থক বকা
ভর্—পূর্ণ করা বা হওয়া ; প্রবিষ্ট হওয়া বা করা
ভরা—পূর্ণ করা
ভর্ৎস্ (প)—তিরস্কার করা
ভাগ— পলাইয়া যাওয়া
ভাগা—তাড়াইয়া দেওয়া ; ভাগ করা ; ছলনা করা
ভাঙ্গ, ভাঙ—উল্লঙ্ঘন করা ; ভেঙ্গে ফেলা
ভাঙ্গা, ভাঙা—ভঙ্গ করান ; অধিক মূল্যের মুদ্রা অল্প মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করা বা করান ; মন্ত্রণা দিয়া স্বপক্ষে আনা
ভাজ্—ভৃষ্ট করা, ভাজা ; কষ্ট দেওয়া
ভাঁজ—মোড়া ; পাট করা ; অভ্যাস করা (মুগুর ভাঁজা) ; স্থির করা, বাতির করা (মৎলব ভেঁজে এসো গে—ষোড়শী)
ভাঁজা—নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশাল দেওয়া
ভাঁটা—ভাঁটার দিকে নৌকা বাহিয়া যাওরা ; নিম্নদিকে যাওয়া, অধোগতি পাওয়া

ভাঁড়া—সত্য গোপন করা; অস্বীকার করা, ঠকান (আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকেও ভাঁড়াইলি! প্রবোধ চন্দ্রিকা)

ভাণ্ড, ভাণ্ডা (প্রাচীন প) ফাঁকি দেওয়া

ভাত (প)—শোভা পাওয়া

ভান্—শস্যের তুষ ছাড়ান

ভাপ্‌সা (চ)—ঘর্ম্মাক্ত হওয়া; দুর্গন্ধ হওয়া

ভাব—চিন্তা করা

ভাবা—উষ্ণবাষ্পের তাপ দেওয়া; চিন্তিত করা

ভার্—ভারি হওয়া; ভারপীড়িত হওয়া

ভাষ (প)—বলা

ভাস্—ভাসিয়া থাকা বা যাওয়া; সাঁতারান

ভাসা—জলে ভাসাইয়া দেওয়া; বিসর্জ্জন করা; অগ্রাহ্যবৎ ত্যাগ করা

ভিজ্—সিক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া; প্রসন্ন হওয়া

ভিজা—সিক্ত করা; প্রবর্ত্তিত করা

ভিড়্—নিকটে আসা; তীরে আসিয়া লাগা; মিশে যাওয়া (দলে ভিড়েছে)

ভিড়া—তীরে লাগান; ফিরান

ভুগ—অনুভব করা; ভোগ করা; কষ্ট পাওয়া

ভুঞ্জ (প)—ভোগ করা

ভুঞ্জা (প)—ভোগ করান

ভুন্—(চ)—ভাজা

ভুল—ভুল করা; বিস্মরণ হওয়া

ভুলা—ঠকান; অন্যমনস্ক করা, ভুলান; প্রলোভিত করা

ভেঙা, ভেঙ্‌চা (চ)—মুখভঙ্গী করা, অনুকরণ করা

ভেদ (প)—ভেদ করা, বিদ্ধ করা

ভেব্‌ড়া, ভেব্‌রা (চ)—ভয় পাওয়া, থতিয়ে যাওয়া

ভোগা—কষ্ট দেওয়া; ঠকান

ভ্রম (প)—বেড়ান

ম—মন্থন করা

মগন্ (প)—ডুবা

মচ্‌কা—অল্প ভাঙ্গা; বাঁকিয়া যাওয়া

মজ্—অবসন্ন হওয়া; আসক্ত হওয়া, ডোবা, সুপক্ব হওয়া; মিশিয়া সুখাদ্য হওয়া; মগ্ন হওয়া

ন—মজান
মঞ্জর (ন, প)—মুকুলিত হওয়া
মট্‌কা—মোড়া ; অঙ্গুলিগ্রন্থিগুলি মুড়িয়া শব্দ করা ; ভাঙ্গা
মড়্‌কা (চ)—মচ্‌কান, ভাঙ্গা
মড়্‌মড়া (ন) সশব্দে ভাঙ্গা
মণ্ডিত (প)—শোভিত করা
মথ—মন্থন করা ; ছল পূর্ব্বক লাভ করা
মন্ত্র (প)—মন্ত্রণা করা
মন্থ (প)—মন্থন করা
মন্দ্র (প)—গম্ভীর শব্দ করা
মর্—মৃত হওয়া ; ম্রিয়মাণ হওয়া ; অতি কুকর্ম্ম করা
মর্দ্দ (প)—মর্দ্দন করা, দলন করা
মর্ম্মর্ (প)—মর্ম্মর শব্দ হওয়া বা করা
মর্ষ (প)—সহ্য করা ; ক্ষমা করা
মল—মলা ; দলা ; পরিষ্কার করা
মহ—মন্থন করা
মাথ্—লেপন করা, মর্দ্দন করা ; মিশান, তরল পদার্থের সহিত মিশান।
মাগ্, মাঙ, মাঙ্গ—প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা
মাজ—সম্মার্জ্জিত করা ; পরিষ্কার করা ; ঘসা
মাড়—গুঁড়া করা, অনুপানের সহিত (ঔষধ) মিশান ; রসশূন্য করা
মাড়া—পদদলিত করা, পদদ্বারা স্পর্শ করা
মাত—মত্ত হওয়া ; অত্যাসক্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া
মাতা—উৎসাহিত করা
মাথা (চ)—হস্তার্পণ করা
মান্—মান্য করা ; স্বীকার করা ; মনে করা ; দিবার জন্য মনন করা (পূজা মানিয়াছে)
মানা—যোগ্য হওয়া; স্বীকার করান; সামঞ্জস্য করা (মানাইয়া চলা) ; তুষ্ট করা
মাঁপ—পরিমাণ করা ; ওজন করা ; দৈর্ঘ্যাদি নির্ণয় করা
মাপা—যুঠান ; পরিমাণ করান
মার্—প্রহার করা ; বধ করা ; ঠুসা
মিইয়া (চ)—নিস্তেজ হওয়া ; সেঁতাইয়া যাওয়া
মিট্—মীমাংসা হওয়া ; পূর্ণ হওয়া ; শেষ হওয়া

মিটা— মীমাংসা করা, পূর্ণ করা
মিল্—মিলিত হওয়া; একমত হওয়া; যোঠা; সমান হওয়া; মিশা
মিলা—তুলনা করা; সংযোজিত করা; যুঠান; মিশান; লীন হওয়া; অদৃশ্য হওয়া
মিশ—মিশ্রিত হওয়া; মিলা
মিশা—মিশ্রিত করা
মুকুল (ন, প) মুকুলিত হওয়া
মুখর্ (প)—শব্দিত করা
মুগ্‌রা (ন)—মুদ্গর প্রহার করা
মুচ্‌ক্—মৃদুহাস্য করা; মুখ টিপিয়া হাসা
মুচ্‌ড়া, মোচ্‌ড়া—বাঁকান; মুচড়ান; বেগ দেওয়া
মুছ—পুঁছে ফেলা; মার্জ্জিত করা; মোছা
মুছা—পুঁছান
মুড়্—ভাঁজা; মোড়ক করা; টোকা; বাঁকান (পা মোড়া)
মুড়া—মুণ্ডিত করা; শাখাপত্রাদিশূন্য করা
মুদ্—(চক্ষু) বুজান; বন্ধ করা
মুষ্‌ড়া—সঙ্কুচিত হওয়া; নিরুদ্যম হওয়া
মুত—প্রস্রাব ত্যাগ করা
মূর্চ্ছ (প)—মূর্চ্ছিত হওয়া
মেল—উন্মীলিত করা; প্রসারিত করা
মেলা—বিছান; ছড়ান
মোহ (প)—মূর্চ্ছিত বা মুগ্ধ হওয়া বা করা
যজা—অন্যের যজ্ঞাদি সম্পাদন করা; পৌরোহিত্য করা
যড়া—সংগ্রহ করা
যা—যাওয়া; হওয়া
যাচ—প্রার্থনা করা; সাধা
যাচা—দ্রব্যের গুণমূল্যাদি নির্ণয় করা; পরীক্ষা করা বা করান; অনুসন্ধানে নির্ণয় করা
যাঁত—চাপা
যাঁতা—চাপান
যাপ (প)—কাটান
যুঁক্—মাপা; পরিমাণ করা
যুঝ—যুদ্ধ করা; আয়াস পূর্ব্বক থাকা
যুট, যুঠ—মিলিত হওয়া; মিলা; সংগৃহীত হওয়া; উপস্থিত হওয়া

যুড়—সংযুক্ত হওয়া বা করা; যোজনা করা; ব্যাপা; মিলা
যুড়া—শীতল হওয়া; সুস্থ হওয়া; সংযোজিত করা
যোগা—যোগান দেওয়া; উপস্থিত হওয়া বা করা; সরবরাহ করা
যোজ্—যোগ করা
র—থাকা; নিবৃত্ত হওয়া
রক্ষ (প)—রক্ষা করা
রগড়া—ঘষা; কচলান; পীড়াপীড়ি করা
রঙ, রঙ্গ—রঞ্জিত হওয়া; আনন্দে বা নেশায় মত্ত হওয়া; অনুরক্ত হওয়া
রঙা, রঙ্গা—রঞ্জিত করা
রচ—রচনা করা; সৃষ্টি করা
রঞ্জ (প)—রাঙান; আনন্দিত করা
রট—(কথা) প্রচারিত হওয়া
রটা—(কথা) প্রচারিত করা
রণ (প)—শব্দ করা
রপ্‌টা—লাগান; বৃথা ঘোরা
রম (প)—বিহার করা
রস—রসযুক্ত হওয়া; পচা
রসা—ভিজান; সুস্বাদ করা
রহ—থাকা; নিবৃত্ত হওয়া
রা-কাড় (চ)—উত্তর দেওয়া
রাখ—রক্ষা করা; থোওয়া
রাগ—ক্রুদ্ধ হওয়া
রাগা—ক্রুদ্ধ করা, ক্ষেপান
রাঙ্—আনন্দে বা নেশায় মত্ত হওয়া; অনুরক্ত হওয়া; রাঙা হওয়া
রাঙা—রঞ্জিত করা; উজ্জ্বল করা; লাল করা
রাজ (প)—শোভা পাওয়া
রাঁধ—পাক করা
রু—রোপণ করা
রুখ—ক্রুদ্ধ হওয়া; আটকান; বাধা দেওয়া
রুগ—রোগ ভোগ করা; দুর্বল হওয়া
রুচ—ভাল লাগা
রুষ (প)—ক্রুদ্ধ হওয়া
রোধ (অভিরোষ) (প)—রাগা
রোধ (প) আটকান; রুদ্ধ করা
রোপি (প)—রোপণ করা
ল—গ্রহণ করা; স্বীকার করা
লওয়া—প্রবর্তিত করা; স্বীকার করান; গ্রহণ করান

লক্ষ (প)—লক্ষ্য করা
লঙ্ঘ—লঙ্ঘন করা ; অতিক্রম করা
লঙ্ঘা—অতিক্রম করান
লট্‌কা—টাঙ্গান ; ধরা
লড়্—যুদ্ধকরা ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা
লতা (ন)—লতার ন্যায় যাওয়া
লপ্‌টা—লোটান ; বাগাইয়া ধরা
লভ (প)—লাভকরা, পাওয়া
লহ—গ্রহণ করা, স্বীকার করা
লাগ—সংলগ্ন হওয়া ; প্রবৃত্ত হওয়া ; সমকক্ষ হওয়া ; ব্যথা বোধ হওয়া ; বিরোধ করা
লাগা—ঠকাম করা ; বিবাদ বাধান ; সংলগ্ন করা ; বাধা ; মারা
লাট্—আল্‌গা দেওয়া (ঘুঁড়ি)
লাঠা (ন)—লাঠি মারা
লাথা (ন)—লাথি মারা
লাফা (ন)—লম্ফ দেওয়া
লাল—লালন করা
লিখ—লেখা ; আঁকা
লুক্, লুকা—গুপ্তভাবে থাকা
লুকা—গোপন করা
লুট, লুটা, লোটা—গড়াগড়ি দেওয়া; অবসন্নভাবে পড়িয়া যাওয়া
লুঠ—ঐ ; লুণ্ঠন করা
লুঠা, লুটা—বিলাইয়া দেওয়া
লুণ্ঠ (প)—গড়াগড়ি দেওয়া ; লুঠ করা
লুফ—লুফিয়া লওয়া
লুষ (চ)—খাওয়া
লেতা (চ)—বিশীর্ণ হওয়া
লেপ—লেপন করা
লেপ্‌টা—জড়াইয়া লাগা
লেলা—(দংশনার্থ কুক্কুরাদিকে) প্রবর্ত্তিত করা
লেহ (প)—চাটা
লোভ (প)—লোভ করা ; লুব্ধ করা
লোভা—লোভ দেখান
শপ (প)—শাপ দেওয়া
শম (প)—নিবারণ করা
শাণা—শাণ দেওয়া ; তীক্ষ্ণ করা পরিষ্কার করা
শান্ত (প)—শান্ত করা
শাপা—শাপ দেওয়া
শাস—শাসন করা ; ভয় দেখান
শাসা—ভয় দেখান ; তিরস্কার করা
শিখ্—শিক্ষা করা
শিখা—শিক্ষা দেওয়া ; বশীভূত করা ; জব্দ করা

শিঁ, শিঁয়া, শিঙা (চ)—সেলাই করা
শিউর, শিহর—শিউরে উঠা ; (শরীর) কণ্টকিত হওয়া
শু—শয়ন করা ; পরাজিত হওয়া
শুঁক, শুখ—ঘ্রাণ লওয়া
শুখা—শুষ্ক হওয়া বা করা ; (জল) শুখাইয়া যাওয়া ; জলশূন্য হওয়া বা ক্ষীণ হওয়া
শুঁট, শুঁট্কা—রসশূন্য হওয়া ; শুখাইয়া যাওয়া
শুধ—পরিশোধ করা
শুধা—জিজ্ঞাসা করা
শুধ্রা—সংশোধিত হওয়া বা করা
শুন্—শ্রবণ করা
শুনা—শ্রবণ করান ; যাহাতে শুনিতে পায়, এরূপে বলা
শুষ—শুষ্ক হওয়া বা করা ; মুখ দিয়া বায়ুর সহিত টানিয়া লওয়া ; শোষণ করা
শোধ—পরিশোধ করা
শোয়া—শায়িত করা ; শোয়ান ; পরাজিত করা
শোভ (প)—শোভা পাওয়া, শোভিত করা
শোষ—শুষিয়া লওয়া
শ্বস্—মৃতপ্রায় হওয়া ; (প) নিশ্বাস ফেলা
স—সংগ্রহ করা (জল সওয়া) ; সহ্য করা
সঞ্চ (প)—সঞ্চয় করা
সঞ্চর্—সঞ্চরণ করা
সঞ্চার্—সঞ্চারিত করা
সট্কা—না বলিয়া পলায়ন করা
সন্তর (প)—সাঁতার দেওয়া ; সাঁতার দিয়া পার হওয়া ; পার হওয়া
সন্তোষ (প)—তুষ্ট করা
সঁপ—সমর্পণ করা
সমঝ—বুঝা
সমর্প (প)—ঐ
সমাপ (ন, প)—সমাপ্ত করা
সংবর—গোপন করা ; সামলান
সম্ভব—সম্ভব হওয়া ; খাটা
সম্ভাষ (প)—সম্ভাষণ করা
সর্—সরিয়া যাওয়া; চলিয়া যাওয়া; নড়া ; ব্যবহার করা (ঘাট, বাসন) ; বাহির হওয়া (কথা)
সরা—স্থানান্তরিত করা

সলা—মন্ত্রণা দেওয়া
সহ—সহ্য করা
সহা—যাহাতে সইতে পারে, তদনুরূপ কাজ করা
সাজ—সজ্জিত হওয়া ; বেশ ধারণ করা, প্রস্তুত করা (পান, তামাক); মানান হওয়া
সাজা—সজ্জিত করা
সাঁট—টানা, আট্‌কান ; খাওয়া
সাতা—আত্মসাৎ করা
সাঁতরা—সাঁতার দেওয়া
সাঁৎলা—(ব্যঞ্জনাদি) সংবরা দেওয়া
সাধ—অনুনয় করা ; কার্য্য সম্পাদন করা ; অভ্যাস করা ; আদায় করা ; পরিষ্কার ও পুষ্ট করা, (গলা), রক্ষা করা, ধাতু-প্রত্যয়াদির পরিচয় দেওয়া (পদ সাধা)
সাঁধা, সান্ধা (প), সেঁধা—ভিতরে যাওয়া, অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া
সাপ্টা—আয়ত্ত করা; ভাল করে ধরা
সাফা—নির্ম্মাণ হওয়া বা করা
সাম্‌লা—সাবধান হওয়া ; সাবধানে রাখা ; গুছাইয়া রাখা বা উঠা ; আত্মসাৎ করা
সার—সম্পন্ন করা ; সংশোধন করা
সার, সের—রোগমুক্ত হওয়া
সারা—মেরামত করান ; রোগমুক্ত করা, শেষ করা ; নিকাশ করা (হিসাব)
সি, সিঁ, সিঙা—সেলাই করা
সিকৃটা—নাক ও মুখ উর্দ্ধে কুঞ্চিত করা
সিঞ্চ (প)—সেচন করা
সিজা—সিদ্ধ করা
সিঁধা, সেঁধা—অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া
সিহর, সিউর—চমকে উঠা ; পুলকিত হওয়া
সুঁক—ঘ্রাণ লওয়া
সুধা—জিজ্ঞাসা করা
সৃজ (প)—সৃষ্টি করা
সেঁক—উত্তাপ দেওয়া ; উত্তাপে পক্ক করা
সেচ (প)—সেচন করা
সেঁতা—ভিজা হওয়া, সিক্তপ্রায় হওয়া
সেব (প)—সেবা করা
সেলা (চ)—সেলাই করা
স্তম্ভ (প)—স্তব্ধ হওয়া
স্থাপ (প)—স্থাপন করা

স্পর্শ (প)—স্পর্শ করা
স্বন্ (প)—শব্দ করা
স্মর্—স্মরণ করা
হ—হওয়া ; থাকা
হট, হঠ—সরিয়া যাওয়া ; পরাজিত হওয়া
হটা, হঠা—সরাইয়া দেওয়া ; পরাজিত করা
হড়্কা—স্খলিত হওয়া (পা) ; ছাড়া (১)
হর্—বল পূর্ব্বক লওয়া ; চুরি করা ; লওয়া ; ভাগ করা
হাঁক—ডাকা; চীৎকার করা; সশব্দে নাড়া বা মারা (চাবুক হাঁকিল)
হাঁকা—তাড়াইয়া দেওয়া ; চালান (গাড়ি)
হাঁকাড়—চীৎকার করা
হাঁকার—উচ্চৈঃস্বরে ডাকা ; চীৎকার করা
হাঁক্‌রা—চীৎকার করা
হাগ—মলত্যাগ করা
হাঁচ—হাঁচা
হাঁজ, হাজ্—জলে পচিয়া যাওয়া ; হীন হওয়া
হাঁট—চলা
হাঁটা—বৃথা যাতায়াত করান ; ঘুরান
হাঁৎড়া—না জানিয়া অন্বেষণ করা ; হাত দিয়া ঘাঁটা ; ভাবা
হাতা (ন)—হস্তগত করা
হান (প)—ক্ষেপণ করা ; প্রয়োগ করা ; আঘাত করা ; বিদ্ধ করা (লক্ষ্য)
হাঁপা, হাঁফা (ন)—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা, হাঁপান
হাব্‌ড়া—অবসন্ন হওয়া ; পঙ্কমগ্ন হওয়া
হাম্‌লা (চ)—(গবাদির) ডাকা
হার্—পরাজিত হওয়া ; লোকসান করা
হারা—পরাজিত করা ; হারাইয়া ফেলা
হাস—হাস্য করা ; উপহাস করা
হাঁসা (চ)—কাটা
হিংস (প)—হিংসা করা

(১) পেট বলে আমি হড়্‌কে দিলে কে কোথায় রয় !

হিঁচ্‌কা, হেঁচ্‌কা (চ)—সহসা সবলে টানা
হিঁচ্‌ড়া (চ)—সবলে টানিয়া লওয়া
হুড়, হুড়া—ঠকান
হুম্‌ড়া—সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাওয়া
হেদ, হেদা (চ)—বিচ্ছেদকাতর হওয়া
হের্ (প)—দেখা
হেল—নত হওয়া ; বাঁকা
হেলা—বাঁকান ; অগ্রাহ্য করা

কচ্‌কচ্‌, কচ্‌মচ্‌, কড়্‌মড়্‌, খট্‌খট্‌, খুট্‌খুট্‌, গট্‌গট্‌, ঘট্‌ঘট্‌, ঘুট্‌ঘুট্‌, চড়্‌চড়্‌, চন্‌চন্‌, রুন্‌রুন্‌, টল্‌টল্‌, টল্‌মল্‌, ঢল্‌ঢল্‌, থপ্‌থপ্‌, বজ্‌বজ্‌, সড়্‌সড়্‌, সপ্‌সপ্‌, সুড়্‌সুড়্‌, হড়্‌হড়্‌, হড়্‌বড়্‌, হুড়্‌মুড়্‌ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের উত্তর 'আ' প্রত্যয় হইয়া কচ্‌কচা, কচ্‌মচা, হড়বড়া প্রভৃতি নামধাতু উৎপন্ন হয়। এই সকল নামধাতু-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগানুসারে ব্যবহৃত হয় এবং প্রধান ক্রিয়ার অর্থ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে। প্রধান ক্রিয়ারূপেও কতকগুলি সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। যথা—হাতটা ঝন্‌ঝনাচ্চে ; নৌকাটা যে বড় টল্‌মলাচ্চে ; ছেলেটা বড় ছট্‌ফটাচ্চে।

কবিরা প্রায় নিরঙ্কুশভাবে বাঙ্গালা নামধাতুর পদ সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। যে কোন বিশেষ্য পদ হইতে তাঁহারা ইচ্ছামত ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করিয়া কবিতায় ব্যবহার করেন।

সম্পূর্ণ